গিরিশ-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত

কলিকাতা, বাগবাজার, ১৩নং বসুপাড়া লেন,
"গিরিশ-ভবন" হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

আশ্বিন—১৩৩৫ সাল

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
"গিরিশ-ভবন"
১৩নং বসুপাড়া লেন—কলিকাতা।

প্রাপ্তি-স্থান—
'গিরিশ-ভবন'—১৩নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রিন্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রীনিগমানন্দ

সূচিপত্র

—:০:—

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। **অশোক** (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲

২। **প্রফুল্ল** (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲

৩। **বলিদান** (সামাজিক নাটক) ১৲

৪। **গৃহলক্ষ্মী** (ঐ) ১৲

৫। **শাস্তি কি শান্তি?** (ঐ) ১৲

৬। **জনা** (পৌরাণিক নাটক) ১৲

৭। **শঙ্করাচার্য্য** (ঐ) ১৲

৮। **বুদ্ধদেব-চরিত** (ঐ) ১৲

৯। **তপোবল** (ঐ) ১৲

১০। **পাণ্ডব-গৌরব** (ঐ) ১৲

১১। **পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস** (ঐ) ১৲

১২। **ভ্রান্তি** (অলৌকিক নাটক) ১৲

১৩। **প্রতিধ্বনি** (গিরিশচন্দ্র-রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ৸৹, অবাঁধাই ৷৶৹

১৪। **বিল্বমঙ্গল ঠাকুর** (প্রেম ও বৈরাগ্য-মূলক নাটক) ১৲

১৫। **মনের মতন** (মিলনান্ত নাটক) ৸৹

১৬। **বাসর** (ঐ) ৷৹

১৭। **আবুহোসেন** (গীতি-নাট্য) ।৶৹

১৮। **মণিহরণ** (ঐ) ।৹

১৯। **আলাদিন** (ঐ) ।৹

২০। **বেল্লিক-বাজার** (প্রহসন) ।৶৹

২১। **আয়না** (ঐ) ।৹

২২। **য্যায়সা-কা-ত্যায়সা** (ঐ) ।৹

২৩। **ছটাকী** (নূতন প্রকাশিত) (ঐ) ।৶৹

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। **মেঘনাদ বধ** (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত মাইকেলের মহা কাব্য) ৸৹

২। **ঝকমারী** (সামাজিক প্রহসন) ।৶৹

৩। **ওলোট-পালোট** (ঐ) ।৶৹

৪। **চাঁদে-চাঁদে** (গীতিনাট্য) ।৹

৫। **শিব-চতুর্দ্দশী** (ঐ) ৶৹

নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৶৹

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

বহু চিত্র-সুশোভিত রসাল গল্পের বহি।—সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

"পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" বসুমতী (৬ই পৌষ, ১৩৩০)

"Being the only mentionable biographer of our late great actor-dramatist Girish Chandra Ghosh the author needs no introduction to our readers. In the present volume he has brought in existence a long-felt desideratum of the Bengali literature in as much as the treatise supplies us with so many touches of light wit and rippling humour our social life is badly wanting in." Forward (6th March 1924.)

"রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন একরকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশবাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জিনিষ হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।" রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর। ভারতবর্ষ (পৌষ, ১৩৩০)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

(প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক)

[২০শে আষাঢ়, ১২৯৩ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

—:○*○:—

চরিত্র

পুরুষ।

বিল্বমঙ্গল	... ...	ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ যুবক।
সাধক	... ...	ভণ্ড সাধু।
ভিক্ষুক।		
সোমগিরি	... ...	সন্ন্যাসী।
বণিক্।		
রাখালবালক	... ...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।

পুরোহিত, ভৃত্য, দেওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ, দারোগা, চৌকিদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চিন্তামণি	... ...	বারাঙ্গনা।
থাক	... ...	চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটিয়া।
পাগলিনী।		
অহল্যা	... ...	বণিকের স্ত্রী।

মঙ্গলা দাসী, জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—::*::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—এক দণ্ড বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল,—এর তাৎপর্য্য ছিল। দেখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম, একবার একটা মিষ্টি কথা কইলে না,—পেছন ফিরে শুয়ে রইল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন কচ্চিনি। যেমন না ব'লে চ'লে এসেছি, তেম্নি, ব্যস্—আজ থেকে খতম। যদি কখন দেখা হয়, দুটো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয়নি,—মিষ্টিমুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত; ব'ল্লেই হ'ত,—'ভাই, তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম্—ব্যস্।' যখন এসেছি, তখন আর যাচ্চিনি।

(গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ঝিঁঝিঁট—আড়খেম্‌টা।

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে?
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ছুনিয়া দেখে ফাঁক;
কোথাও তরতরে ধায় ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে।

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে বাবা!

ভিক্ষুক। মশাই, কিছু দিন্ না।

বিল্ব। যা যা—দেক্ করিস্‌নি—কি রে কি? গানটা কি, "টেনে টেনে"?

ভিক্ষুক। আর ম'শাই - পেটে টান প'ড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন্ শোন্, আমায় গানটা লিখে দে তো।

ভিক্ষুক। না মশাই, পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়া না ব্যাটা, তোকে ভিক্ষে দেবো এখন।

ভিক্ষুক। না ঠাকুর, তোমার ভিক্ষায় কাজ নেই; তোমার মিষ্টিমুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও, আমি একটা টাকা দেবো এখন।

ভিক্ষুক। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষুক। অ্যাঁ! ফাঁড়াদার ধরিয়ে দেবে না তো বাবা?

বিল্ব। না না, লিখে দাও।

ভিক্ষুক। এ, বাবা, আমার চোরাই গান নয়, বাবা; রীতিমত সাক্‌রিদি ক'রে শেখা, বাবা।

বিল্ব। আচ্ছা, কি গান বল্।

ভিক্ষুক। (সুর করিয়া) ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে—

বিল্ব। নে, নে, সুর রাখ্, গানটা বল্; এই কয়লা দে আমি লিখ্‌চি।

ভিক্ষুক। "ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।"

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেজায় দৌড়; ওঠ্ বোস্ করা'চ্চে;—তার পর?

ভিক্ষুক। "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে?"

বিল্ব। আচ্ছা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পারিস্? কি বলিস্, অ্যাঁ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিল্ব। তুই ব'ল্‌তে পাল্লিনি? গলায় গামছা দিয়ে টানে।—আমি আর ভুল্‌চি নি।—বল্,—বল্।

ভিক্ষুক। 'কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ছুনিয়া দেখে ফাঁক।"

বিল্ব। পাক ব'লে পাক? দে চড়কীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষুক। "কোথাও তরতরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে!"—এই ত গান হ'ল; কৈ মশাই, দাও।

বিল্ব। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই! শোন্, হ'য়েছে কি? কি?—ওঠ্ বোস্ ক'চ্চে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ; দিন্।

বিল্ব। গলায় গামছা দে' নে যায় টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ, দিন্ না।

বিল্ব। দে চড়কীর পাক;—উহুঁ,—গানটা ঠিক হ'চ্চে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ওই!

বিল্ব। হ্যাঁ রে, তুই কখন পিরীতের টানে প'ড়েছিস্?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নাই; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান,—সে গেরোর ফেরে হ'য়েছিল; সেই অবধি নেশাটা ভাঙ্‌টা কদাচ কখন করি; পেলুম কল্লুম, নইলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ কত্তে পারবি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে আমায় দিন্, আমি কাজ পা'র্‌ব না; আমি এম্নি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে, (টাকা দেওয়া) শোন্ না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর্ না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে' সন্ধান নিই; বেটীর মন একটু ধক্‌পক্ কত্তেই হবে, ব'লে পাঠাই,—"মনে ক'রেছ, সে আবার আ'স্‌বে, সে দফায় কচু!" (প্রকাশ্যে) শোন্ বলি,—ঐ বাড়ীতে যা; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে; সে কি ক'চ্চে, দেখে আয়; আর বলিস্,—"বাছা, মনে ক'রেছ, সে আ'স্‌বে—সে আর আস্‌চে না।"

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন্ বাড়ী ?

বিল্ব। ওই—ওই বাড়ী। দেখ্‌তে এমন কি ? চিমড়ে ছুঁড়ীখানা; তবে আমার নজরে প'ড়েছিল, তাই। আর ঐ গানটা শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্‌ব ? যে, মশাই আস্‌চে।

বিল্ব। না না; ব'ল্‌বি যে, শর্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি বুঝেছি; আমি জানি। বেমোল চক্রবর্ত্তী আমায় পাঠাত—রাগ টাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি;—কি ক'চ্চে, কে আছে, সব; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ, তা কি দিই ? আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। দেখ্, দেখ্, দেখ্—ওই যে মাগী আস্‌ছে ওই মিন্সেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তামণির বাড়ীতে থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস্ করে ত কিছু বলিস্‌নি। আমি ওই বটতলায় আছি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ ক'ত্তে কি নারাজ ? এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

(সাধক ও থাকর প্রবেশ)

সাধক। দেখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন ক'ত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি। একি যে সে প্রেম ?—রাধাকৃষ্ণের প্রেম !

থাক। আমি প্রেমের কি জানি, বল ? তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুন না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে ? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; ব'লেছে—"পুরুষ পরেশ।" তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা !—দেখ, রাধিকা—মামী, কৃষ্ণ—ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনাতুম। আমার মনে বড় সাধ, তোমায় অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আ'স্‌বেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভালবাসি; তবে কি জান ? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ও মা, কই ?

সাধক। কি কই ?

থাক। এই, বাড়ীওলা মেসোকে ডা'ক্‌তে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্সে এইখানে ব'সেছিল।

সাধক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আ'স্‌ব, সেন বড় গোল থাকেনা; আমি তিনটি টোকা দিয়ে ডা'ক্‌ব। পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি দেখে।

থাক। তা আ'স্‌বেন, ভুল্‌বেন না।

[সাধকের প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। ওগো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে ?

ভিক্ষুক। কে রে এখন ব'ল্‌চিনি; চল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর্ মুখপোড়া ! তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই।

ভিক্ষুক। তা দাও না, আমার চৌদ্দপুরুষের মুখে দাও না; কিন্তু আমি কথায় ভোলবার নয়; চল এখন, তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল ! মড়া পাগল নাকি ?

ভিক্ষুক। নাও নাও, দেরী হ'য়ে যাচ্চে; আবার আমায় খবর দিতে হবে, তিনি যার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে, কে ? বল্‌ত, বাড়ীওলা মেসো ? কোথা গেল রে ?

ভিক্ষুক। হুঁ, এখানে ভাঙি ? চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর্ মিন্সে ! ন্যাক্‌রা করিস্ নাকি ?

ভিক্ষুক। ন্যাক্‌রা কেন ? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে ব'ল্‌ব।

থাক। বল্ না, বল্ না; এইখানে একটি বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ?

ভিক্ষুক। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টের্‌টা পাবে। আমি কি যার তার কাছে বলি ?

থাক। মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে

দেখিয়া) এই দেখ, মাসীর আর বাপু তর্ নাই, আপনিই আস্‌চে। আমি কি আর খুঁজতে কসুর ক'চ্চি ?

ভিক্ষুক। ওই ত চিম্‌ড়ে চিম্‌ড়ে গড়ন ; এ বেটীও মাসী ব'ল্‌চে। পেটের কথা শীগ্‌গির বা'র কচ্চি নি ; একটু দেখি।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

থাক। বলি, হ্যাঁ গা মাসি ! তোমার একটু তর্ সয় না ? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে ? লোকে কি ব'ল্‌বে বল ত !

চিন্তা। আর বলুক্ গে, বাছা ! আমার আর সয় না। ডুব্‌টা দিয়ে আসি।

থাক। বলি, কই ? এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না ! বাছা, পরের ছেলে,—দুটো মিষ্টি না ব'ল্লে থাক্‌বে কেন ?

চিন্তা। আমি আর কি ব'লেছি ? তুই বাড়ী ছিলিনি, আমি খেতে ব'সেছিলুম ; তাই দোর খুল্‌তে দেরি। এই সমস্ত রাত গজ্‌গজানি।—ভাল ক'রে কথা কবে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোরবেলায় দেখি ডা'ক্‌চে ; আমি আর সাড়া দিলুম না। এই টর্‌টরিয়ে একবারে সিঁড়িতে। আমার বাছা, রাগ হ'য়ে গেল ; দু'বার তিনবার ফিরে এল ; আর কথা কইলুম না।

ভিক্ষুক। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন ; ঐ ঠাকুরটি যে এখানে ব'সেছিল ?

থাক। কি তা ?

ভিক্ষুক। (চিন্তামণির প্রতি) শোন,—(থাকর প্রতি) তোমায় না,—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন, মনে ক'রেছ বাছা যে, সে আ'স্‌বে, সে আর আ'স্‌চে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল ?

ভিক্ষুক। চল, আগে তোমার বাড়ী যাই, কি ক'চ্চ দেখ্‌ব, কি দে' ভাত খা'চ্চ দেখ্‌ব, কি ব'ল্‌চ শুন্‌ব ; তবে বটতলায় গে' খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চ'লে।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে অবস্থান)

চিন্তা। ওলো থাকি, দেখ্, পেছনের ঐ ঝোপের ভিতর এসে মড়া লুকুচ্ছে।

(অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভিক্ষুকের গীত)

সিন্ধু (মিশ্র)—খেম্‌টা।

ব'সে ছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, খামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে।
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা ! পগার পাবে বঁধু যেত এগোনে।

বিল্ব। (স্বগত) দেখ, বেটীর মনে একটুও দুঃখ নাই, হা'স্‌ছে ! (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি এ পারে কাঠ কিন্‌তে এসেছিলুম, দেখা হ'ল ত একটা কথা ব'লে যাই ; "যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেছে রামশন্না।"

চিন্তা। কেন রে মড়া ! কাঠ কিন্‌তে কেন ? তোর চিতা সাজাবি না কি ?

বিল্ব। দেখ, একটা কথা বলি ; মনে ক'রেছিলুম যে, তুমি ভদ্দর ; তা নয়, তুমি ভারি ছোটলোক।

চিন্তা। আর তুমি খুব ভদ্দর লোক—আচরণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওলা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত—ও ছোটলোক বেটীর কথায় উত্তর দিওনা। হ্যাঁ দেখ মাসি, মাসী হও আর যা হও বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।

বিল্ব। দেখ থাক, আমি আর আ'স্‌ছিনি ; তবে মনের দুঃখ একদিন তোমার কাছে গোটা কতক ব'লে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা ; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি ব'লেছি ? থাক বাড়ী ছিলনা, আমি খেতে ব'সেছিলুম, তাইতে দোর খুলে দেবার দেরি হ'ল। তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ প'ড়লো না ! তা ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বই কি আমি কিন্তু তোমায় ব'লেছিলুম, গোড়ার কথা মনে ক'রে দেখ।

থাক। দেখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি তোমার বাপু, আর ভাল দেখায় না, মেয়েমানুষটা যখ রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল ! আমি নাইতে এসেছি তুই বলিস্, থাকি, আচরণ দেখ্‌লি ! সকাল থেকে এখা

ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল—কোথা গেল; তা একবার দেখাটি দিলেনা!

থাক। এটি মেসো, তোমার অন্যায় হ'য়েছে, মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয়; বলে,—দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা।"

বিল্ব। দেখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রইল।

চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্‌নি; চল্, বাড়ী চল্।

বিল্ব। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ; বেলা হয়ে গিয়েছে।

চিন্তা। হাঁ, হাঁ; তবে আর দেরি করিস্‌নি, যা; ব'লে যা,—রাগ নেই।

বিল্ব। না, রাগ কিসের?

চিন্তা। দেখ্, বেলা হ'ল; বল্ রাগ নেই, নইলে ছেড়ে দোব না।

বিল্ব। না।

চিন্তা। তা চল্, আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধ্যাবেলা আস্‌বি ত? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই?

বিল্ব। না, আজ আর আ'স্‌ছিনি, নদী পেরুতে নেই ত, আ'স্‌ব কেমন ক'রে?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকালবেলা একবার আসিস্, মাথা খাস্।

বিল্ব। সকালে কি আর আসা হয়?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস্ লা থাকি, তোর ভদ্দরলোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাবনা, কাল সকালে আ'স্‌তে ব'ল্‌চি; বলে—"সকালবেলা কি আসা হয়?"—আর ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে,—যখন যা হয় ব'লে ফেল্লুম।

বিল্ব। সকালে কি ক'রে আসি? এ কি রাগের কথা? কাজ-কর্ম্ম নেই?

চিন্তা। দেখ্, মাথা খা'স্, সকালে আসিস্।

বিল্ব। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়, দুপুর বেলায় তা নইলে তোর বাড়ীতে গে হাজির হব।

বিল্ব। ঠিক কি ক'রে ব'ল্‌ব? [প্রস্থান।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে ব'লেছিলে? [পশ্চাৎ প্রস্থান।

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়েনি। বাড়ী নে গেলেনা কেন?

চিন্তা। না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা! কাছ থেকে ন'ড়্‌তে দেবেনা; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্!—মাথামুণ্ড নেই—খালি, "ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!" আরে, ভাল-বাসিস্ ত আমার কি মাথা কিনিছিস?—ওই দেখ, আবার আ'স্‌চে!

(বিল্বমঙ্গলের পুনঃপ্রবেশ)

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আ'স্‌তে পা'র্‌ব না, আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্‌লি, শুন্‌লি? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি?

বিল্ব। তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ টিয়ে পাখীটাকে দু'টি ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর একদিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দোব না; ঘাড়টা মুচড়ে মেরে রা'খ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার, তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, যদি শীস্ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না; কখন্ শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে? কখন্ খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌বে? বেলা কি আর হয়না?

বিল্ব। যাচ্ছি, (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ ভেড়াটাকে দু'টি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কা'ল সকালে আ'স্‌বে ত?

বিল্ব। দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন্ ?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্চি—শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্যাল। কলির লোক জান ত? —যে ধর্ম্মভীত হয়, তারই বিপদ্! আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে; কাশীধামে গমন ক'ল্লেম, তথায় ভাগ্যক্রমে আমার গুরুর দর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি,—তিনি বারো বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তা ত'বিল ভেঙ্গেছিলে, ফাঁড়িদার ধ'ল্লেনা?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জ্জনেরা এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্ষুক। বলি, যা হোক্, ফাঁড়িদার কিছু বলেনি?

সাধক। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয়নি।

ভিক্ষুক। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়েছিলুম, আমায় টেনে বা'র ক'ল্লে।

সাধক। তারপর শোন। এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম। এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই কত্তে হবে, তাই ভাব্‌চি—তোমায় আমি চেলা ক'র্‌ব। তুমিও দেখ্‌চি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চা'চ্চি।

ভিক্ষুক। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি জান, সকলের বরাত সমান নয়!—আমার ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙটা কর্ত্তে শিখে একটু হাতটান হ'য়ে প'ড়্‌ল; একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম, তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাটি ছিল; যে দিন জটা ঘ'সে দিতে ব'ল্‌ত, সে দিন বার ক'রে রা'খত! গাঁজা টাজা চ'ল্‌ত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'লনা—বাটিখানা নিয়ে স'র্‌লুম।

সাধক। আহা! তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য!

ভিক্ষুক। তা' কাজ তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে সকল জানি। কিন্তু একটা প্যাঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে; শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটী সর্‌ই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দেব, গেরুয়া প'রে থা'ক্‌বে, ছাই মেখে থা'কবে।

ভিক্ষুক। বলি, সে সব ত ছিল; পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেচি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই; আমি অন্তর্দ্ধান বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব।

ভিক্ষুক। ব'ল্‌চি যে, তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ; জানো, কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাক্‌লে ধরে!

সাধক। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, এ ফন্ একরকম মন্দ নয়; চ'ল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত? না, কথা কইবে না?

সাধক। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষুক। ধুনি জ্বালাবে?

সাধক। কখন কখন।

ভিক্ষুক। তোমার ভৈরবী থা'ক্‌বে?

সাধক। খুব গোপনে।

ভিক্ষুক। লোককে কি ব'ল্‌ব যে টাকা-কড়ি দাও? না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে,—কি বল?

সাধক। সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে; যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়ে যাবে।

ভিক্ষুক। হুঁ, বুঝেছি; এখন কোথায় আস্তানা ক'র্‌বে?

সাধক। একটা শিবের মন্দির টন্দির দেখে নেওয়া যাবে।

ভিক্ষুক। এখন কি রকম বখ্‌রা, বল।

সাধক। দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে প'র্‌তে—স্ত্রী, একটি ছেলে, আর মা ঠাক্‌রুণ। তা গোটা পোনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ দে—দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষুক। কি, দশ আনা তোমার, ছ' আনা আমার?

সাধক। হুঁ।

ভিক্ষুক। তুমি সাধুগিরি জাননা। বাড়ীফাড়ি বুঝিনি; চেলার সঙ্গে আধাআধি বখরা।

সাধক। দেখ, ওতে আটকাবে না। তোমায় আমি শিষ্য ক'রব; গুরুসেবার জন্য যা দিতে হয়, দিও।

ভিক্ষুক। এ কথা ভাল।

সাধক। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও বিশেষ কাজ আছে।

সাধক। একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধক। কি, নদীপার?

ভিক্ষুক। নদীপার।

সাধক। আজ কাজ সা'রতে পার, ভাল; না হ'লে কা'ল থেকে চেলা হবে।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

কাফি (মিশ্র)—একতালা।

পাগ।— ওমা কেমন মা কে জানে?
মা ব'লে মা ডাক্‌চি কত বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর, লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাক' একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে!

সাধক। আহা আহা! বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তোমার বে হয়েছে?

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

(গীত)

গৌরী—একতালা।

পাগ।— আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ওই নুপুর বাজে শোন না॥

[পাগলিনীর প্রস্থান।

সাধক। দেখ, দেখ, এ পাগলীটাকে হাত কর; ও বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। ব্যবসাটা শীগ্‌গির জম্‌বে।

সাধক। তোমার ভৈরবী কত্তে পার ত ভাল।

ভিক্ষুক। বটে? ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিল্বমঙ্গলের বাটীর কক্ষ, সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন।

(বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন)

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও। সন্ধ্যা হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়্‌বার ধূম!

পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্ব্বনাশটা কল্লি। এম্নি দুটি যজমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চ'ল্‌বে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস রয়েছে।

বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দেখ্‌, অমন করিস্‌ ত লোকে তোকে জাতঃপাত ক'র্‌বে।

বিল্ব। যাও যাও, এখন তোমার কাজে যাও।—ওরে ভোলা!

(ভোলার প্রবেশ)

এই পুরুৎঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আয়; আর মথুর ঠাকুরকে এইদিকে আস্‌তে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন ক'র্‌বেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্‌, আগে আমার পাঁচ চেঙারি খাবার এইখানে রেখে যাক্‌। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাওনা।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুন্‌চি,—রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

বিল্ব। দেখ্‌ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল জিনিস সব তুলে আন্‌বি—পাঁচখানা চেঙারি।

[ভোলার প্রস্থান।

ধরনা—চিন্তামণি, থাক,—তুই ; থাকব মাসী আছে শুনিচি, এই ধর—তিন। চিন্তামণির আর একখানা ধর—চার ; ও তিনখানাই ধর—পাঁচ। আমি এখন আর খাবনা, দেরি প'ড়ে যাবে ; চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস্! এই সা'র্‌লে! পশ্চিমে মেঘখানা বড় উঠেচে ;—উঃ, বেজায় ঝড়!

(ভোলার পুনঃ প্রবেশ)

ভোলা। ওগো বামুনদের পাতা উড়ে গেল!

বিল্ব। তা যাক্ ; তুই পাঁচ চোঙ্ড়া খাবার এনে এইখানে রাখ্ না, একটা লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস্। আমি নৌকা দেখ্‌তে চ'ল্লেম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, বলিস্—আমার বড় জ্বর। (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল! আবার দাওয়ান ব্যাটা এল।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। (স্বগত) ঘরের ভিতর সব পাত ক'রে দিই ; মুষলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত করগে, যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক। পরশু আমার একশ' টাকা চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখ্‌তে চাও ; বুঝেছ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা, যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত করিগে।

বিল্ব। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন কত্তে হবে না।

[প্রস্থান।

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি, কিন্তু এ সময়ে না বেরুলে নৌকা ঠিক কত্তে পা'র্‌বনা। যা ভাড়া লাগে, পার হ'তেই হবে।

[প্রস্থান।

ভোলা। এই যে সিন্দুকের চাবি ভুলে গিয়েছে! মাইনে যত পাব, তা' ত বুঝ্‌তে পেরেছি ; আজ যা পাই, তাই নিয়ে সট্‌কাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর—শ্মশান

ঝোপের পার্শ্বে চিতা জ্বালাইয়া পাগলিনী উপবিষ্টা।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। দেখ্‌চি, আর তু' ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে।—একখানা কি জেলেডিঙ্গিও বাঁধা থাক্‌তে নেই? একখানা ভেলা টেলা, কাট টাট্—কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি! রাগ ক'রে এসেচি ; ব'লে এসেছি, আ'সব না ;—চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে। আহা প্রাণেশ্বরি! আমারা তু'জনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী—মাঝে এই প্রবল নদী।—এ ঝোপটার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো, এ বৃষ্টিতেও চিতের আগুন নেবেনা! কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চ'লেছে! আমার যে প্রাণ যায়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ ক'চ্চে! প্রাণ, তোরে আমি তুচ্ছ কত্তুম, কিন্তু চিন্তামণিকে যে দেখ্‌তে পাব না। উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এমনি হ'চ্চে ; স্ত্রীলোক- কি ক'র্‌বে? নৈলে নদী পার হয়ে এসে, আমার গলা ধ'রে কেঁদে আমায় তিরস্কার কত্ত। চিন্তামণি আমার, আমি চিন্তামণির ; আমার প্রাণ নয়, চিন্তামণির প্রাণ—সে যে আমায় ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ তুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে একখানা মোটা কাঠ এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি পেত্নী নাকি? পেত্নী বৈ কি ; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে খাবে! ওরা মনে ক'ল্লে পার ক'রে দিতে পারে ; বলি, এয়েও প্রাণ গেছে, অয়েও প্রাণ গেছে। (পাগলিনীর প্রতি) ওগো, তোমায় আমি যোড়শোপচারে পূজা দোব, তুমি যদি আমায় পার ক'রে দাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

পাগ। (বেগে দণ্ডায়মান হইয়া)
কই সই কই চিন্তামণি?
বল্,
কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে,—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্ব্বত-গুহায়, নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন।
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়,
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'লনা!
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে?
কই—কই চিন্তামণি!

বিল্ব। (স্বগত) এ কে! চিন্তামণিকে ডাক্‌চে কেন? এ ত পেত্নী নয়; পাগল বোধ হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, চিন্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার; নাম ধ'রে ডাকিনি; ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়ে মানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা ভক্তমনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে!
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর জটাজূট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি' গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা;—
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;
বিপরীত রতি,—
কেহ সব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি "ফুরাইল" বাক্;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা সে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি ক'র্‌ব? কেমন ক'রে যাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবেনা। জলে ঝাঁপ দে দেখিছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে দেখিছি—আগুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি। মা! মা! কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা!

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার; দিক নির্ণয় করা দুষ্কর! সত্য কি প্রাণ যাবার নয়? ওহো, যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্‌তে পাবনা। মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করিনা; তরঙ্গ, তোমারও কলকল নাদে ভয় করিনা; দেহ, তোরও মমতা রাখিনা; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখ্‌তে পাবনা, ঐ ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!—চিন্তামণি! চিন্তামণি!

পাগ।— (গীত)

কানেড়া (মিশ্র)—একতালা।

সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে ক'রেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাক্‌চে কত না জানি!
ওই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি।

[প্রস্থান।

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌ব। চিন্তামণি! চিন্তামণি !!

[জলে ঝম্পপ্রদান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—✱০✱—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—থাকর ঘরের দাওয়া।

(সাধক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

সাধক। বলি তোমার এ বাড়ীতে কাজ ছিল কি ?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থা'কতে নেই ? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবেনা।

সাধক। বলি, তবু কি শুনি ?

ভিক্ষুক। ঠিকে কাজ। ঐ যে বাড়ীর গিন্নী আছেন, তাঁর মানুষটি আমায় ব'ল্লেন, "যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর রাখ্‌বি—কে আসে যায়।" দোরগোড়ায় ছিলুম ; ঝড়-ঝাপটায় ঘরে এসে ঢুকিছি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও ঠকে ;—বল্লুম, "বাবা বিদেশী অতিথ" ; তাই চিঁড়ে মুড়কি দই—ফলার করা'লে। কিন্তু শেষটা চিনে ফেল্লে,—বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে - সেই পোড়ারমুখো ; ঐ পোড়ার মুখো পাঠিয়ে দিয়েছে।" ঝাঁটা ঝাড়ছিল, বড় ঝড়-বৃষ্টি দেখে "মা মা" শব্দ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম। এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখ্‌চি সারারাতটা মশা তাড়ালে, ব্যাপারখানা কি ?

সাধক। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি দুটো কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই ; এই বাদলার দিন—ঐখানেই একটু মুড়ি দে ঘুমোও। চেলাগিরি ত ? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে না না ; থাক এলে ব'ল যে আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি বল দেখি ? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ ? দেখ, হেথা খুরের ধার ; গুরুগিরি চেলাগিরি চ'ল্‌বে না। তোমায় আসতে বলেছিল, তা আমি শুনিচি—সেই, যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে একটু না চিন্‌লে আমার রীতের কথা খুলতুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব'লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি ?

ভিক্ষুক। দেখ, তুমি খুব সেজেচ গুজেচ বটে ; কিন্তু তুমি চার আনা বখ্‌রারও যুগ্যি নও। বলি, আক্কেল নেই ? সকাল বেলা গুরু শিষ্যে দেখা নেই, আর রাতদুপুরে "গুরবে নমঃ" !

সাধক। তবে তুমি একটু স'রে যাও, আমি থাকর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা কব।

ভিক্ষুক। ভোর বেলা ক'য়ো এখন। ভোর না হ'লে ত আর তার দেখা পাচ্চনা, সে এখন ছাপরখাটে শুয়েছে ; রুদ্রাক্ষির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠবে ? টাকার শব্দ বত্তে পাত্তে ত সে কথা ছিল। ব্যবসাটা জমিয়ে কিছু হাতে কর, তারপর এস।—দেখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়েছিলুম, ভয় হলো, বাবা ! বেটী শ্মশানবাগে চ'লে গেল।

সাধক। আমার ভৈরবী কেন ? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষুক। ও হরি ! আমি তা বুঝতে পারি নি। তুমি আবার সৌখীন, সে ভৈরবী মনে ধ'চ্ছেনা ; তাই থাকমণির কাছে এসেচ ! দেখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি ; (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী—ও ভৈরব ! দেখনা, ব্রহ্মদত্যির মতন চ'লে আস্‌চে ! (মুড়ি দিয়া শয়ন)

(থাকর প্রবেশ)

থাক। (স্বগত) দু' পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে ; তালা ভেঙ্গে ত সেঁদোয়নি ? কে জানে, চোর কি না ! (প্রকাশ্যে) বলি, মশায় আছেন কি ?

সাধক। (সুর করিয়া) হুঁ আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল ! বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছো যান ! (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ

আসেনি ব'লে আট্‌কে রেখেছিল; আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হয়েছে, তামাক টামাক পাওনি, আর সন্ধ্যা থেকে ব'সে আছ; তা কি ক'র্‌ব বল? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দিই, তার পর পিঁড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক। বিশ্বাস দেখেছ? ঘর ঢোকাবেনা! দেখ, তুমি আমায় আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে দু'জনেরই গলাধাক্কা!

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুয়ে আগুন! তামাক দু'ছিলিম এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধক। তা থাক্, তামাক থাক্; তুমি ব'স। দেখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার,—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা ব'ল্লেন, ঐটি পাওয়া মুস্কিল। এই প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল—ও কুড়িও যার নাম, একুশও তার নাম—কুড়ি এখনও পোরে নি, এই চোৎ মাসে উনিশে প'ড়েছি,—তা, কই, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধক। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে। তা দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পা'র্‌ব কি?

সাধক। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধা-প্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুল্‌বনা।

সাধক। তবে মন দে শোন। বলি, ত'র্‌তে ত হবে—এ ভবসমুদ্র ত'র্‌তে ত হবে?

থাক। তা বটে ত।

সাধক। তাই তোমায় ব'ল্‌চি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচজনের মুখ আর চেয়োনা।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই; যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝতে পার্‌বেন। আমি হরি নাম না ক'রে জল খাইনি; আর যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মতন দেখি; আর পরপুরুষের মুখ দেখিনা। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পা'চ্চনা! রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই; হাজার হ'ক আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পা'র্‌ব।

সাধক। দেখ, এক কথায় বলি,—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুসি তা কর, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হ'তে পা'র্‌বে?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন; আমি ভাল বুঝতে পাচ্চিনা।

সাধক। দেখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান ক'র্‌বে, আমি পায়ে ধ'রে ভাঙব; আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই" ব'লে অধৈর্য্য হবে।

থাক। তা আমি সব পা'র্‌ব। আপনি যদি আমার ভার নেন্ ত,—আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়; বিছানা মাদুর ক'রে দাও, তুমিই ব'স্‌বে; গয়নাগাঁটি তোমার মন হয় দিও, না হয় না দিও।

সাধক। দেখ, আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই; তবে দুটো একটা বিদ্যা জানি;—এই হরিতালভস্ম, তাঁবাকে সোণা করা,—তোমাকে শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তাঁবাকে সোণা কত্তে জানেন?

সাধক। গুরুর কৃপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন কত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজি কত্তে এসেচে না কি?

সাধক। আমি বিদ্যাই শিখিছি, করবার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর এক বৎসর মন যুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই; নইলে ঘুমুনো হবেনা। (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আপনি আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াইগে। (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি,

ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ্, আমি ঘুমুইগে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠন, আর দেরী ক'র্‌বেন না।

(প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন)

ও মা গো, বাবা গো, মাসি গো, দেখ্‌সে গো, ওগো, ডাকাত গো! এরা সব কেটে ফেল্লে গো!

(নেপথ্যে চিন্তামণি।) কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসি গো, আলো নে শীগ্‌গির এস গো! প'ড়ে কে গোঁ গোঁ ক'চ্চে গো!

(আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। অ্যাঁ অ্যাঁ! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেচ? গোঁ গোঁ ক'চ্চে কেন? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ ক'চ্চিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে প'ড়েছে—কেমন বেকায়দায় প'ড়েচে।

চিন্তা। অ্যাঁ! মিন্সে হাতে দড়ি দেবার যোগাড় ক'রেচে! ও মা—এমন জলনেও প'ড়লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ওগো, আছে গো আছে!

চিন্তা। থাক্‌বে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এসনা গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমায় কারুকে ধ'ত্তে হবেনা; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর্, তোল্। নাও - ওঠ।

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা?

চিন্তা। থাকি, তুই যেন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্‌নি। সন্ধ্যেবেলা ভিকিরী মড়াকে পাঠিয়েছিল, রাত দুপুরে দেখ্‌তে এয়েচে—মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি, তোমায় দেখতে এসেচি, চিন্তামণি!

চিন্তা। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো! কি দুর্গন্ধ গা!

[বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান।

ভিক্ষুক। দেখ, তোমার বখরা দু' আনা—দু' আনা; এই হাটে এসেছ ছুঁচ্ বেচ্‌তে? আর ভাব্‌চ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত ক'র্‌বে! আমিও স'র্‌তুম্, তবে কি না, আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

(থাকর পুনঃ প্রবেশ)

থাক। থু থু থু! মাসি, দেখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসেনি? থু থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

(চিন্তামণির পুনঃ প্রবেশ)

চিন্তা। ওলো থাকি, সর্ব্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'চ্চে! বিছানা মাদুর সব ভ'রে গেছে লো, সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে ম'র্‌ব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি?

থাক। বলি হ্যাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার ব'ল্লে কথা শোন না কেন বল দেখি?

সাধক। কা'ল একবার দেখা ক'র্‌ব, কি বল?

থাক। এখন যাও, তা তখন দেখা যাবে।

[সাধকের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ঠাক্‌রুণ, আমি এতক্ষণ সটকাতুম; তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে ব'ল্‌চে যে, মানুষ ধ'ত্তে আসিনি, তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি। তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা, ও ঝড় বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে? শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ সব মিছে, এ পারে কোথা ব'সেছিল।—আর, পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল, খড়া ফড়া ত নেই।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে, চিন্তামণি!

চিন্তা। শুন্‌চিস্ লা, ঠাট্টা শুন্‌চিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ি ফেলে রাখি!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, দড়ি ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে ব'লচি বাছা—এমন জ্বলনে আর কখন পড়িনি। একটা পয়সা চাইলে শীত দিন ভাঁড়া-ভাঁড়ি; বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা প'ড়েচে; এখন মই বেয়ে পাচীল টপ্‌কে লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, মই দে উঠিনি, দড়ি দে উঠেছি। আর দাওয়ানকে আজ ব'লে এসেচি, পরশু এক শ' টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরায় বিষ ঝেড়ে দোব, তোর দড়ি দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল, চিন্তামণি, আমি দড়ি দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত, ফরসা হয়েচে; দেখি, ওর দড়ি কেমন।

[থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গেল। "গেল" কি ব'লচি বাবা? রাত্তিরবাসই লাভ। সাক্ষী ফাক্ষী কাজনি বাবা; হাকিমরে আপনারাই মকদ্দমা ক'র্‌বে এখন। ব'লচে ত মিছে নয়,—এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর, আমিও ত ঠাওর ঠোর রেখেচি, পাচীল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি মই লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাচীর—মৃতসর্প লম্বমান

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

বিল্ব। এই দেখ, দড়ি দেখ।

চিন্তা। কৈ, দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো! এ যে অজগর গোখ্‌রো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ!

ভিক্ষুক। ও গো ঠাকরুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দেয়, লেজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে! (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আন্‌তে পা'র্‌ত। [প্রস্থান।

থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ! নৈলে, হদে পোড়ার মুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে! তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখ্‌চ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাব্‌লুম, সাঁত্‌রে পার হ'ব; কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি ব'ল্‌তে পারিনি।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধ'র্‌লে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হ'লে বুঝতে, প্রাণ অতি তুচ্ছ; তা হ'লে জান্‌তে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌চ?

বিল্ব। দেখ্‌চি, তোমার কথা সত্য কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে দশ দিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি—আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যা'চ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য ব'লচি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দেখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ! সত্য

চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, ব'কচ কেন?

বিল্ব। জানিনা—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নইলে এতদিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখচি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে, আমার মনের ব্যথা বুঝতে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখ্ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

(টহলদারদিগের প্রবেশ ও গীত)

ভৈরবী—কাব্‌ফা।

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন' মেটেনা ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল রে চলি, সাধি আপন কাজ;
কেউ কারো নয় দেখ্‌না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি?
আপন রতন বেছে নে চল, হরি ব'লে ডাকি।

[শুনিতে শুনিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীকূল—গলিত শব পতিত

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

বিল্ব। সত্য, সকলই মায়া! কই, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সে ত আমার নয়! আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়।

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী! নদী চার পো হ'য়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হ'ল? কৈ কাঠ কৈ?

বিল্ব। ঐ।

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) এ কি! এ যে পচা মড়া! দেখ, আর আমার অবিশ্বাস নেই! তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম, আমার আজ কথাটি মনে প'ড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে, হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হ'ত! তোমায় আর অধিক কি ব'লব! তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'য়ে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের লেজ ধ'রে উঠলে! দেখ, আমাদের সকলই ভাণ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভাণ হয়, এমন ভাণ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম!

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী—এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।
ওই ঊষা—ও'ও ছায়া!
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি!
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;—
আমি কার, কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে!
কোথা, কে আছ আমার?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জালা,
প্রাণ মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার,
হেথা কোথা প্রেমের আধার?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মন প্রেমের প্রবাহ মিশে যায় হ'বে লয়?
কোথা আছ কে আমার, বল;
সাধ হয় দেখিতে তোমারে;—
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—

কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)
ছায়ানট—মধ্যমান।

পাগ।— আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে ;
যেথানে যাই, সে যায় পাছে, আমায় ব'লতে হয়না জোর ক'রে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস'লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কত রাখে আদরে ;
আমি জানতে এলেম তাই, কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে, কচ্চে কথা সোহাগভরে।

[পাগলিনীর প্রস্থান।

চিন্তা। আহা ! কি মিষ্টি গায় !

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই ? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চি নি ; আছে—আমার কাছে কাছে আছে ! নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে ? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে ? কে আমায় ব'লে দিলে, "সংসারে আমার কেউ নাই।" কে আমায় এখন ব'লচে, "আমি তোর আছি।" কে তুমি ? তোমার কি রূপ ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর ! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চি নি। কে আমায় চক্ষু দেবে ? আমি কোথায় যাব ?

[প্রস্থান।

চিন্তা। কোথা চ'ল্ল ! এ কি বিবাগী হ'ল নাকি ? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নাই। দেখ্‌তে হ'ল।

[প্রস্থান।

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি !

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গল।

সোম। আপনি দেখ্‌চি বিদেশী ; আমার বোধ হ'চ্চে, অপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার—ব'ল্‌তে পারেন ? সংসারে ত আমার বল্‌বার কেউ দেখ্‌চিনি ! ব'লে দিন্—আমার কে, ব'লে দিন্।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হন, আমি হীন লম্পট—আমায় নমস্কার ক'র্‌বেন না ; আপনার চরণে আমার নমস্কার।—

ওহো ! শূন্যাগার হৃদয় আমার !
কে আমার—এস হৃদি মাঝে ;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ ! হতাশ !
একা আমি প্রান্তর মাঝারে !
কেবা আমি ?
কেন আমি এসেছি এখানে ?
কি হেতু উদাস ?
প্রাণ কিবা চায় ?
কে কোথায় আছ প্রেমময় ?—
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

সোম। আপনি ভাগ্যবান্, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন—আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে।

বিল্ব। আপনি আমার গুরু ; প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু ? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু ; গুরু আর কেউ নেই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি, প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি। অপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা! সত্য—এত দিন চ'খে পড়ে নি; সত্য, অতি সুন্দর! এ ছবি কি সত্য দেখা যায়? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই ব'লে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পা'বেন।

বিল্ব। আপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্চে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

সোম। আপনি ভাব্‌বেন না; কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেল্‌বেন না; আপনার সঙ্গ আমি কখন' ছাড়্‌ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার ক'ল্লেন; যদি কখন' আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

(চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

থাক। বলি, মাসি, তুমি দেখ্‌চি, বাছা, ভালবাস। ব'ল্‌বে, "ভালবাসি ব'লে গা'ল দিচ্চে"; তা নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত-দিন ব'সে ব'সে ভাবনা। যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুটবে না গা? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা? বেটা দশদিন থাকুক্—পোনেরো দিন থাকুক্—এক মাস থাকুক—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না।

থাক। না, আসবে না! তোমার, বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না; যা মুখে বেরোয়, বল। সেয়ানা বেটা ছেলে, তাই দু'দিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্ নি;—সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চ'লে গেছে।

থাক। তা যাক্ গে; তোমার গতর সুখে থাকুক। ঐ দত্তদের মেজ বাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত ব'লেচে; তা আমি ও কথায় কাণ দিতুম না। সে দু'খানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা! সে আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিল; শেষটা আমিই তারে দেশত্যাগী কল্লুম।

থাক। হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হ'তে গেল গা? তুই ত কিছু জান্‌লি নি, ও পুরুষের দম্।

চিন্তা। যদি রাগ ক'রে থাক্‌ত ত বাড়ীতে থা'ক্‌ত। শুনেছিলুম মানুষের বিরাগ জন্মায়, এ সেই বিরাগ।

থাক। তুমি মনে ক'রেচ বুঝি, সে বৈরাগী হ'বে? সে হয় অমন চের বেটা!

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে; আমি জান্‌তুম, ভালবাসা একটা কথার কথা; তা নয়—ভালবাসা আছে। তারে এক দিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলিনি; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে শুয়েছি—সমস্ত রাত ছাদে ব'সে আছে; আমায় একবার ডাকেও নি,—পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায়; রাগ ক'রে যদি কখন' আমার চক্ষু দে জল পড়্‌তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেত। আমি এত দিনে জান্‌লুম, যে আমার ছিল—তাকে আমি দু'পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার, মা? তবে, পেট বড় বালাই, তাই লোকালয়ে থাক্‌তে হয়।—আর্শীর মুখ দেখা—তুমি ভেংচাও, ভেংচাবে; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত। থাকি, সত্যি বল্‌চি, আপনার মানুষ পেয়েছিলুম, সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পাত্তুম; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। আমি রাজরাণী হ'তে পাত্তুম; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম সেই ঘৃণিত বেশ্যা!

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না। হরি আছেন, ভাবছ কেন?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা ক'র্বেন? শুনেছি, তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতে জানিনি, প্রেম কখনও নিতেও জানিনি, আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পা'র্ব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখনও প্রেম দেখিনি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়;—আমি কি বরাবরই এম্‌নি? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায়? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি; ভগবান্, আমি কি দাগা পাইনি? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল, শেষ দেখ্‌লে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে,—প্রেমময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি,—মরুভূমিই থা'ক্‌বে!

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি! মানুষ গেছে, গুণ গান কর্, অন্য মানুষ দেখ্। আমি বাপু, আর পারিনি।

চিন্তা। হ্যাঁ থাকি, সে পাগলীর খপর নিয়েছিলি?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ; বাপ মা কেউ ছিল না; মাসী মানুষ ক'রেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল; তার পর মাগী পাগল হ'য়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি?

থাক। ওমা! আমি জানিনি? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্‌নি বেড়াত; ওর দেওরগুলো ধ'রে নে গে মা'র্‌ত। এই নেও, সেই পাগলী আস্‌চে।

চিন্তা। এও সামান্য পাগলী নয়; একেও দাগা দে ভগবান্ গৃহত্যাগী ক'রেচে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। মা, তুই ভাবিসনি, তোকে হরি কৃপা ক'র্‌বেন। সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে;—সে আমায় দেখ্‌তে পারে না!

(গীত)

পরজ যোগীয়া—একতালা।

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগলা নিয়ে যায় গো মা, জাগা?
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি, ভুতে খায় মা, বাটি বাটি,
ব'লব কি বল্. বোঝে না মা, তার ওপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে, মরিগো মা, ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি, মা, নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা?

চিন্তা। মা গো, তুই কে? তুই সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হ্যাঁ, মা—আমি সেই আবাগী মা—সেই আবাগী। দেখ্ না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু বলিস্ নি, মা; চুপ ক'রে থাক্;—লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদমস্তক কাঁপে; মা, তুই কে?

পাগ। আমি, মা, পাগলীদের মেয়ে; আমি, মা, তোর মেয়ে। তুইও পাগ্‌লী মা, আমিও পাগ্‌লী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেনরে পাষাণ হৃদি
হ'তেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখিনি তোমায়।
আরে মন,
এ কি তোর নব প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষা-পরায়ণা,
মলিনবসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও?
তবে, কেন, তোর এত প্রবঞ্চনা?
কেন এত করেছ ছলনা?
কার তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কার তরে করেছ সঞ্চয়?
কার তরে প্রাণ-বিনিময়
কর নাই এত দিন?
এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরে ত পাবি নি আর।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী?

পাগ। ও মা, তবে আসি, মা? বেলা গেল, মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে; আয় তোরে গহনা পরিয়ে দিই। (পাগলিনীকে গহনা পরাণ)

পাগ। দে, মা—দে। [প্রস্থান।

থাক। ও যে চ'লে গেল গো?

চিন্তা। থাক, চল্—বাড়ীর ভিতর যাই। [প্রস্থান।

থাক। আঁ! মাগী খেপেচে।

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক। থাক, থাক!

থাক। কি গো, কি? আমার এখন মাথা ঘুরচে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোনবার এখন সময় আছে?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি—সময় আছে।

সাধক। বলি, সে নয়, বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও; একটা ফন্দি ক'ল্লে হয়না? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে; একে দিয়ে কিছু আদায় ক'ল্লে হয় না? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাওরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার?

সাধক। পারি; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু, আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্যাকাম আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বল্‌তে পার? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা সাজতে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই;—আমি তোমায় পেন্নাম ক'র্‌ব। কিন্তু, যা আদায় হবে, দু' আনা মজুরি কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধক। থাক, এইজন্যে তোমায় আমার এত পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে?

সাধক। (ক্রন্দনের স্বরে) কেউ নেই, থাক—কেউ নেই।

থাক। যা রোজগার কর্‌বি, আমায় দিবি?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন, আমার আলাদা বাসা; তোমার আলাদা বাসা; তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থা'ক্‌বে, কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধক। তাই হবে, থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যার সময় এসো; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় কত্তে হবে। ফিট্‌ফাট্ হয়ে এসো না; ছেঁড়া কাপড় টাপর একটা প'রে আস্‌বে, পাগলের মতন আস্‌বে।

(নেপথ্যে চিন্তা।) থাক!

থাক। যাই মা, যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যার সময় এসো; আমার এখন কাজ আছে।

[প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল?

সাধক। আর কি হবে? একবার সন্ধ্যা বেলা চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্লে?

সাধক। তুমি ঠিক ব'লেছ;—"টাকা নিয়ে এসো!"

ভিক্ষুক। ঠিক্‌ঠাক্ মিলিয়ে পেলে, আবার সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্চ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না; ফুসুর ফাসুর ঢের কথা হ'য়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধক। কি কথা? তা চল, এখন যাই। তোমায় বল্লুম, চিন্তে পারবে না; তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পাল্লে না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আস্‌ত; এখন কুঁতিয়ে ধমক্ দিচ্চ; ভাব্‌ছ শালা ছিল না, হ'য়েছে ভাল। তা, যাও এখন, বখ্‌রা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধক। আমি সে মানুষ নই। হ্যাঁ, দেখ,—সন্ধ্যার সময় আমায় পাবে না; কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় তোমার পেছু পেছু

ফিরছি। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামণির গয়নার মতন ঠেক্‌চে। ষণ্ডা মাগী—কি ক'রে হাতাই!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। দেখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওয়া)

ভিক্ষুক। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

[পাগলিনীর প্রস্থান।

না বাবা,—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা ন'ড়্‌চে? কে আস্‌চে বুঝি? (ত্রস্তভাবে গহনা লইয়া) যদি বেচতে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে ব'স্‌ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাপী-তট

(সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ

সোম। চল, আজই বৃন্দাবন যাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কই, যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায়?

সোম। আমার সে মহাপুরুষ-দর্শনলাভ হয়েচে, তুমি কি দেখনি?

শিষ্য। কই প্রভু, কই, দেখি নি তো।

সোম। কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন? আপনি একজন লম্পটকে দেখ্‌তে এসেছেন? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হ'য়েচে, কতদূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—

এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;
অবহেলি কামিনী-কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ
ক'রেছিল বেশ্যা-উপাসনা;
বিফল কামনা!
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়।
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার,—
একমনে ডাকে ভগবানে।

শিষ্য। প্রভু,
মম সংশয় না যায়।
বলুন কৃপায়,
এঁর কিসে মাহাত্ম্য অধিক?
কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে;
গৌরব কি হেতু নাহি তার?

সোম। বৎস, জাননা—জাননা
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে;
কাহারও বা সাধুর আকার
নারী সহ করিতে বিহার,—
সন্ন্যাসীর ভাণ
ভুলাইতে বামাগণে;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয়;
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ!—
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—

কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ,
মান-অপমান সুখ দুঃখ নাহি জানে,
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু—
কিছু নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে—
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই?

শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নাহি বুঝিলাম।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম,
সাধুজন-দর্শন-মানসে—
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল।
পরে,
প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য ঘটিল।
কত দিন মাত্র হইল?
ত্যজি প্রতারণা,
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার।
সর্বজ্ঞ সে ভগবান,
তাঁহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব বন্ধন,
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা,—
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
এ সন্ধান বিদ্যায় নহেক গোচর;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ;
কভু,
কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত হবে।
ঈশ্বর কৃপায় আমি দেখিছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধু মহাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ, বৎস, সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এ কি গৌরব তার?

সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব-রাম গুরু শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার।
জগদ্গুরু সেই সনাতন।

শিষ্য। তবে কিবা গুরু-শিষ্য-ভাব?

সোম। এ সংসার সন্দেহ-আগার;
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর,—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান,
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
উৎসুক প্রাণ
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,—
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ।
দিনরাত তার প্রতি সদয় হইয়ে,
কেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার,—
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাষে হয় জ্ঞান আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে জানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত-গুরু তার,—
তার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগদ্গুরু করে লাভ।
এই রূপ নিমিত্ত এ স্থানে আমি;
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা,—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন;
প্রেমহীন আমি;—

কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী!
এস, বৎস!—

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল, যাও, কোথা যাবে; দেখি কতক্ষণ ঘোরো! জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)

(অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। দেখ্, দিদি, এই মড়া—কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল!

অহল্যা। ও কি ব'ল্‌চিস্? ও কোন সাধু হবে,—দেখ্‌ছিস্‌নি, জপ ক'চ্চে ব'সে?

স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে! ও একটা উন্মাদ পাগল! (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগ্‌লা, ও পাগ্‌লা, ছুটি ভাত খাবি?

বিল্ব। ইস্! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়া) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্‌বি।

স্ত্রী। দিদি, দেখ্, বৈরাগী ঠাকুর তোর মুখ পানে চেয়ে র'য়েছে! দিদি, তুই চ'লে আয়, ও মিন্‌সে নেশাখোর হবে,—চোখ ছুট' যেন করমচা।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিল্ব। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস ক'রে রাখ্‌বে।

(প্রস্থানোদ্যত)

স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে পেছনে আ'স্‌চে গো!

অহল্যা। আসুক না, তুই চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিল্ব। আরেরে নয়ন,
মন্মথের তুইরে প্রধান সেনাপতি!
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে!
সুখ--আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা!
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন;
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল;
শত লাঞ্ছনায় ধিকার না হয়;
তবু ছলে আঁখি বলে,
"জুড়াবার এই ধন!"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান।

(থাক ও সাধকের প্রবেশ)

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল, এর চারিদিক ফাঁক। কেউ কানাচ থেকে শুন্‌তে পাবে না।

ভিক্ষুক। (স্বগত) নেহাত ফাঁক নয়, বাবা! আমি আছি ঘাপ টি মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষী এঁটে এসেচ? বল্লুম, পাগলের মতন হ'য়ে আ'স্‌তে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটী কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাখ; কি ক'র্‌বে, ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখেনা, ভিখিরী নাগারী, যে আ'স্‌চে, ছ' হাতে দিচ্ছে। এখন যা'তে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক!

থাক। কি, বল না?

সাধক। এ [illegible]

থাক। তুমি কি [illegible]

সাধক। কিছুই ত দেখে না?

সাধক। তুমি ব'ল্চ, [illegible] —[illegible]

থাক। তুমি ব'ল্চ, [illegible] ব'লে থাকে, বেরিয়ে গিয়েছে, [illegible]? একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে [illegible] ক'টাকে নিয়েই বা কি ক'র্বে? [illegible] ত [illegible] ভাড়াতে পা'র্বে না যে, সোনা দানা [illegible]?

সাধক। তুমি বুঝ্‌লে না—আমার ভব বুঝ্‌লে না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?—

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না—তবে আর তোমায় ব'ল্‌চি কি?

সাধক। এস না কেন, মিশ্‌চিন্দি হই।

থাক। আরে, কি ক'রে—ঘ্যানঘেনে মিন্‌সে যদি ব'লবে!

সাধক। দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। আঁা! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পা'র্‌ব না, তুমি আমার গর্দ্দানা দেওয়াবে?

সাধক। ভাব্‌চ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আ'স্‌ব;—আর, উঠোনে পুঁতলেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে, সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, এক-দিকে চ'লে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপ্‌চে, আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না। কোথায় বিষ পাই? দেবার সময় কেউ দেখুক্, আমায় কত যত্ন করে;—আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না।

সাধক। থাক, বুঝ্‌লে না, যখন পাগল হয়েচে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না ভাই, আমি তা পা'র্‌ব না।

সাধক। (ট্যাক হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া) থাক, দেখ এই বিষ। বাড়ী নেই ব'ল্‌চ; দুধে এইটুকু দেওয়া—ব্যস্, আমি রাতারাতি পুঁতে ফেল্‌ব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথায় পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে—আমি মর্‌বার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি। তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।

থাক। কি বল ভাই, বুঝ্‌তে পারিনি। হেঁসেল-ঘরে এ চায় চুণ আছে, তোমার যা হয় কর, আমি কিছু ছুঁই, বাড়ী থা'ক্‌ব না, তুমিই যা হয় ক'র।

সাধক। একলা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাঁপ্ কি মত্‌লব? তুমি [illegible] এই ছেলে পা'র্‌বে এখন, আমার ভাই, [illegible]

সাধক। তোমার কিছুই [illegible] তুমি [illegible] শুনিয়ে দেবে।

থাক। দেখ, যে কথা,—[illegible]

থা'ক্‌বে। ভদ্দর লোকের একই কথা,—[illegible]

সাধক। এখন তুমি ঠিক থা'ক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা, সেই কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান

ভিক্ষুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভিতরে এত? যা থাকে কপালে—মাগী আ'স্‌চে। আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আঃ! সেই পাগলীটা আ'স্‌চে। যাঃ ওর জন্যে খাবার আ'ন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ ক'র্‌লে মনের ধোঁকা সারে না;—আহা! ওই নেলা-খেলা মাগীকে মনে ক'রে-ছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটী আবার তখন ব'ল্লে, "বাবা, তুই আমার ছেলে!"

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী; ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে—তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমায় আপনার ঘরে শুতে নিবারণ ক'চ্ছে! যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবনি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না। যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত ক'রেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্ম-স্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, ম'র্‌তে হবে, এ কথা কি ভাব? কবে

দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার ক'র্‌বে?— হাঁ, আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমায় ঘৃণা ক'র্‌বে না, সে আমার পরকালের উপায় ক'র্‌বে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজ্‌ব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। আমি, মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখ্‌ছিলুম। দেখ্‌ মা দেখ্‌, ঐ শেয়ালটা খা'চ্চে দেখ্‌—পেট ভরে খা'চ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখেছি মা, দেখেছি,—সে দেয়!

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা; ঘরে সে নেই মা;—তোর সে পাগলা জামাই, মা, সে ঘরে নেই; সে শ্মশানে থাকে;—আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি ব'লেছিস্, ঘরে যেতে আমারও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্সেতে পরামর্শ ক'ল্লে, সমুদ্র-মন্থন দেখ্‌তে গেল। বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা, তুই বিষ খেতে পা'র্‌বি নি মা! সমুদ্দুর-মন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্‌নি মা? হরগৌরী দেখ্‌তে গেল, জানিস্‌নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়, এ সব ঠিকঠাক্ ব'ল্‌চে। (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি! (পাগলিনীর প্রতি) মা,তুই কে মা?

পাগ। ওরে, পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।
ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই!
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়—তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন;—নাহিক মরণ!
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী;—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা, আমি এক-ভাতারী এয়ো;—
আমার ভাতার সেই, মা, সেই;—
সে বিনা আর নেই, মা, নেই।
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী,
সে বাঁকা হ'য়ে বাজায় মোহন বাঁশী,—মা, বাঁশী।
আমার লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে! ঘরে থা'ক্‌তে নারি, মা—থা'ক্‌তে নারি। বিষ, বিষ, বিষ! তুই পালিয়ে আয় মা—পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ কি! জ্ঞানেও আবার, পাগলও আবার! (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'র না, ও সব ঠিকঠাক্ ব'ল্‌চে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই তোমাদের থাকি না কি, আর সেই যে গেরুয়াপরা আমার সঙ্গে সে রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দু'জন ঠাউরেচে—তুমি পাগল; তোমার দুধে বিষ দিতে গিয়েছে; তার পর তুমি ম'রে গেলে, গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতবে।

চিন্তা। বিষ? মন সব টের পায়! থাকি আমায় পাগল ঠাউরেছে—বটে? পোড়া মন, একবার দেখ্‌, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি, মা, তরুর মূলে,
হাত যুড়িনি কোন কালে।
বলি, মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও বাছা, তুমি যাও চ'লে;
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"
তুই আয় মা, আয়; আর ঘরে থা'ক্‌ব না মা, থা'কব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার!
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ;—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়া সম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,

প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।
মাতা,
সত্য কথা,—শূকরে উদর পূরে ;
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয় ? এই ত আশ্রয়।
বল, মা, আমায়—কোথা যাব।
কোথা নিয়ে যাবে মোরে ?

পাগ। চল্ গো, চল্— সেই যমুনা-তীরে চল্।

চিন্তা। চল মা, যাই। (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমায় দিবি, মা ?

চিন্তা। নাও মা ; চল।

পাগ। এই, তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। এ কি ! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চ'ল্লো না কি ? আঃ দূর মন ! আমি আর কা'র জন্যে গাঁট দিই ? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখ্‌চি, দু'টি খেতে পাওয়া যায় ;—তবে, ঐ পরওয়ানার কি করি ? এখনই বা কি ক'চ্চি ? যা থাকে বরাতে, হবে ; সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ কি সাম্‌লাতে পা'র্‌ব ? দেখি, মা দুর্গা আছেন ! এই ত, চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না ? [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জনৈক বণিকের বাটীর সম্মুখ
দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক্। তুমি কে ?

বিল্ব। আমি পথিক, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণিক্। আপনার এ দশা কেন ? আপনার নিবাস ?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণিক্। আপনি কি সংসারাশ্রম করেন না ?

বিল্ব। না।

বণিক্। আপনি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণিক্। আমার সৌভাগ্য, আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণিক্। আজ্ঞা করুন।

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন,—আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসার-তাড়িত।

বণিক্। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—আপনি নারায়ণস্বরূপ ; কৃপা ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন।

বিল্ব। আমার প্রয়োজন শোনেন নি।

বণিক্। বলুন।

বিল্ব। নারী তব সুবেশা সুন্দরী,—
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন ;
পশু মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ ;
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার,
কর অঙ্গীকার,—
একা মম সনে
দিবে আমি পত্নীরে তোমার ;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হ'বে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয়, কর মতিমান্ !

বণিক্ (স্বগত) নারায়ণ ! একি আজ প্রতারণা !
দেহ ব'লে,—
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে !
কি জানি—কি ছলে
ছলে আজি কোন্ জন ?

অতিথি-সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের,—
তাহে কি বঞ্চিত হব?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।
কেবা কার নারী?
ধর্ম্ম সার,—ধর্ম্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি,
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পুরাইব বাসনা তোমার;—
আজ রাত্রে পতি তুমি, পত্নীর আমার।

বিল্ব। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল ক'রেছে তোমারে আঁখি!
দেখ, কত বাকী আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর

অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা।

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা, পাগলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌বি—তার যা ইচ্ছা হয়, কিছু খাক্।

মঙ্গলা। আমি বাপু, আর পারি নি; সে পাগ্‌লা সাড়াও দেয় না, শব্দও দেয় না।

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, র'াত হ'ল, যা বাছা, যা—আর একবার যা। কর্ত্তা যদি শোনেন, অতিথি এতক্ষণ ব'সে আছে—খায় নি, তা হ'লেও আর আমার মুখ দেখ্‌বেন না! আর, তাঁর আস্‌বারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হ্যাঁ, মুখ দেখ্‌বেন না! আর, আমরা ব'ল্‌ব না যে, পোড়ার মুখো অতিথ দু'টি ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে!—ভাল মানুষের মেয়ে, নেয়ে এসে ছোলাটি পর্য্যন্ত দাঁতে কাটতে পেলে না। ও উন্মাদ পাগল; আমি বল্লুম—কলসী কতক জল মাথায় ঢেলে দিই,—একটু ধাত ঠাণ্ডা হ'লে খেত দেত এখন।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক্। মঙ্গলা, যা; অতিথি ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এইখানে পাঠিয়ে দিস্।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগ্‌লা অতিথ কোথা গেল?

বণিক্। মঙ্গলা, পাগল বলিস্ নি, তিনি মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁরে এইখানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান।

প্রিয়ে,
আজি বেশ-ভূষা হেরিয়ে তোমার,
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,—
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে;
পরীক্ষার স্থল এ সংসার,
অতি যত্নে ধর্ম্মরক্ষা হয়;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান, সতি, যবে বাঁধিনু বসতি,
অঙ্গীকার করিলাম দুই জনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চ'লে;
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি!
হের, দীন-হীন মলিন বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।
শুন, সুলোচনা,
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার!
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সৎকার।

অহল্যা। একি নাথ, কহ বিপরীত!
রমণীর সতীত্ব ভূষণ;

নিজ করে দেছ, নাথ, সিন্দূর কপালে—
মুছাইতে কেন চাহ ?
অধর্ম্মে না হয়, প্রভু, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি— অন্তে আকিঞ্চন;
সতীত্ব বিহনে রমণীর
রত্ন কিবা আছে আর ?
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী মন-প্রাণ,—
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনা অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে;
তুমি সর্ব্ব দেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ, নাথ ?

বণিক্। জানি আমি— কায়-মন-প্রাণ,
সকলই সঁপেছ মোরে;
কভু সতি, চাহ নাই বিনিময়;
নাহি কর স্বার্থের বিচার।
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী ?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে, সত্য ভঙ্গ হবে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব।
মূঢ় আমি, করি হে স্বীকার,—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি;
স্বার্থপর,—
ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি, পরীক্ষার দিন,—
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে;
আসিবে যে আশে, পূরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্মমাত্র সাক্ষী তার;
আজ যদি ভাঙ্গি অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার;
কিন্তু, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, সুন্দরি !
প্রিয়ে, গৃহবাসী তব প্রেম-আশে,
আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার।
হের, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার ?
স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর ?
আমি দাসী— আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণিক। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান—
শুভাশুভ বিচারের নহে।

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। ওগো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

বণিক্। আস্তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েচ, তুমিই রক্ষা ক'র্‌বে; আমি অবলা।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক্। এই আমার গৃহিণী— আপনার দাসী।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না; আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।

(স্বগত) ভেবে দেখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন !
ছিলি ব্রাহ্মণ কুমার—
বেশ্যা-দাস নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ,—
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে !
সর্পে রজ্জু ভ্রম,—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন !
পুরস্কার— বারাঙ্গনা-তিরস্কার !
মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য-উদয়,

চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ;
"কোথা কৃষ্ণ ?" বলি' হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম !
আরেরে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপী-তটে সাধুর আকার,—
শুনি—কঙ্কণ ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি'।
দেখ্ পুনঃ, নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর !
মন, তুমি আঁখির গরব কর ?
নিত্য ডর—পাছে যায় এ রতন ?
দেখ্ তোর আঁখির আচার !
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,—
সেই মত গলিত হইবে
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ,—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার ?
ভাব, মন, বৃথা জন্ম তার—
এ রতনে বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে ?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন !
এর ছলে কত দিন র'বি ভুলে ?

(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'ট কাঁটা খুলে দাও।

(অহল্যার তদ্রূপকরণ)

মা, তোমার স্বামীকে বল গে,—আমি তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা লঙ্ঘন ক'ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন !

[প্রস্থান।

। মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন !

(চক্ষু বিদ্ধকরণ)

চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়। [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ

থাক ও সাধক।

থাক। কোথায় গেল? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌ছি।

সাধক। আমার বোধ হ'চ্চে, পাগলামীর ঝোঁকে বেরিয়ে প'ড়েছে।

থাক। তা, এখন উপায় কি?

সাধক। বড় শক্ত সমিস্যে; হাকিম টের্ পেলে সব নে যাবে। কি করি?

থাক। নে যাবে, না? ওই, অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয়—একটা কর্; আমি মেয়েমানুষ কি কিছু ক'ত্তে পারি?

সাধক। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখিনি।

থাক। কি ক'রে সরাবে? ভারি ভারি সিন্দুক, দেলের সঙ্গে সব গাঁথা।

সাধক। তাই ত ভাব্‌চি।

থাক। (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে যেতে পাল্লি নি? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি?—কালের ধর্ম্ম !

সাধক। থাক, ধর্ম্ম কি আর আছে? দেখ না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

থাক। নাও, ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ; পোড়া সিন্দুক কুড়ুল দে ভাঙ্গা গেলনা? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না; আমি যে জোরে মার্‌তে পারি, উনি পারেন না।

সাধক। আরে, বোঝ না; বড় শব্দ হয় জোরে কি মার্‌বার যো আছে?

থাক। আমার, বাপু, গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে একটা উপায় ক'ত্তে পারে না!

সাধক। থাক, স্থির হও; আমি যা হয় একটা উপায় ক'চ্চি।

থাক। মরনা মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পা'র্‌লি নি! হাকিমের লোক এসে বসুক, তার পর ঠাওরাবি!

সাধক। অকুল পাথার! ভাব্‌লুম এক, হ'ল আর এক!—দেল খুঁড়ে তো সিন্দুক বা'র করি; যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্দুকে আঘাত)

(নেপথ্যে।) বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোল।

থাক। ওই! কে ও?

(নেপথ্যে।) কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল। আরে, শোনে না; হাকিম খাড়া।

থাক। ও গো, কি হবে গো? ওগো, কি হবে গো?

(নেপথ্যে।) আরে, দরজা ভাঙ।

সাধক। থাক, আমি ব'ল্‌ব, আমার মালেকান্ স্বত্ব; তুমি সাক্ষী হ'য়ো।

(দারোগা ও চৌকিদারগণের প্রবেশ)

থাক। দোহাই কাজী সাহেবের!—চোর—চোর—চোর—

দারোগা। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙ্‌ছিল।

দারোগা। হাম্ লোক যব্ দরজা ভাঙ্‌লে, তব্ "চোর, চোর" ক'র্‌লে, হারামজাদি! হাম সব বুঝে। (সাধকের প্রতি) ওরে, তোম্ কোন্ রে?

সাধক। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ ক'র্‌ব।—আমি চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র; আমার এতে মালেকান্ স্বত্ব আছে, আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ?

১ম চৌকিদার। খোদাবন্দ্! নেই হ্যায়; রহনেসে তোড়েগা কাহে?

দারোগা। তোম্ চুপ! (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে?

সাধক। (স্বগত) ইস্! জেরায় জব্দ ক'ল্লে!

দারোগা। (১ম চৌকিদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও; উস্‌কো ঠাণ্ডা গারদ্‌মে—আউর, ইস্‌কো পহেলা হামারা কোঠরি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদ্‌মে লে যাইও, হাম্ থানাতল্লাসী কর্‌কে যাতা হ্যায়।

১ম চৌকি। যো হুকুম, খামিন্!

থাক। দোহাই দারোগা সাহেবের! ঐ মিন্‌সে চুরি ক'ত্তে এয়েছিল। আমার নীচের ঘর; চিন্তামণি আমার মাসী হয়। দোহাই দারোগা সাহেব! তোমায় ধন, মন, প্রাণ—সব সমর্পণ কল্লুম; আমায় বেঁধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চৌকি। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যাওগে—তোমারা বদ্‌নাসিসে মারা যাওগে; হাকিম্‌কা সাম্‌নে কবুল নেই দিয়া, চল্।

সাধক। আরে, চল্।

[থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া প্রথম চৌকিদারের প্রস্থান।

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়্‌নেকো ওয়াস্তে ক' আদ্‌মি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কেঁও?

২য় চৌকি। নেহি, খোদাবন্দ; জাতসিং আউর ধনীসিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই! নেই চলে ত কেয়া করে? কেঁও, দো পাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২য় চৌকি। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম! হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে,—চিজ্ ব্যস্ কুছ নেই থা, সিন্দুক তোড়্‌কে চোর লিয়া; চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২য় চৌকি। হাঁ, আপ্ ত মুন্‌সি হ্যায়; ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাক্‌মে বৈঠ্‌তা; তোম উন্‌লোক্‌কো বোলায় লাও।

(প্রথম চৌকিদারের প্রবেশ)

১ম চৌকি। খোদাবন্দ, কয়েদী জহর খাকে গির্ গিয়া।

দারোগা। জহর? জহর কাঁহা মিলা?

১ম চৌকি। মরদকা পাশ থা।

দারোগা। মরদ্‌ঠো গির গিয়া?

১ম চৌকি। নেহি খোদাবন্দ্; দোনো কয়েদী গির্ গিয়া।

দারোগা। বেকুব! দোনো ক্যায়সে গিরা?

১ম চৌকি। পহেলা মরদ্‌ঠো খ'াকে গির্ পড়া; হাম্ উস্‌কো সামাল্‌নে গিয়া, রেণ্ডীবি পিছু খা লিয়া। শ্বাস নেই চল্‌তা; দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দারোগা। চল্, চল্। দেখো মানসিং, বদবক্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

(চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ)

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও। আমি আর চ'ল্‌তে পারি নি, এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স, মা, ব'স। আমি ত ব'স্‌তে পা'র্‌ব না, মা, সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি হ'লে আবার কি ব'ল্‌বে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও, মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার; এক কৃষ্ণ ষোল শ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়;—তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট! তবে যাই, মা? না, একটু বসি; তুই ব'ল্‌ছিস্—একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্য,—আমি কার সঙ্গ নিয়েছি! এ যেই হোক্, বাহ্যিক একজন পাগল বৈ ত নয়। যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ ক'ত্তে পারব না? কেন, বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্ছে! আমি আর পাগলীকে আমার সঙ্গে থা'ক্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ব না; যা হয়, হবে। শুনেছি, কৃষ্ণ সকলেরই; দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে—পাগলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদচে।

পাগ। দেখ্, পাখীটে একলা বেড়াচ্ছে, আর গান ক'চ্চে।

চিন্তা। মা গো, বুঝেছি সকলই;
কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে!
মা গো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে, মা, বাসনা,
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়;
সাধু সদাশয়—
শত অপমান ক'রেছি তাঁহার;
কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি ল'ব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,—
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ-পদে মতি।
যুক্তি তব ল'ব;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল, মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম
কখন করিব গান।
যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার,—
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থে'ক না।
যাও, সতি, যথা তোর ডাকে পতি।

পাগ। যাই, মা, যাই; আবার আ'স্‌ব। আমি, মা, পাগলদের; তুইও পাগলী মা;—তোর কাছে আমি আ'স্‌ব। তবে যাই, মা, যাই?

(গীত)

মঝ মিশ্র—পোস্তা।

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে !
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চ'লে যাবে মানভরে।

[প্রস্থান।

চিন্তা। কাঁদ, আঁখি—
কভু কাঁদ নি পরের তরে,
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে !
কাঁদ প্রাণ ভ'রে,
তোর জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা,
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল, আঁখি, প্লাবনের বারি ;
নহে, মলা নাহি হবে দূর।
উঠ, বারি, প্রস্তর ফাটিয়ে ;
ঢাল—ঢাল এ শ্মশান-প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থ চিন্তা সতত প্রবল !
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ করেছ কি লাভ ?
তবে—
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে ?
কেন মোরে ক'রেছ পাষাণ ?
ভগবান্, পতিতপাবন, রক্ষা কর, দয়াময় !
মরি, প্রভু, মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটি ব'সে কাঁদচ কেন ? বাড়ী ফিরে যাবে ?

চিন্তা। তুমি কে ?

ভিক্ষুক। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌ছ কি ? তোমার ঠেঁয়ে ত কিছুই নেই যে কেড়ে নেব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে ?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষুক। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি কেন, শোন ;—আমি মনে ক'রেছি—বৃন্দাবন যাব, যদি যেতে, একসঙ্গে দু'জনে যেতুম ; তোমার স্কন্ধে দিনকতক খোরা-কাঁটি হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমিত জান, আমার কিছুই নেই ; আমি ভিক্ষে ক'রে খাব।

ভিক্ষুক। তোমার ঠেঁয়ে নাইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু, তুমি কি মনে ক'রেচ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব ? তা নয়। অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না, যে কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দেখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি ?

ভিক্ষুক। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম, আর দেখি নি ? তবে দাঁড়াও, পুঁটুলী খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গহনা কা'র ?

চিন্তা। কা'র গহনা ?

ভিক্ষুক। দেখ ; ভাল ক'রে দেখ চিন্‌তে পেরেছ ? তোমারই ; পাগলীকে যা দিয়েছিলে।

চিন্তা। তুমি কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। আমি চুরি ক'র্‌বার ফিকিরে ছিলুম ; তা, তত ক'ত্তে হ'ল না ; পাগলী দিয়ে দিলে।

চিন্তা। তবে ও তোমার ; আমার কেন ব'লচ ?

ভিক্ষুক। ওগো, গহনা শুদ্ধ ধরা প'ড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলার ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না, না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল ; পাগলী দিয়েচে ব'লে যদি আমার হয়—তোমায় দিলুম, এবার ত তোমার হ'ল ?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না ; আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ! এ পাগল নাকি ?

ভিক্ষুক। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ, আমার কিছু হাতটান্‌টা আছে ; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব ; কিন্তু চুরি টুরি না ক'ত্তে পাল্লে, রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই, করি কি জান ?—একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর।" তক্কে তক্কে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়্‌লেই জেগে আছে ; দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওম্নি পোঁটলা নিয়ে স'র্‌লুম ; দৌড়—দৌড়—যেন চৌকিদার আ'স্‌চে ; তার পর, একটা ঝোঁপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই! তোমার ঠেঁয়ে গয়না দিলে আমি চুরি ক'র্‌ব, আর গয়না বেচে খাব ; আর, সব গয়না ফুরিয়ে গেলে, ইট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্‌ব। আর, তোমার সুবিধার কথা বলি ; একেবারে অতটা সইবে না ; কখন' ত ক্লেশ কর নি—একবারে অতটা সইবে কেন ? যখন পাগলীর মত স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'র।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব সংস্কার!

এ বিকার কত দিনে হবে দূর ?
বসি তরুতলে,
মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—
যথা দেহ-পণে কিনিয়াছি ধন ;
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শত্রু যাহে গরল মিশায় ;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা!
ভাবি তাই,
কত দিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাব্‌চিস্ কি? মা-বেটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয়।

চিন্তা। কোথায় যাবে ?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক। (গীত)

ভৈরবী - খং।

ছাড়ি যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি ;
আমি কি পার্‌ব বাবা ? দেখি যেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত, এমন লোক দেখ্‌লে হ'ত ;
দাগাবাজীর উপর বাজী, খেলা বড় বিষম ভারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটী

বণিক্ ও অহল্যা।

বণিক্। হা'স্‌চ যে ?

অহল্যা। এই, তোমার এক গাছা চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হা'স্‌চ যে ?

বণিক্। ভাব্‌চি, বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্ছি, দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে ; তোমার আর বে' হবে না।

বণিক্। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি ক'র্‌ব বল দেখি ? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক্। কোথায়, বল দেখি ?

অহল্যা। আমি কি জানি ? তুমি বল না।

বণিক্। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন ?

বণিক্। বলি, বুঝেছ কি ? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি ? তুমি বল না ?

বণিক্। শোন,

কহে শুভ্র কেশ শিরে,—
"এই ত রে শমন ধরিল আসি!"
কহে কেশ—
"আর নহ বালক এখন,
যেতে হবে,—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,
এ সকল কিছু নহে সাথী।"

দিন গেল, কৌতুকে কাটিল ;
হরিনাম হ'ল না এ দেহে।
ধুলা মাখি খেলিনু প্রথমে ;
যৌবনে যুবতী-কাঞ্চন সনে।
কহে শুভ্র কেশ,—
"এবে তোর সে খেলা ফুরা'ল,
কিবা খেলা খেলিবি নূতন ?
খেলা তোর ফুরাবে ত্বরিত ;
একা এলি, একা যেতে হবে।"

অহল্যা। প্রাণনাথ,
সে ভাবনা নাহিক আমার ;
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে ;
প্রাণ বাঁধা আছে,
যাব পাছে পাছে ;
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব।
স্বামী—তাঁর আমি ;
স্বামি-পায় বিকাইতে কায়।

বণিক্। চল্, বৃন্দাবনে যাই।

অহল্যা। চল।

বণিক্। তবে গুছিয়ে নাও।

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবন যাবে ?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলেটি! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কাদের ছেলে, বাবা ?

রাখাল। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি রাখালদের ?

বণিক্। তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?

রাখাল। আমি অমন আসি।

অহল্যা। তুমি কেন এসেছ ?

রাখাল। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'ত্তে, বৃন্দাবন যাবে ?

বণিক্। কেন, তুমি 'বৃন্দাবন যাব' জিজ্ঞাসা ক'চ্চ যে ?

রাখাল। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

বণিক্। কেন জিজ্ঞাসা কর ?

রাখাল। আমার দরকার আছে ; বল না ?

অহল্যা। যাব ; তুমি যাবে ?

রাখাল। হুঁ।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! ছেলেটিকে যেন বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। তোমার মা কিছু ব'ল্‌বে না ?

রাখাল। আমার মা নেই,—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক ?

রাখাল। ঐ গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গরু চ'রাতে পার ?

রাখাল। হুঁ—

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই ?

রাখাল। (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা ; (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কৈ, 'মা' বল দেখি ?

রাখাল। মা, মা, মা!

বণিক্। ছেলেটি অনাথ।

রাখাল। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণিক্। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখাল। হো, হো, বেশ হ'য়েচে—বেশ হ'য়েচে!

বণিক্। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন ?

রাখাল। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি।

বণিক্। তোমার আবার মুস্কিল কি ?

রাখাল। ওগো, তার জন্যে গরু চরা'তে পাই নি, তার জন্যে খেল্‌তে পাই নি, তার জন্যে যার বৃন্দাবনে যেতে পাইনি। এই, তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।

বণিক্। কেন ?

রাখাল। দেখ, সে দেখ্‌তে পায় না ; সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই ;—কোথা কাঁটাবনে পড়বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না। কে দেবে বল ? কাণা মানুষ ;—আর, সে যার খেতেই চায় না, আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক্। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক্। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ওগো, সে যেখানে বন বাদাড় পায়, সেই-খানেই যায়।

বণিক্। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"—ওই করে, আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর।

বণিক্। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখাল বালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন ঢিপ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক্। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক্,—বৃন্দাবনে যাক্; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক্। কেমন ক'রে জান্‌লে?

রাখাল। বৃন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক্। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখাল। হাঁ, পায় না বই কি? তুমি ত বড্ড জান!

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চি? আমি ওই "কাণা কাণা" ক'চ্চি, কাণাকে পাব;—যে যা চায়।

বণিক্। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হ'চ্চে। বৃন্দাবনে কি, যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখাল। তা দেখ্‌বে চলনা। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌকা ক'র্‌বে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্চি। ঐ যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না —সে সেইখানে আছে। আমি আর থা'ক্‌ব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস। [প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! ছেলেটি 'মা' ব'ল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বণিক্। আহা! ছেলেটি যেন ব্রজের গোপাল;—গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল। ভাব্‌চি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি ক'রেছিলুম এখানে থাক্‌বার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন—আমি এত খুঁজলুম, এক দিনও দর্শন পেলুম না। আহা! রাখাল-বালকটী কে!—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর তাঁর সেবা ক'ত্তে যায়।

অহল্যা। দেখেচ? আমি "না বিইয়ে কানাইয়ের মা"! যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" ব'ল্‌ত, তেম্নি তুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

বণিক্। ভাব্‌চি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয়, ও গোপাল; ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুল্‌বেন।

বণিক্। চল', তবে আমরা সত্বর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট।

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমিত অন্তর্য্যামী,—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও! দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!— (মূর্চ্ছা)

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

বিল্ব। (চৈতন্য পাইয়া) কই কৃষ্ণ?

কই শুনি বাঁশরী-নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এখন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।
হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সে ত কই আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে;
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি,

মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি? কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী,
এস—এস বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখিপাখা!
দেখ, একা আমি;
এস, এস হে অনাথ-নাথ!

রাখাল। কেন ভাই? একলা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডা'ক্‌তে পারি না! তুমি কেন, ভাই, আমার জন্য অমন কর? যাও, ভাই, ঘরে যাও।

তোর পায়ে ধরি,—
একে জ'লে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হব, কেনা রব তোর।
যাও তুমি, যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল?
ত্যজি সংসার-আশ্রয়,
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর;
সে রাখে, রহিব; সে মারে, মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন,
কেন, হে রাখাল,
এস তুমি গহন কাননে
হেন অভাজন-সহবাসে?
হে রাখাল, জান যদি, বল,
হৃদয়ের আলো—কোথা বনমালী কালো?
দাও—এনে দাও—
[illegible]

রাখাল। আমায় যেতে ব'ল্‌চ, ভাই? তুমি যে খাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি ব'ল্‌চি, খাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুন্‌লে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে!

রাখাল। তুমি খাবে? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে? ব্রহ্মদত্যির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না, ভাই!

বিল্ব। রাখাল, তুমি যাও, ভাই।
একে অন্য মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না!
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন,—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব?

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি)

ওই শঙ্খঘণ্টা নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল?
এস—এস, কোথা গুণনিধি!
মরি যদি দেখা ত হবে না।—
দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়!
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি।
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
এস, বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপটি ক'রে ব'সে শুনি।

বিল্ব। না, ভাই; তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থা'ক্‌বে?

রাখাল। তুই যে, ভাই, বনে থাক্‌বি; "একলা আমি, একলা আমি," ব'লে চেঁচাবি;—আমার ভাই, বড় কান্না পায়।

বিল্ব। না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না; আবার কেন মোহ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌বে, ভাই!

বিল্ব। রাখাল, তুই কে? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব? তুই যে দেখ্‌ছি, আমায় ম'র্‌তেও দিবি নি!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না, ভাই! চল্ চল্ বৃন্দাবনে চল্; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি চল্।

কথা আমার মিথ্যা নয়,
দেখ্ না কেন—নয় কি হয়!

বিল্ব। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব, আমি প্রেমহীন!
সেথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী,
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে,
বনহারে সাজায় রাখাল—
শ্রীগোপাল, চল—চল, দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ডাকি' উভরায়,
প্রেম-ধারে ভেসে যায় কায়;
প্রেমের পুলকে কম্প ঘন ঘন;
উন্মাদ নর্ত্তন, কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে, প্রাণকৃষ্ণ মোর। (গমনোদ্যত)

রাখাল। ও দিকে যাচ্ছিস্ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিল্ব। এই কি সে মধু-বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই? কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

রাখাল। আয়, দেখ্‌বি আয়।

(গীত)

পাহাড়ী—কার্‌ফা

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেল্‌ব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব।
খেল্‌তে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি;—
আমার মনের মতন খেলার জুটি কত জন পাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—০:*:০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত

চিন্তামণি আসীনা।

চিন্তা। আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই প'র্‌তিস্; এখন বল্, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা ক'র্‌বেন। দেহ, তোমায় স্বর্ণ-অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী প্রাণের পরিচয় দিয়েছ! বিভূতিই তোমার ভূষণ; নইলে, সাধুত্তম তোমায় কৃপা ক'র্‌বেন না; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই।

(অঙ্গে বিভূতি লেপন)

প'রেছি ভূষণ; এবে কেশের বিন্যাস।
কেশ, তুমি অতি প্রতারক;
কহিতে সতত—তুমি বন্ধু মম,
অন্যে মজাইতে চাহিতে সতত;
তোর ছলে ভুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছ মোরে;
আজি তব নূতন বিন্যাস—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলা'তে নারিবি আর।

তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব ;
আরে, আমি বড়ই পতিত —
পাব আমি পতিতপাবন। (চুল কাটিতে উদ্যত)

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন ভাই? চুল কি কাট্‌তে আছে? ছি ছি, চুল কেট' না।

চিন্তা। আহা! আহা! ছেলেটি কে গা? মরি মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল!

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর? উঁ, উঁ? ছি ভাই, কথা কইলে না? আমি তবে চ'ল্লুম।

চিন্তা। আহা! তুই কে রে?

রাখাল। ছি ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না; তুমি ব'ল্‌বে—"তুমি কে ভাই?" আমি ব'ল্‌ব, "কেন ভাই, তোমায় ব'ল্‌ব কেন, ভাই?"

চিন্তা। কেন ভাই, ব'ল্‌বে না, ভাই? আহা, আমার যেন সকল জালা জুড়ান! এখন যে ভাই, তুমি কথা ক'চ্ছ না, ভাই?

রাখাল। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব, ভাই।

চিন্তা। হাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখাল। আচ্ছা, ভাই, তবে তুমি বল, ভাই,—কৃষ্ণকে ভালবাস, কি আমায় ভালবাস?

চিন্তা। আহা! আমি অভাগিনী প্রেম-হীনা! আমি কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবা'স্‌ব?

রাখাল। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও, কি আমাকে চাও, ভাই? বুঝেছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও, ভাই; আমি চল্লুম, ভাই।

চিন্তা। যাও কেন, ভাই? শোন না।

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেছ - ঠিক্ কথা বল,—কৃষ্ণকে চাও, কি আমায় চাও?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। আহা, আহা, কি সুন্দর রাখালের ছেলেটি রে—যেন ব্রজের বালক!

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর! ভাব বল্লে, তবে পোট্‌লাটি লুকুচ্ছ যে? আমায় দাও। (পুঁট্‌লী কাড়িয়া লওন)

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন?

ভিক্ষুক। সত্যি; দেখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি। (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে! হাত পা মন ত আমার।

রাখাল। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম; আর গেরো দোব না। (দূরে পুঁট্‌লী নিক্ষেপ)

চিন্তা। কেন, ভাই, তুমি যে আর একজনের সঙ্গে ভাব ক'চ্ছ?

রাখাল। কেন ভাব ক'র্‌ব না, ভাই?

চিন্তা। তবে যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখাল। যাব? তবে যাই; আর খুব না ডা'ক্‌লে আস্‌ব না।

(প্রস্থানোদ্যত)

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখাল। না, আর দাঁড়াব না। [প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা, যাক; ক্ষিদে টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষুক। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম;—দেখ, সেই পাগলীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ,—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা ক'রবেন; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হ'চ্চে। আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়! মা আমার কার সঙ্গে কথা ক'চ্চে;—ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে!

ভিক্ষুক। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা

হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে; ও বেটী কি রকমে ফির্‌চে।

(পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ)

পাগ। বাবা, চলি যাই, আর কেন বাবা? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা, আর ত কাজ বাকী নেই; চল, যে কাজে এসেছি, সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থা'কৃতে পারি নি; বাবা, আমার মন কেমন করে, বাবা; দেখ দেখি, কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমায় এমন লাঞ্ছনা করে গা! আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে!

চিন্তা। মা, করুণাময়ি মা, সত্যি তুই আমার মা! দয়াময়ি! আমায় ত ভোল নি?

পাগ। ওমা, আমি নই, মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোরে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি; তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহাপাতকী;—রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া ক'র্‌বেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া ক'র্‌বেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম!—

প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে,
তাহে, অনুতাপ প্রবল অনল—
দিবানিশি দহে!
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব?
পিতা,
কৃপা ক'রে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি হীন; আমি কি উপায় ক'র্‌ব? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন; তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু; যথন তুমি ব'ল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহাপাতকী; আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু; সাধু কারও অপরাধ লন না।

চিন্তা। দেখ, বাবা, আমার অদৃষ্টদোষে গুরুবাক্য যেন বিফল না হয়। বাবা, ব'লে দিন্—তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দাবনে আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান ক'চ্চি, কোথাও তাঁর দর্শন পাই নি।

পাগ। তুই দেখা পাস্ নি? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন, মা, আমার মেয়ে; তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আ'স্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি,—আর ত মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না; তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আ'স্‌ব। ও মা, সেখানে কাঁদতে পা'র্‌ব না; লজ্জা করে, মা,—লজ্জা করে!

ভিক্ষুক। মা, তোর বেটাকে যে ভুলে গেলি।

পাগ। ভুল্‌ব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম,—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখন-চোরকে চুরি ক'র্‌বে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি—চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাক; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ ক'র্‌ব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ-বেটীতে হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাব। আর থা'ক্‌ব না, আর কি ক'ত্তে থাক্‌ব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

[চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান।

(শিষ্যগণের গীত)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খামশা।

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা,
জয় গোবর্দ্ধন—চেতনশিলা।

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নিশ্মল ভাবুক-ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিল্বমঙ্গল আসীন।

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে ; আমি কোন মতেই তারে ভুল্তে পাচ্চি নি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন ক'র্বি কি ক'রে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির ক'ত্তে না পারি, ত আত্মহত্যা ক'র্ব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে ক'ল্লে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা ক'চ্ছ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হ'চ্চে—সে এল! আমি কি ক'র্ব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি, মন আমার যে তার জন্যই লালায়িত! শুনেছি, একুশ দিন অনাহারে থাক্লে প্রাণবিয়োগ হয় ; আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি—প্রাণ যায়, যাবে। না,—সে রাখাল ছোঁড়া আমায় ম'র্তে দেবে না, সে বারণ ক'ল্লে আমি ম'র্তে পা'র্ব না। আমি এই ধ্যানে ব'সলুম। আর উঠ্ব না; সে এলে ম'র্ব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!—দেখ, এ কি হ'ল! 'কৃষ্ণ' ব'লে ডাকৃতে 'রাখাল' বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি, আর একবার দেখ্ব। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে, এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হ'তেও সাধ হয় না—তার কথা শুনতে পাব না। চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হ'চ্চে ; রাখাল-বালকটি কেমন, একবার দেখ্তে পেলুম না। দেখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাব্ছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ ? আমি দুধ হাতে ক'রে সাত দিন বেড়াচ্চি, তুমি মা'র্বে আগ ব'লে ভয়ে আস্তে পারি নি।

বিল্ব। রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন ?

রাখাল। তুমি যে ভাই, অনাথ ! আমি যে ভাই, অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস ?

রাখাল। এই দেখ্ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ ! —(প্রকাশ্যে) রাখাল, রাখাল, আয়রে প্রাণের রাখাল —আয় !—

রাখাল। না ভাই, যাব না ভাই,—তুই যে ধ'র্বি ভাই।

বিল্ব। কই, আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাই নি।

রাখাল। আয়, রোদে ব'সে আছিস, ছায়ায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি ত দেখ্তে পাই নি।

রাখাল। আয়।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ)

বিল্ব। আর ত ছাড়্ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি।

রাখাল। আমার কচি হাত,—ছাড়্, ছাড়্, লাগে।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন)

এই—এই ত ছেড়ে দিয়েছিস [পলায়ন।

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব ?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে ;
সেই প্রেমে—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে ;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্ কথা ?

ধরিব তোমায় ;
দেখি, পারি কিবা হারি, হরি !

রাখাল। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু ;—কই ধর্ দেখি ?

(বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন)

রাখাল। দেখ্ দেখি, কেমন সেজেছি ! চা'— তোর চোক হ'য়েছে।

বিল্ব। আহা, আহা, মরি মরি ! নয়ন, দেখ্— তোর কত দেখ্‌বার সাধ !

নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন-খঞ্জন, হৃদয়-রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম ॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী-মোহন তান।
কুসুম ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী-প্রাণ ॥
শ্রীপদপঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দিন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব - রব
প্রেমমাধুরী-লীন ॥

রাখাল। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌ছে ; আমি লুকুই। তোর কাছে কেঁদে আস্‌ছে, ভাই, তুই থাক্। আমি এই খানে আছি, ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেল্‌বো।

বিল্ব। না, দয়াময়, আমার আর কাকেও প্রয়োজন নেই।

রাখাল। না, ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে, ভাই ; আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা ! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্য কাঁদ্‌বে ?

রাখাল। তুই কেন ভাই, দেখ্ না। তুই এখানে ব'স্ ; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দেখ্—ওরা আস্‌চে। [প্রস্থান।

(নিমীলিত-নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান—বণিক ও অহল্যার প্রবেশ)

বণিক্। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে ? সে ব'লেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমায় 'মা' বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই নি !

নেপথ্যে। মা !

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায় ?

নেপথ্যে। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ওই খানে ব'স।

অহল্যা। আহা ! রাখাল ব'ল্‌চে, এইখানে ব'স্‌তে।

নেপথ্যে। হ্যাঁ, ব'স ; কৃষ্ণ এলেই তোমায় ব'ল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা ! কি রূপ দেখ্‌লুম ! রাখালরাজ, রাখালরাজ !

(চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

পাগ। তুই যা মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি ? আমি এইখানে বসি। বাবা, ব'স—চুপ ক'রে ব'স। এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষুক। আর কেন, মা ?

পাগ। নিবি নি ? তা, না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পা'স ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা—আচ্ছা মা।

(সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণ মাত্র। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ ! বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন ক'রব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান ; যাঁকে লম্পট ব'লেচি, যাঁকে বেশ্যা ব'লেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম। আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণদর্শনের ফল কি ?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন ; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)
চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী,
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি,

আজি হ'য়ো না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর, গুণধাম,
হেয় প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারীবধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
অকিঞ্চন, করিব হে কৃষ্ণ দরশন
তব কৃপা-বলে, প্রভু!

বিল্ব। আ-হা-হা! কৃষ্ণনাম আমায় কে শুনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) একি! গুরু? প্রেমশিক্ষা-দাতা? বিশ্ব-মোহিনি, আমায় কৃপা করুন। (প্রণামকরণ)

চিন্তা। প্রভু, অকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'র না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার:—আমায় ব'লেছিলে, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও; না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থা'কবে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিতপাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না, না, হৃদয় আমার শূন্য; জান ত—হৃদয় আমার পাষাণ! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও; ভক্তবৎসল! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হায়! আমি চিনেও চিনি নি! প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূন্য, তুমি জান ত; নিজ গুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। মা, দেখ—

পট পরিবর্ত্তন।

(দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি)

সকলে। জয় রাধে! জয় রাধাবল্লভ!

বণিক্। আ-হা-হা!

অহল্যা। বাবা, চাঁদমুখে আর একবার 'মা' বল।

চিন্তা। দেখ্ রে, প্রাণ ভ'রে দেখ্।

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল—কৃষ্ণ-দর্শন।

ভিক্ষুক। মাখন-চোর, তোমায় চুরি ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই আমার চুরি-বিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা, আমার কান্না পা'চ্চে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল, বাবা, যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকী; দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনীবল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলের গীত।

বাগেশ্রী (মিশ্র)—ধামার।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে, নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে, রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয়ত এ অনুভবে,
দেখ্‌বে যখন—নীরব রবে;
এমন সাধের রতন সাধ কর নি, না জানি রে তুই কেমন।
(দেখ) তেমনি করে মোহন বাঁশরী,
তেমনি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী;
তেমনি গোপী তেমনি খেলা—শুনেছিলি রে যেমন।

যবনিকা

ম্যাক্‌বেথ

—:○*○:—

(মহাকবি সেক্ষপীয়র-প্রণীত ম্যাক্‌বেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ)

[১৬ই মাঘ, ১২৯৯ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

প্রস্তাবনা

ভাবুক সুধীর জনে, আসি এই রঙ্গাঙ্গনে,
কাব্যের বিকাশমাত্র করে আকিঞ্চন।
কটাক্ষের ভঙ্গি যার, ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার,
হেরে মাত্র কামিনীর কটাক্ষ-ঈক্ষণ॥
চিত-হারা চিত্রকর, ধ্যান-মুগ্ধ কবিবর,
রঙ্গালয় তাহার জীবনে প্রয়োজন।
ভ্রমিছে কল্পনা-পথে, পুরাইতে মনোরথে,
উচ্চআশে জনমের সুখ বিসর্জ্জন॥
কেবল কলঙ্ক ভার, জীবনের সার তার,
অলীক সম্পদ আশা বাসা কল্পনায়।
হ'লে প্রাণ অবসান, কেহ করে গুণগান,
মহাকবি সেক্ষপীয়র আদর্শ হেথায়॥
মগন অনন্ত ঘুমে, শান্তির শ্মশান-ভূমে,
নিন্দা বা আদরে তার কে জানে কি হয়।
চিত্রিয়ে স্বভাব-ছবি, বুঝি বা ভাবিত কবি,
চিত্রের আদর তার হবে ধরাময়॥
জীবনে বিফল আশ, এবে পূর্ণ অভিলাষ,
নাহি শ্বাস, সে প্রয়াস নাহি এবে তার।
অভিনেতামাত্র আমি, কবিবর অনুগামী,
আলোচনা বিফল কি হেতু করি তার॥
কি জানি কি প্রাণে গায়, কে জানে কি হেতু হায়,
নাট্যাগারে কবিবরে করিব সম্মান।
হারি যদি সুধীব্রজ কর শিক্ষাদান॥

শ্রীগিরিশ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ডন্‌ক্যান	(Duncan)	স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা।
ম্যাকম্	(Malcolm)	ঐ পুত্রদ্বয়।
ডনাল্‌বেন	(Donalbain)	
ম্যাক্‌বেথ	(Macbeth)	ঐ সেনাপতিদ্বয়।
ব্যাঙ্কো	(Banquo)	
ম্যাক্‌ডফ	(Macduff)	ঐ অমাত্যগণ।
লেনক্স্	(Lenox)	
রস্	(Rosse)	
মেন্‌টেথ	(Menteth)	
অ্যাঙ্গাস্	(Angus)	
কেথনেস্	(Cathness)	
ফ্লিয়েন্স্	(Fleance)	ব্যাঙ্কোর পুত্র।
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড	(Old Siward)	ইংলণ্ডরাজের সেনাপতি।
যুবা সিউয়ার্ড	(Young Siward)	ঐ পুত্র।
সিটন	(Seyton)	ম্যাক্‌বেথের অনুচর।

রক্তাক্ত সৈনিক, দ্বারপাল, বৃদ্ধ, দূত, লর্ডগণ, ডাক্তার, হত্যাকারীগণ, সেনাগণ, ম্যাক্‌ডফের পুত্র, ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা, ছায়ামূর্ত্তি সমূহ, খানসামাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

লেডী ম্যাক্‌বেথ (Lady Macbeth) ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী।
লেডী ম্যাক্‌ডফ (Lady Macduff) ম্যাক্‌ডফের স্ত্রী।
হিকেট (Hecate) ডাকিনীগণের ইষ্টদেবী।
ডাকিনীত্রয় ও অন্যান্য ডাকিনীগণ, লেডীগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম দৃশ্য

মরুভূমি

বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-চমক।

(তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ)

১ম ডা। দিদি লো, বল্ না আবার
মিল্‌ব কবে তিন বোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডা। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হার্‌বে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রন্‌রণে।

৩য় ডা। চিকি চিকি ঝিকিমিকি,
ডুবু ডুবু হ'বে চাকি,
লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা। কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে,
বোন কোন খানে ?
ঠিক্ ঠাক্ ব'লে দেলো,
যেতে হবে কোন্ খানে ?

২য় ডা। চুষণো রাঁড়ীর মাঠে যাব।

৩য় ডা। ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব,
ঘাপ্‌টি মেরে এক কোণে।

১ম ডা। যাই যাই যাই লো দিদি,
ডাক্‌ছে মেনী হ্যাল্‌নেলে ;

২য় ডা। পাঁদার থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ঐ ফ্যাবুকা জিব্‌টা মেলে।

৩য় ডা। আয়্ যাই চ'লে, আয়্ যাই চ'লে,
আয়্ যাই চলে।

সকলে। ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের ভাল।
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়াই চল।

(অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

চল্ যাই চল্ যাই,
চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো যাই,
ওই লো ওই, ওই লো ওই,
ওই ওই ওই ওই, ওই ওই ওই ওই,
নিদিলি দেয় ঝিঁঝিঁর ঝাঁই।
হাতে হাতে ধরাধরি,
হেলা দোলা, চাতর মেলা,
বাদার জলে দলে দলে খেলা ;—
কিলি কিলি খিলি খিলি হেসে ভেসে,
কুয়াশায় চল্ সেথায়,
হিলি হিলি হিলি হিলি, সাঁই সাঁই সাঁই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ শিবির

(নেপথ্যে রণডঙ্কা—ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন,
লেনক্স ও অনুচরবর্গ,—জনৈক শোণিতাক্ত
সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ)

ডন্‌ক্যা। সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা আসে কোন্ জন ?
জ্ঞান হয় হেরিয়া উহায়,
উপস্থিত বিদ্রোহ-বারতা পারে করিতে বর্ণন।

ম্যাকম। এই বীরবর,
শত্রুকরে করিতে উদ্ধার মোরে,
যথাসাধ্য করিল সমর।
(সৈনিকের প্রতি)
এস এস স্বপক্ষ ধীমান্,
নরপাল-সমীপে করহ নিবেদন—
সমর-অবস্থা কিবা,
যবে তুমি রণভূমি আইলে ত্যজিয়ে।

সৈনিক। জয় পরাজয়, বহুক্ষণ না হ'ল নির্ণয়,—
যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে

ধরে পরস্পরে,
যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে।
দয়াহীন ম্যাক্‌ডোনাল বিদ্রোহী-প্রধান—
বিদ্রোহী নামের বটে যোগ্য দুরাচার!
পশ্চিম দ্বীপের যত পাপাশয়গণে,
পদাতিক ভল্লধারী,
আর আর বর্ম্মাবৃত যতেক দুর্জ্জন,
মক্ষিকার সম লিপ্ত হ'ল সে আধারে।
সৌভাগ্য সহায় তার হ'ল ক্ষণকাল,
বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে,
কিন্তু বিফল সকলি!
মহামতি ম্যাক্‌বেথ অসীম সাহস—
বীর নামে যোগ্য সে ধীমান্‌,
উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
করে ধরি সুশাণিত অসি—
উষ্ণ শোণিতের ধূম খেলিছে ফলকে,
রণদেব-বরপুত্র সম, শ্রেণী ভেদি পশিল সমরে,
ভেটিল সে ক্রীতদাসে;
না করিল বাক্যব্যয় মিষ্ট সম্ভাষণ—
স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়ে,
দুর্গের প্রাচীরে মুণ্ড করিল স্থাপন।

ডন্‌ক্যা। ধন্য ধন্য বীরবর! ধন্য তুমি ভ্রাতঃ!

সৈনিক। কিন্তু হায় নরনাথ!
ভেদিয়া তুষার মালা দিনকর থরকর যবে,
সে সময়ে বহে ঝঞ্ঝাবাত জলপোত-নাশকারী;
সেইরূপ সমরে ভূপাল,
আনন্দে হইল মহা নিরানন্দোদয়।
দৃঢ় অস্ত্রে ন্যায়পক্ষ স্বপক্ষ তোমার,
মথিল সমরে যবে দুরন্ত নিকরে,
পৃষ্ঠ দিল দ্রুতগামী বিপক্ষ বিগ্রহে;
সুযোগ সন্ধানে ছিল নরওয়ে-প্রধান,
সুসজ্জিত নব সৈন্যে কৈল আক্রমণ।

ডন্‌ক্যা। নাহি চমকিল তাহে সেনাপতিদ্বয়,
ব্যাঙ্কো আর ম্যাক্‌বেথ?

সৈনিক। হাঁ, গরুড় চমকে যথা চটকে হেরিয়া,
শশক দর্শনে যথা শিহরে কেশরী।
শুন রাজা করি আমি স্বরূপ বর্ণন,—
দ্বিগুণ বারুদপূর্ণ কামান যেমন,
অধ্যক্ষ দু'জন, পুনঃ পুনঃ আঘাতিল অরিদলে,
উষ্ণ রক্তে করিবারে স্নান—
কিম্বা অস্থির ময়দান করিতে নির্ম্মাণ,
বাসনা দোঁহার;
কি জানি কি অভিপ্রায়ে যুঝে দুই বীর।
বাক্য নাহি সরে,
ক্লান্ত তনু, ক্ষতমুখ করিতেছে শুশ্রূষা প্রার্থনা।

ডন্‌ক্যা। তব বীর অঙ্গে অস্ত্র-লেখাসম
বাক্য তব গৌরব-ব্যঞ্জক।
(অনুচরগণের প্রতি)
লয়ে যাও ভিষক্‌ নিকটে।
[সৈনিককে লইয়া অনুচরগণের প্রস্থান।
এ কে আসে?

ম্যাকম। রস্‌ প্রদেশ-প্রধান।

লেনক্স। হেরি নয়নের ভাব, হয় অনুভব—
অদ্ভুত ঘটনা কিছু করিবে বর্ণন।

(রসের প্রবেশ)

রস্‌। ঈশ্বর করুন নর-বরের কল্যাণ।

ডন্‌ক্যা। কোথা হ'তে আগমন অমাত্য-প্রধান?

রস্‌। রণস্থল হ'তে নরোত্তম!
বিপক্ষ-পতাকা যথা করিছে ব্যজন—
শ্রমযুক্ত কলেবর, স্বপক্ষ সেনার।
বহু সৈন্যে সুসজ্জিত নরওয়ে-প্রধান,
দুরাচার কুলাঙ্গার কদরের পতি,
রাজপক্ষ ত্যজিয়া দুর্ম্মতি,
সম্মিলিত বিদ্রোহী সংহতি,
আরম্ভিল ঘোর রণ, অরি।
সমর-দেবীর প্রিয় সামন্ত-প্রধান—
সৈন্যাধ্যক্ষ তব,
দৃঢ় বর্ম্মে সাজি মহাশূর
ভেটিল সে বিপক্ষ প্রধানে;
প্রতিদ্বন্দ্বী আয়ুধ চালনে,
অস্ত্রমুখে অস্ত্রমুখ করিল বারণ—

অস্ত্রে করি অস্ত্রাঘাত,
দুর্জ্জনের দুঃসাহস দমি ;
রণ অবসান—হইয়াছে জয়লাভ।

ডন্‌ক্যা। অতি সুখের সংবাদ !

রস্‌। বিপক্ষ-প্রধান করে সন্ধির প্রার্থনা,
সন্ধির কথায় কেবা করে কর্ণপাত !
চাহে দুষ্ট, হত সৈন্যে করিতে সৎকার ;
তব পক্ষ হ'তে আজ্ঞা হ'য়েছে প্রচার—
দেবের মন্দিরে দান দিলে দুরাচার,
তবে পূর্ণ মনস্কাম হইবে তাহার।

ডন্‌ক্যা। অতঃপর কদর-ঈশ্বর,
আর না করিবে প্রতারণা,
আর না করিবে মম অন্তরে আঘাত।
যাও, তার মৃত্যু-আজ্ঞা করহ প্রচার ;
তার পদ সৈন্যাধ্যক্ষে করহ অর্পণ।

রস্‌। হেরিয়া আসিব প্রভু, আজ্ঞা সমাধান।

ডন্‌ক্যা। কর্ম্মদোষে যেই পদ হারা'ল দুর্জ্জন,
নিজগুণে সেনাপতি করিল অর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ উষর

বজ্রনাদ

(ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ম ডা। বোন্, কোথায় ছিলি ব'সে ?

২য় ডা। কচি কচি শোরের ছানা চিবুচ্ছিলেম ক'সে।

৩য় ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্ ?

১ম ডা। শোন, বলি তবে শোন্,—
এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায় ;
চাইতে গেলুম একটা মুঠো, পাড়াকুঁদুলী মাগী,—
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে, ব'ল্লে "দূর হ মাগী" !
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ভূঁয়ে, নৌকা টেনে মরে,
সেই খানে তার কাছে যাব চালনীটা ধ'রে ;
হ'য়ে ইঁদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবো ফেড়ে,
আমি দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব।

২য় ডা। বাতাস ফুর্ ফুরে, পূবে বেড়ায় ঘুরে,
এনে দেব তোরে।

১ম ডা। ওলো, তুই আপন গুণে রাখ্‌লি আমায় কিনে।

৩য় ডা। ঝটকী ব্যাটার দেখা পেলে আন্‌ব জটে ধ'রে।

১ম ডা। এ দিক্ ও দিক্ ঘুরে বেড়ায়, আর যত সব বায়,—
এখান ওখান হেথায় সেথায়, যেথায় তারা যায়,
সকল আমার হাতে, এড়াবে কি তাতে ?
ক'র্‌ব তারে খড়ের আঁটি, স্বপ্ন গুমে খেয়ে,
বুজ্‌বে না চোখ দিনে রেতে, থাক্‌বে ব্যাটা চেয়ে।
ভেকো ভ্যাকা থাক্‌বে একা, জবুথবু হ'য়ে।
জ্বল্‌বে দ্বিগুণ নয় নবগুণ, সাত সতর রাত,
ডুববে না তার নৌকা খানা, ঝড়ে ক'র্‌বো কাত।
ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ কি এনেছি !

২য় ডা। কৈ দেখি, কৈ দেখি।

১ম ডা। চাঁড়াল নেয়ের ভূতো পুতো, নৌকা টেনে যেতে,
ঝটকী উঠে ম'লো ব্যাটা, ডুব্‌লো আঁধার রেতে ;
ওই পেতে গে ভিড়ে, নিছি বুড়ো আঙ্গুলটা ছিঁড়ে।

(নেপথ্যে ভেরি ধ্বনি)

৩য় ডা। গুম্ গুম্ ওই জয়ঢাক বলে,
ম্যাক্‌বেথ এলো চ'লে।

সকলে। এলো চুলে তিন বোনে আয়,
হাত ধ'রে আয়, যাই ঘুরে,
আকাশ পাতাল জলে স্থলে,
সমান ভাবে যাই লো চলে।
মনের কথা ঘ'ট্‌বে যেটা, ব'লতে পারি সট্ ক'রে ;
আয়, যাই ঘুরে।
তিন পাক তোর, তিন পাক মোর,—
তিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে, আর তিন পাক ঘোর ;
থম্ থাম্ থাম্ নাচোন কোঁদন, পূরলো কুহক ঘোর।

(ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ম্যাক্। এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হেমকর,
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।

ব্যাঙ্কো। আর কত দূর ফরেস হইতে ?
একি ! জীর্ণ শীর্ণ কায় বিকট বসন
নহে যেন ধরাবাসী—
কিন্তু হের ধরা' পরে !
জীবিত কি তোরা ?
পার কি মানব-ভাষে দানিতে উত্তর ?
জ্ঞান হয় বোঝে বাক্য মম,
তুলিতেছে শুষ্ক ওষ্ঠে
অতি ক্ষীণ বিকট অঙ্গুলি।
নারী সম আকার সবার,
কিন্তু হেরি শ্মশ্রু মুখে—
যাহে, নারী নাম দিতে নারি।
ম্যাক্‌। কে তোরা, প্রকাশ ত্বরা,
যদি থাকে ভাষা ?
১ম ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয় !
গ্লামিসের পতি যারে সর্ব্বলোকে কয়।
২য় ডা। কদরের পতি আজ, জয় জয় জয়।
জয় জয় ম্যাক্‌বেথের জয় জয় জয় !
৩য় ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয় !
রাজরাজেশ্বর যেই হইবে নিশ্চয়।
ব্যাঙ্কো। শুনি ভাবি শুভ বিবরণ,—
কহ, কি কারণ শিহরিলে মহাশয় ?
অশুভ শঙ্কায় যেন !
(ডাকিনীগণের প্রতি)
শুধাই সত্যের নামে,
তোরা কি রে কল্পনা-সৃজিত—
কিম্বা দেখি যেই মত
সেই মত বিকট আকারধারী ?
সম্ভাষিলে সদাশয় বন্ধুরে আমার, জয় রবে,
রাজ্য-অধিকার তাঁর হবে ভবিষ্যতে ;
বাক্যের ছটায় তো সবার,
অভিভূত হের তাঁরে।
নাহি সম্ভাষিলে মোরে,—
থাকে যদি দৃষ্টি তব সময়ের বীজে,
কিবা হ'বে অঙ্কুরিত কি যাবে শুকায়ে,
সম্ভাষ' আমায় ;
নহি অনুগ্রহপ্রার্থী তো সবার,
নিগ্রহে না ডরি।
সকলে। জয় জয় জয় !
১ম ডা। ম্যাক্‌বেথ হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চতর।
২য় ডা। নহে সম সুখী, সুখী তা হ'তে বিস্তর।
৩য় ডা। নহে রাজা, পুত্র তব হ'বে রাজ্যেশ্বর।
জয় জয় জয় !
ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কো উভয়ের জয় !
১ম ডা। জয় জয় ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোর জয় !
ম্যাক্‌বেথ। রহ রহ রে অস্ফুটবাদি !
বিস্তারি কহরে মোরে,
জানি আমি হইয়াছি গ্লামিস ঈশ্বর ;
কিন্তু কদরের পতি বলি সম্ভাষ' কেমনে ?
জীবিত, সৌভাগ্যশালী সেই মহাজন।
আর রাজা, রাজ্যলাভ হইবে আমার ?
প্রত্যয়ের সীমার অতীত কথা !
কদরের পতি হ'ব সেইরূপ অসম্ভব !
বল বল, কোথায় পাইলে হেন অদ্ভুত বারতা ?
কিবা হেতু, তৃণশূন্য দুস্তর প্রান্তরে,
নিবারিছ গতি দোঁহাকার, কহি ভবিষ্যৎ-বাণী ?
সত্য কহ, জিজ্ঞাসি তোদের।
[ডাকিনীগণের অন্তর্ধান।
ব্যাঙ্কো। ওঠে বুদ্‌বুদ্‌ সলিলে,
ধরায় নেহারি সেই মত,
মৃত্তিকার বুদ্‌বুদ্‌ এ সব ;
অকস্মাৎ কোথায় মিশা'ল ?
ম্যাক্‌। মিশা'ল অনিলে,
স্থূলকায়া শ্বাসবায়ু সম মিশাইল বায়ুসনে ;
হ'ত ভাল রহিত যদ্যপি।
ব্যাঙ্কো। সত্য কিবা ছায়া, যাহা প্রত্যক্ষ হেরিনু ?
কিম্বা কোন ঔষধ-প্রভাবে
জ্ঞানবুদ্ধি হরেছে দোঁহার ?
ম্যাক্‌। রাজ্যেশ্বর হ'বে তব বংশধরগণে !
ব্যাঙ্কো। তুমি হ'বে রাজা !
ম্যাক্‌। কদরের অধিপতি আর—
হইল না এইরূপ বাণী ?

ব্যাঙ্কো। অবিকল ওই কথা। কে আসিছে হেথা ?
(রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রবেশ)
রস্। সুখী নরনাথ তব বিজয়-সংবাদে,
বিদ্রোহ-বিবাদে শুনি বীরত্ব আখ্যান,
যেইরূপ চমৎকার লাগিয়াছে তাঁর ;
ততোধিক্ প্রশংসা তোমার, উঠিছে হৃদয়ে,
হৃদি-দ্বন্দ্বে নীরব ভূপাল।
যেন প্রতিক্ষণে তোমারে করেন দরশন—
যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের শ্রেণী মাঝে, অভীত হৃদয়,
চারিদিকে রচিতেছ অদ্ভুত মৃত্যুর ছবি ;
শিলাবৃষ্টি হয় যেই মত ;
এলো দূত যুদ্ধবার্ত্তা ল'য়ে,
প্রতি জনে ঢালিল সংবাদ,
অবসাদহীন তব বিক্রম বিশাল—
প্রকাশিলে যাহা বীর, রাজ্যের রক্ষণে।
অ্যাঙ্গাস। প্রেরিলেন নরনাথ আমা দোঁহে,
জানাইতে ধন্যবাদ তাঁর ;
পাইয়াছি অনুমতি
ল'য়ে যেতে সসম্ভ্রমে ভূপতি সদনে,
আসি নাই দিতে পুরস্কার।
রস্। দানিবেন উচ্চ-মান ভূপাল আপনি,
নিদর্শন তার, তাঁরই আজ্ঞামতে আজি,
সম্ভাষি তোমায় কদরের অধিপতি নামে ;
সেই উচ্চ পদ আজি তব।
ব্যাঙ্কো। এ কি, প্রেতে কহে সত্য কথা !
ম্যাক্। জীবিত সে মহাজন,
পর-পরিচ্ছদে কেন সাজাও আমায় ?
অ্যাঙ্গাস। সত্য বটে জীবিত দুর্জ্জন,
কিন্তু গুরুতর রাজ-আজ্ঞা তার প্রতি ;
যে আজ্ঞায় জীবন সংশয় তার।
অযোগ্য জীবন,
বিদ্রোহীর সনে যোগ দিল রণে,
কিম্বা গুপ্তভাবে সাহায্য করিল
স্বদেশের অহিত সাধনে, নাহি জানি।
নিজমুখে নিজ দোষ করিল স্বীকার ;
রাজদ্রোহী, পদচ্যুত সেই হেতু।
ম্যাক্। (স্বগত) গ্লামিস ঈশ্বর—কদর-ঈশ্বর,
উচ্চতর-সম্মান এখনও বাকী !
(প্রকাশ্যে) আপ্যায়িত হইলাম আমি,
এত ক্লেশ করিয়াছ দিতে সমাচার !
(ব্যাঙ্কোর প্রতি) হয় কি হে আশা তব মনে,
তব বংশধরগণে, হ'বে রাজ্যেশ্বর জনে জনে ?
দেখ না, দেখ না, কদর-ঈশ্বর কহিল আমায়,
সত্যে পরিণত হ'ল ভবিষ্যত-বাণী।
ব্যাঙ্কো। সে কথায় করিলে প্রত্যয়,
উত্তেজিত করিবে তোমায় ধরিতে মুকুট শিরে !
কিন্তু অতি আশ্চর্য্য ঘটনা,
শুনিয়াছি, তমাচ্ছন্ন নরকের অনুচরগণে
কহে সত্য বাণী, ল'য়ে যেতে পাপ-পথে,
ক্ষুদ্র দানে ভুলায় মানব-মতি,
করে প্রতারিত পরে গুরু আশা ভঙ্গ করি।
(রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রতি) ভাই, শোন।
ম্যাক্। (স্বগত) দুই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যে পরিণত,—
রাজ-অভিনয়ে সুন্দর সূচনা গান যেন !
(রস্ ও অ্যাঙ্গাসের প্রতি)
আপ্যায়িত হইলাম মহোদয়গণ !
(স্বগত) অমানুষী ভবিষ্যৎ-বাণী নহে ত অশুভ,
কিন্তু নহে শুভ ;
অশুভ যদ্যপি, কেন তবে সফল বচন—
ভাবী শুভ নিদর্শন সম ?
আজি ত কদর-পতি আমি।
কিন্তু যদ্যপি মঙ্গলকর,
পাপচিন্তা কেন উঠে মনে ?
যে ভীষণ ছবি কণ্টকিত করে অঙ্গ মম ;
বার বার অন্তর আমার আঘাতিছে বক্ষঃস্থলে।
অন্তরে কি হেতু হেন অস্বভাব-ক্রিয়া ?
কল্পনা-চিত্রিত ঘোর আতঙ্কের ছবি,
বর্ত্তমান ভয় হ'তে অতীব ভীষণ।
হত্যার কল্পনা হয়েছে উদয় মাত্র এবে,
কিন্তু তায় বিশৃঙ্খল মনোরাজ্য মম,
চিত্ত, মতি, বুদ্ধি আচ্ছাদিত—
বর্ত্তমান দৃষ্টিহীন আমি,

দূর ভবিষ্যৎ দৃশ্য হয় সত্যজ্ঞান।
ব্যাঙ্কো। হের, বন্ধু মম চিন্তায় মগন।
ম্যাক্‌। (স্বগত) ভাগ্য যদি করে মোরে রাজা,
ভাগ্য দেবে মুকুট আমায় চেষ্টা বিনা।
ব্যাঙ্কো। নূতন সম্মান যেন নব পরিচ্ছদ,
ব্যবহার বিনা ভাল অঙ্গে নাহি বসে।
ম্যাক্‌। (স্বগত) যা হ'বার হয় হোক,
চিন্তা কিবা তায়;
হোরা মিলি গড়িবে সময়,
দুদ্দিন না রয়, ব'য়ে যায়।
ব্যাঙ্কো। মহাশয়, আছি অপেক্ষায়।
ম্যাক্‌। কর ক্ষমা, অতি জড় মস্তিষ্ক আমার,
ভুলিয়াছি, কোন কথা
নাহি আর আসে স্মৃতিপথে।
সদাশয় মহোদয়গণ,
আমা হেতু করেছ যে ক্লেশ,
রহিল অঙ্কিত মম অন্তরে অন্তরে
পুস্তকে অক্ষর যথা,
প্রতিদিন করিব স্মরণ।
চল যাই, ভূপাল সদন।
(ব্যাঙ্কোর প্রতি)
দেখ বীর, বিচারিয়া মনে—
ঘটিল যে অদ্ভুত ঘটন,
পার যদি নির্ণয় করিতে কিছু;
পরে সময় অন্তে, ক'ব কথা পরস্পরে—
অকপটে জানা'ব অন্তর দোঁহে।
ব্যাঙ্কো। ভাল ভাল, ভাল মহাশয়!
সুখী হ'ব এ বিষয় আন্দোলনে।
ম্যাক্‌। তদবধি এ কথা না কর উত্থাপন।
চল বন্ধুগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

বিজয়-বাগুরব

(ডন্‌ক্যান্‌, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। কদরপতির জীবন-দণ্ড হ'লো কি? যাদের প্রতি সে কার্য্যের ভার ছিল, তারা কি ফিরেছে?

ম্যাক্‌ম। আর্য্য, তারা প্রত্যাগমন করে নাই, কিন্তু আমার সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, যিনি বধ্য-ভূমে তার প্রাণদণ্ড দেখেছেন। তাঁর মুখে সংবাদ পেলেম, নিজ দোষ সে নিজমুখে স্বীকার পেয়েছে; মহারাজের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা ও বিস্তর অনুতাপ ক'রেছে; তার জীবন অপেক্ষা মৃত্যু তার গৌরবকর। শুন্‌লেম, লোকে যেমন তুচ্ছ বস্তু ত্যাগ করে, সেইরূপ অনায়াসে অমূল্য-জীবন ত্যাগ ক'র্‌লে, যেন মৃত্যু তার অভ্যস্ত ছিল।

ডন্‌ক্যা। মানব-মুখে মানব-মনের গঠন দেখ্‌বার কোন কৌশলই নাই; এই ব্যক্তির উপর আমি বিস্তর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম।

(ম্যাক্‌বেথ্‌, ব্যাঙ্কো, রস্‌ ও অ্যাঙ্গাসের প্রবেশ)

হে বীরবর, হে ভ্রাতঃ! অকৃতজ্ঞতা-পাপভার আমার অন্তঃকরণকে নিপীড়িত ক'রেছে; গৌরব-রথে তুমি এরূপ দ্রুতগামী যে পুরস্কার তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তে অসমর্থ হয়। তুমি যেরূপ যোগ্য, তা' অপেক্ষা যদি ন্যূন হ'তে, তা হ'লে তোমার যোগ্য পুরস্কার দান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে পার্‌তেম। কেবল মাত্র বক্তব্য, কেহ তোমার যোগ্য পুরস্কার প্রদান ক'র্‌তে পারে না।

ম্যাক্‌। নরনাথ, রাজকার্য্যে রাজভক্ত প্রজার যা কর্ত্তব্য, সেই আমার পুরস্কার; আমরা কেবল কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম। মহারাজ সমস্ত কার্য্যের অধিকারী, এতে আর পুরস্কার কি? রাজার সহিত—রাজ্যের সহিত আমাদিগের সন্তান ও ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদিগের কার্য্য কর্ত্তব্যসাধন মাত্র। সেই শ্রেয়ঃ— যাহা আমাদের প্রীতি ও সম্মানভাজন—মহারাজের কল্যাণকর।

ডন্‌ক্যা। হে মহাত্মন্! তোমায় আমি যত্নে রোপণ ক'রেছি; এবং দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় যা'তে বর্দ্ধিত হও, সে নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন ক'র্‌ব। হে সদাশয় ব্যাঙ্কো! তুমি যোগ্যতায় কিছুমাত্র ন্যূন নও, যোগ্যতা প্রকাশে কিছুমাত্র ক্রটি কর নাই। এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখি।

ব্যাঙ্কো। যদি মহারাজের অন্তঃকরণে আমি বর্দ্ধিত হই, ফলাফল সমস্ত মহারাজের।

ডন্‌ক্যা। আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না,—যেন, আমার চক্ষের জলে সেই আনন্দ লুক্কায়িত হ'তে চাচ্চে। পুত্র, অমাত্য, বন্ধুগণ! আজ আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ-পুত্র ম্যাকম্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেম; সম্মান কেবল একা তার প্রতি অর্পিত হবে না, রাজসম্মানে সকল যোগ্য ব্যক্তিই তারকার ন্যায় উজ্জ্বল বিভায় ভূষিত হবে। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) তোমার নিকট অধিকতর ঋণে আবদ্ধ হ'বার জন্য তোমার গৃহে অতিথি হ'ব।

ম্যাক্। মহারাজের কার্য্য অবহেলা ক'রে যে বিশ্রাম লাভ, তাহা কঠিন শ্রম অপেক্ষা ক্লেশকর। আমি স্বয়ং আমার গৃহে দূত হ'ব, আনন্দ সংবাদে আমার পরিবারের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত ক'র্‌ব, বিদায় প্রার্থনা করি।

ডন্‌ক্যা। তোমার যেরূপ অভিরুচি, ধীমান্!

ম্যাক্। (স্বগত) যুবরাজ,—

মম উচ্চপথ-মাঝে র'য়েছে এ বাধা,
লম্ফে এই অবরোধ করিতে হইবে অতিক্রম,
অথবা পতন হ'বে তাহে।
হে তারকামালা, নিভাও হে আলোক নিচয়,
তমোময় গভীর বাসনা-কূপ মম,
আলোক না করে ভেদ;
চক্ষু নাহি নেহারে হস্তের ক্রিয়া,
পলক পড়িয়ে ঢাকে যেন আঁখি,
কিন্তু কার্য্য হোক সমাধান—
আতঙ্কে শিহরে আঁখি যে কার্য্য হেরিলে।

[প্রস্থান।

ডন্‌ক্যা। হে ধীমান্ ব্যাঙ্কো, সেনাপতির বীরত্ব তোমার বর্ণনা-অনুরূপ! তাঁর প্রশংসা আমাদের তৃপ্তিকর রাজভোগ, অতি আনন্দকর ভোগ; চল, আমরা ওঁর পশ্চাৎ গমন করি। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে চ'লে গেলেন; এ মহাত্মার আর তুলনা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ইনভারনেসস্থ ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ

(পত্রহস্তে লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লে-ম্যাক্। (পত্রপাঠ) 'এই জয়লাভের দিনই আমি তাহাদের দেখা পাই এবং বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'লেম, তাহারা মানবাতীত শক্তিসম্পন্ন। যখন আমার অধিক জানিবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা জন্মিল, তখন যেন হাওয়ার শরীর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল; আমি বিস্ময়ে মগ্ন! এমন সময় রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে 'কদর-পতি' বলিয়া সম্ভাষণ করিল। ঐ বিকটা ভগিনীত্রয় আমাকে পূর্ব্বে ঐ নামে সম্বোধন করিয়াছিল এবং ভাবী রাজা বলিয়া অভিবাদন করে। তুমি আমার উচ্চপদের সঙ্গিনী, তোমায় এ সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমার আনন্দে তোমার যে অংশ, তাহাতে যেন তুমি না বঞ্চিত হও। আমার পদ-বৃদ্ধিতে তোমার পদবৃদ্ধি; তুমিও আপন পদ অবগত হও এবং ভবিষ্যৎ-বাণীতে তুমি যে পদ অধিকারিণী, এই পত্রে তোমায় জানাইলাম। নিজ অন্তঃকরণে এ কথা গোপন রাখিবে।' ইতি—

গ্লামিস কদর-পতি হ'য়েছ এখন,
হ'বে পরে শুনেছ যা ভবিষ্যৎ বাণী;
কিন্তু ডরি আমি স্বভাব তোমার,
পরিপূর্ণ দয়াধারে—
পাছে ঋজুপথ কর অবহেলা।
উচ্চপদ ইচ্ছা তব, উচ্চ আশ নহ ত বিহীন;
কিন্তু বিনা পাপে সাধিবারে চাহ প্রয়োজন।
যে পদ বাসনা তব হৃদয়ে প্রবল,
ধর্ম্মপথে অর্জ্জন করিতে তাহা সাধ।
প্রতারণা কর ঘৃণা, কিন্তু পরস্ব লালসা তব।
যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়াস তোমার,
চাহ যদি সে আসন,

অবশ্য দুষ্কর কার্য্য হইবে সাধিতে ;
ভয় চিতে, যে কার্য্য করিতে—
সেই কার্য্য হো'ক সমাধান ইচ্ছা তব।
এস ত্বরা, অন্তরের অনুরাগ মম
ঢালি তব কর্ণপথে,
সবল জিহ্বায় করি তাড়না তোমায় ;
দূর করি অন্তরের বাধা,
প্রতিরোধ করে যাহা মুকুট পরিতে,
যে মুকুট ভাগ্যসনে শক্তি অমানুষী
চাহে তোমা করিতে ভূষিত।

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

দূত। অদ্য রাত্রে মহারাজ এ পুরে অতিথি হবেন।

লে-ম্যাক্। ক্ষিপ্ত তুমি, তাই কহ হেন বাণী।
প্রভু তব নাহি কি রাজার সাথে ?
রাজসমীপে রহিলে,
অবশ্য আসিত হেথা সংবাদ লইয়ে,
ব্যস্ত চিত্তে রাজ-অভ্যর্থনা হেতু।

দূত। দেবি, অবধান করুন, সত্য কথা, প্রভু আসছেন, আমার একজন সহযোগী তাঁ হ'তে ত্বরান্বিত হ'য়ে পৌঁছেছে, দ্রুত আগমনে তার শ্বাসরুদ্ধ। কেবল এই সংবাদ মাত্র দিতে পেরেছে।

লে-ম্যাক্। সমাদর কর দূতে,
আনিয়াছে উচ্চ সমাচার। [দূতের প্রস্থান।
শ্বাসরুদ্ধ দূত, কর্কশ বায়স,
হ'বে শ্বাসরুদ্ধ তার,
জানাইতে রাজ-আগমন,
এই পুরে যমের দুয়ারে !
আয়্ আয়্ আয়্ রে নরক-বাসি পিশাচ নিচয় !
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয়্ ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম,
আপাদ মস্তক কর কঠিনতাময়,
কর ঘন শোণিত-প্রবাহ,
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি পশে,
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, দ্বন্দ্ব নাহি উঠে মনে,
যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি !
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে,
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে !
আয়্ আয়্ ঘোররূপা তামসী ত্রিযামা !
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায় ;
যেন তীক্ষ্ণ ছুরী না হেরে আঘাত,
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
"কি কর, কি কর !" নাহি বলে।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

গ্লামিসের পতি, কদরের পতি !
উচ্চতর পদ যারে দিবে ভবিষ্যতে,
গাইল ডাকিনীগণ যাহা।
তব পত্রপাঠে ভ্রমি আমি ভবিষ্যতে,
ভাবীবার্ত্তা-অজ্ঞ,—
এই বর্ত্তমান ত্যজি ভবিষ্যৎ উদয় এখন।

ম্যাক্। প্রিয়ে, রাজ আগমন হ'বে পুরে।

লে-ম্যাক্। কবে তাঁর ফিরিতে বাসনা ?

ম্যাক্। কল্য, এই মত বুঝিলাম অভিপ্রায়।

লে-ম্যাক্। ওঃ ! দিনকর,—সেই কল্য কভু না হেরিবে।
সরল হে মুখ-ছবি তব,
যাহে নরে পুস্তকে যেমতি—
পাঠ করে হৃদয়ের অদ্ভুত সংবাদ।
ভুলাও সকলে, সময়-উচিত আবরণে ;
চক্ষু, হস্ত, জিহ্বায় ধর হে অভ্যর্থনা।
হও প্রস্ফুটিত যেন নির্ম্মল কুসুম,
কিন্তু ফণী হ'য়ে বস' মাঝে তার,
উদ্যোগের প্রয়োজন অভ্যর্থনা হেতু তার।
নিশার ভীষণ কার্য্য সমর্পন কর মম করে,
যেই কার্য্য ফলে, নিশি দিন—
করিব স্থাপন আধিপত্য সর্ব্বোপরি,
হ'ব দোঁহে প্রভু সবাকার।

ম্যাক্। এ সকল আলোচনা করিব পশ্চাৎ।

লে-ম্যাক্। রহ মাত্র প্রসন্ন বদনে,
বিকৃত বদন ভাব ভয়ের লক্ষণ ;
অন্য কার্য্য ভার মম প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গতোরণ।

(ডনক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, ব্যাঙ্কো, লেনক্স, ম্যাক্‌ডফ, রস্, অ্যাঙ্গাস, বাদ্যযন্ত্রকারক, মশালধারক ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

ডন্‌ক্যা। এ অতি সুন্দর পুরী,
বায়ু মৃদুমন্দ-গতি মধুর পরশে কায়।

ব্যাঙ্কো। বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর
উচ্চ-গৃহচূড়বাসী, করিছে প্রচার
এই স্থানে বহে চির বসন্ত অনিল,
গৃহচূড়ে সুযোগ যথায়—
ঝুলায় তথায় সুন্দর আপন নীড়,
রহে যথা বহে তথা বায়ু মন্দগতি।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। দেখ, গৃহিণী আমাদের অভ্যর্থনা হেতু আগমন কচ্ছেন। সুন্দরি, প্রজাগণে রাজভক্তি প্রদর্শন ক'রে কখন কখন আমাদিগকে বিরক্ত করে সত্য ; কিন্তু তাদের প্রীতি দর্শনে আমি পরম প্রীত হই, প্রীতিভরে আমরা অদ্য তোমার আবাসে এসেছি ; দেখ, অনাদর ক'র না। আমার, তোমাদের প্রতি অপার স্নেহ, তাই বিরক্ত ক'র্‌তে এলেম। আমার প্রীতির পরিবর্ত্তে প্রীতিদান ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। তোম্‌রা আমার নিতান্ত প্রীতির ভাজন।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আম্‌রা রাজসেবায় যে সকল কার্য্যে সক্ষম, যদি তার দ্বিগুণের দ্বিগুণ সমর্থ হ'তেম, তা হ'লেও মহারাজের কৃপার নিকট অতি ক্ষুদ্র হ'ত। রাজ-আগমনে এ পুরী যেরূপ সম্মানিত, তার আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রদানে আমরা অপটু। পূর্ব্বকৃপা ও বর্ত্তমান কৃপার কি আর পরিশোধ দেব ?—কেবল দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল বাসনা ক'র্‌ব।

ডন্‌ক্যা। কোথায়, স্বামী তোমার কোথায় ? আমরা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎই আস্‌ছি, ভেবেছিলাম তাঁর অগ্রে এসে পৌঁছিব ; কিন্তু তিনি বেগগামী, রাজভক্তিতে অধিকতর দ্রুতগমনে তোমার নিকট উপনীত হয়েছেন। হে সুন্দরী, অদ্য আমরা তোমার অতিথি।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ ! ভৃত্যের যা আছে, তা সকলই মহারাজের ; কেবল আমরা তার রক্ষক। যা মহারাজের, তাই দিয়ে মহারাজের পূজা ক'র্‌ব, আর ত আমাদের কিছুই নাই।

ডন্‌ক্যা। আমায় তোমার কোমল হস্ত প্রদান কর, তোমার স্বামীর নিকট লয়ে চল ; আমি তাঁকে অতিশয় ভালবাসি, আমাদের স্নেহ চিরস্থায়ী।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ।

(বাদ্যযন্ত্রকারক ও মশালধারকগণ পরে খানা হস্তে খান্‌সামাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ

ম্যাক্। এ কঠিন ব্রত যদি উদ্যাপনে হ'ত উদ্যাপন,
শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান ;
লক্ষকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
অস্ত্রাঘাতে ফুরা'ত সকলি,
ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
সংকীর্ণ এ ভব-কূলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে,
করিতাম অবহেলা পরলোকে।
কিন্তু এই গুরু পাপে দণ্ড ইহলোকে !
অন্যে শিখে এ শোণিত খেলা,
শিক্ষকে দেখায় সেই খেলা প্রাণনাশী।
বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম !
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে।
দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে,
জ্ঞাতিত্ব প্রথমে, তাহে প্রজা আমি তাঁর,
উভয়ে প্রবল রোধ এ কার্য্য সাধনে।

দ্বিতীয়তঃ, মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন,
ঘাতকে রোধিতে দ্বার উচিত আমার,
আপনি ধরিব ছুরি,
এ হ'তে সম্ভবে পাপ কিবা ?
বিশেষ এ নরপতি মাৎসর্য্য বিহীন,
সদাশয় অতি, রাজ-কার্য্য অমল তাঁহার ;
গুণগ্রাম তাঁর,
বাজায়ে ধর্ম্মের ভেরী নিদারুণ রোলে,
কহিবে সকলে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড,
দয়া, পবন বাহনে—
প্রাণনাশ-উপন্যাস ক'বে ঘরে ঘরে,—
জন-মন দ্রবিবে শুনিয়া,
নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা দেবদূতগণ,
অশরীরি অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ, করিবে ভ্রমন,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।
খর বালুকা সমান, নর-চক্ষে বাজিবে সংবাদ,
আঁখিজল বহিবে প্রবল, নিবিড় নীরদধারা সম,
দেবক্রোধ তুষ্টি হেতু।
নাহি অন্য উত্তেজনা মম,
একমাত্র উচ্চাশায় মাতায় আমায়,
লম্ফ দিতে চায় প্রাণ, উচ্চাসন 'পরে,
উঠিতে না পারে, লক্ষ্যভ্রষ্ট পড়ে অন্য পারে।

(লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

কি কি, কি সংবাদ ?
লেডী-ম্যাক্। তাঁর ভোজন শেষ হ'য়েছে, তুমি কি নিমিত্ত চলে এলে ?
ম্যাক্। আমি কোথায়, জিজ্ঞাসা ক'রেছে না কি ?
লেডী-ম্যাক্। জান না কি, জিজ্ঞাসা ক'রবে ?
ম্যাক্। এ কার্য্যে না হ'ব অগ্রসর।
অশেষ সম্মান দান ক'রেছে আমায়,
রাজ্যময় প্রজাগণ গাহিছে সুযশ,
হেন সম্মান-ভূষণ,
যুক্তি নহে ত্বরা করি করিতে বর্জ্জন।
লেডী-ম্যাক্। মদ্যপায়ী আশা কি তোমায়
ক'রেছিল উত্তেজিত ?
ঘোর মাদকের ভরে নিদ্রিত হইল আশা পরে ;
ঘুমঘোর এক্ষণে টুটিল, মত্ততা ছুটিল,
রুগ্ন-প্রায় পাণ্ডুগণ্ড এবে আশা তব,
চায় চারিভিতে,
হেরে সচকিতে নিজ কার্য্য প্রতি,—
করেছিল পূর্ব্বে যাহা উন্মত্ততাবশে।
বুঝি প্রেম তব, মম প্রতি উন্মত্ত সে মত ;
এবে কি সভীত তুমি পূরা'তে বাসনা ?
নিজ পুরুষার্থ বলে, চাহ কি লভিতে
জীবনের সাররত্ন মুকুট-ভূষণ ?
কিন্তু সভীত অন্তরে ক'হ,
সাহসে না আঁটে সাধিতে ভীষণ কার্য্য।
মৎস্যপ্রিয় বিড়াল যেমতি,
ডরে নাহি নামে জলে।
ম্যাক্। হও স্থির, ক'র না ভৎর্সনা ;
মনুষ্যের যোগ্য কার্য্য সাধনে না ডরি ;
অযোগ্য কার্য্যেতে ব্রতী, হেয় সেই জন।
লেডী-ম্যাক্। কোন্ পশু তবে আমার নিকটে,
করেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ ?
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন,
সাহস বাঁধিলে যবে এই উচ্চব্রতে।
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ,
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহায় ;
সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব,
করেছিলে পণ সুযোগ খুঁজিয়া ল'বে,
সে সুযোগ এবে উপস্থিত ;
সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুষার্থ হারা !
স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।
ম্যাক। কার্য্য যদি হয় হে বিফল ?
লেডী-ম্যাক্। বিফল !
বাঁধ সাহসের তার বুকে উচ্চে সুরে,—

কভু হ'ব না বিফল;
পথশ্রান্তে, ঘুমঘোরে হ'লে অচেতন,
আছে যেই রক্ষক দু'জন—
মদ্যপানে উন্মত্ত করিব হেন মতে,
যেন স্মৃতি, বুদ্ধির প্রহরী,—
হ'বে ধূমাকার ধূমে আবরিত ;
হিতাহিত জ্ঞানের আধার, মস্তক দোঁহার—
তপ্তধূমপাত্র প্রায় রবে ;
মদমত্ত শূকর যেমতি,
প'ড়ে রবে মৃত প্রায়।
সেই কালে,
কি কার্য্য অসাধ্য হবে আমা দোঁহাকার,
অরক্ষিত ডন্‌ক্যানের প্রতি?
হত্যাদোষ—মদ্যপায়ী রক্ষকের পরে
অর্পিতে কি হবে ভার।

ম্যাক্‌। নির্ভীক, নির্ভীক তুমি কোমলতা হীন!
কঠিন জঠরে প্রসব' কঠিন নরে,
কাঠিন্য ব্যতীত,
কি আর সম্ভবে তোমা হ'তে?
প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন,
রক্তাক্ত যদ্যপি করি সেই দুই জনে,
ক'বে না কি সবে,
হত্যাকাণ্ড ক'রেছে তাহারা ;

লেডী-ম্যাক্‌। কার সাধ্য কহে অন্যমত,—
যবে উচ্চ শোকধ্বনি তুলিব গগনে
তার মৃত্যু-বার্ত্তা শুনে?

ম্যাক্‌। স্থির মম পণ এবে, দৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার,
গুণবদ্ধ ধনুসম, সাধিতে ভীষণ কাজ ;
যাও, অতিক্রম করহ সময়,
সৌজন্যের করি ভাণ ;
চাতুরীর আবরণ, ধর হাস্যানন,
স্বরূপ অন্তর ভাব করিতে গোপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(ব্যাঙ্কো ও মশালহস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। বৎস, কত রাত?

ফ্লিয়ে। চন্দ্র অস্ত গিয়েছে, আমি ঘড়ি বাজা শুনি নি।

ব্যাঙ্কো। আ'জ্‌ দ্বিপ্রহরে চন্দ্র অস্ত।

ফ্লিয়ে। আমার বোধ হয়, আরও অধিক রাত্রি।

ব্যাঙ্কো। আমার তরবারি ধর, আকাশ যেন কৃপণ হ'য়ে তারামালার আলোক নির্ব্বাণ করেছে। এটাও ধর, আমার চক্ষের পাতায় যেন সীসে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার নিদ্রা যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না; যে সকল দুশ্চিন্তা, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, কৃপাময়ী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন। তরবারি দাও,—কেও?

(ভৃত্যসহ ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌। বন্ধু।

ব্যাঙ্কো। কি ম'শায়, এখনও নিদ্রা যান নি? মহারাজ শয্যায়,—অতিশয় আনন্দ করেছেন, আপনার ভৃত্যগণকে নানাপ্রকার রাজপ্রসাদ দিয়েছেন। এই হীরাটি আপনার স্ত্রীর। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁর অতিথি সৎকারের প্রশংসা করেছেন; তিনি পরম সন্তোষে মগ্ন।

ম্যাক্‌। রাজ-অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেম না, ইচ্ছা স্বত্ত্বে কত শত ত্রুটি হ'য়েছে; প্রস্তুত থাকলে এরূপ অপ্রতিভ হ'তে হ'ত না।

ব্যাঙ্কো। অতি সুচারুরূপ হয়েছে। দেখুন, কল্য রাত্রে আমি সেই বিকটাত্রয়কে স্বপ্নে দেখেছিলেম; তা'দের ভবিষ্যৎবাণী, আপনার সম্বন্ধে কতকটা সত্য হ'য়েছে।

ম্যাক্‌। আমি আর তা'দের বিষয় চিন্তা করি না;

কিন্তু সাবকাশ মত, যদ্যপি আপনি হানি বিবেচনা না করেন, সে বিষয় আন্দোলন ক'ল্লে ক্ষতি কি ?

ব্যাঙ্কো। আপনার সাবকাশেই আমার সাবকাশ।

ম্যাক্। যদ্যপি, আপনি আমার মতাবলম্বী হন, তা হ'লে বোধ হয়, আমার দ্বারা আপনার সম্মান বৃদ্ধি হ'তে পারে।

ব্যাঙ্কো। আমার তায় ক্ষতি কি ? রাজ-ভক্তি সহকারে যদি মান বৃদ্ধি হয়, আপনার উপদেশ মতে চল্‌ব'

ম্যাক্। এখনকার কথা নয়, বিরাম লাভ করুন।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।

ম্যাক্। (ভৃত্যের প্রতি) কর্ত্রীকে বল গে, আমার পানপাত্র প্রস্তুত হ'লে, ঘণ্টা নিনাদ করেন। তুই শুগে যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একি, তরবারি নেহারি সম্মুখে !
মুষ্টি মম হস্ত অভিমুখে,
আয় অসি, করিরে ধারণ !
ধরিতে না পারি, তথাপি নেহারি,—
আরে আরে বিভীসিকা ছবি !
অনুভূত নহ কি পরশে,—নয়নে যেমতি !
কিম্বা তুমি অন্তরের ছুরী,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মম, সৃজিয়াছে তোর ছায়া-কায়া !
এখনও নেহারি, কোষ মুক্ত করি যেই অসি—
অবিকল তার সম প্রত্যক্ষ আকার তোর,
দেখাইয়া চলিতেছে পথ ;
তোমা সম অস্ত্র মম হ'বে প্রয়োজন।
প্রতারিত নয়ন কি মম ?
কিবা প্রতারিত অপর ইন্দ্রিয়গণে ?
আঁখি করে সত্য নিরূপণ !
এখনও নেহারি,—
হেরি শোণিতের চিহ্ন মুষ্টিফলকে তোমার,
নাহি ছিল পূর্ব্বে যাহা ;
ভ্রম দৃষ্টি, কিছু নহে আর,—
এ মম শোণিত-ব্রত, প্রতারিত করিছে নয়নে।
স্বভাব সুষুপ্ত এবে অর্দ্ধ ধরা প'রে—মৃতবৎ ;
বিকট স্বপন কেহ দেখে থেকে থেকে,
বিকটা ডাকিনীগণে মাতিয়ে শ্মশানে,
দেয় বলি ইষ্টদেবে তুষ্টি হেতু যেন,
প্রেত সম,
শুষ্ক কায় হত্যা যায় নাশিতে নিদ্রিত জনে—
ব্যভিচারী বলাৎকারী যথা ধীরপদে,
কভু বা চমকে নিশির প্রহরী,
বৃকের বিকট রব শুনি।
দৃঢ়কায় কঠিনা মেদিনী, পদশব্দ নাহি শুন,
যেন প্রতি শিলাখণ্ড তব,
ভাষে না প্রকাশে কোথায় গমন মম !
যেন নাহি হরে,
ভয়ঙ্কর সময় উচিত নিশির নীরব ভাব !
হেথা করি ভয় প্রদর্শন,
জীবিত সে র'য়েছে এখন,
বাক্যব্যয়ে করে মাত্র উৎসাহ শিথিল।

(নেপথ্যে ঘণ্টাশব্দ)

গমনে আমার, কার্য্য হ'বে সমাধান,
ঘণ্টার নিনাদে মোরে করে আবাহন।
ডন্‌ক্যান,—
শুন না এ রব, মৃত্যু ঘণ্টা রব এ তোমার,
স্বর্গ তোরে ডাকে কিম্বা নরক দুস্তর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী ম্যাক্। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে ;
জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বান সবার যে প্রভাবে—
উদ্দীপিত ক'রেছে আমায়।
একি ? না, পেচক ঘুৎকার,
ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক,
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে ;

উৎঘাটিত দ্বার, মদমত্ত ভৃত্যগণে,
নিজ কার্য্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি ;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান,
যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি।

নেপথ্যে ম্যাক্‌বে। কেও ? কি, আঁা !

লেডী-ম্যাক্। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়, কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য্য নাশ, মজাইল—মজাইল !
এ কি !
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি,
ভ্রম নাহি হ'বে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ ;—

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

স্বামী মম !

ম্যাক্‌বে। করিয়াছি কার্য্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু ?

লেডী-ম্যাক্। মাত্র পেচকের নাদ, আর ঝিল্লির ঝঙ্কার।
কয়েছিলে কোন কথা ?

ম্যাক্‌বে। কখন ?

লেডী ম্যাক্। এখন।

ম্যাক্‌বে। নামিতে নামিতে ?

লেডী-ম্যাক্। হাঁ।

ম্যাক্‌বে। শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা ?

লেডী-ম্যাক্। ডনাল্‌বেন।

ম্যাক্‌বে। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি দুঃখকর !

লেডী-ম্যাক। পাগলের কথা,—দুঃখকর।

ম্যাক্‌বে। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল;
জনেক কহিল—'হত্যা'
জাগাইল পরস্পরে ;
শুনিলাম দাঁড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।

লেডী-ম্যাক্। এক কক্ষে আছে দুই জন।

ম্যাক্‌বে। জনেক কহিল,—'রক্ষা কর ভগবান্ !'
'শান্তি ,শান্তি' জনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—
'রক্ষা কর ভগবান্ !'

লেডী-ম্যাক্। এন না এ ঘোর দুর্ভাবনা !

ম্যাক্‌বে। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মম, প্রয়োজন সমধিক;
'শান্তি' উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।

লেডী-ম্যাক্। এরূপে এ সব চিন্তা নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হ'বে তাহে।

ম্যাক্‌বে। যেন করিনু শ্রবণ, 'ঘুমাওনা আর',
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ,।
নিদ্রা অবিরোধি—
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তি প্রদায়ক, দিনগত শ্রম বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ।

লেডী-ম্যাক্। এ কি ভাব তব ?

ম্যাক্‌বে। কহিল আবার—
'ঘুমাওনা' আর নিদ্রাগত গৃহবাসীগণে;
'গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,
কদর না ঘুমাইবে আর'
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

লেডী-ম্যাক্। কে করিল এরূপ চীৎকার ?
একি, বীর তুমি, নত কর হৃদয়ের বল,
হেন ক্ষিপ্ত চিন্তা করি আন্দোলন !
বারি ল'য়ে ধৌত কর
কুৎসিৎ এ হস্তের প্রমাণ।
কি হেতু আনিলে অস্ত্র তথা হ'তে ?
অস্ত্র তথায় রহিবে ;
ল'য়ে যাও,
করহ লম্বরগণে রক্তাক্ত শরীর।

ম্যাক্‌বে। যাইতে নারিব,
ক'রেছি যে কাজ, ভয় হয় চিন্তায় আমার;
নাহি হেন সাধ্য, পুনঃ বিলোকন করি তাহা।

লেডী-ম্যাক্। অদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অস্ত্র দাও মোরে;
মৃত বা নিদ্রিত চিত্রপটের সমান,
ভয় পায় বালকের আঁখি
চিত্রিত প্রেতের ছবি হেরি।
এখন' যদ্যপি বহে শোণিত প্রবাহ,
আরক্ত করিব তাহে উভয় লঙ্করে;
অপরাধ সে দোঁহার দেখে যেন সবে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

ম্যাক্‌বে। কোথা হ'তে দুয়ারে আঘাত?
একি, প্রতি শব্দে কি হেতু এ আতঙ্ক আমার?
একি বিভীষিকা করদ্বয়—
চক্ষু মম করে উৎপাটন।
বরুণের অধিকারে আছে যে সাগর
ধৌত তাহে হ'বে কি এ হস্তের শোণিত?
করার্পণে রঞ্জিত করিবে সিন্ধু জল,
নীলাম্বু হইবে রক্তাকার।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। হের, মম তোমা সম হস্তের বরণ!
কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ সভয় অন্তর তোমার যেমন,—
লজ্জা হয় দিতে স্থান হৃদাগারে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুনি আঘাত দক্ষিণ দ্বারে;
কক্ষে চল
কিঞ্চিৎ সলিল, দোষ মুক্ত করিবে দোঁহার;
দেখ, কত তুচ্ছ, সহজ কেমন;
দৃঢ়তা তোমারে করিয়াছে পরিত্যাগ।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুন পুনঃ পুনঃ দুয়ারে আঘাত।
চল, রাত্রিবাস বস্ত্র করিগে গ্রহণ;
কি জানি যদ্যপি হয় প্রয়োজন,
কেহ নাহি বোঝে আছি জাগ্রত উভয়ে।
অযোগ্য চিন্তায় মগ্ন হ'ওনা এমন।

ম্যাক্‌বে। হোক মম আত্ম-স্মৃতি লোপ,
কার্য্য-স্মৃতি লোপ হোক তাহে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

উঠ হে ডন্‌ক্যান্! শুন, ডাকিছে তোমায়,
হায়, যদি জাগিবার থাকিত উপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট।

(দ্বারপালের প্রবেশ)

দ্বার। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) সত্যই তো দোরে ঠক্‌ঠকাচ্ছে, যদি কোন মিঞাকে নরকের দোরে দরওয়ান হ'তে হয়, তবে দেদার চাবি ঘোরায়। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও? বল বাবা ছোট সয়তানের দোহাই! এ যে চাষা ভায়া, ফসলের দর কমে গেল, গলায় দড়ি দে ঝুল্লে। এস, সকাল সকাল চ'লে এস; রুমাল সঙ্গে এনো, এখানে ঘাম্‌তে হবে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্, বুড় শয়তানের নামে কেও? ওঃ! এ যে সেই বক্‌বুলে; বাবা, দু দিক্ গিয়েছ, খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি! ভেবেছিলে স্বর্গে যাবে, তা হ'ল না; এস বক্‌বুলে চাঁদ! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও? এ যে দর্জ্জি ভায়া! কি বাবা, জাঙ্গিয়ার ছাঁট্ চুরি ক'রেছিলে? খুব সাফাই হাত বাবা! এস এখানে ইস্তিরি তাতাবে এস! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ কচ্ছেই! থামে না। কেও? এ বড় ঠাণ্ডা নরক যে বাবা, এখানে আর দরওয়ানী চলে না, ভেবেছিলেম—সকল রকম পেশার লোক কিছু কিছু ছেড়ে দেব; যারা বেশ ফুলের উপর দে চ'লে যাচ্ছেন, আখেরী নরকের আগুনে গা তাতাবেন। যাই যাই, ভুলবেন না মশাই! (দ্বারমুক্ত করণ)

(ম্যাকডফ ও লেনক্‌সের প্রবেশ)

ম্যাকড। কাল্ কি রাত্তির দের হ'য়েছিল শুতে? এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি?

দ্বার। দু'বার মোরগ ডেকে গেল, তখনও আমোদ কচ্ছি।

ম্যাক্‌ড। এত ঘুম মদেরই দেখ্‌ছি।

দ্বারপা। হাঁ ম'শায়, গলায় গলায় হ'য়েছিল; আমায় যেমন কাত্‌ ক'রে ফেলেছিল, আমিও তেম্‌নি জব্দ ক'রে ছেড়েছি। আমার ত মজবুতী কম নয়, এক একবার ঠ্যাং ধ'রে টানাটানি করে তুলেছিল, আমিও তেম্‌নি উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছি।

ম্যাক্‌ড। তোমার প্রভু উঠেছেন কি? এই যে, ডাকাডাকিতে উঠেছেন, এই দিকেই আস্‌ছেন।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেনক্‌। মহাশয়, সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌বে। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌ড। মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়েছে?

ম্যাক্‌বে। এখনও উঠেন নি।

ম্যাক্‌ড। আমার প্রতি খুব প্রত্যুষেই ডাক্‌বার আজ্ঞা ছিল, একটু যা দেরি হ'য়ে প'ড়েছে।

ম্যাক্‌বে। আমি আপনাকে নিয়ে যাই চলুন।

ম্যাক্‌ড। ম'শায় কষ্ট কর্‌বেন, এ কষ্টে আপনার আনন্দ আমি জানি।

ম্যাক্‌বে। যে কার্য্যে আমাদের অনুরাগ, সেই কার্য্যই আমাদের শান্তিপ্রদায়ক। এই দোর।

ম্যাক্‌ড। যখন আমার প্রতি ভার দিয়েছেন, সাহস ক'রে প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

লেনক্‌। মহারাজ বুঝি অদ্যই প্রস্থান ক'র্‌বেন?

ম্যাক্‌বে। হাঁ, এইরূপ তো তাঁর আজ্ঞা।

লেনক্‌। কাল বড় অশান্ত রাত্রি। আমাদের শয়নাগারের ধূমপথ সকল খ'সে পড়েছে, হাওয়ায় যেন রোদন-ধ্বনি, অদ্ভুত মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ! শুনেছি না কি এরূপ অপ্রাকৃতিক শব্দ ঘোরতর সমাজ-বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ; সময়ে দুর্দ্দিন পরিপুষ্ট হবে! তিমির-সহচর পেচক সমস্ত রাত্রিই ঘুৎকার ধ্বনি ক'রেছে। শুনলুম, পৃথিবী যেন জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে কম্পিত হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। অতি দুর্নিশা!

লেনক্‌। আমার স্মৃতিতে তো এর তুলনা নাই।

(ম্যাক্‌ডফের পুনঃ প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। বিভীষিকা! বিভীষিকা! বিভীষিকা! অন্তঃকরণে নয়,—জিহ্বায় নয়! ধারণা হয় না,—ব্যক্ত করা যায় না!

ম্যাক্‌বে। }
লেনক্‌। } কি, কি হ'য়েচে?

ম্যাক্‌ড। সর্ব্বনাশের চরম কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে! অপবিত্র হত্যা, প্রভুর অভিষিক্ত মন্দির ভগ্ন ক'রে প্রবেশ ক'রেছে,—জীবনরত্ন অপহরণ ক'রেছে!

ম্যাক্‌বে। কি ব'ল্‌ছেন?—জীবন?

লেনক্‌। মহারাজের?

ম্যাক্‌ড। কক্ষে প্রবেশ করুন, প্রস্তরকারিণী ভয়ঙ্করী নবরাক্ষসী দর্শনে চক্ষের দৃষ্টি বিনাশ করুন। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না, দেখে এসে আপনার যা ব'ল্‌বার হয় বলুন।

[লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের প্রস্থান।

ওঠ, জাগ, ঘোর রবে ঘণ্টা নিনাদ কর। হত্যা, রাজদ্রোহ! ব্যাঙ্কো, ডনাল্‌বেন, ম্যাকম, জাগ! মৃত্যুর প্রতিরূপ এ অঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ কর; মৃত্যু দেখ্‌বে এস ওঠ ওঠ, প্রলয়ের ছবি দেখ এসে! ম্যাকম্‌, ব্যাঙ্কো, যদি সমাধিস্থ হ'য়ে থাক, প্রেতের ন্যায় এসে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন কর, ঘণ্টা নিনাদ কর।

(ঘণ্টানিনাদন।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্‌। কি কার্য্যে এ ভয়ঙ্কর নিনাদে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্রিত করা হ'চ্ছে?

ম্যাক্‌ড। আঃ সুশীলা! আমার সংবাদ আপনার শোন্‌বার উপযুক্ত নয়, স্ত্রীলোকের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ ক'র্লেই সংহার ক'র্‌বে।

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

হায় ব্যাঙ্কো! আমাদের প্রভুকে হত্যা করেছে।

লেডী-ম্যাক্‌। ওঃ কি দুঃখ! আমাদের বাড়ীতে?

ব্যাঙ্কো। স্থান অস্থান কি, অতি নিদারুণ! বন্ধুত্তম, তোমার সংবাদ পরিবর্ত্তন কর, বল 'না'।

(লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। যদি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'ত, জীবন সুখকর বিবেচনা কর্ত্তেম। এখন হ'তে ভঙ্গুর জীবন সারহীন, সকলই ক্রীড়ার বস্তু, যশ মান মৃত, সুরা-রূপ জীবনের সুসার নির্গত হ'য়েছে ; যা অসার, ভাণ্ডারে তাই আছে।

(ম্যাক্‌ম ও ডনাল্‌বেনের প্রবেশ)

ডনাল্। কি অমঙ্গল উপস্থিত ?

ম্যাক্‌বে। নাহি জান' হায় !
বিদ্যমান তোমা দোঁহে,
কিন্তু জীবন-আকর উৎস—
অন্তরের শোণিত নির্ঝর রুদ্ধ এবে,
রুদ্ধ সেই মূল প্রস্রবণ।

ম্যাক্‌ড। তোমাদের মুকুটধারী পিতা হত।

ম্যাক্‌ম। অ্যাঁ! কে ক'র্‌লে ?

লেনক্। বোধ হ'লো, তাঁর কক্ষস্থিত ভৃত্যেরা; তাদের হস্ত, দেহ শোণিতাক্ত দেখ্‌লুম্ ; শোণিতাক্ত অস্ত্র সকল তাদের শিরঃস্থানে পাওয়া গেল ; তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। এইরূপ দুর্ম্মতি ব্যক্তির হস্তে জীবন অর্পণ অতি অবিবেচনার কার্য্য।

ম্যাক্‌বে। কিন্তু এখন আমার অনুতাপ হ'চ্ছে, কেন তাদের বধ কল্লুম !

ম্যাক্‌ড। কেন ক'ল্লেন ?

ম্যাক্‌বে। স্থির বুদ্ধি, অভিভূত, ধীর, রোষান্বিত,
রাজভক্ত অথচ উদাস এককালে—
হ'তে পারে কেবা ? নাহি হেন জন।
প্রভুভক্তি অবশ করিল ক্রোধে,
অধীরতা টলাইল স্থির মতি মম।
ডন্‌ক্যান শায়িত, রুধিরাক্ত শ্বেতকায়—
সুবর্ণের কারুকার্য্য রজতে যেমতি,
অঙ্গে ক্ষত—ভগ্নদ্বার প্রকৃতির
সর্ব্বহন্তা ধ্বংসের বিমুক্ত পথ।
উপস্থিত ঘাতক তথায়,
লোহিত বরণ দুর্নীত বৃত্তির ভূষা ;
অস্ত্র অঙ্গে রক্তছড়া বিভীষিকা !
কেবা রহে স্থির, অন্তরে যে রাজভক্তি ধরে ?
আছে যার সাহস সে হৃদে—
সেই ভক্তি করিতে প্রকাশ !

লেডী-ম্যাক্। আমায় ধর, এখান থেকে নিয়ে যাও !

ম্যাক্‌ড। কর্ত্রীকে কেউ দেখ।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) আমরা কি নিমিত্ত নীরব র'য়েছি ? এত' আমাদেরই সর্ব্বনাশ !

ডনাল্। (জনান্তিকে) এখানে কি কথা ক'বে ? কোথায় কোন্ বিবরে কোন্ ফণী লুক্কায়িত আছে, ধাবমান হ'য়ে আমাদের আক্রমণ ক'রবে। চল, পলায়ন করি ; অন্যের অশ্রু যেমন সহজে নিষ্যাসিত হ'য়েছে, আমাদের তো সেরূপ নয়।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) সত্য, এ বিষম অন্তর্দাহ দেখাবার নয়।

ব্যাঙ্কো। কর্ত্রীকে স্থানান্তরিত কর।

[লেডী-ম্যাক্‌বেথকে লইয়া প্রস্থান।

চলুন, আর অর্দ্ধাবরিত অঙ্গে হিমে অবস্থান ক'রে কি হবে ? আমরা একত্রিত হ'য়ে হত্যা বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রব। নানা প্রকার আশঙ্কা ও সন্দেহ আমাদের বিচঞ্চল করেছে, আমার ঈশ্বরের উপর নির্ভর। এ দুর্নীত, রাজ-দ্রোহীর জিঘাংসার কারণ জান্‌তে পাল্লে, আমি প্রতিশোধ প্রদানে যত্নবান হ'ব।

ম্যাক্‌ড। আমারও ঐ পণ।

সকলে। সকলেরই এই কর্ত্তব্য।

ম্যাক্‌বে। চলুন, ত্বরান্বিত হ'য়ে প্রস্তুত হওয়া যাক্, মন্ত্রণা-গৃহে একত্রিত হ'ব।

সকলে। সেই উত্তম।

[ম্যাকম ও ডনাল্‌বেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ম্যাকম। কিবা অভিপ্রায় তব ?
মন্ত্রণায় নাহি কার্য্য আর ;
প্রতারক—সুনিপুণ শোক প্রকাশিতে।
ইংলণ্ডে যাইব আমি।

ডনাল্। আয়র্লণ্ডে করিব গমন,
ভিন্ন স্থানে ভ্রমি নিজ ভাগ্যের পশ্চাৎ,
সম্ভবত রব তাহে নিরাপদে।
র'য়েছি যথায়, নাহিক প্রত্যয় কা'রে,

হাসিমুখে রেখেছে লুকায়ে ছুরী,
শোণিত সম্বন্ধে যেবা আত্মীয় অধিক,
অন্তরে রুধির-লিপ্সা তত বলবান।

ম্যাকম। ছুটিয়াছে ঘাতকের তীর,
হয় নাই এখনও পতন,
লক্ষ্য মুখ পরিহার—নিরাপদ পথ দোঁহাকার।
চল যাই অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ;
শিষ্টাচার, বিদায় গ্রহণ নাহি প্রয়োজন।
চল দ্রুত হই বহির্গত, দয়া মায়া নাহিক যথায়,
গুপ্ত ভাবে পলায়ন সুবিধি তথায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের বহির্দ্দেশ

(রস্ ও জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। তিনকুড়ি দশ বৎসরের কথা আমার স্মরণ হয়, অনেক দুর্দ্দিন, নানাবিধ দুর্ঘটনা দর্শন করেছি, কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রাত্রির তুলনায় সকলই তুচ্ছ।

রস্। আর্য্য, দেখুন, স্বর্গ যেন মানবের কার্য্যে কুপিত হ'য়ে রুধিরাক্ত রঙ্গভূমির প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌চে। সময় নিরূপণে এক্ষণে দিনমান, কিন্তু রজনী আলোকময় একচক্র-রথকে আবরণ করেছে, নিশা প্রাধান্য পেয়েছে বা দিনমণি প্রকাশ হ'তে লজ্জিত হ'চ্ছেন, সেই নিমিত্তই বুঝি মেদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মালায় এখনও চুম্বিত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। যে অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ঘট্‌ল, সেই মত এই ব্যাপারও অস্বাভাবিক। গত মঙ্গলবারে একটি বাজ-পক্ষী অতি দূর আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহসা একটি পেচক তার প্রতি ধাবমান হয়ে সংহার ক'র্লে।

রস্। বেগবান সুন্দর রাজ-অশ্ব সকল অশ্বজাতির শ্রেষ্ঠ, অকস্মাৎ উন্মত্ত হ'য়ে, মন্দুরা ভগ্ন ক'রে পলায়ন কর্‌লে, কোনরূপ বাধা মান্‌লে না; যেন তারা মনুষ্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল। অতি আশ্চর্য্য, এ সত্য কথা।

বৃদ্ধ। শুনলেম নাকি তারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে মাংস ভক্ষণ ক'র্‌লে।

রস্। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখ্‌লেম্, তাই বটে! ম্যাকডফ্ মহাশয় আস্‌ছেন।

(ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

মহাশয়, সংবাদ কি?

ম্যাক্‌ড। সকলই তো অবগত আছ।

রস্। মহাশয়, অবগত হ'লেন, এ দুর্নীত কাজ কে ক'র্‌লে?

ম্যাক্‌ড। যাদের ম্যাক্‌বেথ বধ ক'রেছে।

রস্। আহা কি দুর্দ্দৈব! এ কার্য্যে তাদের ফল কি?

ম্যাক্‌ড। তারাই নিয়োজিত হ'য়েছিল; ম্যাক্‌ম, ডনাল্‌বেন গুপ্তভাবে পলায়ন ক'রেছে, সকলে তাদেরই সন্দেহ ক'র্‌ছে।

রস্। অস্বাভাবিক কার্য্য! এ রাজ্যলোভে ফল? আপনার উন্নতির পন্থা রোধ ক'র্‌লে। বোধ হয়, এখন রাজ্যভার ম্যাক্‌বেথের উপর অর্পিত হবে।

ম্যাক্‌ড। হাঁ, সকলে তাঁরে রাজা নির্দ্ধারিত ক'রেছে, তিনি অভিষিক্ত হ'তে গিয়েছেন।

রস্। রাজসৎকার কি হ'য়েছে?

ম্যাক্‌ড। হাঁ, তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাধিস্থলে, তাঁর দেহ ল'য়ে যাওয়া হ'য়েছে।

রস্। মহাশয়, অভিষেক দেখ্‌তে যাবেন না?

ম্যাক্‌ড। না ভাই, আমি গৃহে চল্লুম।

রস্। আমি অভিষেক দেখ্‌তে যাই।

ম্যাক্‌ড। সব যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, বিদায় হই। ভয় হ'চ্ছে, পুরাতন পরিচ্ছদ যেমন অঙ্গ-সুখকর, নূতন কতদূর কি হ'বে!

রস্। আর্য্য, নমস্কার করি।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর-কৃপা যেন তোমার সাথী হয়। অমঙ্গল হ'তে মঙ্গল উদ্ভাবনা করা ও শত্রুকে বন্ধু করা যাদের স্বভাব, তাদের যেন করুণাময় মঙ্গল করেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

রাজভবনের কক্ষ।

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। সকলি পেয়েছ এবে, রাজ্য আদি সমুদয়,—
যেই মত কহিল বিকটাত্রয়।
ভাবি মনে সে কারণে খেলেছ বিষম খেলা!
কিন্তু সেই ডাকিনী বচনে,
তব বংশে সিংহাসন নহে স্থায়ী।
আমি মূল, ক্ষিতিধর-শ্রেণীর জনক,
তব ভাগ্যে সত্য যদি ভবিষ্যত-বাণী—
উজ্জ্বল প্রভায়, হ'বে নাকি তাহে মম প্রারব্ধ নির্ণয়,
আশে উত্তেজিত নাহি হ'ব কি কারণ?
কিন্তু স্থির হও অন্তর আমার,
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।

(রাজবেশে ম্যাক্‌বেথ, রাণীবেশে লেডী-ম্যাক্‌বেথ, লেনক্স, রস্, লর্ডগণ, লেডীগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। এই যে আমাদের প্রধান আহূত ব্যক্তি!

লেডী-ম্যাক্। এঁকে ভুল হ'লে, আমাদের আয়োজন সকলই বিফল।

ম্যাক্‌বে। অদ্য রাত্রে শুভ কার্য্য উপলক্ষে ভোজ হবে, আমাদিগের আকিঞ্চন, মহাশয় উপস্থিত থাক্‌বেন।

ব্যাঙ্কো। কেবল মাত্র মহারাজ আজ্ঞা করুন, কর্ত্তব্য-ডোরে, রাজ-আজ্ঞায় আমি চির আবদ্ধ।

ম্যাক্‌বে। অদ্য অপরাহ্ণে, আপনি স্থানান্তরে গমন ক'র্‌বেন?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ!

ম্যাক্‌বে। অদ্য সভাস্থলে রাজকার্য্যে, মহাশয়ের সুবিজ্ঞ ও হিতকর পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তেম। থাক্, কল্যই হ'বে। বহুদূর কি গমন ক'রবেন?

ব্যাঙ্কো। প্রত্যাগমন ক'র্‌তে প্রায় ভোজনের সময় হবে; আমার অশ্ব যদি কিঞ্চিৎ মন্থরগতি হয়, দু'চার দণ্ড বিলম্ব হ'তে পারে।

ম্যাক্‌বে। উপস্থিত হবেনই, আমায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন না।

ব্যাঙ্কো। মহারাজ, কদাচ নয়।

ম্যাক্‌বে। পিতৃহন্তা রাজপুত্রদ্বয়, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে অবস্থান ক'চ্ছেন, আপনাদিগের হত্যাকাণ্ড গোপনপূর্ব্বক নানাবিধ গল্প রচনায়, শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিপূর্ণ করছেন; কল্য সে সকল কথা হ'বে। আর আর বহুবিধ রাজকার্য্য আমরা উভয়ে একত্রিত হ'য়ে কল্যই সমাধান ক'র্‌ব। আপনি অশ্বারোহণ করুন গে। আপনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত বিদায়। আপনার পুত্র কি আপনার সাথী?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ! আমাদের বিদায়ের সময় উপস্থিত।

ম্যাক্‌বে। আপনার অশ্ব দৃঢ়-পদ ও দ্রুতগামী হ'ক, এই আমাদের ইচ্ছা; এক্ষণে বিদায়।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।

রাত্রি সাত ঘটিকা অবধি আপনারা, যথা ইচ্ছা কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন; আমরা উৎসবকালীন আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এইক্ষণে নিঃসঙ্গ হ'ব। আপনারা আসুন, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

[ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক ভৃত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রতি) যাদের আমরা আজ্ঞা ক'রেছিলেম, তারা উপস্থিত আছে?

ভৃত্য। হাঁ মহারাজ, দ্বারে উপস্থিত আছে।

ম্যাক্‌বে। তাদের নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নিরাপদে সিংহাসনে না হ'লে স্থাপন,
বিড়ম্বনা মাত্র শিরে মুকুট ধারণ;
অন্তঃস্থল সভয় ব্যাঙ্কোর ডরে,
ভূপাল সদৃশ উচ্চ প্রকৃতি তাহার,
বিরাজিত তাহে হেন ভাব—
যাহে হয় শঙ্কার উদয়;

অভীত অন্তর বীর মহাকার্য্যক্ষম,
সম্মিলিত বিজ্ঞতা সে সাহসের সনে—
প্রভাবে যাহার, কৃতকার্য্য হয় নিরাপদে।
জীবিত নাহিক হেন জন,
যার জীবনে সভীত মম চিত;
ভাগ্য মম, মলিন সম্মুখে তার—
অ্যান্টনির ভাগ্য যথা সিজার সম্মুখে।
যবে রাজা বলি, সম্বোধন করিল আমায়
ভীষণা ডাকিনীগণে,
নিবারিল সেই, ভাগ্য তার বর্ণিতে কহিল;
ভবিষ্যত-বাণী অমনি ফুটিল
ডাকিনীত্রয়ের মুখে,—
জয় জয় রবে সম্বোধন, রাজবংশ-আকর বলিয়ে।
নিষ্ফল মুকুট পরাইল মম শিরে;
বীজহীন রাজদণ্ড দিল করে,
যেই দণ্ড কাড়ি ল'বে, শোণিত-সম্বন্ধহীন পরে,
তনয় আমার নহে তার অধিকারী।
প্রদানিতে সিংহাসন ব্যাঙ্কোর তনয়ে,
করেছি কি কলুষিত মন?
সদাশয় ডন্‌ক্যানে করিনু হত,—
শান্তিপাত্রে গরল ঢালিনু ব্যাঙ্কো-বংশধর হেতু?
নর-অরি পাতকের করে,
অর্পিলাম নিত্য আত্মা মম,
তা সবারে করিবারে রাজা?
রাজা—ব্যাঙ্কোর নন্দন!
প্রতিকূল ভাগ্য সনে করিব সংগ্রাম,
মৃত্যু পণ মম তাহে।
কে ও?

(দুই জন হত্যাকারীকে লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

যাও, রক্ষা কর দ্বার,
যদবধি না ডাকি তোমায়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

গত কল্য না আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কয়েছিলেম?

১ম-হত্যা। হাঁ মহারাজ, সেইরূপই রাজরূপা হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। আমার বাক্যের মর্ম্ম তোমরা বুঝেছ কি? স্থির জেনো, সে সময়ে ব্যাঙ্কোই তোমাদের অবনতির কারণ। তোমরা ভেবেছিলে—আমি; তা নয়, আমি নির্দ্দোষী। এ সব কথা তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রতীয়মান করেছি। আমি তন্ন তন্ন প্রমাণ করেছি, কিরূপ তোমাদের আশা দিয়ে প্রতারিত করেছে, কিরূপ তোমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেছে, কি রূপ কা'দের দ্বারায় কে তোমাদের পীড়ন করেছে, এবং অন্য সমস্ত বিষয় বিবৃত করেছি;- যা'র দ্বারা অপ্রস্ফুটিত-আত্মা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরও প্রতীতি হবে, সমস্ত ব্যাঙ্কোরই কার্য্য।

১ম-হত্যা। আপনি সমুদায়ই জানাইয়াছেন।

ম্যাক্‌বে। হাঁ, আমি সমস্তই বলেছি, আরও অধিক ব'লেছি; সেই সম্বন্ধেই আমাদের এই দ্বিতীয় পরামর্শ। তোমাদের প্রকৃতিতে কি ধৈর্য্যশক্তি এতই প্রবল যে, এই সকল দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করতে পার? যে তোমাদের এই চরম সীমায় এনেছে, যে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ভিক্ষুক করেছে, তা'র মঙ্গল, তা'র সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা কর্ত্তে পার, এতদূর কি তোমাদের নীতিজ্ঞান?

১ম-হত্যা। মহারাজ, আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা মানুষ!

ম্যাক্‌বে। হাঁ, মনুষ্যের তালিকায় তোমাদের নাম বটে; যেমন নানাজাতি কুক্কুর; যথা—তীব্রঘ্রাণ, তীব্রগতি, ক্ষুদ্র খেঁকি, লোমশ, জলকুক্কুর, ব্যাঘ্রাকার প্রভৃতি কুক্কুরকে, কুক্কুর বলিয়া থাকে; কুক্কুরেরাও যেরূপ গুণের দ্বারা খ্যাত, যথা—বেগগামী, ঘ্রাণানুসারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গৃহরক্ষক, শিকারী, মনুষ্যেরাও সেইরূপ। যদি তোমরা মনুষ্যের তালিকায় নিম্নশ্রেণীস্থ না হও, আমি তোমাদের কোন কার্য্য-ভার অর্পণ ক'র্‌ব,—যাতে তোমরা শত্রুহীন হ'বে, প্রীতিডোরে আমাদের অন্তরে তোমরা আবদ্ধ হ'বে। সে জীবিত থাকায় আমাদের জীবন সন্তপ্ত, সে সন্তাপ তার মৃত্যুতে দূর হ'বে।

২য়-হত্যা। মহারাজ, আমায় দেখ্‌ছেন, সংসারে বার বার আঘাত খেয়ে এতদূর সন্তাপিত হ'য়েছি যে, সংসারকে প্রতিশোধ দিতে কোন কার্য্যে আমার বাধা নাই।

১ম-হত্যা। আমায়ও দেখ্‌ছেন, বিপদের সহিত বার বার যুদ্ধে এত কঠিন হ'য়েছি, দুর্ঘটনায় এত ক্লান্ত যে, প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হয়, জীবন ফিরুক—নয় যা'ক্।

ম্যাক্‌বে। উভয়েই বুঝ্‌তে পেরেছ, ব্যাঙ্কো তোমাদের শত্রু।

উভয়ে। হাঁ, প্রভু।

ম্যাক্‌বে। আমাদেরও শত্রু। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা যে, সে জীবিত থাকায়, প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মাহত হব আশঙ্কা করি। যদিচ আমরা প্রকাশ্যে সে চক্ষের কণ্টক মোচনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং আমাদের আজ্ঞামত, লোকে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা কর্‌বে; কিন্তু আমরা সেরূপ ক'র্‌ব না। কারণ, আমাদের সাধারণ বন্ধু কতক-গুলি আছেন, তাঁদের আমরা উপেক্ষা ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে। আমাদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হ'লে, তাঁরা তার পতনে শোকার্ত্ত হবেন। তোমাদের সহিত আলাপ ক'রে, এই জন্যই সাহায্য চাচ্ছি। এ কার্য্য সাধারণ চক্ষু হ'তে আবরিত কর্‌বার, নানাবিধ গুরুতর কারণ আছে।

২য়-হত্যা। প্রভু, আমরা আপনার আজ্ঞা সমাধান ক'র্‌ব।

১ম-হত্যা। যদিচ আমাদের জীবন,—

ম্যাক্‌বে। তোমাদের হৃদয় ভাব তোমাদের চক্ষের জ্যোতিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা, তোমাদের এক ঘণ্টা মধ্যে ব'লে দেব, কোন্ স্থানে তোমরা লুকিয়ে থাক্‌বে, ঠিক সময়ও নির্দ্ধারিত ক'রে দেব, ঠিক মুহূর্ত্ত,—অদ্য রাত্রেই কার্য্য নিষ্পন্ন ক'র্ত্তে হ'বে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে। সাবধান, যেন আমাদের উপর কোন সন্দেহ না আরোপিত হয়। তার পুত্র ফ্লিয়েন্‌স তার সাথী; সেই অন্ধকারে যেন পিতা-পুত্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তার অন্তর্দ্ধান হওয়া কোনও অংশে অপ্রয়োজনীয় নয়। দেখ', দক্ষতার সহিত সমস্ত কণ্টক আমাদের নির্ম্মূল ক'র, যেন কোন রূপ আর বাধা না থাকে। বিরলে তোমরা কৃতসঙ্কল্প হও, আমি পশ্চাৎ আস্‌ছি।

উভয়ে। আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প।

ম্যাক্‌বে। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্রই আস্‌ব, গৃহান্তরে অবস্থান কর। [হত্যাকারীদ্বয়ের প্রস্থান।

আন্দোলন সমাপ্ত এখন।
শুন ব্যাঙ্কো! তব আত্মা আজ নিশাকালে
স্বর্গপ্রাপ্ত হ'বে, যদি স্বর্গ থাকে ভালে। [প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজভবনের অপর কক্ষ।

(লেডী-ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক। ব্যাঙ্কো কি প্রস্থান ক'রেছেন?।

অনুচর। হাঁ দেবি, কিন্তু অদ্য রাত্রেই প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন।

লেডী-ম্যাক। মহারাজকে বলগে, আমি তাঁর সাবকাস মত তাঁর সহিত দুই চারটি কথা কইব।

অনুচর। যথা আজ্ঞা দেবি।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক। শান্তিহীন বাসনা পূরণে কিবা ফল?
লাভ মাত্র নাই, ক্ষতি সম্পূর্ণ কেবল।
যে সুখের হেতু চিত সদা সশঙ্কিত,
বিষম আনন্দ যাহা হত্যায় অর্জ্জিত,
এ ভোগ হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত,
হত জন নিরুদ্বেগ সঙ্কোচ রহিত।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

বিকট কল্পনা-ছবি সনে, কেন নাথ, বঞ্চহ বিজনে?
সযতনে কি হেতু দুশ্চিন্তা পাল'?
মৃত ব্যক্তি ল'য়ে আন্দোলন, কর্ত্তব্য করিতে নয়;
যে বিষয় বিহীন উপায়, আলোচনা উচিত বর্জ্জন,
হ'য়ে গেছে, গিয়াছে ফুরায়ে।

ম্যাক্‌বে। অস্ত্রাঘাত করিয়াছি ভুজঙ্গের কায়,
হয় নাই নিধন সাধন, ক্ষত পুনঃ হইবে পূরণ;
সবল হইবে অহি, ঘাঁটা'য়েছি তায়,
রহি আশঙ্কায়, বিষদন্ত বসাইবে ক'বে।
হয় হোক এ বিশাল বিশ্ব গ্রন্থিহীন,
ভূলোক দ্যুলোক যদি যায় রসাতলে,
শয়নে ভোজনে সশঙ্কিত প্রাণে,
রব না—রব না পুনঃ।
দুঃস্বপনে, প্রতি নিশাযোগে,
কম্পিত হ'ব না আর;
বরঞ্চ এ দেহ বিসর্জ্জনে, র'ব মৃত সনে,

সুখ আশে করি যার নিধন সাধন,—
চিরশান্তি ক'রেছি বর্জ্জন।
নিদারুণ অন্তর পীড়ন,
নিয়ত এ ঘোর অধীরতা, শ্রেয়ঃ মৃত্যু ইহা হ'তে।
ভূতপূর্ব্ব রাজা এবে মহা নিদ্রাগত,
নশ্বর জীবন তাপ সহি কয় দিন,
সুনিদ্রা-মগন এবে;
নাহি আর বিদ্রোহের ডর,
অতিক্রম করিয়াছে সীমা তার।
অস্ত্র বা গরল কিম্বা গৃহভেদ,
বিপক্ষ বিগ্রহ কিবা,
স্পর্শিতে না পারে তারে আর।
লেডী-ম্যাক্। এস এস,
কঠোর এ মুখকান্তি কর পরিহার;
অদ্য নিশাযোগে আহূত সমাজে,
বিকাশ' হে উজ্জ্বল আনন্দ-ছবি।
ম্যাক্বে। হ'বে কার্য্য তব কথা মত প্রিয়ে,
মম সম তুমি হও আমোদিনী।
ভুল না, ভুল না,
মহা সমাদরে ব্যাঙ্কোরে করিতে পরিতোষ,
ভাষে, নয়নের ভাবে প্রকাশিবে অভ্যর্থনা,
উচ্চ মান করি দান।
বিড়ম্বনা অধিক এ হ'তে কিবা আর,—
চাটুকারী আলম্বন মুকুট করিতে স্থায়ী!
হাসিমুখে মনোভাব গোপন ব্যতীত,
উপায় নাহিক কিছু।
লেডী-ম্যাক্। কেন এ দুশ্চিন্তা প্রাণনাথ!
ম্যাক্। প্রাণপ্রিয়ে, হৃদয় আমার বৃশ্চিক-আগার,
সপুত্র জীবিত ব্যাঙ্কো দেখ না অদ্যাপি।
লেডী-ম্যাক্। নহে তো অমর,
দেহস্বত্ব চিরস্থায়ী নহে তো দোঁহার।
ম্যাক্বে। ঐ ত সান্ত্বনা।
অভেদ্য নহে তো দোঁহে,
কর তবে চিন্তা দূর, হও প্রফুল্লিত;
পাকে পাকে মন্দির ভিতরে প্রদোষ-ভ্রমণ
না হইতে অবসান বাতুলীর;
ডাকিনীর আবাহনে গোময়োত্থাগণে
করি অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্নকারিণী ধ্বনি—
তন্দ্রান্বিত যামিনী ব্যাপিয়ে,
শল্কাবৃত পক্ষভরে না হ'তে উড্ডীন,
হ'বে ভয়ঙ্কর কার্য্য সমাধান।
লেডী-ম্যাক্। কি কার্য্য সাধন?
ম্যাক্। শ্রবণে তোমার নাহি প্রয়োজন আদরিণি।
অগ্রে কার্য্য হউক সাধন, প্রীতিকর কার্য্য তব।
আয় রে যামিনী আঁখি-আবরণকারি!
আবরণ কর আসি,
কোমলতা উদ্দীপনী দিবার নয়ন;
অদৃশ্য শোণিত-সিক্ত-করে,
খণ্ড খণ্ড কর সে জীবনলিপি,
পাণ্ডুগণ্ড সভয় অন্তর যাহে আমি!
অমল আলোক ক্রমে সমল এখন,
বায়স নিচয় ধায় নীড় অভিমুখে—
তমাচ্ছন্ন বন্যশাখিচূড়ে।
দিবার মঙ্গলকর প্রকৃতি মলিন,
নিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন;
ভয়ঙ্কর নিশা-অনুচর আমিষ-লোলুপ,
চলে ভক্ষ্য অন্বেষণে।
হইতেছ চমৎকৃত বচনে আমার,—
হও স্থির, ধৈর্য্যে বাঁধ মন;
পাপকার্য্য পাপ বিনা না হয় পোষণ;
হও প্রিয়ে, মম সহগামী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজভবনের নিকটস্থ উপবন

(তিনজন হত্যাকারীর প্রবেশ)

১ম-হত্যা। আমাদের সঙ্গে থাকতে তোমায় কে ব'ল্লে?

৩য় হত্যা। ম্যাক্বেথ।

২য়-হত্যা। এ যখন সব কথা ঠিক্ ঠাক্ জানে, ঠিং

ঠাক্ যখন খবর এনেছে, একে অবিশ্বাস কর্‌বার দর্‌কার নাই।

১ম-হত্যা। তবে দাঁড়াও, আলোর ছড়া এখনও একটু একটু পশ্চিমে চিক্ চিঁকুচ্ছে, মোসাফেরেরা এখন খুব ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে, চটিতে পৌছন চাই। আর যাঁর প্রত্যাশাপন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, তিনিও এলেন ব'লে।

৩য়-হত্যা। শোন, ঘোড়ার পা'র শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ব্যাঙ্কো। (নেপথ্যে) ওহে একটা আলো দেও তো।

২য়-হত্যা। সেই বটে! আর যাদের নেমন্তন্ন ছেল, তারা সব পৌছে গ্যাছে।

১ম-হত্যা। ঘোড়া ছেড়ে দিলে যে।

৩য়-হত্যা। প্রায় আধক্রোশ; ও বরাবরই এখান থেকে হেঁটে যায়, সকলেই তাই করে।

২য়-হত্যা। ওই আলো! ওই আলো!

(ব্যাঙ্কো ও আলো হস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

৩য়-হত্যা। সেই বটে।

১ম-হত্যা। ওৎ পেতে দাঁড়া।

ব্যাঙ্কো। আজ্ বৃষ্টি নাববে।

১ম-হত্যা। তবে আসুক নেবে।

(ব্যাঙ্কোকে প্রহার করণ)

ব্যাঙ্কো। বিশ্বাসঘাতকতা! ফ্লিয়েন্স, পালাও, পালাও, পালাও! প্রতিশোধ দিও! আরে নরকের ক্রীতদাস!

(ব্যাঙ্কোর মৃত্যু ও ফ্লিয়েন্সের পলায়ন)

৩য়-হত্যা। কে,—আলো নিবিয়ে দিলে কে?

১ম-হত্যা। আলো না নেবালে চলে?

৩য়-হত্যা। এটা তো পড়েছে, ছেলেটা পালাল।

২য়-হত্যা। কাজটা আধা খেঁচড়া হ'য়ে পড়্‌লো, ভাল কাজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল।

১ম-হত্যা। তবে চল যাই, যদ্দুর হ'য়েছে বলা যাকৃগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজভবনের সজ্জিত কক্ষ

(খানা—প্রস্তুত)

(ম্যাক্‌বেথ, লেডী-ম্যাক্‌বেথ, রস্, লেনক্‌স, লর্ডগণ, ও অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন। সকলেই আমার আহূত, সকলকেই আমি সমভাবে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছি।

লর্ডগণ। মহারাজের সৌজন্যে আপ্যায়িত হ'লেম।

ম্যাক্‌বে। অতিথি-সৎকারে আমি ব্রতী, আমি আপনাদের সহিত রইলেম; রাণী সিংহাসনে থাকুন, ওঁকেও আমাদের দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমার হ'য়ে বলুন, ওঁদের আগমনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ।

(১ম হত্যাকারীর দ্বারে আগমন)

ম্যাক্‌বে। এঁরাও কৃতজ্ঞতার সহিত রাজ্ঞীকে অভিবাদন ক'চ্ছেন। দু' দিকেই সমান, এই মধ্যস্থলে আমি ব'স্‌ছি। সকলে আনন্দ করুন, পান-পাত্র গ্রহণ করুন, আস্‌ছি। (দ্বারের নিকট আসিয়া) তোমার মুখে শোণিতের চিহ্ন।

হত্যা। তবে এ ব্যাঙ্কোর রক্ত।

ম্যাক্‌বে। এ শোণিত তার ধমনীতে প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা তোমার অঙ্গে ভাল, তাকে সেরেছ কি?

হত্যা। প্রভু, তার গলা কাটা গিয়েছে, আমি কেটেছি।

ম্যাক্‌বে। তুমি খুনীর শিরোমণি! আর যে ফ্লিয়েন্‌সকে বধ করেছে, সেও খুব যোগ্য। তুমি যদি ক'রে থাক, তোমার তুলনা নাই।

হত্যা। মহারাজ, ফ্লিয়েন্‌স পালিয়েছে।

ম্যাক্‌বে। তবে আবার আমার পীড়া উপস্থিত হ'ল; নতুবা আমি আরোগ্য লাভ কর্‌তেম, প্রস্তরের ন্যায় অটুট হতেম, পর্ব্বতের ন্যায় অচল হ'তেম, ধরাব্যাপী বায়ুর ন্যায় স্বাধীন হ'তেম; এক্ষণে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ কারাগারে সন্দেহ-পাশে আবদ্ধ। কিন্তু, এর সম্বন্ধে ত নিশ্চিন্ত?

হত্যা। হাঁ মহারাজ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন, তার আর কোন উদ্বেগ নাই; খানায় প'ড়ে আছেন, কুড়িটী ঘা মাথায়, তার ভেতর যে ছোট ঘা'টী, তাতেই মানুষের প্রাণ বেরোয়।

ম্যাক্‌বে। ভাল, ভাল,—উত্তম করেছ।
(স্বগত) বৃদ্ধ সর্প হ'য়েছে নিধন,
যে কীট ক'রেছে পলায়ন—
কালে তাহে জন্মিবে গরল, বিষদন্ত হীন এবে।
(প্রকাশ্যে) যাও, কল্য পুনঃ দেখা হ'বে।

[হত্যাকারীর প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার ত্রুটী হ'চ্ছে। আদ্যোপান্ত নিমন্ত্রিতগণের সমাদর না হ'লে, পান্থনিবাসে অর্থদানে ভোজনের সদৃশ হয়। যদি ভোজনের আবশ্যক হ'ত, গৃহে ভোজন ক'রলেই হ'ত। এরূপ সমারোহে অভ্যর্থনা, নিতান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্‌বে। প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ; সকলেই আহার করুন, পান করুন, আহার সুজীর্ণ হউক, স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করুক।

লেনক্। মহারাজ, অনুগ্রহ ক'রে আসন গ্রহণ করুন।

(ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ ও ম্যাক্‌বেথের আসনে উপবেশন)।

ম্যাক্‌বে। উদারস্বভাব ব্যাঙ্কো এ স্থলে উপস্থিত থাক্‌লে, আমাদের গৃহে স্বদেশগৌরব সমস্ত ব্যক্তি একত্রিত হ'তেন। কোন দুর্দ্দৈব আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহের অভাবই অনুভূত হ'চ্ছে।

রস্। তিনি উপস্থিত না হ'য়ে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রেছেন। মহারাজ আসুন, সভার গৌরব বর্দ্ধন করুন।

ম্যাক্‌বে। সমস্ত আসনই পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি।

লেনক্। এই তো মহারাজের আসন শূন্য রয়েছে।

ম্যাক্‌বে। কোথায়?

লেনক্। মহারাজ, এই যে। আর্য্য, কি নিমিত্ত এরূপ চঞ্চল হ'চ্ছেন?

ম্যাক্‌বে। এ কাজ কার?

সকলে। মহারাজ, কি আজ্ঞা ক'রছেন?

ম্যাক্‌বে। আমি করেছি ব'ল না, শোণিতাক্ত কে[শ] আমায় কেন প্রদর্শন ক'রছ?

রস্। মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, মহারাজ[কে] অসুস্থ দেখ্‌ছি।

লেডী-ম্যাক্। হে অমাত্য মহোদয়গণ! বসুন, আমা[র] স্বামী যৌবনকাল হ'তে কখন কখন এইরূপ অবস্থাপন্ন হ[ন], মুহূর্ত্ত মধ্যেই সুস্থ হবেন, উঠবেন না, আপনারা ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বেন না, তা'তে উত্তেজনা করা হ'বে, উন্মত্ত[তা] বৃদ্ধি পাবে। আহার করুন, ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌[বে]না। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) এই কি তোমার মহত্ত্ব তুমি কি মানুষ?

ম্যাক্‌বে। অতি নির্ভীক চিত্ত মনুষ্য। দেখ, [যে] দৃশ্যে দানবপতি ভীত হয়, আমি সাহসপূর্ব্বক দর্শ[ন] ক'রছি।

লেডী-ম্যাক্। (জনান্তিকে) দিব্য সারহীন কথা!
আতঙ্ক-চিত্রিত ছবি; শূন্যগামী তরবারি সম,
কহ যাহা পথ প্রদর্শিল ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে।
থেকে থেকে বিভীষিকা অঙ্গ শিহরণ,
কল্পিত আতঙ্কে দিয়ে স্থান,
শোভা পায় স্ত্রীলোকের,—
হিমানী নিশিতে অগ্নিসেবা কালে,
পিতামহী-মুখশ্রুত গল্প আন্দোলনে।
লজ্জার এ প্রতিরূপ কি হেতু এ বিকৃত বদন?
বার্ত্তা এই,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে আসনের পানে।

ম্যাক্‌বে। করি হে মিনতি দেখ চেয়ে,
দেখ দেখ,—কি বল, কি বল?
কি,—কি চিন্তা আমার?
সক্ষম যদ্যপি তুমি মস্তক চালনে,
কর বাক্য উচ্চারণ!
যদ্যপি শ্মশানভূমি, সমাধি মন্দির
উদ্গীরণ করে পুনঃ সমাধিস্থ জনে,
তবে ত কবর-ভূমি, নহে ত কবর
পাকস্থলী গৃধ্রের কেবল।

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

লেডী-ম্যাক্। এ কি! মতিভ্রংশে মনুষ্যত্ব দিলে বিসর্জ্জন!

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা যদি নাহি হয়—
মম অবস্থান এই স্থানে,
নিশ্চয় দেখেছি তারে।
লেডী-ম্যা। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা!
ম্যাক্‌বে। হইতেছে রক্তপাত পূর্ব্বকাল হ'তে -
যে কালে সমাজবদ্ধ ছিল না মানব
নীতিধারা অনুসারে,
হইয়াছে হত্যাকাণ্ড শ্রবণ-ভীষণ
পূর্ব্বাপর আছে এ নিয়ম;
মস্তক টুটিল, মস্তিষ্ক ছুটিল,
মৃত হ'ল নর, তাহে ফুরা'ল সকলি।
কিন্তু এবে,
পুনঃ ওঠে শিরে ল'য়ে বিংশতি আঘাত,
বলে করে আসন হইতে চ্যুত।
এবে দেখি হত্যাকাণ্ড অতীব অদ্ভুত!
লেডী-ম্যা। হে প্রভু,
অমাত্য সকলে হের অপেক্ষায় তব।
ম্যাক্‌বে। হই বিস্মৃত সকলি,
না হও বিস্মিত—ওহে অমাত্য নিচয়!
আছে এ অদ্ভুত পীড়া মম,
যারা জানে নাহি গণে;
এস পান করি সবার কল্যাণে—
করি আসন গ্রহণ,
দেহ সুরা পান-পাত্র ভরি,
করি পান সবাকার আনন্দ বর্দ্ধনে।
অনাগত বন্ধু মম ব্যাঙ্কোর উদ্দেশে বিশেষতঃ,
উপস্থিত থাকিলে সে জন,
কত হ'ত আনন্দ বর্দ্ধন;
তাঁর—আর অন্য সবাকার,
মঙ্গল উদ্দেশে করি পান।
সকলে। ভূপতির মঙ্গল উদ্দেশে করি পান,
সম্মান প্রদান কার্য্য আমা সবাকার।
(ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব)
ম্যাক্‌বে। দূর্ হ', দৃষ্টির বাহিরে যা, পৃথিবী তোরে ছাদন করুক। তোর অস্থি মজ্জা-বিহীন, তোর শোণিত উষ্ণতাহীন, দৃষ্টিহীন চক্ষে কেন চেয়ে আছিস্?

লেডী-ম্যা। হে বন্ধুগণ, এরূপ বরাবরই হয়; আর কিছু নয়, তবে আজ্‌কের আনন্দ নষ্ট হ'ল।
ম্যাক্‌বে। ধরি হৃদে অদ্ভুত সাহস,
যতদূর ধরে নর-হৃদি।
আয়, আয়, হ' রে সম্মুখীন
ভয়ঙ্কর, লোমশ ভল্লুক কায়া ধরি,
খড়্গী কিম্বা ব্যাঘ্রের শরীরে,—
এ মূর্ত্তি করিয়ে পরিহার,
ধর যে আকার অভিপ্রায়;
দৃঢ়স্নায়ু মম কম্পিত না হ'বে কভু,
কিম্বা পুনঃ হও রে জীবিত—
তরবারি করে,
রণে কর আবাহন মরুভূমি মাঝে;
ভয়ে যদি গৃহে রই লুকাইয়ে,
বালিকার পুত্তলী আখ্যান দিও মোরে।
দূর্ হ' ভীষণ ছায়া, দূর্ হ' অলীক অভিনয়!
[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।
আঃ! গেল চলে,
দেহে প্রাণ ফিরিল আবার!
স্থির হ'ন বসুন সকলে।
লেডী-ম্যা। আনন্দের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ক'র্‌লে, সমারোহ ভঙ্গ ক'র্‌লে; চমৎকার, চমৎকার বটে!
ম্যাক্‌বে। নহে ত সম্ভব এ হেন ঘটনা,
চ'লে যাবে নিদাঘ নীরদ সম,
ক্ষণমাত্র আচ্ছন্ন করিয়ে, অন্তরে আঘাত বিনা;
বুঝিতে না পারি,—
আপনা পাসরি, হেন দৃশ্য হেরি,
না মিলায় বদনে আরক্ত আভা কার?
যাহে পাণ্ডু গণ্ড আশঙ্কায় মম।
রস্। কিবা দৃশ্য মহারাজ?
লেডী-ম্যা। না জিজ্ঞাস কোন কথা মিনতি আমার,
বাড়িতেছে ব্যাধি,—
জিজ্ঞাসিলে বাড়িবে অধিক।
হ'ন বিদায় সকলে,
ধারাবাহী গমনে নাহিক প্রয়োজন,
যান সবে।

লেনক্। বিদায় এখন,
মহারাজ করুন আরোগ্য লাভ।
লেডী-ম্যা। মাগি হে বিদায় আমি সবার নিকটে।
[ম্যাক্‌বেথ ও লেডী-ম্যাক্‌বেথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
ম্যাক্‌বে। শোণিত,—শোণিত চাহে ;
কহে সবে,
শোণিতের পরিবর্ত্তে শোণিত মোক্ষণ।
শুনেছি সচল হয় অচল প্রস্তর,
বৃক্ষগণে কহে ভাষা, কাক তোতা,
কুৎসিৎ বিহঙ্গ-রবে হ'য়েছে গণনা,
কার্য্য-কারণের গুপ্ত সম্বন্ধ-শৃঙ্খল প্রকাশিত—
যাহে অতি গুহ্য হত্যা হয়েছে প্রমাণ।
কত রাত্রি ?
লেডী-ম্যা। উষা সনে দ্বন্দ্ব করে নিশা
আধিপত্য হেতু যেন।
ম্যাক্‌বে। অনুমান কিবা তব তাহে,
রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা, কি হেতু ম্যাক্‌ডফ—
নিমন্ত্রণ কৈল অস্বীকার ?
লেডী-ম্যা। তত্ত্ব কিছু নে'ছ তার ?
ম্যাকবে। ল'ব তত্ত্ব,
জানিয়াছি পরম্পরা কিছু।
এ রাজ্যে যতেক আছে অমাত্য-প্রধান,
প্রতি ঘরে আছে মম গুপ্তচর বৃত্তি-ভোজী।
কালি যাব ভেটিতে ডাকিনীগণে,
যাইব ত্বরায়,
করিব শ্রবণ অধিক কি বলে আর ;
ভাগ্য যাহা জানিব নিশ্চিত—
এ সঙ্কল্প দৃঢ় মম।
হয় হোক অমঙ্গল ভাগ্যে লেখা যত,
কুৎসিত পন্থায়, তাহা হ'ব অবগত ;
পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন
নিজ কার্য্য করিব সাধন,
এতদূর চলিয়াছি রুধির-আপ্লুত পথে—
অগ্রসর যদি নাহি হই সে কর্দ্দমে
সম ক্লেশ পুনরাগমনে।
বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত—
করে তাহা করিব সাধন ;
মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,—
অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত।
লেডী-ম্যা। প্রকৃতি রক্ষণে তব নিদ্রা প্রয়োজন।
ম্যাক্‌বে। চল যাই করি গে বিশ্রাম।
হ'য়েছি সম্প্রতি ব্রতী,
সেই হেতু আতঙ্কে নেহারি
কল্পনার বিভীষিকা ছবি ;
অভ্যাসে কঠিন হ'ব,
আপাততঃ এই কার্য্যে নহি ত প্রবীণ।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উষর-ক্ষেত্র।

(বজ্রনাদ—হিকেটের প্রবেশ ও তিন জন ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ)

১ম-ডা। কেন বল্ ডাইনী ধাড়ী,
চোখ দুটো তোর রাগা রাগা ?
হিকেট। থাক্ থাক্ থাক্! আবাগী! সাধে রাগি—
জানিস্ নি কি দিছিস্ দাগা ?
বুকের পাটা এম্‌নি আঁটা
খেল্ খেলালি মিলে জুলে।
হেঁয়ালি ঝাড়্‌লি যত,
খুন খারাপীর ব্যাসাৎ তত
পুছ্‌লি না তো আমায় মূলে।
কুহকের আমি রাণী,
লুকিয়ে ক'রে কাণাকাণি,
শিখিয়ে দিছি বদিয়াতি।
দিলি নি কোন সাড়া,
কারদানি না হ'ল ঝাড়া,
ভাগ দিলি নি আমায় তোরা,
নই কি আমি তোদের সাথী ?
বাড়ালি কা'কে এত,
নয় তো সেটা মনের মত,

ঘেন্না করে দেখ্‌তে নারে,
কাজ গোছালে কে পায় তারে।
যদি সব চাস্ লো ভালাই,
বলি যেমন ক'র্ গে'যা তাই,
যা নরকের নদীর ধারে।
কাল সকালে ক'র্‌বে দেখা,
সকালে সে আস্‌বে একা,
আপন বরাত যাবে জেনে।
আনিস্ কুহকের কড়া,
পড়িস্ কুহকের ছড়া,
কুড়িয়ে কুহক আন্‌বি টেনে।
হাওয়ায় ঘুরে রাত দুপুরে,
থাক্‌ব খুন'খুনী কাজে।
না হ'তে দুপুর বেলা,
হবে লো বিষম খেলা,
হবে লো ডাইনী মেলা,
ডাইনী জুটে বিষম ধাঁজে।
চাঁদের কোণে আছে মাথা,
এক ফোঁটা জল ধোঁওয়া ঢাকা,
ফোঁটা টুকু কুহক ভরা;
ভুঁয়ে না প'ড়্‌তে ফোঁটা,
নেব গোটা,
তাই নিয়ে কাল চাতর করা।
হাওয়ায় গড়া দত্যি দানা,
উঠ্‌বে কত নাই ঠিকানা,
ক'র্‌বে তারা ভেল্‌কী কত,
খাবে ছোঁড়া থতমত,
আপন বকতে মেরে লাথি,
মরণকে সে ক'র্‌বে সাথী,
থাকবে না তার ঠাঁই ঠিকানা,
বাঁধ্‌বে আশা ষোল আনা,
মান্‌বে না ভয়ের মানা,
ধর্ম্মের গালে দেবে ঠোনা।
কত আর ব'ল্‌ব লো ছাই,
জানিস্ তো তোরা সবাই,
নিশ্চিন্দীর মতন লোকের,

অমন কি আর আছে বালাই?
শোন্ শোন্ ডাক্‌ছে আমায়,
খুদে ভূতের ছাই,
কুয়াসার মেঘে ব'সে,
চাচ্চে আমায়—যাই।

১ম ডা। চল্ চল্ চল্‌লো চ'লে,
ফিরে ও এলো বলে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

ইমন্-ভূপালী—পটতাল।

তর্ তর্ তর্ তর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ নিশি যায়!
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ, শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ
কাঁদুনী ওই ওই লো বায়।
গর্ গর্ গর্ গর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ চ'লে চল্।
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফুস্ ফুস্ খুনের কাণে কথা বল্।
চক্ চক্ চক্ চক্ ঝক্ মক্ ঝক্ মক্
কেলে মেঘে বিজলী আয় খেলি,
ছ্যাথ্ ছ্যাথ্ ছ্যাথ্ ছ্যাথ্
খোঁজে মোদের কে কোথায় যাই সেথায়,
জুটে পুটে মিঠে মিঠে শোনাই তায়,
মাতে যায়, আয় আয় আয়।

[অন্তর্দ্ধান

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

(লেনক্স ও জনৈক লর্ডের প্রবেশ)

লেনক্। মহাশয়কে আর অধিক নিবেদন ক'র্‌ব কি, মহাশয় তো মনে মনে বুঝতে পাচ্ছেন; কেবল আমার বক্তব্য এই যে, ঘটনা-প্রণালী বড় আশ্চর্য্য। উদারচরিত ভূতপূর্ব্ব রাজা, ম্যাক্‌বেথের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'র্‌লেন, কি সংবাদ? তিনি খুন হলেন। বীরপ্রধান ব্যাঙ্কো, পথে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়েছিল, মহাশয় ইচ্ছা করেন—বল্‌তে পারেন, তাঁ'র পুত্র তাঁরে হত্যা করেছে; কেননা তাঁর পুত্র পলায়ন করেছে। এখন সন্ধ্যার পর চলা বিপদ্। ম্যাকম, ডনালবেন রাজপুত্রদ্বয় কি নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার

কল্লেন, কে না এ কথা বলেছেন? কি বলেন, কি অত্যাচার! ম্যাক্‌বেথ কত দুঃখ কল্লেন। আহা! তিনি ধর্ম্ম-উত্তেজিত রোষভরে তৎক্ষণাৎ গিয়ে দু'জন হত্যাকারীকে বধ ক'ল্লেন, যারা মদ্যপানে সুখে অচেতন হ'য়েছিল। ওঃ! কত বড় উচ্চাশয়ের ন্যায় কার্য্য! খুব সুবুদ্ধির কার্য্য বটে, কারণ কার না অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হ'ত,—যখন তারা অস্বীকার ক'র্‌ত 'আমরা হত্যা করি নি'; তাইতে ব'ল্‌ছি, বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছেন। আমার বিবেচনা হয়, ডন্‌ক্যানের পুত্রদ্বয়কে যদি একবার চাবিতালার ভেতর পেতেন, ভগবানের ইচ্ছায় তা হ'ল না,—পিতৃহত্যা যে কেমন, তা টের পাইয়ে দিতেন; ব্যাঙ্কোর পুত্র ফ্লিয়েন্স তিনিও টের পেতেন। রস্থন, শুন্‌ছি স্পষ্টবক্তা ম্যাক্‌ডফ্‌ নিমন্ত্রণে যান নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর পদচ্যুতি হ'য়েছে। মহাশয়, ব'ল্‌তে পারেন, তিনি এক্ষণে কোথায়?

লর্ড। ডন্‌ক্যানের এক পুত্র—যাকে পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে এই নিষ্ঠুর বঞ্চিত ক'রেছে, ইংলণ্ডের রাজসভায় আছেন। ধর্ম্মাত্মা ইংলণ্ডের ঈশ্বর তাঁর দুর্দ্দশায় অবজ্ঞা না ক'রে, যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁকে স্থান দিয়েছেন; ম্যাক্‌ডফ্‌ সেই স্থানেই গেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, পুণ্যাত্মা রাজসমীপে আবেদন জানান যে, তিনি সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর সেই সাহায্যে ও ঈশ্বর-কৃপায় যেন আমাদের নিরুদ্বেগে ভোজন আর নিশিতে নিদ্রা হয়। রুধির-প্রয়াসী ছুরী যেন ভোজন সমারোহে না চলে, যেন ভক্তিসহকারে রাজপূজা করা যায়, আর চাটুবচন প্রয়োগ ব্যতীত যথাযোগ্য সম্মান পাওয়া যায়। আমাদের যে সকল মর্ম্মপীড়া, তা যেন মোচন হয়। এই সংবাদে রাজা এত ক্রুদ্ধ যে, তিনি যুদ্ধ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'চ্ছেন।

লেনক্। তিনি ম্যাক্‌ডফ্‌কে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান নি?

লর্ড। হাঁ, তার উত্তর এই যে, 'আর্য্য! আমা হ'তে হবে না'; এই কথা নিয়ে দূত ফিরে এল, যেন বিকৃত মুখভাবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এল,—'এই উত্তর দিলে, সময়ে টের পাবে!'

লেনক্। হাঁ, তাঁর সাবধান থাকা উচিত, যত দূর তফাতে থাক্‌তে পারেন, থাকা কর্ত্তব্য। কোন দেবদূত, দ্রুত পক্ষভরে তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর আবেদন রাজসমীপে জ্ঞাপন করেন, যেন ভারাক্রান্ত জন্মভূমি পাপহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে, অচিরে ভগবানের দয়ালাভ করে।

লর্ড। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-গহ্বর মধ্যে কুহক-কটাহ

(বজ্রনাদ—ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ম-ডা। তিনবার চিতে মেনি,
ডাক দিয়েছে মিউ মিউ মিউ।

২য়-ডা। রেতো শোর কানাচ থেকে তিনটে,
ডেকে কল্লে আবার কিঁউ কিঁউ কিঁউ।

৩য়-ডা। ভুকো দানা ডেকে গেল,
সময় হ'লো সময় হ'লো।

১ম-ডা। চল্ চল্ ঘুরে ফিরে, চল্ ঘুরে চল্ কড়া বেড়ে,
বিষ মাখান আঁতি ভুঁতি, কড়ার মাঝে দেত ছেড়ে।
বন্‌কনে পাথর চাপা, বোড়া কোলা থাকত গেবে,
ঠিক্ ঠাক্ একত্রিশ দিন, দিনে রেতে গুণ্‌লে হবে।
বিষের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে,
বিষ গেছে তার গায়ে বেড়ে,
দে লো দে কুহক কড়ায়,
দে লো সেটা আগে ছেড়ে।

সকলে। খাটু খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।

২য়-ডা। জলার সাপের ডুমোখানা,
সেদ্ধ ক'রে সেঁকে নেনা,
আঙ্গুনীর চোখটা নিয়ে,

কোলা ব্যাঙের আঙ্গুল দিয়ে,
বাদুড়ের পর কেটে নে,
কুকুরের জিব্‌ তাতে দে,
বোড়া সাপের জিবি্‌ খানা হুল্‌,
ছিঁড়ে নে কাণা মাছির হুল,
গিরগিটীর ঠ্যাংটা নেনা,
দে না প্যাঁচার ছানার ডানা,
লাগ্‌বে যাতে ঘোর কুহকের গোল;
ঘেঁটে ঘেঁটে ফুটিয়ে নেনা,
হোক নরকের ঝোল।

সকলে। খাটু খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জলুক আগুন।

৩য়-ডা। ছেড়ে দে নেক্‌ড়ে বাঘের দাঁত,
সাপের আঁসো মিশিয়ে নে তার সাথ।
শুট্‌কী করা ডাইনী মরা,
নোনা হাঙ্গর ক্ষিধেয় জরা,
টুঁটীটে নে না ছিঁড়ে,
বা'র ক'রে নে ভুঁড়ি ফেঁড়ে;
বিষের চারার শেকড় খানা,
আঁধার রেতে খুঁড়ে আনা;
দেব্‌তাকে গাল দেছে সেঁটে,
নে এ য়ীহুদীর মেটে;
ছাগলের পিত্তি থোবা,
নিয়ে লো কড়ায় চোবা;
কবর ভুঁইয়ের ঝাউয়ের ডাঁটা,
গেরণের রেতে কাটা;
তুরকীর নাকের বোঁটা,
তাতারের ঠোঁট্টা মোটা;
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে,
মুখ টিপে তার দেছে সেরে,
ন্যাল্‌নেলে আঙুল চেলে,
এনে দে লো কড়ায় ফেলে,
থক্‌ থকে ঘন ঘন,
কর ঝোল কথা শোন;
বাঘের ভুঁড়ি তার উপরে,
মসলা রাখ কড়া ভ'রে।

সকলে। খাটু খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জলুক আগুন।

২য়-ডা। হুনোর রক্ত ঢাল্‌লে ঝোলে,
থাক্‌বে কড়া সম শীতলে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে।

(হিকেটের প্রবেশ)

হিকেট। বেশ্‌ বেশ্‌ বেশ্‌ লো,
তোরা কল্লি ভাল খেটে খুটে;
পাবি যা নিবি তোরা, সবাই মিলে জুটে পুটে।
মোহিনী মন্তরে সব, ঢেলে দে যাদু ক'রে,
দত্যি দানা পরীর মত ফুর্‌ফুরে, সুর ক'রে,
হাত ধ'রে—
আয় আয় কড়া বেড়ে যাই ঘুরে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

মিশ্র—পটতাল।

ধলা কালী কটা লালী, মিলে জুলে চ'লে আয়,
ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌।
টম্‌ টম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাদ্‌বে মাত্‌বে
রণারণি হানাহানি খুন।
মেঘের কোলে নোণা জলে,
যে যেখানে চলে বলে আয় আয় আয়।
আয় আয় কুয়াসায়, আয় আয় ঘূর্ণীবায়,
ঘুরে ফিরে সুরে সারে আয় আয় গাই,
ডাকি তাই—আয় সবাই, কর গান—তোল তান,
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌।

(হিকেট ও তৎসঙ্গিনী ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান)

২য়-ডা। আমার বুড়ো আঙুল চুলকুলোলো চুলকুলো,
কু-আকারে দেখ্‌ লো বুঝি কে এল?
ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে,
তালা যা খুলে, তুই যা খুলে, তুই যা খুলে।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। তমাচ্ছন্ন ঘোরা নিশা সহচরী,
বিভীষণা গুহ্য কুহকিনী বিকটা ডাকিনী,
সবে মিলি কি কাজে র'য়েছ রত?

সকলে। নাই কো তার নাম, কি ব'ল্‌ব বল তা?

ম্যাক্‌বে। কুহকের দোহাই তোদের,
সুধাই কহ রে সত্য ভাষা।
কে জানে, কিরূপে জান বার্ত্তা ভবিষ্যৎ!
দেহ প্রশ্নের উত্তর মম, দেহ প্রশ্নের উত্তর।
খুলে যদি বায়ুর মণ্ডল,
তাহে ভাঙ্গিতে মন্দির চূড়া,
নাচে যদি ফেনিল তরঙ্গরাশি—
গ্রাসিতে অর্ণবপোতচয়,
শস্যশীষ যদি হয় নাশ,
মূলচ্যুত হয় তরুরাজি,
দুর্গ-শির পড়ে খ'সে রক্ষকের মাথে,
ভিত্তি হ'তে খ'সে পড়ে স্তম্ভ বা প্রাসাদ,
লণ্ড ভণ্ড হয় যদি প্রকৃতি আকারে,
সৃষ্টির অঙ্কুর যত,
বিশ্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী প্রলয় যদ্যপি
হয় তায় মন্দানল,
দেহ উত্তর আমার,—
সুধাই যে বার্ত্তা, দেহ উত্তর তাহার।
১ম-ডা। বল, বল।
২য়-ডা। কি চাও, কি চাও?
৩য়-ডা। বলি, বলি; নাও শুনে নাও;—
নাও শুনে নাও।
১ম-ডা। শুন্‌বে কি মোদের মুখে?
না হয় আনি গুনিব ডেকে।
ম্যাক্‌বে। ডাক, ডাক,—দেখা দিক আসি সবে।
১ম-ডা। যেটা তার ন'টা ছানা খেলে,
সেই মাদী শোরটার রক্ত দেও ঢেলে।
ফাঁসিকাটের গায়, চর্ব্বি টস্ টসায়,
আন্ চেলে, আগুনে দে ঢেলে।
সকলে। ওঠ ওঠ, বড় ছোট, কাজ কর সাফাই,
ডাকি তোদের তাই।
(বজ্রনাদ—কাটামুণ্ডের উত্থান)
ম্যাক্‌বে। বল মোরে অজ্ঞানিত কেবা শক্তিবান্?
১ম-ডা। জানে তোমার মন,
কোন কথা ক'ও না এখন।
কাটামুণ্ড। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!
সাবধান! সাবধান! সাবধান!
ম্যাক্‌ডফ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!
ঢের হ'য়েছে! ঢের হ'য়েছে! (অধোগমন)
ম্যাক্‌বে। যে হও সে হও,
সতর্ক করিলে, আমি বাধিত তাহায়।
মম আশঙ্কা যথায়,
লক্ষ্য তুমি ক'রেছ সে স্থান;
এক কথা সুধাই তোমায় আর।
১ম-ডা। তোর কথাতে কি থাকে?
ওর-ও চেয়ে আস্‌বে বড়—
জিজ্ঞাসা কর তাকে।
(বজ্রনাদ—শোণিতাক্ত শিশুর উত্থান)
শো-শিশু। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!
ম্যাক্‌বে। যদ্যপি শ্রবণত্রয় থাকিত আমার,
শুনিতাম তোর বাণী।
শো-শিশু। কর হত্যা, রহ সদা অটল অভয়,
নারী-পুত্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়। (অধোগমন)
ম্যাক্‌বে। রহ তবে জীবিত ম্যাক্‌ডফ!
তোমারে নাহিক ভয় আর;
তথাপি নিশ্চিততর করিতে নিশ্চয়,
ভবিতব্য করিতে পূরণ,
জীবিত না র'বে তুমি আর।
অন্তরে হইবে যবে পাণ্ডুমুখ আশঙ্কা উদয়—
কহিব তাহায়, মিথ্যাবাদী তুই।
গর্জ্জে যদি গর্জ্জুক ঝঞ্ঝনা,
ঘুমাইব নিশ্চিন্ত হইয়ে।
(বজ্রনাদ—শাখা করে মুকুটধারী শিশুর উত্থান)
একি দেখি—উঠে যেন নৃপতি নন্দন,
করিয়াছে শিশু শিরে মুকুট ধারণ।
সকলে। শোন, শোন, ক'ও না কথা কোন।
মু-শিশু। মদে মত্ত রহ সদা,
সিংহের প্রতাপে, কর উপেক্ষা সকল।
কে কোথায় রোষে, কে কোথায় দোষে,
ষড়্‌যন্ত্রে রত কে কোথায়,
মনে নাহি দেহ স্থান।
বিরুদ্ধে তোমার—

ডান্‌সিনান শিখরেতে বার্ণাম কানন,
না উঠিলে তব নাহি হইবে পতন। (অধোগমন)

ম্যাক্‌বে। এ ত নহে সম্ভব কখন,
শক্তি কার অটবী চালনে!
বদ্ধমূল তরু কার শুনিয়ে বচন
ত্যজিবে আপন স্থান?
অতি শুভ মঙ্গলসূচক এ গণনা।
বিদ্রোহ না তোল শির কভু,
যত দিন কানন না চলে।
বসি উচ্চস্থানে—
করিব প্রকৃতিদত্ত জীবন যাপন
সময়ে এ প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছাড়ি,
রীতি যথা শরীর ধারণে;
তথাপিও অধীর অন্তর মম জানিতে বারতা,
বল মোরে, জান যদি সমাচার গণনা প্রভাবে—
ব্যাঙ্কোর সন্তানগণে ভূপাল কি হ'বে এই ধামে?

সকলে। আর শুন্‌তে মানা, আর কিছু চেও না।

ম্যাক্‌বে। পূরাব বাসনা।
বঞ্চিত যদ্যপি কর ইথে,
শাপভ্রষ্ট রহ চিরদিন।
দেহ বার্ত্তা,— (কটাহ নিমজ্জন)
অকস্মাৎ নাবিল কটাহ কি কারণ,
কোথা হ'তে উঠে যন্ত্রধ্বনি?

১ম-ডা। দেখাও!

২য়-ডা। দেখাও!

৩য় ডা দেখাও!

সকলে। দেখিয়ে দেত আঁতে ঘা,
ছায়ার মতন এসে যা।

(ধারাবাহীরূপে অষ্ট রাজ-মূর্ত্তির প্রবেশ ও প্রস্থান, অষ্টমের হস্তে দর্পণ, সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর প্রবেশ ও প্রস্থান)

ম্যাক্‌বে। মৃত ব্যাঙ্কোর সদৃশ আকার রে তোর,
প্রবেশ পাতালে, মুকুটে ঝলসে আঁখি মম।
সুবর্ণ-মণ্ডিত ভাল, রে দ্বিতীয় ছবি,
কেশ তোর প্রথমের মত।
আকারে সদৃশ একি তৃতীয় উদয়;
বীভৎসা প্রেতিনি!
কোন্ হেতু এ দৃশ্য করিস্ প্রদর্শন?
একি চতুর্থ আবার, চক্ষু হ'ক কক্ষচ্যুত,—
প্রলয় অবধি চলিবে কি এই স্রোত?
একি, আর? পুনঃ অপর মূরতি!
নেহারি সপ্তম, আর না দেখিব!
অষ্টম প্রকাশ, করে ধ'রে মোহিনী দর্পণ।
প্রতিবিম্বে প্রদর্শিছে আরও কত জন—
দুই মুকুট কাহার, তিন রাজদণ্ড কার করে,—
দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
সত্য ইহা বুঝেছি এখন,
শোণিতাঙ্গ ব্যাঙ্কো হাসে,
দেখায় সকলে আপন নন্দন বলি—
সত্য এ সকল?

[ছায়ামূর্ত্তির তিরোধান।

১ম-ডা। সত্যি বটে, সত্যি বটে,
ফ্যাল্ ফেলিয়ে আছে চেয়ে,
বুদ্ধি তো ওর নাইক ঘটে।
আয় বোন্, সবাই মিলে,
এর ডুবু মন দিই লো তুলে,
আমাদের আমোদ দেখাই,
যাদু হাওয়ার বাজ্‌না শোনাই—
ঘুরে নাচ্ তোরা সবাই।
আদর কত ক'র্‌লুম রাজায়,
রাজা যেন গুণ গেয়ে যায়।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগনের আবিভাব ও গীত)

বেহাগ মিশ্রিত—পটতাল।

কড়্ কড়্ কড়াৎ, পড় পড়্, ঝন্ ঝনা।
থর্ থর্ মাটী কাঁপ, খানা খানা খানা খানা,
পাহাড় হ' খানা খানা।
মড়্ মড়্ মড়্ গাছের মাথা ভাঙ্ রে ঝড়,
তড়্ তড়্ শিলে পড়্;
লাখে লাখে পাকে পাকে,
নেচে নেচে ঝাঁকে ঝাঁকে দে হানা।

[ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান।

ম্যাক্‌বে। কোথা গেল? লুকা'ল সকলে,
যেন পঞ্জিকায়, আজিকার দিনে এ সময়,

কুক্ষণ লক্ষিত রহে।
এস, কে আছ হোথায়?

(লেনক্‌সের প্রবেশ)

লেনক্। কি আজ্ঞা মহাশয়?
ম্যাক্‌বে। বিকটা ডাকিনীত্রয়ে ক'রেছ দর্শন?
লেনক্। কই, না প্রভু!
ম্যাক্‌বে। যায় নাই তোমাদের পথে?
লেনক্। কই, কোথা? দেখি নাই প্রভু!
ম্যাক্‌বে। হোক সেই বায়ু কলুষিত—
যাহে তারা করে আরোহণ,
তা সবারে যে করে প্রত্যয়—
তার হোক অধোগতি।
শুনিলাম অশ্ব পদ-ধ্বনি,
আইল হেথা কোন্ জন?
লেনক্। আইল দূত দুই তিন জন
বার্ত্তা দিতে নৃপতি সমীপে,
ইংলণ্ড প্রদেশে পলায়ন ক'রেছে ম্যাক্‌ডফ।
ম্যাক্‌বে। ইংলণ্ডে ক'রেছে পলায়ন?
লেনক। হাঁ মহারাজ!
ম্যাক্‌বে। সময় বিরোধী তুমি,
কার্য্যে মম হও প্রতিবাদী।
অস্থির মন্তব্য কভু না হয় সাধন,
মন্ত্রণার পার্শ্বগামী কার্য্য না হইলে।
যে ভাব যখন হ'বে অন্তরে উদয়,
সেই ক্ষণে হস্ত মম করিবে সমাধা,
এ নিয়ম এই দণ্ড হ'তে—
এবে উদয় হয়েছে মনে,
কার্য্যে এইক্ষণে পূরণ করিব তাহা।
অকস্মাৎ হানা দিয়ে ম্যাক্‌ডফের গৃহে,
অসিধারে করিব অর্পণ দারা পুত্র তার,
আর অন্য যেবা তার উত্তরাধিকারী।
বাতুলের মত নহে বাক্যব্যয় আর,
না হ'তে শিথিল মন্তব্য, কার্য্য হবে।
কিন্তু না চাই এ ভীষণ দর্শন;
চল কোথা দূতগণ। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফাইফ্—ম্যাক্‌ডফের দুর্গ

লেডী-ম্যাক্‌ডফ, ম্যাক্‌ডফ-পুত্র ও রস্।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি এমন গর্হিত কাজ করেছিলেন, যা'তে তাঁরে পলাতে হ'ল?

রস্। দেবি, ধৈর্য্য ধরুন।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অধীর, পলায়ন করা অতি অবিবেচনার কার্য্য হয়েছে। আমরা রাজদ্রোহী নই, কিন্তু আশঙ্কায় যেন রাজদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার হলো।

রস্। সুবিবেচনা বা ভয়ের কার্য্য আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

লেডী-ম্যাক্‌ড। বিবেচনার কার্য্য! যেখান হ'তে তিনি পলায়ন করেছেন, সেখানে স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সম্পত্তি সমস্ত রেখে গিয়েছেন। আমাদের তিনি ভালবাসেন না, তাঁর হৃদয় স্বভাবপ্রসূত স্নেহহীন। অতি ক্ষুদ্র টুন্‌টুনি পক্ষীও নীড়ে শাবক-রক্ষণের নিমিত্ত পেচকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাঁর সকলই ভয়, ভালবাসা নাই, বিবেচনাও সেইরূপ ক্ষুদ্র, যুক্তি-বিরুদ্ধ, পলায়নেই তা প্রকাশ।

রস্। হে সুশীলা! আমার মিনতি, আপনি স্থির হোন্। আপনার স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত স্থির হোন। তিনি উচ্চাশয়, সুবোধ, জ্ঞানী এবং সময়ের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ অবগত; আমি সাহস ক'রে অধিক ব'ল্‌তে পাচ্ছি না। এ অতি নিষ্ঠুর কাল উপস্থিত, আমরা রাজদ্রোহী ব'লে পরিগণিত; কিন্তু কেন—আর কখন হলেম, তা আমরা জানি না। জনশ্রুতি শুনে ভয় পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমরা উত্তাল তরঙ্গ অর্ণবে ভাসমান, দুলে দুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এক্ষণে বিদায় লই, শীঘ্র ফিরে আসব। মন্দ অবস্থা চরম সীমা প্রাপ্ত হ'লে হয় নিঃশেষ হয়, নয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৎস, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, আমি আসি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা! পিতা থেকেও পিতৃহীন!

রস্। আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা বাতুলের কার্য্য হবে, নিজ অপমান ও আপনার দুঃখের কারণ হব; আমি এখনিই বিদায় লই। [প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। ওরে, তোর বাপ মরেছে। কি ক'রে খাবি এখন?

পুত্র। পাখীতে যে করে খায় মা।

লেডী ম্যাক্‌ড। কি রে, পোকা মাকড় খেয়ে থাক্‌বি না কি?

পুত্র। কেন, পাখীরা যা পায় তাই খেয়ে থাকে, আমিও যা পাব তাই খেয়ে থাক্‌ব।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আ অবোধ শাবক! তুই কখনও ব্যাধের জালে ভয় পাবি না।

পুত্র। কেন ভয় পাব মা? খারাপ পাখীর জন্যে তো জাল পাতে না? তুমি যতই বল না, আমার বাপ ত মরে নি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ মরেছে, তুই বাপ কোথা থেকে আন্‌বি?

পুত্র। তুমি স্বামী কোথায় পাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, আমি বাজার থেকে গোটা কুড়ি কিনে আন্‌ব।

পুত্র। তা হ'লে তুমি তক্ষুণি আবার বাজারে বেচে ফেল্‌বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। তোর যত টুকু বুদ্ধি, তত টুকু ব'লেছিস্ কিন্তু ঠিক ব'লেছিস্।

পুত্র। হাঁ মা, আমার বাপ কি বিশ্বাসঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, বিশ্বাসঘাতক বৈ কি।

পুত্র। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে মা?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন রে, যে দিব্যি গেলে মিথ্যা কথা বলে।

পুত্র। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারাই বিশ্বাসঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, তারাই বিশ্বাসঘাতক, আর তারা ফাঁসী যায়।

পুত্র। যারা মিথ্যে কথা বলে, তারাই ফাঁসী যাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, সব্বাই যাবে।

পুত্র। কারা ফাঁসী দেবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, যারা ভালমানুষ।

পুত্র। তবে তো মিথ্যেবাদী গুলো বড় বোকা, মিথ্যেবাদীই তো ঢের, তারা সবাই মিলে ভালমানুষদের কেন ফাঁসী দেয় না?

লেডী-ম্যাক্‌ড। আ বাঁদর! ভগবান তোকে রক্ষা করুন! এখন তোর বাপের জন্য কি ক'র্‌বি বল?

পুত্র। বাবা মরে নি, তা হ'লে তুমি কাঁদতে। আর ম'রে থাকেন তুমি না কাঁদ, নূতন বাবা হ'বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা, কি মিষ্টি কথা!

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। দেবি, আপনাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি আপনার নিকট অপরিচিত, আপনি অতি পুণ্যাত্মা আমি জানি, এই নিমিত্ত সংবাদ দিতে এসেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিপদ্ নিকট, যদি আমার মত হীন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করেন, এখানে থাক্‌বেন না, আপনার ছেলে পুলে নিয়ে পালান। আমি নরাধম, আপনার নিকট ভয়ের কথা উত্থাপন কল্লেম, কিন্তু আপনার আসন্ন বিপদ জেনে যদি সংবাদ না দিই, সে অতি নির্দ্দয়ের কার্য্য হবে। আমার আর এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌তে সাহস হ'চ্ছে না। ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করুন। [প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কোথায় যাব? আমি তো কোন দোষ করি নাই। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, যে পৃথিবীতে আছি, সেথায় কুকাজ প্রশংসনীয়, সুকাজ প্রায়ই বাতুলতা ও বিপদকর, তবে আমি দোষ করি নি ব'লে কেন আর নারীসূচক প্রতিবাদ করি। এরা কারা?

(হত্যাকারীগণের প্রবেশ)

১ম-হত্যা। তোর স্বামী কোথা?

লেডী-ম্যাক্‌ড। ভরসা করি, এমন অপবিত্র স্থানে নাই, যেথানে তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি।

১ম হত্যা। সে রাজার শত্রু।

পুত্র। মিথ্যেবাদী, ঝুম্‌ড়ো চুলো নরাধম!

১ম-হত্যা। হুঁ, ডিমে এত ঝাঁজ! (ছোরার আঘাত) বিশ্বাসঘাতকের ছানা!

পুত্র। মা, পালাও—মা, পালাও! আমায় খুন করেছে! মিনতি করি মা,—পালাও! (মৃত্যু)

লেডী-ম্যাক্‌ড। খুন ক'র্‌লে! খুন ক'র্‌লে!

[লেডী-ম্যাক্‌ডফের পলায়ন ও হত্যাকারীগণের তদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য

ইংলণ্ড রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

(ম্যাকম ও ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাকম। চল, যাই কোন জনহীন লতিকা-মণ্ডপে,
রোদনে হৃদয়-ভার করি গে মোচন।
ম্যাক্‌ড। একি কথা ?
সংহারিণী অসি দৃঢ় করিয়া ধারণ,
বীরের মতন,
রক্ষিব এ পীড়িত শায়িত জন্মভূমি।
নিত্য নিত্য বিধবা রোদন,
নিত্য নব অনাথের হা হা রোল,
নিত্য শোকধ্বনি পরশে গগন কায়—
প্রতিধ্বনি শোকাকুলা যাহে
কাঁদিতেছে মাতৃভূমি সহ সমস্বরে।
ম্যাকম। শুনি যাহা, প্রতীতি জন্মায় তাহে,
সে প্রতীতি করে শোকাকুল।
সময় যগুপি কভু হয় অনুকূল,
পারি যদি উপায় করিব ;
কহিলে যেমত, হ'তে পারে সম্ভব সকল।
এই অত্যাচারী, নামে যার দগ্ধ করে জিহ্বা,
সাধু বলি গণ্য ছিল এক দিন,
ভক্তি তুমি করিতে বিশেষ তারে,
স্পর্শে নাহি অন্থাপি তোমারে।
এবে হের নিরীহ আমায়,
জান কি, কি হ'বে পরে ?
কেমনে জানিলে, এই দুষ্ট সম—
নাহি হব আমিও অহিতে রত ?
আর কেবা জানে,
নিরাশ্রয় মেষ নাহি হবে বলিদান
ক্রুদ্ধ দেব তুষ্টির কারণে ?
ম্যাক্‌ড। নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।
ম্যাকম। নহ তুমি,
কিন্তু সে ত বিশ্বাসঘাতক, ম্যাক্‌বেথ ?
রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন,
কভু সাধুজন হয় কদাচারী।
করি মার্জ্জনা প্রার্থনা,
প্রকৃতি কথন তব না হ'বে বঞ্চন—
অন্য মত ভাবি যদি আমি ;
শুনেছি যদিও,
ভূষিত উজ্জলতম বিমল বিভায়
দেবদূত হ'য়েছে পতিত,
তথাপিও অন্য অন্য বিভুচরগণে,
সুবিমল উজ্জ্বল অন্থাপি।
বাহ্য আবরণে, হয় কভু কুৎসিত সুন্দর ;
সুন্দর—সুন্দর চিরদিন।
ম্যাক্‌ড। ফুরাল সকল আশা মম।
ম্যাকম। দারা, পুত্র কি ভাবে ত্যজিলে,
আসিবার কালে বিদায় না করিলে গ্রহণ ?
মমতায় দিয়ে বিসর্জ্জন, দৃঢ় প্রেমের বন্ধন
কিরূপে বা করিলে ছেদন ?
এ সকল করি আন্দোলন,
হয় সন্দেহ বর্দ্ধন মম।
ক্ষমুন আমায়, আত্মরক্ষার কারণে—
হেন চিন্তা স্থান দিই মনে ;
তব অসম্মান নহে ত বাসনা মম।
ক্রিয়া তব ন্যায়পর অবশ্য সম্ভব,
হয় হো'ক যে ভাব উদয় মম।
ম্যাক্‌ড। হে জন্মদে !
বক্ষে তব বহুক শোণিত-ধারা।
অত্যাচার হও বদ্ধমূল,
ধর্ম্ম ডরে দমিতে তোমারে,
পর' চির পীড়ন ভূষণ ;
দুরাচার স্থাপিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
বিদায় এক্ষণে মহাশয় !
রাজ্য সনে ভারতের ঐশ্বর্য্য পাইলে,
হেন দুর্নীত ব্যাভার,
আমা হ'তে কভু না সম্ভবে।
ম্যাকম। হ'ও না ক্ষোভিত,
নহে দৃঢ়ীভূত আশঙ্কা আমার।

আছে অপর কারণ, যাহে অসম্মত আমি।
জানিয়াছি জন্মভূমি ভার নিপীড়িত—
বহিছে শোণিত-ধারা করিছে রোদন,
নূতন আঘাতে ক্ষত বৃদ্ধি দিন দিন।
মম অধিকার স্থাপন কারণ,
বহু হস্ত হ'বে উত্তোলন লয় মনে।
হেথা সদাশয় ইংলণ্ড-ঈশ্বর,
সহস্র সহস্র সেনা করিতে প্রদান,
অঙ্গীকৃত মম ঠাঁই।
কিন্তু যবে—
অত্যাচারী শির দলিত হইবে পদে,
কিম্বা অসি-অগ্র যবে করিবে ভূষিত,
দুখিনী জনমভূমি—
এ হ'তে অধিক পাপে হইবে তাপিত,
বিবিমতে সহিবে অধিকতর।
যারে তুমি বসাইতে চাহ সিংহাসনে,
অধিক অনর্থ হেতু হ'বে সেই জন।
ম্যাকৃড। কার কথা ক'ন মহাশয়?
কে বসিবে সিংহাসনে?
ম্যাকম। কহি আমি, আপনারে লক্ষ্য করি,
নানা পাপশাখা সংযোজিত হৃদে,
সে সকল হ'লে বিকশিত
তুলনায় মসীময় বর্ত্তমান রাজা—
হ'বে যেন বিমল তুষার,
মেষ সম নির্দ্দোষী কহিবে লোকে তারে,
অসীম এ পাপরাশি করি আন্দোলন।
ম্যাকৃড। ঘোর নারকীয় চমূমাঝে নাহি হেন কেহ,
পাপকার্য্যে উচ্চ হ'বে সে হ'তে অধিক।
ম্যাকম। হত্যাকারী সেই, নাহি করি অস্বীকার,—
অর্থপ্রিয়, বিলাসী, বঞ্চক, শঠ, উগ্র, পরিপূর্ণ দ্বেষ,
যত দোষ নাম আছে যার—
মানি আমি আছে সে আধারে।
কিন্তু ব্যভিচার অগাধ আমার,
দারা, কন্যা, কর্ত্রী বা কুমারী
প্রজাদের আছে যত,
তাহে মম কামপাত্র পূর্ণ না হইবে;
বাসনা আমার,
লঙ্ঘন করিবে যত সতীত্বের বাধা।
ম্যাক্‌বেথ অবশ্য শ্রেষ্ঠ হেনজন হতে!
ম্যাকৃড। অতিরিক্ত অসংযম, ঘৃণাকর অত্যাচার,—
করিয়াছে তায়, শূন্য কত সুখ-সিংহাসন,
হইয়াছে কত শত রাজার পতন;
কিন্তু সে কারণে,
কুণ্ঠিত না হও নিজ সম্পত্তি গ্রহণে।
বহু সঙ্গে ভোগ-ক্রিয়া,
অনায়াসে গোপনে সাধন হ'বে,
সময় উচিত আবরণে,
লোকে না প্রকাশ পাবে,—
জিতেন্দ্রিয় দেখিবে সকলে।
আছে বহু উৎসুক রমণী, বুঝি প্রকৃতির গতি—
উচ্চ জনে, আত্ম সমর্পণ করে যত নারীগণে।
সে সবারে করিতে ভক্ষণ,
নাহি হেন গৃধিনী অন্তরে তব।
ম্যাকম। কাম সনে পাপরাশি গঠিত অন্তরে,
বাড়িয়াছে ধনতৃষা এতাদৃশ মম—
হইলে ভূপাল,
বিনাশিব আছে যত ভূমি-অধিকারী।
হ'বে অলঙ্কার লালসা ইহার,
আবাস উহার; রুচিকর-জারক সদৃশ—
অর্জ্জনে বাড়াবে ক্ষুধা সমধিক।
ধন হেতু বিবাদিব ধার্ম্মিক সুজন সনে,
সে সবারে করিব বিনাশ।
ম্যাকৃড। হেন ধনলিপ্সা বহুদূর তলগামী,
দূষিত এ মূল যৌবনসুলভ কাম হ'তে,
বহুভূপ-হন্তা তরবারি ইহা,
কিন্তু চিন্তা স্থান নাহি দেহ মনে।
তব ইচ্ছামত ধন, অভাব নাহিক জন্মভূমে,
তব তৃপ্তি অনায়াসে হইবে সাধন।
অর্থ-লিপ্সা করি তুল, অন্য নানা সদ্‌ গুণের সনে
অসহ্য নাহিক হ'বে।
ম্যাকম। হেন কিছু নাহি মম—
ন্যায়, সত্য, বদান্যতা, অক্রোধী স্বভাব,

দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, দয়া, অমায়িক ভাব,
দেবভক্তি, সহিষ্ণুতা, অথবা সাহস,
স্থিরতা বিপদে, ভূপতি-ভূষণ-গুণগ্রাম,
রতি মম নাহি সে সকলে,
কিন্তু পরিপূর্ণ নানা দোষে নানা পথ বাহী।
শক্তি যদি থাকিত আমার,
ঢালিতাম সদ্ভাব মধুর-পয়ঃ নরক মাঝারে,
নাশিতাম শান্তি রণনাদে,
লণ্ড ভণ্ড করিতাম একতা ধরায়।

ম্যাক্‌ড। হা জন্মভূমি—হা জন্মভূমি!

ম্যাকম। হেন জন যোগ্য কভু রাজ্যের শাসনে?
বর্ণনার অনুরূপ জানিবে আমায়।

ম্যাক্‌ড। রাজ্যের শাসনে যোগ্য?
যোগ্য নহে জীবিত থাকিতে!
হায়রে অভাগা জাতি, শোণিতাক্ত রাজদণ্ড—
দুরাচারী অনধিকারীর করে!
কত দিনে সুদিন উদয় হ'বে পুনঃ?
রাজার নন্দন, সিংহাসন অধিকার যার—
নিজমুখে কুলাঙ্গার করিল প্রচার,
জন্মে করি কলঙ্ক অর্পণ।
পিতার তোমার, ঋষিতুল্য আছিল আচার;
রাজরাণী,—যাঁর গর্ভে জন্ম তব, ত্যজি বিলাস ভ্রমণ—
নিয়ত ছিলেন রত ঈশ্বর-সাধনে জানু পাতি,
প্রস্তুত হইতে নিত্য চরম কালের হেতু।
বিদায় এক্ষণে, যেই পাপরাশি
অর্পণ করিলে তুমি আপনার পরে,
আশঙ্কায় তার,
দূরিত ক'রেছে মোরে জন্মভূমি হ'তে।
হা হৃদয়! যত আশা ফুরা'ল হেথায়।

ম্যাকম। মহাত্মন্! সততা-সম্ভূত, মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক
এই বাক্যেতে তোমার, ধৌত করিয়াছে
সংশয়-মালিন্য মম অন্তর হইতে;
অকপট সাধুভাবে তব, প্রত্যয় স্থাপনে—
আর নহে অসম্মত মম মন।
প্রেতাচার ম্যাক্‌বেথ দুর্জ্জন,
করগত করিতে আমায়, করিল শঠতা কত;
বিবেচনা করে মানা প্রত্যয় স্থাপনে অকস্মাৎ,
কিন্তু ঈশ্বর মস্তকোপরি—
হোন আজ মধ্যস্থ দোঁহার,
এইক্ষণ হ'তে পরামর্শ-অনুগামী আমি তব।
আত্মকুৎসা শুনিলে হে যত,
করি তার প্রতিবাদ;—
যত দোষ নিজ' প'রে করেছি গ্রহণ
করি পরিহার, জানিহ নিশ্চিত
অজ্ঞানিত সে সকল প্রকৃতিতে মম!
রমণীর আলিঙ্গন—অদ্যাবধি জানি না কেমন,
করি নাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গন কভু;
দূরে থাক পরস্ব গ্রহণ—
আপন সম্পত্তি লাভে, লালসা-বর্জ্জিত আমি।
করি নাই বিশ্বাসঘাতন প্রতারণা সহকারে,
দুর্জ্জনে দুর্জ্জন-করে করিতে অর্পণ—
নাহিক বাসনা মম।
সত্য প্রতি আসক্তি আমার নহে ন্যূন—
জীবন আসক্তি হ'তে।
কহিলাম আপন বিরুদ্ধে যাহা—
মিথ্যা কথা প্রথম এ মম।
যে রূপ স্বরূপ মম,
জন্মভূমি, আর তুমি তার অধিকারী।
না হইতে তব আগমন,
সেনাপতি সিউয়ার্ড প্রবীণ—
সুসজ্জিত সেনা দশ সহস্র সংহতি,
প্রস্তুত, করিতে যাত্রা দেশ-অভিমুখে।
চল, হই অগ্রসর,
যেইরূপ ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত আমরা,
বিজয় সম্ভব যেন হয় সেই মত।
কি হেতু নীরব তুমি?

ম্যাক্‌ড। এ প্রিয় সংবাদ, অপ্রিয় সংবাদ সনে—
সামঞ্জস্য অতি সুকঠিন।

(জনৈক ডাক্তারের প্রবেশ)

ম্যাকম। এ সকল কথা পরে হ'বে। (ডাক্তা[র]
প্রতি) মহারাজ কি আস্‌বেন?

ডাক্তার। হাঁ মহাশয়, কতকগুলি পীড়িত আত্মা, আরোগ্যলাভ ইচ্ছায় অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের পীড়ায় বৈদ্য-শাস্ত্র পরাজিত। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় মহারাজের স্পর্শে এরূপ শক্তি বিরাজিত যে, তারা বিশেষ উপশম লাভ করেছে।

ম্যাকম। আপনার সংবাদে বাধিত হ'লেম।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

ম্যাক্‌ড। কি পীড়ার কথা উনি বল্লেন ?

ম্যাকম। দুষ্ট ক্ষত ;—দৈব-শক্তি আশ্চর্য্য রাজার !
কত দিন প্রত্যক্ষ দেখেছি,
আরোগ্য করিতে তাঁরে ;
কে জানে, কিরূপ তিনি করেন সাধন।
শোথযুক্ত, কদাকার ক্ষতপূর্ণ কায়,
আসে কতজন, দুঃখকর দৃশ্য সে সকল,
হতাশ চিকিৎসা-শাস্ত্র উপায় সাধনে,—
আরোগ্য করেন তিনি।
মন্ত্র বলি ঈশ্বর উদ্দেশে,
স্বর্ণ কবচ কণ্ঠে করেন প্রদান।
শুনি লোকমুখে,—
মঙ্গল সূচক এই শক্তি ঐশ্বরিক—
করিবেন সন্তানে প্রদান।
এ শক্তি সহিত, ভবিষ্যত গণনা নিপুণ তিনি।
ঈশ্বর-কৃপায়, আরও নানা গুণে—
রাজাসন বিভূষিত তাঁর,—
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র প্রকাশ যাহায়।

(রসের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। দেখুন, কে আসে।

ম্যাকম। মম স্বদেশী জনেক, কিন্তু নহে পরিচিত।

ম্যাক্‌ড। স্বাগত হে ভ্রাতঃ !

ম্যাকম। চিনেছি এক্ষণে ; ঈশ্বর-কৃপায়—
অচিরে হউক দূর সেই বাধা,
পর সম বক্ষি যাহে দোঁহে।

রস্। সেই মত প্রার্থনা আমার, প্রভু !

ম্যাক্‌ড। অদ্যাবধি স্বদেশ-অবস্থা সেইরূপ ?

রস্। হায় রে ! দুঃখিনী—
সভীতা জানিতে আপনারে,
জন্মভূমি নহে ত জননী আর,
কবর সবার এবে।
কিবা হয়, নির্ণয়-অক্ষম সবে ;
হাস্যমুখ নাহি আর কার,—
দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ, রোদনের ধ্বনি,
ছিন্ন ভিন্ন যাহে সমীরণ, হইতেছে অহরহ,
কেহ নাহি লক্ষ্য করে তায় !
ঘোর শোক নিত্য নৈমিত্তিক ভাব,
হয় ঘন মৃত্যু-ঘণ্টা নাদ,—
কে মরিল কেহ না জিজ্ঞাসে।
মস্তকেকুসুম মালা নাহি শুকাইতে
সাধুজন হত কত,
মৃত্যু অগ্রে পীড়া না জন্মা'তে।

ম্যাক্‌ড। পুঙ্খ-অনুপুঙ্খ ইহা স্বরূপ বর্ণনা।

ম্যাকম। কিবা নূতন সংবাদ এবে ?

রস্। পলে পলে হয় হেন নব বিবর্ত্তন,
পূর্ব্ব-দণ্ড-অবস্থা যে করিবে বর্ণন,
হবে সেই হাস্যের ভাজন—
পুরাতন সংবাদ দানিয়ে।
যেন হোরায় হোরায়,
ঘটনা নিচয় বক্তায় উপেক্ষা করে।

ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থাগত পরিবার মম ?

রস্। কেন, আছেন কুশলে।

ম্যাক্‌ড। মম সন্ততি সকল ?

রস্। কুশলে সকলে।

ম্যাক্‌ড। সে সবার, শান্তিভঙ্গ করে নাই দুরাচার ?

রস্। না, বিদায়ের কালে—
দেখিলাম কুশলে সকলে।

ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থা সমুদয়,
কহ সে সকল অসঙ্কোচে।

রস্। প্রদানিতে দুঃখকর এ সব সংবাদ,
আসিবার কালে শুনিলাম জনশ্রুতি—
বহু যোগ্য জন সেজেছে বিগ্রহে,
প্রতীতি জন্মিল মম তায়,
অত্যাচারী দলবল আগুয়ান হেরে—

উপায়ের কাল উপস্থিত।
দৃষ্টিতে তোমার সৈন্য হইবে সৃজন,
নারীগণে প্রবেশিবে রণে—
নিদারুণ দুঃখভার ত্যজিবার হেতু।
ম্যাকম। হোক এ সান্ত্বনা সবার,
অচিরে হইব অগ্রসর;
সদাশয় ইংলণ্ডের পতি,
বীর সিউয়াডে চালিত দশ সহস্র বাহিনী,
ক'রেছেন প্রদান আমায়,
রণদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ সিউয়ার্ড যেমতি,
সমকক্ষ নাহি আর তার—
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী সমস্ত প্রদেশে।
রস্। হায়! যদি হ'তেম সক্ষম,
শুভবাদে এ শুভ সংবাদে
করিবারে প্রত্যুত্তর,—
যোগ্য মম সমাচার, উচ্চনাদে মরুভূমে
সমীরণে করিতে প্রচার,
নরকর্ণে যেন নাহি পশে।
ম্যাক্ড। সাধারণ সম্বন্ধে কি একপ বারতা,
কিম্বা কোন অভাগা-হৃদয়
এ সংবাদ অধিকারী?
রস্। নাহি এ হেন সুজন—
ভাগী যেবা নহে এ দুঃখের,
কিন্তু, অধিকাংশ আপনার সম্বন্ধে কেবল।
ম্যাক্ড। আমার সম্বন্ধে যদি,
শীঘ্র কহ—কিবা হেতু না দাও বারতা?
রস্। জন্মের মতন যদি শ্রবণ তোমার—
মম রসনায় নাহি করে ঘৃণা,
হায়! এ হেন কঠিন বাক্য নিঃসৃত হইবে তায়,—
যাহা কভু কর্ণে তব করে নি প্রবেশ।
ম্যাক্ড। হুঁ, বুঝিয়াছি।
রস্। পুরী আক্রমিত নির্দ্দয়তা সহকারে,
হত্যা করিয়াছে তব দারা পুত্রগণে;
আহা! শাবক-বেষ্টিত সেই বন্য কুরঙ্গিণী,
শুনিলে বর্ণনা— মৃত্যু হ'বে আপনার।
ম্যাকম। হা করুণাময়!
শিরস্ত্রাণে মুখ আবরণে, কি হেতু নীরবে রহ?
ভাষে—দুঃখ করহ প্রকাশ;
গোপনে ধরিলে দুঃখ হৃদে,
ভগ্ন হ'বে হৃদাগার।
ম্যাক্ড। হত সন্ততি সকল?
রস্। দারা, পুত্র, দাস, দাসী, পাইল যাহারে।
ম্যাক্ড। আর যেথা আমি
আইনু পলা'য়ে!
প্রিয়ায় ক'রেছে হত?
রস্। কি আর কহিব!
ম্যাকম। ধৈর্য্য ধর, জীবন-বিনাশকারী—
এ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হেতু,
এস করি প্রতিহিংসা-ঔষধ সেবন।
ম্যাক্ড। নাহি সন্ততি ইহার;
আহা, সুন্দর সন্ততিগণ মম!
সকলে—সকলে কি হয়েছে নিহত?
আরে নারকী আততায়ী!
আহা! শাবক সহিত কপোতীরে—
ল'য়ে গেলি বিদরি দারুণ নখে!
ম্যাকম। কর শোক জয়, দেহ নরত্বের পরিচয়।
ম্যাক্ড। শোকে নাহি দিব স্থান,
কিন্তু, বেজেছে আঘাত,—মানব হৃদয় মম!
আহা! অতি যতনের ধন—
অবশ্য স্মরণ হ'বে।
হা ঈশ্বর! হত্যাকাণ্ড দেখিলে সকলি?
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় না করিলে প্রদান?
এবে হত জনে করহ গ্রহণ!
আরে পাতকী ম্যাক্ডফ্,
হত সবে তোর দোষে।
অতি হেয় আমি,—
নিহত, নির্দ্দোষীগণে আমার কারণে।
ভগবান, রাখ হে কল্যাণে সে সবারে।
ম্যাকম। শাণিত করহ অসি শোকের প্রস্তরে,
দুঃখ হোক রোষে পরিণত;
হ'ক উত্তেজিত অন্তর তোমার,
কদাপি শিথিল নাহি হয়।

ম্যাক্‌ড। ওঃ! রমণীর মত চোখে ধারা বরিষণ,
বিফল গর্জ্জন মুখে, না সম্ভবে আমা হ'তে।
কিন্তু ভগবান্! বিলম্ব করহ দূর,
দুরাচারে দাও হে সম্মুখে মোর,—
অসি-দৈর্ঘ্য মাঝে ব্যবধান,
যদ্যপি সে পায় পরিত্রাণ,
হে ঈশ্বর, তুমিও মার্জ্জনা ক'রো তায়।

ম্যাকম। বীর সম এ ভাব তোমার,
এস যাই রাজার সমীপে।
দলবল প্রস্তুত সকল,
আছে বাকী বিদায় গ্রহণ।
পতন-উন্মুখ এবে,
পক্কফল সম সেই দুরাচার।
পাপে দণ্ড করিতে বিধান,
উত্তেজিত করিতেছে ঐশ্বরিক বল,—
সে শক্তির—নিমিত্ত আমরা সবে;
ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বুক, শোক কর দূর।
নাহি হেন তমাচ্ছন্ন অনন্ত রজনী,
অন্তে যার প্রকাশ না পায় দিনমণি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গের কক্ষ।

(ডাক্তার ও পরিচারিকার প্রবেশ)

ডাক্তার। আমি দুই রাত্রি তোমার সহিত জাগরণ ক'রেছি, কিন্তু তুমি যেরূপ ব'ল্লে, তার ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, রাজ্ঞী কবে শেষ বেড়িয়েছেন?

পরি। মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অবধি আমি দেখেছি, তিনি গাত্রবস্ত্র ধারণ ক'রে শয্যা পরিত্যাগ করেন, পেটিকা খুলে কাগজ বাহির ক'রে লন, ভাঁজ ক'রে তাতে লেখেন, প'ড়ে মোড়ক করেন, তার পর আবার শয্যায় যান; কিন্তু সমস্ত সময় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

ডাক্তার। এ প্রকৃতির অতিশয় বিকৃত ভাব। নিদ্রিত অথচ জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য; এই রূপ বিকৃত নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ও অপরাপর কার্য্য ব্যতীত কখন কোন কথা ব'ল্‌তে শুনেছ?

পরি। সে ম'শায়, আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

ডাক্তার। তুমি আমায় বল, আমায় বলা উচিত।

পরি। যখন আমার কথার সাক্ষ্য নাই, ম'শায় হোন আর অন্য কোন ব্যক্তি হোন, আমি কা'কেও ব'ল্‌ব না। দেখুন, তিনি আস্‌ছেন।

(আলো হস্তে লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়; সম্পূর্ণ নিদ্রিত লক্ষ্য করুন;— স'রে দাঁড়ান।

ডাক্তার। ও আলো কোথায় পেলেন?

পরি। কেন? তাঁর কাছে ছিল, আলো সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে; এইরূপ তাঁর আজ্ঞা।

ডাক্তার। চক্ষু খোলা রয়েছে।

পরি। হাঁ, কিন্তু দৃষ্টি আবদ্ধ।

ডাক্তার। এ কি করেন? হাত রগড়াচ্ছেন দেখ।

পরি। ঐ রূপই ক'রে থাকেন, যেন হস্ত ধৌত ক'চ্ছেন; প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ ক'র্‌তে দেখেছি।

লেডী-ম্যাক্। এখনও এখানে দাগ র'য়েছে।

ডাক্তার। শোন, কথা ক'চ্ছেন, আমি টুকে নিই, নইলে ঠিক স্মরণ থাক্‌বে না।

লেডী-ম্যাক্। দূর হ নরকের কালি, দূর হ! এক— দুই; এই তো কাজের সময় হ'য়েছে; নরক কি অন্ধকার! ছি—প্রভু, ছি! তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দায়ী ক'র্‌তে সাহসী হবে? কিন্তু কে ভেবেছিল, বুড়োর শরীরে এত রক্ত!

ডাক্তার। লক্ষ্য ক'রছ!

লেডী-ম্যাক্। ফাইপের অধিপতির এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? কি, এ হাত কি পরিষ্কার হ'বে না? আর

ও কথা কেন প্রভু, আর ও কথা কেন? তোমার এই আতঙ্কেই সমস্ত পণ্ড ক'র্‌লে!

ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! যা ক'রেছ, যা জেনেছ, তা না জান্‌লেই ভাল ছিল।

পরি। উনি যা ব'ল্লেন, আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সে সব বল্‌বার উপযুক্ত নয়। এ যে কি ভাব, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

লেডী-ম্যাক্। এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্ত আরবা-সুগন্ধিতে আমার এই ক্ষুদ্র হস্ত দুর্গন্ধহীন হ'বে না? ওঃ হো হো!

ডাক্তার। কি দীর্ঘশ্বাস! অন্তঃকরণ অতি ভারাক্রান্ত!

পরি। রাজদেহ, রাজসম্মান পেলেও আমি, এরূপ অন্তঃকরণ হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে সম্মত নই।

ডাক্তার। সত্য, সত্য, সত্য—

পরি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আরোগ্য-লাভ করেন।

ডাক্তার। এ পীড়া আমার চিকিৎসার বাইরে। কিন্তু আমি জানি, অনেকেই এরূপ বেড়া'ত,—যারা সজ্ঞান মৃত্যুলাভ ক'রেছে।

লেডী-ম্যাক্। হাত ধুয়ে ফেল,—রাত্রিবাস পরিধান ক'র। ওরূপ মলিন হ'ও না, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি,—ব্যাঙ্কো কবরে, গোর থেকে উঠে আস্‌তে পার্‌বে না।

ডাক্তার। ওঃ এতদূর?

লেডী-ম্যাক্। শয্যায় চল—শয্যায় চল; ঐ বহির্দ্বারে আঘাত। এস—এস—এস—এস! আমার হস্ত ধারণ কর! যা হ'য়েছে, তা আর ফির্‌বে না! শয্যায় চল—শয্যায় চল—শয্যায় চল—

[প্রস্থান।

ডাক্তার। এখন কি শয্যাতেই যাবেন?

পরি। বরাবর।

ডাক্তার। লুক্কায়িত অন্তরের পাপ প্রচারিত।
অস্বভাব কার্য্যে হয় অস্বভাব দুঃখের উদয়।
কলুষিত মন,
কর্ণহীন উপাধানে কহিবে গোপন কথা।
বৈদ্যের অপেক্ষা এঁর দৈব প্রয়োজন।
জগদীশ্বর—জগদীশ্বর!
মার্জ্জনা করুন আমা সবে।
যাও, পশ্চাতে উহার,
সর্ব্বদা রাখিবে দৃষ্টি,
দূর কর উদ্বিগ্নের কারণ সকল।
হোক্ মঙ্গল তোমার, বিদায় এক্ষণে।
মুগ্ধ আঁখি, স্তম্ভিত অন্তর মম—
বহে তাহে চিন্তাস্রোত খর,
বাক্য উচ্চারণে হয় ভয়।

পরি। নমস্কার—বৈদ্যরাজ, বিদায় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান নিকটস্থ প্রদেশ।

(রণ-বাদ্য—মেন্‌টেথ, কেথনেস্, অ্যাঙ্গাস্, লেনক্স্ ও সৈন্যগণ)

মেন্‌টেথ। অদূরে ইংরাজ দলবল;
চালে সেনা ম্যাকম—
মাতুল তাহার আর ম্যাক্‌ডফ ধীমান।
প্রতিহিংসা-তৃষা জ্বলে সে সবার;
যেই প্রয়োজনে আসিয়াছে রণে,
ঋষি তায় হয় উত্তেজিত,
ঘোর রণ-কোলাহল রুধির ক্রিয়ায়।

অ্যাঙ্গাস্। আসিতেছে বার্ণাম-কানন অভিমুখে,
ভেটিব তথায় সে সবায়।

কেথনেস্। হয় তো ডনাল্‌বেন রাজার তনয়,
মিলিয়াছে সহোদর সনে?

লেনক্স্। নিশ্চয় নাহিক তিনি সাথে।
সমাগত বীর যত, জানি সে সবারে।
সাজিয়াছে সিউয়ার্ড তনয়,—
শ্মশ্রুহীন অন্য যুবাগণ,
পদার্পণ প্রথম যৌবনে যে সবার।

মেন্‌টেথ। অত্যাচারী কি করে এখন?

কেথনেস্। ডান্‌সিনান মহাদুর্গ করে সুসজ্জিত।
কেহ ব'লে হয়েছে উন্মাদ;

অন্যে যারা, ঘৃণা তদধিক নাহি করে,
রোষান্ধ বলিয়া তারে করিছে বর্ণন।
কিন্তু নিশ্চয় এ কথা,
বিকৃত সকল কার্য্য তার
নহে কোন নিয়ম-অধীন।

ঙ্গাস। অনুভব করে এবে
হস্তে লেপিত জড়িত গুপ্ত হত্যা যত।
প্রতিক্ষণে বিদ্রোহ বিশ্বাস ভঙ্গে করে তিরস্কার;
সৈন্যগণে, মানে মাত্র ডরে,
প্রেমে বাঁধা নহে কেহ;
এবে রাজ্য, ভার হয় জ্ঞান—
বীর-পরিচ্ছদ যথা বামন তস্কর-কায়।

টেথ। চমকে শিহরে ঘন ঘন,
বিচিত্র নহে ত তাহা।
আত্মগ্লানি করে সদা মন,
পাপদেহে করিয়া বসতি।

থনেস্। প্রকৃত অধীনে যাঁর আমরা সকলে,
চল যাই হই গিয়ে তাঁহার অধীন;
রোগগ্রস্ত রাজ্যের মঙ্গল, চল ভেটিব ভিষকে।
মিলি তাঁর সনে,
শেষ:বিন্দু অঙ্গের শোণিত করি দান—
জন্মভূমি ধৌতের কারণে।

ক্স্। ডুবাতে কণ্টক বৃক্ষ,
প্রস্ফুটিত করিবারে এ রাজ-কুসুম,
শোণিত মোক্ষণ,
প্রয়োজন মত আনন্দে করিব সবে।
অগ্রসর হই মোরা বন-অভিমুখে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গ-কক্ষ।

(ম্যাক্‌বেথ, ডাক্তার ও অনুচরগণ)

ম্যাক্‌বে। নাহি চাহি সমাচার;
রাজ্য ত্যজি যাক্ যেবা যায়।
বর্ণাম কানন না আসিলে ডান্‌সিনানে
শঙ্কা নাহি স্পর্শিবে আমায়।
কেবা সেই বালক ম্যাকম,
নহে সে কি রমণী-প্রসূত?
মানব প্রারব্ধ অবগত—
যেই উপদেবীগণে ব'লেছে আমায়,—
'নাহি ডর, রমণীর গর্ভজাত আছে যত জন,
শক্তি নাহি ধরে তব'পরে।'
তবে দূর হরে বিশ্বাসঘাতক যত
সরদার সকল;
ইংরাজের ভোগী সৈন্যে হ'গে সম্মিলিত।
যে মনে চালিত আমি, যে অন্তর ধরি হৃদি-মাঝে
সন্দেহের ভারে তাহা কভু না ডুবিবে,—
আশঙ্কায় কভু তার কম্প না ধরিবে।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

আরে ভীরু! প্রেত তোর কালি দিক মুখে!
সভীত এ ভঙ্গী তুই পাইলি কোথায়?

ভৃত্য। দশ সহস্র—

ম্যাক্‌বে। ক্ষীণ মরালের পাল, ভীরু?

ভৃত্য। সৈন্যগণ মহাশয়!

ম্যাক্‌বে। নখাঘাতে রক্তপাত কর মুখে—
পাণ্ডু গণ্ড ঢাকে যাহে তোর।
আরে কর্ম্মহন্তা চর!
কোন সৈন্য আরে রে নির্ব্বোধ?
ধ্বংস হোক আত্মা তোর!
শ্বেতগণ্ডে করে আশঙ্কার আবির্ভাব।
কোন্ সৈন্য, আরে বিকৃতবদন?

ভৃত্য। ইংরাজের দল বল অবধান মহারাজ!

ম্যাক্‌বে। দূর হ'রে কুৎসিৎ বদন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সিটন! হৃদি ভঙ্গ হয় মোর এ দৃশ্য—
আরে রে সিটন! এই আক্রমণ
হয় তো দানিবে শান্তি চিরদিন তরে
নতুবা করিবে মোরে সিংহাসনচ্যুত।
বহুদিন গত এ জীবনে;
শুষ্ক এ জীবনতরু এবে—
নীলপত্র তার ধরিয়াছে হরিদ্রা বরণ;
মান, প্রেম, প্রভুত্ব বা বান্ধবমণ্ডল,
বার্দ্ধক্যের সাথী যে সকল—আমার না হবে কভু;
কিন্তু পরিবর্ত্তে তার, গাঢ় অভিশাপ,
উচ্চভাষে নহে প্রকাশিত;
মুখের সম্মান, ডরে করে দান—
অসম্মত চিত যেই সম্মান প্রদানে।
সিটন!

(সিটনের প্রবেশ)

সিটন। কিবা আজ্ঞা মহারাজ?

ম্যাক্‌বে। আরও কিবা নূতন সংবাদ?

সিটন। নিশ্চিত হ'য়েছে এবে সকল বারতা।

ম্যাক্‌বে। করিব সংগ্রাম—
যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে
অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা।
বর্ম্ম দেহ মম।

সিটন। প্রয়োজন নাহি তার এবে।

ম্যাক্‌বে। করিব ধারণ।
প্রের' অশ্বারোহী চারিভিতে;
যে কেহ ভয়ের কথা কহে,
ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাও তাহারে।
দেহ বর্ম্ম।
কহ বৈদ্য, রোগীর অবস্থা কিবা?

ডাক্তার। এ তো পীড়া নহে, মহারাজ,
কল্পনা-সম্ভূত ছবি আবির্ভূত হ'য়ে অবিরত,
করিয়াছে বিরাম বঞ্চিত তাঁরে।

ম্যাক্‌বে। কর আরোগ্য প্রদান এ পীড়ায়!
পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন;
স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নার কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল;
অগ্নি বর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক-মাঝারে
লেখা অনুতাপ-লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়;
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে,
ব্যথিত হৃদয়াগার, বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর—পার যদি?

ডাক্তার। এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষক্।

ম্যাক্‌বে। কুকুরে ঔষধ কর দান, নাহি মম প্রয়োজন।
"দেহ সাঁজোয়া পরায়ে;
দেহ দণ্ড; প্রের' অশ্বারোহী।"
বৈদ্য, পলায় সরদারগণে।—
"আরে, হও ত্বরান্বিত।"—
মূত্র হেরি করে যথা রোগের নির্ণয়,
পার কি করিতে স্থির কি পীড়ায়,
আক্রান্ত এ স্থান?
আছে কি রেচক, যাহে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য করে লাভ?
পার যদি, হেন উচ্চরবে প্রশংসি তোমায়—
যাহে প্রতিধ্বনি, পুনঃ কহে সে প্রশংসাবাণী।
"লহ ছিন্ন করি।"
সোণামুখী প্রভৃতি সারক কিছু আছে,
নির্গত করিতে এই ইংরাজের সেনা?
শোন কিছু তা'দের সংবাদ?

ডাক্তার। হেরি রণ-সমাবেশ, নানা কথা হয় আন্দোলন।

ম্যাক্‌বে। (সিটনের প্রতি) নিয়ে এস আমার পশ্চাতে,
পরাজয়, মৃত্যু-ভয় করি কি কারণ,
যতদিন নাহি আসে বার্ণাম কানন।

ডাক্তার। (জনান্তিকে) এ স্থান ত্যজিতে যদি পারি একবার
অর্জ্জন আশায় পুনঃ না আসিব আর!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বার্ণাম কাননের নিকটস্থ প্রদেশ।

(ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, যুবা-সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ, মেন্‌টেথ, কেথনেস্‌, অ্যাঙ্গাস, লেনক্স্‌, রস্‌ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকম। বন্ধুগণ, অনুমান করি, সুদিনের আর বিলম্ব ই, নিজ নিজ গৃহ আর বোধ হয় ভয়ময় হ'বে ।

মেন্‌টেথ। তার আর সন্দেহ কি!

বৃদ্ধ-সিউ। সম্মুখে কি বন?

মেন্‌টেথ। এর নাম বার্ণাম কানন।

ম্যাকম। সেনাগণ, এক একটা বৃক্ষশাখা সকলে ছেদন ক'রে ধারণ কর। শাখা-অন্তরালে আমাদের ন্যের সংখ্যা নির্ণীত হবে না, যথার্থ সংবাদ কেউ পাবে া।

সৈন্যগণ। যথা আজ্ঞা।

বৃদ্ধ-সিউ। কেবল এই সংবাদই পাওয়া গিয়েছে যে, রাত্মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুর্গ মধ্যে আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় াছে। মনে মনে ধারণা, শীঘ্র আমরা দুর্গ অধিকার 'র্‌তে পার্‌ব না।

ম্যাকম। ঐ তার প্রধান ভরসা। কারণ, যারাই যোগ পেয়েছে, তারাই তা'কে পরিত্যাগ ক'রেছে। ছোট ় সকলেই এ বিদ্রোহে মিলিত হ'য়েছে; ভয়ে যা হোক, ন্তরের সহিত কেহ তার স্বপক্ষ নয়।

ম্যাক্‌ড। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের মতামত ান্দোলনের প্রয়োজন নাই; যখন সত্য দেখ্‌ব, তখন ামরা ব'লব। আপাতত শ্রম-সহকারে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত াকি।

বৃদ্ধ-সিউ। আমাদের লাভালাভ গণনার সময় উপস্থিত, ুথ সংগ্রামে তাহা নির্ণীত হ'বে।

অনিশ্চিত আশা, মনে নানা কথা কয়;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাতে হবে সত্যের নির্ণয়,
উপস্থিত রণে চল লই পরিচয়।

সৈন্যগণ।— (গীত)*

গৌড়—ত্রিতাল।

ঘোর রোলে ভেরী বাজে।
বীর ব্যাকুল রণসাজে!
ফলক ঝক্ ঝক্, চুম্বিত রবিকর,
নীরব বীরব্রজ প্রফুল্ল অন্তর;
উথলে বীরমদ, চঞ্চল দ্রুতপদ,
অধীর গভীর ভেরী গাজে, হৃদে বাজে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গাভ্যন্তর।

(ম্যাক্‌বেথ, সিটন ও সৈন্যগণ)

ম্যাক্‌বে। প্রাচীর উপরে কর পতাকা উড্ডীন।
আসে তারা, শব্দ চারিদিকে,
দৃঢ় দুর্গ, আক্রমণ উপেক্ষা করিবে।
বেড়িয়া রহুক অরি
কম্পজ্বর, দুর্ভিক্ষে না গ্রাসে যত দিন।
স্বপক্ষ বাহিনী যদি না হইত শত্রুর সহায়,
রণক্ষেত্রে হ'য়ে সম্মুখীন,
খেদাইয়া দিতাম সকলে গৃহমুখে।
(নেপথ্যে স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি)
কিসের এ ধ্বনি?

সিটন। স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি শুনি, মহারাজ!

[প্রস্থান।

ম্যাক্‌বে। ভুলিয়াছি শঙ্কার আস্বাদ।
ছিল হেন দিন, শুনি নিশীথ-রোদন-ধ্বনি
শিথিল হইত যত ইন্দ্রিয় আমার;
দুর্ঘটনা বর্ণনা শুনিয়ে, কণ্টকিত—
উত্থিত হইত কেশ মম জীবিত সমান;
এবে বিভীষিকা সনে করিয়াছি পূর্ণপাত্র পান;
হত্যাকারী, চিন্তায় আমার অন্তরঙ্গ বিভীষিকা,
আর না শিহরি তারে হেরি।

---

* ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে, এই পুস্তকে সংযোজিত গীতগুলি নাই। প্রথম গীতখানি,—"মালকোষ—পটতাল" এ গীত হইয়া থাকে।

(সিটনের পুনঃ প্রবেশ)

কিসের রোদন ধ্বনি ?

সিটন্। রাজ্ঞী মৃত মহারাজ।

ম্যাক্‌বে। মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে।
রাজ্ঞী মৃত—
হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন।
কল্য—কল্য—কল্য
চলে ধীর পদে দিন দিন,
হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে ;
গত কল্য একত্র হইয়ে,
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,
মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ !
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন ;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্ত-পদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে ;
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ।
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর।

(দূতের প্রবেশ)

আসিয়াছ রসনা চালনা হেতু ;
শীঘ্র কহ কিবা উপন্যাস।

দূত। অবধান প্রভু, দেখিয়াছি যাহা,—
নাহি জানি বর্ণিব কেমনে।

ম্যাক্‌বে। ভাল, কহ মহাশয়।

দূত। আছিলাম প্রহরী শিখরে,
বার্ণাম-কানন অভিমুখে,
মনে হ'ল, ক্রমে যেন বন অগ্রগামী।

ম্যাক্‌বে। মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস !

দূত। মিথ্যা যদি হয় শাস্তি দিও মহাশয়।
এক আর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান,
প্রত্যক্ষ হইবে তব ; সচল কানন—মহারাজ।

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা যদি হয় তোর বাণী,
ঝুলাইব প্রথম তরুতে তোরে,—
যতদিন অনাহারে শুষ্ক নাহি হও।
কিন্তু যদি সত্য হয় তোর ভাষ,
মম প্রতি কর যদি সেরূপ ব্যাভার,
তাহা আর নাহি আমি গণি।
প্রতিহত হইতেছে প্রতিজ্ঞা আমার ;
জন্মিল সংশয়, প্রেতিনীর দ্বি-অর্থ ভাষায়,
সত্য সম কহে মিথ্যা বাণী।
"ভয় নাই, যত দিন বার্ণাম কানন
ডান্‌সিনানে না করে গমন।"
এক্ষণে কানন আসে চলি।
অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, চল রণে !
সত্য যদি হয় এর বাণী
নহে পলায়ন,—
নহে অলসে এ স্থানে অবস্থান।
অনাসক্তি জন্মিতেছে সূর্য্যের আলোকে,
ইচ্ছা হয় মেদিনীর হউক পতন।—
কর রণঘণ্টা নাদ!—
ব'য়ে যাক ঝঞ্ঝা, হোক প্রলয় উদয় !
বীর সাজে অন্ততঃ করিব তনুক্ষয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

(ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ ও শাখাহস্তে তাহাদের সৈন্যগণ)

ম্যাকম। এবে উপস্থিত মোরা সবে ;
দূর কর শাখা আবরণ,
স্বরূপ প্রকাশ হোক তোমা সবাকার।
হে মাতুল সুধীর,
পুত্র সনে প্রথম সংগ্রামে,
আজ আরতি তোমার।
আমি আর বীর ম্যাক্‌ডফ,
ক্রমান্বয়ে পশি রণে—
পরিশিষ্ট কার্য্য সাঙ্গ করি।

[বৃ]দ্ধ-সিউ। বিদায় এক্ষণে।
অদ্য রাত্রে বিপক্ষ হইলে সম্মুখীন,
সমরে যদ্যপি হই উন,
করে যেন বিমুখ আমায়।
ম্যাকুড। পূর্ণশ্বাসে কর তূর্য্যধ্বনি—
অগ্রগামী সমরে গভীর নিনাদিনী। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রণ-ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

[ম্]যাক্‌বে। বান্ধিয়াছে দণ্ড সনে মোরে যেন ;
পলাইতে নাহি পারি, করিব সংগ্রাম—
বদ্ধ ঋক্ষ, কুক্কুরের সনে যথা যুঝে।
কেবা হেন, রমণীর গর্ভজাত নহে ?
হেন জনে ভয় মম, নহে অন্য কারে।

(যুবা-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

[যু]বা-সিউ। কিবা তব নাম ?
[ম্যা]ক্‌বে। শুনিলে সভীত চিত্ত হইবে তোমার।
[যু]বা-সিউ। না ; নরক-নিবাসী হ'তে উগ্রতর নাম যদি ধর।
[ম্যা]ক্‌বে। ম্যাক্‌বেথ আমার নাম।
[যু]বা-সিউ। কর্ণে মম এ হ'তে ঘৃণিত নাম,
প্রেত-পতি উচ্চারিতে নারে।
[ম্যা]ক্‌বে। না, আর এ হেন ভীষণ।
[যু]বা-সিউ। মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত নারকী ;
অসিমুখে প্রকাশিব মিথ্যা কথা তোর।

(পরস্পর যুদ্ধ ও যুবা-সিউয়ার্ডের মৃত্যু)

[ম্যা]ক্‌বে। রমণী-সম্ভূত তুমি ;—
রমণী-সম্ভূত নরে যত অস্ত্র ধরে,
উপেক্ষি সে সবে, আমি হাস্য সহকারে। [প্রস্থান।

(রণনাদ—ম্যাকুডাফের প্রবেশ)

[ম্যা]কুড। শব্দ ঐ দিকে।
দুরাচার, দেখি রে বদন তোর !
মম অস্ত্রে যদি হত না হ'স্ পামর,
মম মৃত দারাপুত্রগণে,
নিত্য আসি দাঁড়াবে সম্মুখে।
অর্থলোভী অস্ত্রধারী হীন প্রাণিগণে,
আঘাতিতে নারি আমি।
না পাইলে তোরে, তীক্ষ্ণধার তরবারি মম
রাখিব পিধানে কার্য্যহীন।
বুঝি আছে এই স্থানে,—
ঐ উচ্চ কাড়ার নিনাদ,
সর্ব্ব উচ্চ ধ্বনি শুনি হয় অনুমান।
দেখি যদি পাই তারে,
ভাগ্যদেবী, নাহি আর অধিক প্রার্থনা মম। [প্রস্থান।

(ম্যাকম ও বৃদ্ধ-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

বৃদ্ধ-সিউ। এই পথে—এই পথে মহাশয় ;—
বিনাযুদ্ধে দুর্গ করগত।
বিপক্ষ স্বপক্ষ হেরি অরির বাহিনী ;
বীরদন্তে যুঝিছে সরদারগণে ;
বিজয় উদয় আজ আপনা হইতে,
স্বল্প কার্য্য আমা সবাকার।
ম্যাকম। স্বপক্ষ এ অরি,
ইচ্ছা করি না করে আঘাত।
বৃদ্ধ-সিউ। প্রবেশ করুন দুর্গে মহাশয়। [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য *

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর ভাগ।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। বাতুলের মত—
পূর্ব্বতন রাজগণে, রাখিতে সম্মান
নিজ অস্ত্রে ত্যজিত জীবন ;
আমি নাহি খেলিব সে খেলা,
নিজ অস্ত্রে না হ'ব নিধন ;

* ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে সপ্তম দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত হইয়াছে। গিরিশ চন্দ্র অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে এই দৃশ্যটী সপ্তম, অষ্টম ও নবম দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।

দেখিতেছি জীবিত সকলে,
অস্ত্রের আঘাত উত্তম শোভিবে দেহে।

(ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। ফের, ওরে নারকী কুক্কুর!
ম্যাক্‌বে। অন্যের অপেক্ষা আমি—
পরিহার করিয়াছি তোরে।
যাও ফিরে;
হইয়াছে আত্মা মম ভারাক্রান্ত অতি,
তোর আত্মীয়-শোণিতে।
ম্যাক্‌ড। নাহি বাক্য মোর, মম বাক্য তরবারে;
আরে শোণিত-পিপাসী-মূঢ়,
ভাষা নাই নাম দিতে তোর!

(পরস্পর যুদ্ধ)

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা পরিশ্রম।
অচ্ছেদ্য বায়ুর অঙ্গে—
তীক্ষ্ণধার অসির আঘাত, বরঞ্চ সহজ হ'বে,
শোণিত মোক্ষণ—
তুই মম দেহ হ'তে, নারিবি করিতে কভু।
হান্ অস্ত্র ভেদ্য শিরোপরে;
মোহিনী জীবনধারী আমি,
নারীগর্ভজাত নাহি করিবে হরণ।
ম্যাক্‌ড। হ'রে নিরাশ্বাস, যাদু না ফলিবে আর;
ক'রেছিস্ এত দিন যার সেবা তুই,
কবে সে দেবতা তোরে—
"অসময়ে ম্যাক্‌ডফ,
বহিষ্কৃত জননী-জঠর হ'তে
ভিষকের অস্ত্রের প্রভাবে।"
ম্যাক্‌বে। ক্ষয় হোক জিহ্বা,
যাহে কহে হেন ভাষা,
মনুষ্যত্ব আমার কুঞ্চিত যে কথায়!
বাজীকরী এ ডাকিনীগণে,
প্রত্যয়ের উপযুক্ত নহে আর,
দুই ভাবে কহে কথা;—
কর্ণে কহে প্রবোধ বচন,—
আশা ভঙ্গ করে অবশেষে।
যুদ্ধ না করিব তোর সনে।
ম্যাক্‌ড। হও তবে অধীন আমার ভীরু,
দৃশ্য বস্তু হ'য়ে কর জীবন যাপন।
অপ্রাপ্য জন্তুর সম রাখিব রে তোরে,
তুলি ধ্বজা লিখিব তাহায়,—
"দেখে যাও, এই স্থানে অত্যাচারী মূঢ়।"
ম্যাক্‌বে। না মানিব পরাজয়,
বালক ম্যাকম, তার পদানত হ'য়ে—
সাষ্টাঙ্গে চুম্বিব ভূমি?
কুবচনে উত্যক্ত করিবে হীনজন।
বার্ণাম কানন যদি এসেছে চলিয়ে,
তুই রে বিপক্ষ, ন'স্ নারীগর্ভজাত,
তথাপিও পরীক্ষিব কিবা হয় শেষ।
বিশাল এ রণচর্ম্মে
করিয়াছি দেহ আবরণ।
কর আক্রমণ, হ'বে সে নিরয়গামী,
প্রথমে যে ক'বে—"হইয়াছে, সম্বর, সম্বর!"

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নবম দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর।

(রণবাদ্য—ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, রস্, অমাত্যগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকম। যে সকল বন্ধুগণ নহে উপস্থিত,
ফেরে যেন নিরাপদে সবে।
বৃদ্ধ-সিউ। সমর-তরঙ্গে যাবে কেহ কেহ ভাসি;
বিদ্যমান এ সকলে হেরি, ভাবি মনে—
সুলভে হ'য়েছে আজ বিজয় অর্জ্জন।
ম্যাকম। সদাশয় পুত্র তব আর ম্যাক্‌ডফ
উপস্থিত নাহি হেথা।
রস্। মহাশয়, পুত্র তব বীর-ব্যবহারে
শুধিয়াছে বীরত্বের ধার।
যৌবনে করিয়ে পদার্পণ—
বীর্য্যবলে নরত্বের দিয়ে পরিচয়,
পশি রণে অসীম সাহসে,

অটল অচল যোদ্ধার মতন
দিয়াছেন দেহ বিসর্জ্জন।

-সিউ। প'ড়েছে সমরে ?

। কি কহিব মহাশয় !
আনিয়াছি রণস্থল হ'তে।
অসীম হইবে শোক তব,
যোগ্যতার সনে তার করিলে তুলনা।

-সিউ। অস্ত্রলেখা সম্মুখে দেখিলে ?

। বক্ষে অস্ত্রাঘাত।

-সিউ। দেবসেনা হোক পুত্র মম।
কেশ যত পুত্র তত থাকিলে আমার,
শ্রেয়ঃ মৃত্যু এ হতে না বাঞ্ছিতাম তা সবার।
হেন বাঞ্ছিত মরণে, বাজিয়াছে মৃত্যু-ঘণ্টা তার।

াকম। স্মরি গুণগ্রাম তার—
শোক-অশ্রু বরিষণ অধিক উচিত,
সে শোক-সলিল আমি করিব প্রদান।

-সিউ। শোক কিবা আর।
শোধি জীবনের ধার, গেছে চলি সুমঙ্গলে ;
করুণায় ঈশ্বর দিবেন স্থান।—
করিবারে অভিনব আনন্দ বিধান,
হের বীর আগুয়ান।

(ম্যাক্‌বেথের কাটামুণ্ড লইয়া ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

াক্‌ড। জয় জয় মহারাজ !
এবে রাজ্যেশ্বর তুমি।
দেখ দেখ,—
রাজ্য-অপহারকের ঘৃণিত মস্তক।
গেছে দাসত্বের দিন স্বদিন উদয়।
রাজ্যের ভূষণ,
বেষ্টিত অমাত্যগণে এবে তুমি,
যারা মনে মনে করিতেছে
এ অভিবাদনে যোগদান ;
সাধ মম, উচ্চ সমস্বরে,
মম সনে করুন বন্দনা,—
জয় জয় মহারাজ !

সকলে। জয় জয় মহারাজ !

(ভেরীবাদন)

ম্যাকম। আমা প্রতি যত স্নেহ তোমা সবাকার,
অচিরে করিব সেই ঋণ পরিশোধ।
অমাত্য কুটুম্ব সবে,
আজি হ'তে মহাপাত্র নামে হও খ্যাত।
এই পদে অভিষিক্ত—
অদ্যাবধি হয় নাই এ প্রদেশে কেহ।
বাকী এবে স্থাপন করিতে পুনঃ
নির্ব্বাসিত বন্ধুগণে—
সতর্ক দুষ্টের জাল হ'তে পলা'য়েছে যে সকলে।
সে নরহন্তার,—আর প্রেতিনী সদৃশ
নর-অরি রাজ্ঞীর তাহার—
যেই দুষ্টা,
শুনি, করিয়াছে নিজ করে আত্মনাশ ;—
অনুচর এ দোঁহার আছে যে যথায়,
আছে কার্য্য—
আনিবারে সে সবারে বিচারের দ্বারে।
কৃপাময়ের কৃপায়
অন্য অন্য কর্ত্তব্য সাধিব বিধিমত,
যথাকালে যথাযোগ্য স্থানে।
জনে জনে সবার নিকটে—
বদ্ধ আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে —
ধন্যবাদ দিই সবে করি নিমন্ত্রণ,
মম অভিষেক আসি কর দরশন।

যবনিকা

পূর্ণচন্দ্র

(ভগবদ্-বিশ্বাস-মূলক নাটক)

—:○*○:—

[৫ই চৈত্র, ১২৯৪ সাল, এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

গোরক্ষনাথ ... ... সিদ্ধ যোগী (মহাদেবের অবতার)
শালিবাহন ... ... শ্যালকোটের রাজা।
পূর্ণচন্দ্র ... ... প্রথমা রাণীর গর্ভজাত পুত্র।
জম্বু ... ... লুনার পিতা— চর্ম্মকার।
দামোদর, সেবাদাস } ... ... গোরক্ষনাথের শিষ্যদ্বয়।
গোরক্ষনাথের অন্যান্য শিষ্যগণ, দূত, রক্ষকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

ইচ্ছা ... ... শালিবাহন রাজার প্রথমা মহিষী।
লুনা ... ... ঐ ঐ দ্বিতীয়া মহিষী।
সুন্দরা ... ... পঞ্চনদস্থ স্বাধীন রাজ্যের রাণী (ছদ্মবেশে ।
সারী ... ... সুন্দরার সহচরী।
লুনার পরিচারিকা, ইচ্ছার পরিচারিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্র।

ইচ্ছা। বিল্বদল, ধর বৎস, শিবের প্রসাদ।

পূর্ণ। মাগো,
বন্দীসম এত দিন ছিলাম উদ্যানে।
জন্মাবধি পূজি নাই পিতার চরণ,
পিতৃ-দরশনে আমি বঞ্চিত অভাগা;
আজি মম শুভ দিন—
করিব মা জনকের চরণ বন্দন!
ওই শোন, জয়োল্লাসে গায় প্রজাগণ;
এ সুখের দিনে
কেন তুমি বিষণ্ণ, জননি?

ইচ্ছা। এত দিন ছিলে, বৎস, মম অঙ্ক'পরে,
আজি তোরে পাঠাইব সংসার-মাঝারে;
ডরে মম কাঁপে কায়—
অকূলপাথার সম ভীষণ সংসার,

ক্ষুদ্র তরী নর তাহে ভাসে ;
ভীষণ তরঙ্গ-রঙ্গে করিতেছে খেলা—
কখন সে ক্ষুদ্র তরী গ্রাসে !
এ হেন দুর্গম স্থানে পাঠাব তোমায়,
তাই, বাছা, চখে আসে জল।
পূর্ণ। সংসার-পাথার যদি দুরন্ত এমন,
মা গো, আমি যাব না সংসারে ;
পিতার চরণ দুটী করিয়া বন্দন
ফিরে এসে ধরিব মা, তোমার অঞ্চল ;
চিরদিন তোর কোলে থাকিব, জননি !
কিবা ভয় আর, মা গো ?
ইচ্ছা। রাজ-বংশে এক পুত্র তুমি যাদুধন,
মাগিয়া নিয়েছি নিধি শিবের চরণে।
যেই দিন জনম তোমার,
নৃপতির আনন্দের রহিল না সীমা,
অদীন হইল রাজ্য রাজার প্রসাদে,
বর্ষাবধি নাট্যশালা রহিল নগর ;
আজি যথা নাচে প্রজা আনন্দ-উৎসবে,
সেই মত আনন্দে বঞ্চিল সর্ব্ব জন।
রাজার ভরসা তুমি, প্রজার রঞ্জন,
বিপুল বংশের মান তোমার রক্ষণে ;
করিয়াছ বিদ্যা অধ্যয়ন,
রাজ-কার্য্য শিক্ষা কর জনক-সদন।
পূর্ণ। আছে কি সংসার-ভয় পিতার আশ্রয়ে ?
ইচ্ছা। এই তব সংসারে প্রবেশ,
রাজা তো'রে সযতনে দেবে উপদেশ ;
কিন্তু,
তব'পরে উপদেশ পালনের ভার,—
সুকঠিন সন্তরণ সংসার-সাগরে।
পূর্ণ। মা গো,
সংসার-পাথার যদি দুস্তর এমন
কি হেতু মানব তবে ঝাঁপ দেয় তাহে ?
দুরন্ত দুর্গমে কিছু আছে কি উপায় ?
ইচ্ছা। ঈশ্বর-প্রত্যয়—
এক মাত্র আশ্রয় সংসারে ;
সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুব-তারা যার,
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তা'য় ;
কিন্তু, নানা তরঙ্গের খেলা
উঠায় নাবায়, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়,—
কভু সে সাগর ধরে সুন্দর প্রকৃতি,
বিমোহিত-মতি, ধ্রুব-তারা যায় ভুলে,
সংশয়-সাগর-চর আসি' সংগোপনে
আঁখি করে আচ্ছাদন,
পথহারা—ডোবে তরী ঘূর্ণমান জলে।
পূর্ণ। করিব, মা, ঈশ্বর-প্রত্যয়,—
সংশয়ে না দিব স্থান !
ইচ্ছা। অতি শঠ কপট সংশয়,
কেবা জানে কবে আসে কিবা বেশে ?—
সুখ দুঃখ উভয় সহায় তার।
সাবধানে শুন তব জন্ম-বিবরণ—
বুঝিবে সংশয়, বৎস, কপট কেমন।
পূর্ণ। মা গো, কৃপা ক'রে পুরাও বাসনা,
বড় সাধ শুনিতে মা, সে সব কাহিনী ;—
বঞ্চিত কি হেতু আমি পিতৃ-দরশনে ?
ইচ্ছা। বালক-শ্রবণযোগ্য নহে সে আখ্যান,
এই হেতু এত দিন করিনি বর্ণন।
পুত্রধনে বঞ্চিত, সন্তাপে হরি কাল,
পুত্র বর মাগি নিত্য মহেশ-চরণে,
কত দিনে এল এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
দীর্ঘ জটারাশি—
গঙ্গাধর আপনি উদয় যেন।
আশ্বাসিয়া মধুর বচনে
কহিলেন যোগীবর,—
'পাইবে মা, উত্তম নন্দন,
শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত কর স্বামী সনে'।
বর দিয়া যোগীবর করিল পয়াণ,
নৃপতিরে কহিলাম সকল বারতা।
তৃষিত চাতক যথা ঘন দরশনে,
নরনাথ আনন্দে অধীর।
বর্ষ তিন করিলাম শিবচতুর্দ্দশী,
চতুর্থ বৎসরে দিন হইল উদয়,
তবু মম পুত্র না জন্মিল ;

যোগীর বচনে হ'ল সংশয় উদয়,
সংযম না করিলাম ত্রয়োদশী দিনে।
পূর্ণ। হাঁ মা, পিতার কি হইল সংশয় ?
ইচ্ছা। বিশ্বাস দুর্লভ অতি জেনো বাছাধন,
অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।
পূর্ণ। কিসে তবে পুত্রবতী হ'লে গো, জননি ?
ইচ্ছা। শুন,—
উদ্যানে আনন্দে আছি, নৃপতির সনে
শ্রদ্ধাহীন চতুর্দ্দশী-ব্রতে ;
যবে গভীরা যামিনী—
অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘ-জটাধারী।
পূর্ণ। স্বপনে জননি ?
ইচ্ছা। নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ সে তেজঃপুঞ্জকায়,
ভস্ম-ভূষা, উজ্জ্বল নয়ন-আভা,
জলদগভীর স্বরে কহিল সন্ন্যাসী,—
'দেব-বাক্য কর অবিশ্বাস ?
অবশ্য হইবে লাভ উত্তম নন্দন,
কিন্তু তোমা দোঁহা প্রতি বিধি বিড়ম্বন ;
দেব-বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছ, নারী,
পুত্র ধরি' পাবে তুমি অশেষ যন্ত্রণা।'
গভীরে সম্ভাষি নৃপে কহে উদাসীন,—
'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস,
পুত্রমুখ-দরশনে দ্বাদশ বৎসর,
বঞ্চিত রহিবে তুমি শুন, নরবর।'
সভয়ে দু' জনে ধরি' সাধুর চরণ,
করিলাম কতই মিনতি।
কহিল সন্ন্যাসী, অগ্রে সম্বোধি' আমায়,—
"পাবে পুত্র দীর্ঘজীবী সর্ব্বসুলক্ষণ,
পুত্র রাখি' যাবে পরলোকে,
বিশ্বাস যদ্যপি কর আমার বচন,
কভু নাহি হবে সন্তাপিত ;
রমণীর অধীর হৃদয়—
এই হেতু মার্জ্জনা তোমার ;
অবিশ্বাস কভু নাহি কর' আর,
সযতনে পুত্রে সদা দিবে উপদেশ,
ঈশ্বর-প্রত্যয় যেন জন্মে দৃঢ় তার।"
পূর্ণ। প্রসন্ন পিতার প্রতি হ'লেন তাপস ?
ইচ্ছা। ভূপেরে সম্ভাষি, কহিল সন্ন্যাসী,—
"দ্বাদশ বৎসর নাহি হের পুত্রমুখ ;
বাক্য মম কর যদি হেলা—
সেই দিন যেতে হবে শমন-সদনে ;
সাধু সদাশয় পাইবে তনয়,
পবিত্র হইবে বংশ তনয়ের গুণে,
পিতৃ লোক পাবে উচ্চ গতি।"
পূর্ণ। মা গো, কেবা সে সন্ন্যাসী,
কোথায় বসতি তাঁর ?
ইচ্ছা। বৎস, কিছু নাহি জানি ;
সাধিলাম বহু যত্নে পূজা লইবারে,
যোগীরাজ পূজা না লইল ;
কহিলেন মোরে,—
"পুনঃ হবে দেখা,
সেই দিন পূজা তোর করিব গ্রহণ ;
কর চিত্ত সংশয়-বর্জ্জিত।"
এত কহি' গেল চলি' যোগীবর,
যেন শূন্যে মিশাইল !
নীরব রহিনু দুই জনে ;
কত দিনে চাঁদমুখ দেখিনু তোমার।
পূর্ণ। মা গো,
হেরিতে সে যোগীবরে বড় হয় সাধ ;
পাই যদি, পূজি দুটি রাজীবচরণ,
কভু তাঁরে নাহি ছাড়ি পূজা না লইলে।
ইচ্ছা। শুন, বৎস, হয় মম সার্থক জীবন—
ঈশ্বর-প্রত্যয় যদি জন্মে তোর মনে ;
ঋণী আছি যোগীর চরণে,
দিতে তোরে উপদেশ ;
রাখ যদি ঈশ্বরে প্রত্যয়,
সংসারে নাহি আর ভয় ;
দেখো যেন দুঃখে সুখে মতি নাহি টলে।
পূর্ণ। মা গো, তব আশীর্ব্বাদে যোগীর প্রসাদে,
রাখিব গো মন স্থির,
না হব প্রত্যয়হারা।
ইচ্ছা। যদি কভু হয় মতিভ্রম,

শুন শুন মাতার বচন,—
যোগীবরে ক'রো রে স্মরণ।
অন্তর্যামী জেনেছি নিশ্চয়,
কৃপা হবে তাঁর—সংশয় হইবে নাশ।
পূর্ণ। কৃপাদৃষ্টি যদি মোরে করেন ঈশ্বর,
যতনে পালিব, মাতা, বচন তোমার ;
যতক্ষণ রাজদূত না আসে লইতে,
শুনিব শ্রীমুখে তব—বাসনা, জননি,
কি ভাবে ভাবিব মা গো, ঈশ্বর-চরণ ;
সবিশেষ কর গো বর্ণন,—
দুঃখে সুখে কেন টলে মন ?
শুনেছি গো দুঃখ-সুখ-মাঝে দোলে নর ;
তবে কি মা, নিরন্তর সংশয়ের ডর,
অবকাশ নাহি কি, জননি ?
ইচ্ছা। ঈশ্বর মঙ্গলময় করুণানিদান,
স্নেহ তাঁর তোমা' প্রতি আমা' স্নেহ হ'তে ;
কদাচিৎ বিস্মৃত না হও, যাদুমণি,
মাতৃ-পয়োধরে দুগ্ধ জনমের আগে,
মাতার হৃদয়ে স্নেহ কৃপায় যাঁহার,
সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর,
অহঙ্কার-অন্ধকার-ঘোরে।
হায়! দেখিতে না পায়,—
সৌভাগ্য উদয় তার বিভুর কৃপায় ;
ভাবে মনে—নিজ গুণে সুখের ভাজন।
অশান্ত হইতে যবে বালক বয়সে,
বুঝালে না মানিতে বচন,
তব ইষ্ট-কামনায় করেছি পীড়ন,
তাড়নায় করেছ রোদন ;—
এবে দেখ সে সকল মঙ্গলের তরে।
এই মতে জেনো স্থির—মঙ্গল-আলয়
দুঃখ দেন নরে তার শিক্ষার কারণ ;
মূঢ় মন না বুঝে সে অপার করুণা,
ভাবে—কেন বিনা দোষে এ হেন যন্ত্রণা ?
দানবের কল্পনা এ ধরা ;
কেহ বলে—'কোথায় ঈশ্বর ?
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে।'
অনিয়ম স্রোতের অধীন সবে ভাসে ;
কিন্তু, ধীর জন দুঃখে সুখে দৃঢ় রাখে মন,
নেহারে মঙ্গলময় বিভুর বদন ;
আকিঞ্চন—সেই মত রেখো মতি স্থির ;
কখন' তোমারে নাহি দিব অন্য ভার।
পূর্ণ। তোমা' সম মম প্রতি স্নেহ কি মা, তাঁর ?
ইচ্ছা। এ হ'তে অনন্ত গুণে করুণা তাঁহার—
বিন্দু মাত্র যেই স্নেহ বসে মম হৃদে।
পূর্ণ। তবে আর কি ভয় সংসারে ?
জয় জয় মঙ্গল-আলয়!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। দেবি, রাজদূত কুমারকে নিতে এসেছেন, নগর-তোরণে রাজা পারিষদ্‌বর্গ ল'য়ে কুমারের জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন। মহারাজের বাসনা—এত দিন কুমার আপনার কোলে ছিলেন, আজ আপনি গিয়ে তাঁর পুত্র তাঁর কোলে দেন।

ইচ্ছা। রাজদূতকে অভ্যর্থনা কর, আমরা সত্বর প্রস্তুত হ'চ্চি। আয়, বাছা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সেবাদাস ও দামোদর।

সেবা। কি হে তুমি হেথা—গুরুদেব কোথায় গেলেন ?

দামো। তাঁর বেটাকে দেখ্‌তে।

সেবা। কি, এ প্রদেশে তাঁর কি কোন প্রিয় শিষ্য আছে ?

দামো। শিষ্য তোমায় কে বল্লে, আমি বল্লেম্ 'বেটা', তুমি বল্লে 'শিষ্য'!

সেবা। ছি! কি বল ? গুরুদেবের যে কলঙ্ক হয় ; তিনি সংযমী মহাপুরুষ ; শিষ্যই তাঁর 'পুত্র'।

দামো। তুমি রাগ'লে আমি কি ক'র্‌ব বল ? তিনি বল্লেন 'ছেলে'—তুমি জোর ক'রে ব'ল্‌বে 'শিষ্য'!

সেবা। তিনি ব'লে গেলেন 'পুত্র' ?

দামো। বলে গেলেন না ত রাতারাতি আমি গ'ড়্‌লুম্ ?

সেবা। মহাপুরুষের লীলা আমরা কি বুঝ্‌ব বল?

দামো। লীলা তাঁর খেলা, আর আমাদের মহাপাতক! বলি, তুমি ত বার খুব কাঁদাকাটি ক'রে ধ'রেছিলে দেখ্‌লুম্—তা নূতন কিছু পেলে?

সেবা। হাঁ, প্রভু আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, কয়েক দিন সাধুসেবা ক'রলেই আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; সাধুসেবায় নিষ্পাপ হ'লে, আমায় পূর্ণ অবস্থা প্রদান ক'রবেন।

দামো। সাধু ত গুরুদেব, আর দিন কতক তাঁরই ত সেবা? সে সেবা এখন শীগ্‌গির ফুরুচ্চে না—তার জন্য চিন্তা নাই; তুমি ত বার বৎসর সঙ্গে ফিরুছ, আমি চেলাগিরিতে ঘেটের কোলে ঘোলোয় পা দিইছি!

সেবা। দেখ দামোদর, আজ তোমার এ কিরূপ ভাব? বার বছর সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছি বটে, কিন্তু, পদে পদে অপরাধ ক'রেছি; আপনার দোষেই সিদ্ধত্ব লাভ হয় নি। গুরুদেবের অপার করুণা—বার বার মার্জ্জনা ক'রেছেন; আমার কি চিত্ত স্থির হ'য়েছে? অঙ্গনার কটাক্ষ এখন' সহ্য হয় না।

দামো। তা ভাই, তোমাকে গুরুদেব আশ্বাস দিয়েছেন, তুমি সাধুসেবা কর গে,—সে সাধু কোথায় থাকেন?

সেবা। আমি আপাততঃ অবগত নই।

দামো। সাধু কে, তা বুঝেছি।

সেবা। তুমি কি তাঁকে জান?

দামো। সাধুর পুত্র সাধু, গোরোক্‌নাথের পুত্র একটা কিছু দিগ্‌গজনাথ!

সেবা। দামোদর, তুমি কি আমার গুরু-ভক্তি পরীক্ষা ক'রছ?

দামো। ওহে, ভক্তিই কর আর যাই কর, আর বড় কিছু পাচ্চ না; যে ক'টা আসন ছিল তা মেরে দেওয়া গিয়েছে, যোগের আর বাকি কি যে, তা নেবে? আর যদি দু'ট একটা থাকে, তা আর দিচ্চে না, আপনার বুজ্‌রুকির জন্য রইল।

সেবা। নরাধম, গুরুনিন্দা করিস্?

দামো। বলি, শোন না, তার পর চোটো। আমি অমন তোমার মতন ভিরকুটি ষোল বৎসর ক'রে আসছি, আমি কেঁদে কেটে পায়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম্ যে, প্রভু, শিক্ষা কত দিনে অবসান হবে? তাতে উত্তর ক'রলেন, 'শিক্ষার অন্ত নাই, যোগীবর মহাদেব আজও যোগ শিক্ষা করছেন'। উনি যত দিন না মরেন, তত দিন আর তল্‌পি বওয়া ঘুচ্চে না। আপনি চল্লেন পুত্র দর্শনে, আমায় ব'লে গেলেন, 'এ পাপস্থান, এ স্থানে ব'সো না।' এ গাছের তলায় বস্‌তেও দোষ!

সেবা। এ কি বিড়ম্বনা! এ পাপস্থানই বটে, আমি চল্লেম্। [সেবাদাসের প্রস্থান।

দামো। যা, তুই যা, আমি একটু নিদ্রা দিই; একটা চেলা চুলি দেখে নেব—পাটা টিপ্‌বে, ভিক্ষা টিক্ষা কর্ব্বে—আর পারা যায় না ঘুরতে, আজ থেকে চেলাগিরি ইস্তফা। (অন্তরালে প্রস্থান)

(সারী ও সুন্দরার প্রবেশ)

সুন্দরা। দেখ সারি, তুই যদি রাণী ব'ল্‌বি, কি মান্য ক'রে কথা ক'বি ত তোর গালে আমি ঠোনা মার্ব্বো; কি বল্‌ছিলি বল্—সন্ন্যাসী ব'লে গিয়েছিল, বার বছর মুখ দেখ্‌তে নেই, তার পর?

সারী। তার পর আর কি, রাণী ইচ্ছা সহরের বাইরে বাগানে ছেলে নিয়ে রইল। আজ বার বছর পূর্ণ হ'য়েছে, তাই রাজা আজ ছেলে দেখ্‌বে। আহা, নগর যে সাজিয়েছে, যেন ছবি খানি! আর, ঘরে ঘরে গান বাদ্য নৃত্য হ'চ্চে, তুমি চল না—দেখ্‌তে যাবে?

সুন্দরা। আঃ দূর মড়া, বুড় মড়া শালিবান্ আমায় চেনে।

সারী। কি ক'রে চিন্‌লে?

সুন্দরা। তুই যখন জ্বালামুখী যাস্, একদিন দেখি, বুড়ো পিরীত কর্ত্তে এসেছে। ওলো কি ব'ল্‌ব—ঘাটের মড়া লো, ঘাটের মড়া! বলে—'সুন্দরি, তুমি আমায় বরমাল্য প্রদান কর।'

সারী। তুমি কি ব'ল্লে?

সুন্দরা। আমি বল্লুম—'সারী আসুক, তার সঙ্গে বে দেব।

সারী। সত্যি, কি 'বল্লে?

সুন্দরা। কি আর ব'লবো,—বুড়ো মানুষ ব'লে মাথা মুড়িয়ে দিই নি; ঢের রেয়াত ক'রেছি। সে মড়ার যে চাউনি লো, সে এখন তোরে পেলে বে করে।

সারী। তোমায় পেলে নয়?

সুন্দরা। বুড়ো ভারি লোভাত্বে লো—আজ বছর খানেক হ'ল, একটা চামারের মেয়ে বে ক'ল্লে!

সারী। সত্যি না কি?

সুন্দরা। হাঁ লো, নিমন্ত্রণের পত্র এসেছিল, মন্ত্রী আমায় যেতে দিলে না।

সারী। মা গো, আর কি ক'নে জুটল না? কে জোটালে?

সুন্দরা। ছুঁড়ি পাতকোর জল তুল্‌ছিল, রাজা মৃগয়া কত্তে গিয়ে দেখেই মোহিত! তোকে যার জন্যে ডেকেছি শোন; মন্ত্রী আমায় দেশে যেতে পত্র লিখেছে,—আমার বাপের বন্ধু—নেহাত কথাটাও ঠেল্‌তে পারি নে।

সারী। কেন, চল না? তুমি এমন ছদ্মবেশে কত দিন বেড়াবে?

সুন্দরা। আমার যত দিন ইচ্ছা। দেশে গিয়ে কি কর্ব্বো?

সারী। দেখ সখি, তোমার মনের বিকার আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার যৌবনকাল, আর কুমারী থেক না।

সুন্দরা। সারি, তুই আজ আমায় নূতন উপদেশ দিতে এলি? আমার শস্যশালী রাজ্য, পূর্ণ ধনাগার, নতশির শত্রু—তবে কেন আমি দেশে দেশে সামান্যের ন্যায় ভ্রমণ ক'চ্চি?—দেখ, আমায় রাণী ব'ল্লে আমার ম'নে আগুন জ্বলে, মনে ভাবি—আমার রাজা ত নাই! সকল আমোদ-প্রমোদই আমার তিক্ত বোধ হয়। আমার অদৃষ্টে বিধাতা বর লেখেন নাই—আমি চির-কুমারীই থাকব।

সারী। 'বর নাই' কেন বল ভাই? তোমার মন নাই, তাই বল। কত রাজা, রাজকুমার তোমার জন্যে এল; কারুর গোঁপ মুড়িয়ে দিলে, কারুর মাথা মুড়িয়ে দিলে, ওমা, সন্ন্যাসীগুলোরও জটা কেটে নিলে! তুমি ভাই, রূপের গরবেই গেলে।

সুন্দরা। তুই বলিস্ কি? যে সে কি পতির যোগ্য? আমি যার দাসী হব, সে কি স্ত্রীলোকের কথায় গোঁপ মুড়িয়ে যায়? আমার যিনি পতি, তিনি বীর, ধীর, প্রশান্তস্বভাব। যে আমার পতি—আমি দেখলেই জান্‌তে পার'ব, তিনি এলেই তাঁর চরণে আমি অবনত হব। পতির জন্যে আমি যা ক'রেছি, বোধ করি, কোন নারী তা করে নাই। দেখ্‌লেম, পৃথিবীতে পুরুষ নাই। যে বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্ব্বাক্ হ'ল; যে ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার ধনাগার দৃষ্টে চমকিত হ'ল; রূপ-গর্ব্বিত, আমার রূপ-দর্শনে দাস হ'য়েছে। পুরুষের প্রধান গর্ব্ব তরবারি, রণস্থলে বিপক্ষ-রাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ ক'রেছে। তবে, তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে বল, কার দাসী হ'তে বল? সারি, তোর সেই গানটি গা'।

(সারীর গীত)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি, মিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজ্‌তে পরে, সাধ ক'রে, সই, মন কি সরে?
থাকতে বশে প'ড়ব ফাঁসে যেচে কার তরে?
জোরে মন কেড়ে নিতে—যে পারে, সই—সেই পারে!

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। আরে বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ, কি গান রে! মরি, মরি মরি! আবার মরার উপর মরি—কি রূপ রে! ব্যোম্, ব্যোম্।

সারী। প্রভু, প্রণাম হই; আপনি কে?

দামো। আমি—আমি গোরক্ষনাথ।

সারী। প্রভু, কি সৌভাগ্য!

দামো। আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এলেম।

সুন্দরা। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) ওলো সারি, এই সন্ন্যাসীটে ভণ্ড, এ কোন পুরুষে—গোরক্ষনাথ নয়। তিনি মহাত্মা; দেখ্‌ছিস্ নি, মা ব'ল্লে ডাক্‌ছে না।

দামো। তোমরা এস, আমার কাছে ব'স।

সুন্দরা। ব'স্‌ছি; সন্ন্যাসী ঠাকুর, একটা গান শুনবে?

দামো। আচ্ছা, শোনাও। আমি যোগী, স্ত্রীলোকের গান শুনি নি, তবে, তোদের কৃপা করেছি তাই।

(সুন্দরা ও সারীর গীত)

বাহার—ভরতঙ্গা।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী—

সুন্দরা। না, আর গাইব না।

দামো। গাও, গাও—আমি শুনব।

সুন্দরা। তুমি আমাদের সঙ্গে নাচ ত গাই।

দামো। এঁ্যা, সন্ন্যাসী নাচে ?

সুন্দরা। না নাচ, তবে চল্লেম।

দামো। আচ্ছা, গাও গাও; তোমায় কৃপা ক'রেছি—আমি নাচ্‌চি।

(সুন্দরা ও সারীর গীত)

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী—
আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসী!
ছি ছি লো, হ'ল একি দায়, ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায় ?
কে জানে কি আছে মনে, কায কি,—সরে আয়।
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি ?
শেষে ছাই, মাখ্‌ব কি ছাই, ভাল না ত এ হাসি।

সুন্দরা। চল্ লো, সারি।

দামো। যাস্‌নে, যাস্‌নে, আমি তোদের ভাল ক'র্‌ব।

সুন্দরা। না ঠাকুর, তোমার মুখখানি বেশ দেখে আমি তোমার কাছে বসি, আর তুমি ভুলিয়ে যোগিনী কর! তোমার চাঁদমুখ দেখে কি আমি শেষে পথে পথে ফির্‌ব ?

দামো। আরে, না, না—ব'স ব'স।

সুন্দরা। আহা, সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার কি রূপ!

দামো। দেখ, আমি স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নে; তবে, তোকে কৃপা করেছি; আমি গোরক্ষনাথ—জানিস্ সাক্ষাৎ শিব; ব'স্, কাছে এসে ব'স্।

সুন্দরা। ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ! আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার ঠেয়ে যোগ শিখ্‌ব—তা কাছে দাঁড়াতে পারি নি।

দামো। তুমি যদি যোগ শেখ ত আমি বেশ ক'রে জটা ধুই।

সুন্দরা। ধুলে কি ও ভেপ্‌সো গন্ধ যাবে ? কেটে সুগন্ধ মাখ্‌তে হয়; আর কাজ নাই, বাপু, যোগ শেখায়! অম্‌নি ক'রে ত ছাই মাখ্‌তে হবে ?

দামো। না, না, তুমি যোগ শিখ্‌লে ছাই মাখা'ব না—চন্দন মাখিয়ে শেখাব।

সুন্দরা। আর—তোমার জটা ত থাক্‌বে? তা হ'লেই বাছে বসেছি! জটা ত নয়, যেন তালের গোঁটা! অমন চাঁদপানা মুখ খানা—অমন জটা রেখেছ কেন? যোগ শিখ্‌লে ত আমায় অম্‌নি জটা রাখ্‌তে হবে ?

দামো। না, তোর জটা রাখ্‌তে হবে না।

সুন্দরা। না, না, আমার যোগ শেখায় কাজ নেই; তোমার অমন রূপ, জটা রেখেছ দেখে আমার প্রাণ কেমন করে। (সারীর প্রতি) আয় লো সারি, (দামোদরের প্রতি) চল্লেম।

দামো। দেখ, তোমায় আমি কৃপা ক'রেছি, তুমি যদি যোগ শেখ ত, আমি জটা কেটে ফেলি।

সুন্দরা। আহা! ঠাকুর, তোমার এত কৃপা ? তবে আমার ঘরে এস।

দামো। যখন তোমায় কৃপা ক'রেছি—চল।

সারী। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) সখি, তোমার এ কি রীত ?

সুন্দরা। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) এই আমার খেলা।

সারী। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) ছি! এ খেলায় অপরাধ হয়।

সুন্দরা। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) পূর্ণচন্দ্র দেখে লোক মোহিত হয়—সে কি চন্দ্রের অপরাধ ?

দামো। তোমরা কি ব'ল্‌ছ ?

সুন্দরা। সারি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে—সন্ন্যাসী-ঠাকুর কি আমায় শেখাবেন ?

দামো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দু'জনকেই শেখা'ব।

সুন্দরা। আসুন না—ব'সে রইলেন যে ?

দামো। চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শালিবাহন ও পূর্ণচন্দ্র।

শালি। বৎস,
অমর-বাঞ্ছিত এই সুন্দরী নগরী,
সযতনে রক্ষা করি তোমার কারণ।
ফুল্লমতি প্রজাগণ তব দরশনে,
অভিলাষ উল্লাসে প্রকাশে,
বৃদ্ধ-পরিবর্ত্তে হোক্ নবীন ভূপতি।'

প্রজার উল্লাসে ভাসে আনন্দে হৃদয়,
নাহিক বাসনা অন্য ঈশ্বরের পদে,
অঙ্গজে অর্পিয়া রাজ্য পরম কৌতুকে
নিশ্চিন্ত হরিব কাল্ এ' বৃদ্ধ বয়সে,
অন্তকালে তোর কোলে ত্যজিব এ দেহ।

পূর্ণ। উদ্যানে মাতার সনে ছিলাম যখন,
কত আমি করেছি রোদন,
শ্রীচরণ দেখিবারে হ'ত কত সাধ!
আজি প্রসন্ন দেবতা—
অর্পিলেন মাতা মোরে তোমার চরণে;
জননী-অঞ্চল ধরি' ভ্রমণ উদ্যানে—
সংসার-বারতা, তাত, না জানি কেমন;
নাহি জানি পিতৃসেবা, পিতার সম্মান—
অপরাধী হই যদি করো গো মার্জ্জনা।

শালি। অপরাধ তোর?
বংশের দুলাল তুই, নয়ন-আনন্দ,
নাহি জান পিতৃস্নেহ, আরে রে অবোধ!
বুঝিবি বুঝিবি যবে হ'বি পুত্রবান্,
অপরাধ করিব মার্জ্জনা;
শিখায়ে দিয়েছে বুঝি জননী তোমার?
দেখাইব কেবা কত জানেরে আদর—
রাজ্যের সর্ব্বস্ব তুমি কুলের শেখর!

পূর্ণ। শুনিনু জননী-মুখে দুরন্ত সংসার,
পদে পদে অপরাধী হয় তাহে নর,—
তাই ডরি, হে ভূপাল, অবোধ অজ্ঞান,
লালিত মাতার অঙ্কে চঞ্চল সন্তান।

শালি। বৎস, দরিদ্রের—দুরন্ত সংসার,
কণ্টক-আগার, ভীতিপূর্ণ চির দিন।
পাতিয়া কুসুম-শয্যা নৃপতির তরে,
সভয়ে সংসার রহে নৃপের সদনে।
আজ্ঞা মাত্র অবনত শত শত শির,
আজ্ঞা মাত্র খোলে অসি শত শত বীর,
আজ্ঞা মাত্র নীর সম ঢালিবে রুধির,
কোথায় তিমির ঘটা, উদিলে মিহির?

পূর্ণ। কণ্টক কি নাহি পিতা কুসুম-শয্যায়?

শালি। নাহিক কণ্টক-কীট জানিবে অচিরে।

(দূতের প্রবেশ)

আরে মূঢ়,
জীবনের সাধ মম পূর্ণ এত দিনে—
নির্জ্জনে নেহারি আমি পুত্রের বদন,
জীবনের নাহি কর ডর,
কি সাহসে পশিলি এখানে?

দূত। মহারাজ, দাসকে অভয় দিন, লুনাদেবী পত্র প্রেরণ ক'রেছেন, অধীনের অপরাধ নাই।

শালি। এঁ্যা! লুনা—পত্র—(পত্রপাঠ) এখন কি কবি?
বৎস, ক্লান্ত তুমি নগরভ্রমণে,
ক্ষণেক বিশ্রাম কর।
রজনীতে বার দিতে হবে সভা-মাঝে,
পারিষদ্‌বর্গ পূজা করিবে তোমায়;
যত দিন উৎসব না হয় অবসান,
তত দিন, বৎস, তব নাহিক বিরাম।

পূর্ণ। দেবতা পূজার যোগ্য—শুনেছি ভূপাল,
কিবা হেতু পূজিবে আমায়?

শালি। ভূপতির পূজা অগ্রে দেবতা রাখিয়া,
ক্রমে ক্রমে জানিবে সকলি;
এস, বৎস, দিতে হবে পত্রের উত্তর।

[পূর্ণচন্দ্রের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

পরামর্শ মন্ত্রী সনে—মন্ত্রী হবে বাদী;
গুণবতী ইচ্ছা অতি পতিপরায়ণা,
জানাব সকল কথা—যাচিব মার্জ্জনা।

(ইচ্ছার প্রবেশ)

ইচ্ছা। মহারাজ, পূর্ণের আর আনন্দ ধরে না, বলে,—"মা, তোমার চেয়ে মহারাজ আমায় আদর ক'র্‌বেন, বলেছেন।"

শালি। শুন রাণি, শুভ দিনে ঠেকিয়াছি দায়,
আমি অতি অপরাধী তোমার সদনে;
মহিষি, মার্জ্জনা কর ধরি হে চরণ।

ইচ্ছা। এ কি কর? ছি ছি মহারাজ!—
তুমি স্বামী—দাসী আমি সেবিতে চরণ;
পতির কি অপরাধ সতীর সদন?

শালি। প্রিয়ে, আমি অতি দোষী, শুন বিবরণ,—

আছিলে দ্বাদশ বর্ষ পুত্রের পালনে—
তোমা' সনে কদাচ হইত দেখা,
একা বাস শূন্য রাজপুরে !
একদা মৃগয়া হেতু পশিলাম বনে,
কুক্ষণে হে, বারি-অন্বেষণে,
আসিলাম কূপ-সন্নিধানে—
কি কহিব—মজিলাম কি বিপদে ?

ইচ্ছা। কহ, নাথ, কি হইল পরে,
দাসী সনে সূচনার কিবা প্রয়োজন ?

শালি। হেরিলাম—সুন্দরী রমণী,
যৌবন-স্ফুটনোন্মুখী,
বারি হেতু আসিয়াছে কূপপাশে ;
পাপ আঁখি মুগ্ধ মম, রূপের ছটায় !
প্রিয়ে, কৃপায় মার্জ্জনা কর।

ইচ্ছা। ধরণীর অধীশ্বর তুমি প্রাণনাথ !
আছে হে নিয়ম—
রাজার চরণ সেবে শত শত নারী ;
যাহে তব মন, করহ গ্রহণ,
দাসীর কি মানা আছে তা'য় ?
ভগ্নীসম আমি তারে করিব যতন ;
তব ইচ্ছাধীন দাসী জেনো নরনাথ !

শালি। গুণবতী তুমি, সতি, নাহিক তুলনা !
বিধি-বিড়ম্বনা—
হইয়াছে উদ্বাহ নির্ব্বাহ—
মরি হে, সরমে,
গলগ্রহ রেখেছি গোপনে,
মন্ত্রী মাত্র জানে সমাচার।

ইচ্ছা। কেন, কেন প্রাণনাথ, রেখেছ গোপনে ?
চল যাই ভাগ্যবতী রূপসী সদনে,
আদরে ভগ্নীরে আমি আনি রাজপুরে।

শালি। করেছি কদর্য্য কার্য্য শুন লো, মহিষি,
ঘৃণিত চামার বংশে জনম তাহার।

ইচ্ছা। পঙ্কে হয় পদ্মিনী বিকাশ,
দেবতা মস্তক 'পরে শোভে সে নলিনী।
শুন, গুণমণি,—যেবা তব আদরিণী,
হীন বংশ তার কিবা ?
আমি রাণী যে পদ-পরশে,
ভগিনী আমার রাণী সে চরণ ধরি'।

শালি। জানি হে মহিষি, তব অসীম মহিমা,
শত অপরাধে ক্ষমা করিবে আমায় ;
কিন্তু দেখ দায়,—
কুমারে সে দেখিবারে চায় ;

(পত্র প্রদান)

নহে, কহে, অভিমানে ত্যজিবে জীবন।

ইচ্ছা। সে ত রাজরাণী, সেও ত জননী—
মম সম কুমারে তাহার অধিকার,
পুত্র পাবে মাতার প্রসাদ—
বিষাদ কি হেতু তাহে ভাব নরনাথ ?

শালি। অতুলনা হে ললনা, পতিভক্তি তব ;
অধিক কি ক'ব—
ঋণপাশে চিরবদ্ধ রহিলাম রাণি !

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

বৎস, হ'য়েছে কি শ্রম দূর ?

পূর্ণ। পিতা, নাহি শ্রম।
যেতে পারি শত ক্রোশ অশ্ব-আরোহণে ;
জিজ্ঞাস 'মাতায়—
সারাদিন ফিরি তবু নাহি হয় ক্লেশ।

ইচ্ছা। পূর্ণ, আর (ও) তোর আছে রে জননী ;
এস, বৎস, তাঁর পদে করি নমস্কার।

পূর্ণ। চল, তবে।

শালি। আসিয়াছে দূত তোরে লইতে আদরে,
আগত ভূপালগণে করিতে সম্মান,
রব আমি রাজপুরে ;
যাও তুমি দূতের সহিত।
এস প্রিয়ে !—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লুনার কক্ষ

লুনা ও জম্বু।

লুনা। হায়, পিতা হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! সতীন-পোকে পত্র লিখে ডাকৃতে পাঠালে, আমার জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হ'চ্চে।

জম্বু। আমি দশ বার বারণ কল্লুম, ফের পণ্ডিতি কথা কচ্চিস, পোড়ারমুখি? ফের্ 'পিতা পিতা' বলিস? প্রাণনাথ বলিস, তোর বুড়ো ভাতারকে। আমি চামার—পণ্ডিতি কথা আমার সাথ্? যে পণ্ডিত রেখে তোরে কথা শিখিয়েছে, তারে পণ্ডিতি ক'রে পিতা বলিস্। আমি চামার—আমার সাথে চামারে কথা ক! আমি চামার-বুদ্ধি খাটিয়ে তো'র রাজার সাথে বে দিলুম, আর আমার সঙ্গে গালি-গালাজ কল্লি?

লুনা। তুই রাজা বে দিয়েছিলি, না রূপে রাজা বশ হয়েছিল? রাজা আসুক, আমার সতীন আছে বলে নি—আবার সতীন্ পো!

জম্বু। রাজা এখন ছেলের মুখ দেখেছে, তোর মুখে এখন জুতার বাড়ী মার্ব্বে। আমি যদি না থাকৃতুম্ ত তোকে এত দিন পয়জার দিয়ে খেদ্ড়ে দিত।

লুনা। তুই যেমন চামার, তোর চামারের মতন কথা; রাজাকে মলের মতন পায়ে দিয়ে আমি বাজিয়ে বেড়াই।

জম্বু। কৈ, আজ তিন দিন বেটা আন্বার রোস্নাই হচ্চে, তোর মুখে ঝাড়ু মারে নি?

লুনা। ঝাড়ু মারে নি, আজ এলে আমি ঝাড়ু মার্ব্বো; তুই চামার, চামারের বেটা চামার; তোর কথায় আমি সতীনপোকে আন্তে পাঠালুম, আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুব্তে মন হ'চ্ছে।

জম্বু। সতীনপোকে যদি আদর ক'রে না চিঠি লিখ্তিস্, তোরে কুওয় আপ্নি ফেলে দিত। রাজার আদরের ছেলে তা জানিস্ পোড়ারমুখি? সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে ছেলে তা জানিস্ জুতাখাকি?

লুনা। আদরের ছেলে আছে জানিস্ ত আমায় বে দিলি কেন? আমার অমন জুয়ান ভাতার ছিল।

জম্বু। আবার সে কথা, পোড়ারমুখি? রাজা জান্লে তোকে গেড়ে ফেল্বে।

লুনা। তুই ছেলের কথা আমায় বলিস্ নি কেন্?

জম্বু। আ মর! কে জানে? ছেলে লুকান ছিল। তুই ছেলে এলে খুব দরদ্ কর্ব্বি, ছেলে তোকে মা জান্বে; তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্ব্বি? ছেলে রাজা হ'য়ে তোকে খেদিয়ে দিবে, বুড়া রাজা সব দিন বাঁচ্বে?

লুনা। দরদ্ করবে, দরদ্ কর্বে, দরদ্ কর্বে! সতীন-পো আমার হবে!

জম্বু। তুই পোড়ারমুখী কথা শুন্বি নি; আমি ত তোকে ব'লেছিলুম,—যে পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখিস্ নি, ভাল কথা কইতে শিখিস্ নি, চামারের কথা ভুল্বি—বুদ্ধি ভুল্বি! তুই রাজাকে খোস্ কর্তে প্রাণনাথ শিখ্লি, আর চামারের বুদ্ধি ভুল্লি! তুই মা হ'বি, আমি দাদা হব এক দিন আদর ক'রে লাড্ডু খেতে দিব—বিষ দিয়ে দিব! ছেলে মর্বে, আমি পালাতে পারি—পালাব; না হয় গর্দ্দান দিব; বুড়া রাজা ম'লে—তোর ছেলে হয় রাজা ক'র্বি, নয় তোর ভাইকে রাজা ক'র্বি, চামারের বেটী! বুদ্ধি শুন্লি জুতাখাকি?

লুনা। আচ্ছা বাপ, তুই যদি ছেলে মার্বি, রাজা রেগে তোকে মার্বে, আমায় মার্বে।

জম্বু। তোকে মার্বে কেন, তুই কি বিষ দিবি? আমি আদর ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব; চামারের বুদ্ধি শুন্লি, চামারের বেটী?

লুনা। বাপ, তুই বেশ বুদ্ধি ক'রেছিস্।

জম্বু। ঐ ডঙ্কা পড়্চে, আমি চল্লুম, ছেলে আস্ছে।

লুনা। আমি দরদ্ কর্ব্ব; বাপ, তোর খুব বুদ্ধি!

জম্বু। রাজা পণ্ডিত রেখে তোকে লেখা শিখিয়েছে, ভাল কথা কইতে শিখিয়েছে; পণ্ডিত পড়া দিতে জানে—বুদ্ধি দিবে? চামারের বুদ্ধি, আমার সাত পুরুষ চামার, হাঁ!

[জম্বুর প্রস্থান।

(একজন সখীর প্রবেশ)

সখী। মহারাণি, যুবরাজ এসেছেন।

লুনা। এখানে আন।

[সখীর প্রস্থান।

আমার মাথা নিচু হ'চ্ছে—সতীন-ছেলে ঘরে ডেকে আন্‌লুম্।

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

পূর্ণ। জননি, আশীর্ব্বাদ করুন্।

লুনা। আজ আমার সুপ্রভাত—তোমার চন্দ্রবদন দেখ্‌লুম্। (স্বগত) আরে, সত্যি, চাঁদপানা মুখ! আরে, আরে, ফুলপানা দাঁত! আরে, আরে, কি আঁখি রে!

পূর্ণ। মা, আজ আমার কি শুভ দিন, আজ আমি পিতার চরণ বন্দন ক'র্‌লুম, তোমার পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌লুম! জননি, জননি, সন্তান কি অপরাধী?—

লুনা। মরি মরি! ভূতলে কি পূর্ণ শশী?
কিবা রতি-আশে এসেছে মদন!
উহু, মরি মরি—
নয়নে বরষে ফুলশর!
অঙ্গ জর জর,
থর থর, কাঁপে থর থর,
পিপাসীরে সুশীতল বারি কর দান।

পূর্ণ। এ কি!
কোথায় জননী—কারে করি সম্ভাষণ?
কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে?

লুনা। কহ কথা, র'ওনা নীরব,
ঢাল রে বচনসুধা—জুড়াক জীবন।

পূর্ণ। কহ, কার এই পুরী—কে তুমি সুন্দরি,
কোথায় জননী মম?
কহ, তুমি কেবা ছদ্মবেশী—
পাপকথা কহ কি কারণ?

লুনা। শুন গুণমণি,
প্রেমাধিনী দাসী তোর আমি,
সতিনী জননী তোর!
বৃদ্ধ রাজা পশে কবে কালের কবলে—
আমি কি হে নারী যোগ্য তার?
কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে?—
আদরে ভ্রমরে;
হৃদি-ভৃঙ্গ, এস হৃদি-মাঝে!

পূর্ণ। এ কি, এ কি! কি শুনি—কি শুনি!
এ কি, এ কি, কি বল জননি!
এখনি মা, রসাতলে পশিবে মেদিনী,
হবে একাকার, নরক আঁধার,
ব্যাপিবে বিপুল স্থান!
বাড়াইতে সে তমঃ ভীষণ,
ঈশ্বরের রোষ-হুতাশন
প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিবে!
রুদ্ধ সমীরণ,
কক্ষচ্যুত হইবে তপন,
রেণু হবে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল!
মা, মা, সন্তানে অভয় কর দান।

লুনা। ছি, ছি, তুমি নির্দ্দয় কেমন?
মরে নারী, তোল না বদন!
কেন কর ঘৃণা, দেখ না দেখ না,
তোর সম কিশলয়ে রঞ্জিত অধর,
লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল,
দেখ দেখ তোমার যেমন—
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি মম।
দেখ না, দেখ না, মরে রে ললনা,
চাঁদমুখ তোল না, তোল না!
তুমি, নব যুবা—আমি, নবীনা যুবতী,
আমি রতি—তুমি হে মদন!—
কেন হে মিলনসুখে রহিব বঞ্চিত?
যায় ধরা যাক্ রসাতলে,
ঘেরুক আঁধার,
আমি তোর, তুমি রে আমার!
অধরে অধরে, হৃদি হৃদি' পরে,
ধরাধরি ভুজপাশে,—
বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর?

পূর্ণ। (স্বগত) এই ত সে দুরন্ত সংসার,
নহে এ ত কুসুম-আগার,
ভীষণ কণ্টকময়!
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
চলিতে চরণ নাহি চলে,
এ কি কোন কুহকের ছলে
হেন ভাষা শুনি আজ জননীর মুখে?
এ কি সেই তরঙ্গের খেলা?

এই কি সেই সাগর-গর্জ্জন—
পথহারা যথা নর পাথারে মগন ?
এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে !
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নরে,
কেন ডরে বিসর্জ্জন দিতে কলেবরে ?
ছি ছি, ধিক্ ! এই কি সংসার,
এই কি সে কুৎসিৎ পাথার ?
ধিক্, ধিক্, শত ধিক্, মানব-জীবনে !
মাতৃপদে শত শত প্রণাম আমার ।

না । যেও না, যেও না, বধ'না বধ'না,
কিঙ্করীরে রাখ পায়, প্রাণেশ্বর !

র্ণ । কোথা, কোথা হে মঙ্গলময় !
এস,
চাহ নাথ, কৃপা কর কাতর কিঙ্করে—
দয়াময়, হয় হৃদে সংশয় উদয়,
ভাবি মনে, এ সংসার দৈত্যের রচনা !
কোথা, কোথা দয়াময় ?
দারুণ সংশয়ে কর ত্রাণ ।

[প্রস্থান ।

লুনা । ইস্ এত অপমান ? বিষ খাব ! জলে ঝাঁপ ব, আগুনে পুড়ে মর্‌বো ! কোথায় যাব ? নরক, থায় তুই ? আয়, আমার বুকে এসে ব'স্ ; আয়, আয়, মার সহায় হ ! আমি প্রতিশোধ দেব, প্রতিশোধ ব ! এলি নি ? নরক, বুঝেছি—তোর ভয় হ'চ্চে ; রীর প্রতিশোধ,—নারীর প্রতিশোধ ! নরক, তুইও ত ভয়ানক ন'স্ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রোষাগার

লুনা ও শালিবাহন ।

শালি । বহু কার্য্যে ব্যাপৃত রয়েছি, প্রণয়িনি,
তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সে হেতু ।
উৎসবে আসিছে রাজা নানা দেশ হ'তে,
নানা জন-সমাগম পুরে,
সাবকাশ করিয়াছি বিশ্রামের ছলে ।

লুনা । রেখেছি জীবন তব দরশন-আশে,
দেখা হ'ল, ফুরাইল সকল বাসনা ;
তুষানলে পাপদেহ ত্যজিব, রাজন্,
ঘৃণার ভাজন—কেন রাখি ছার প্রাণ ?

শালি । কহ, প্রিয়ে, কহ ত্বরা, কহ কি কারণ
জলধরাবৃত তব শশাঙ্কবদন ?
মানিনি, ত্যজলো মান ধরি লো চরণে,
কেন বিগলিত ধারা নলিনী-নয়নে ?
যায় প্রাণ, ছাড় মান—কথা কহ হাসি',
ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়বিলাসি ।

লুনা । অদৃষ্টের মম দোষ, নহে দোষ কার'—
নহে, কেন তব ছলে ভুলিব রাজন্ ?
পড়ে কি হে মনে, যবে প্রণয়বচনে
সম্ভাষিলে এ দাসীরে,
চরণে ধরিয়া আমি সাধিলাম কত
হইতে বিরত—
নীচকুলোদ্ভবা তব যোগ্যা নহে দাসী ?
হায় ! কেন মজিলাম কপট বিনয়ে,
চন্দ্রসুধা চকোরের—বায়স কি পায় !

শালি । শুন প্রিয়ে, শুন লো বচন ;
যে কারণ এ প্রণয় রেখেছি গোপন—

রাজ্যে কত জন কত কথা কবে,
ব্যথা পাবে চন্দ্রাননি, স্থকোমল প্রাণে !
এবে মুক্ত দ্বার, তোমার আমার,
এসেছে কুমার—
মা ব'লে আদরে নিয়ে রাখিবে আগারে—
দিবানিশি মুখশশী হেরিব তোমার,
সিংহাসনে দুই জনে নিয়ত বিহার।

লুনা। রাজ্য কেবা চায় ?
রাজ্য-আশে বরমাল্য দিই নি তোমায় ;
যদি রাজ্য-প্রয়োজন,
মধুর কপট ভাষে সাধিলে যখন —
হায় রে, অবলা-মন পড়িল সে ফাঁসে !—
শুন রাজা, রাজ্য যদি আকিঞ্চন,
বার বার কি কারণ করি নিবারণ,
গ্রহণ করিতে রাজা, অধিনীর পাণি ?
নীচের নন্দিনী, নীচ ; তুমি মহারাজ !
না জানি কেমন মন—না বুঝে মজেছি ;
পরি নাই প্রেম-ফাঁসী সিংহাসন-আশে।
জানি, যবে ফুরাবে যৌবন,
ঘৃণায় ঠেলিবে পায় অধমের স্থতা ;
তবু পোড়া মনেরে প্রবোধি,
তবু প্রাণ বাঁধি—
অবলা চঞ্চলমতি
পদধ্যানে একাকিনী রহিব বিজনে ;
হায় !
এত দিনে ভেঙ্গেছে সে সোণার স্বপন।

শালি। বল, বল কি মনোবেদনা !
আমোদিনি, জান না জান না—
প্রাণসম তুমি প্রিয়তমা ;
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন—
এখনি হে দিব বিসর্জ্জন ;
পোড়াইব মুকুট অনলে।
তুমি প্রাণ, প্রাণের আধার,
তোমা বিনা কে আছে আমার ?
স্থলোচনা, বল কি বাসনা।
সত্য কহি, শপথ লো তোর,
অসাধ্য স্থসাধ্য প্রিয়ে, যেবা হয় সাধ,
এখনি পূরাব, কেন ভাব হে বিষাদ !
বিবশা বদনে বারি,
সম্বর—সহিতে নারি—
হাসি ধর বিম্বাধরে, ও লো আদরিণি !
বাজে লো হৃদয়ে বাজে,
এ সাজ কি তোরে সাজে ?
হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি !

লুনা। মহারাজ, পূরিয়াছে যা ছিল বাসনা,
দেখেছি তোমায় এবে দাও হে বিদায় ;
হায় অভাগিনী—কভু স্বপনে না জানি—
রাজবংশ-কেলিহেতু বারবিলাসিনী !

শালি। এ কি শুনি বাণী,
রাজবংশ-কেলিহেতু বারবিলাসিনী ?
বারনারী—কে সে ? মর্ম্ম বুঝিবারে নারি।

লুনা। বারবিলাসিনী আমি, কেলির কুস্থম,
ভোগ্য বস্তু যেবা করিবে গ্রহণ।

শালি। কহ প্রিয়ে, কে বলেছে হেন কুবচন,
কার শিরে করিয়াছে ভুজঙ্গ দংশন,
স্বেচ্ছায় অনলমাঝে ঝম্প দেছে কেবা !
বল শীঘ্র, যম কারে করেছে স্মরণ ?

লুনা। শ্রেয়ঃ মম প্রাণ-বিসর্জ্জন ;
কেন কলঙ্কিনী নাম কিনিব ধরায় ?
চর্ম্মকারস্থতা--কিবা প্রত্যয় কথায় ?

শালি। ছাড় হ বাক্যের ঘটা, কহ ত্বরা করি,
কে সে ? এখন' নিশ্বাসবায়ু বহিছে তাহার—
রাজরোষ করি' হেলা !

লুনা। এ জীবনে কভু কথা নাহি কব কারে,
জলগর্ভে রবে বার্ত্তা হৃদয়-আগারে।

শালি। আরে নারি, তুচ্ছ কর ভূপে ?
লব বার্ত্তা হৃদয় বিদারি'।

লুনা। পূরিল বাসনা,—
এস, এস প্রাণনাথ !
হান অসি উলঙ্গ হৃদয়ে,
যাক্ প্রাণ চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে !
আমি ভাগ্যবতী !

অন্য সাধ কিবা রাখে সতী ?—
পতি-করে পতির সম্মুখে ত্যজি প্রাণ !
কীর্ত্তিগান রবে মম ধরণী-ভিতরে।
শালি। কহ,
কিবা বার্ত্তা রাখ তুমি হৃদয়ভিতরে,
প্রাণের মমতা কেন কর বিসর্জ্জন,
কে বা সেই নর,
যা'র ডরে নাম তা'র না আন জিহ্বায় ?
লুনা। শুন নাথ !
যে হেতু গোপনে রাখি নাম ;
শুনিলে, মস্তকে তব হবে বজ্রাঘাত,
শূন্যময় হেরিবে ভুবন,
কণ্টক সমান শিরে ফুটিবে মুকুট,
মরম-ব্যথায় দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।
শালি। কি, কি, কে সে ?
বল শীঘ্র সংশয় না সয়।
লুনা। বড় সাধে বিসংবাদ হবে নরনাথ,
রাজপুরে পড়িবে প্রমাদ,
দগ্ধ হিয়া এ জনমে না হবে শীতল ;
ত্যজ কুতূহল, দেহ দাসীরে বিদায়।
শালি। এঁ্যা !
লুনা। ত্যজ রাজা, ত্যজ কুতূহল,
আভাষে যাহার হের ধরা অন্ধকার,
স্বেদবিন্দু ললাটে উদয়,
ওষ্ঠাধর, কলেবর কম্পিত সঘনে।
শালি। শীঘ্র বল, ফাটে মম প্রাণ,
কুবচন বলেছে কি রাণী ?
লুনা। নহে রাণী, দেখি নাই রাণীর বদন,
ক্ষম নাথ, করি হে বারণ,
তোমার শ্রবণযোগ্য নহে সেই নাম।
শালি। হাঃ—
বল্ দুষ্টা, শীঘ্র বল্,
নহে, তুই হবি পতিঘাতী।
লুনা। সম্বর, সম্বর প্রাণনাথ ;
আদরে কুমারে আমি ডাকিলাম ঘরে,
কি ক'ব অধিক, খসিবে গগন,
রসাতলে পশিবে তপন,
পাপকথা ক'ব কি অধিক !
তাড়নার চিহ্ন হের বদনে আমার,
দেখ, দেখ, নখাঘাতে বহিছে রুধির,
দুর্ম্মদ বারণসম কামোন্মত্ত যুবা !
শালি। সন্ন্যাসী—শিবচতুর্দ্দশী—লুনা - লুনা—
এঁ্যা—এঁ্যা—কুমার—কুমার ! (মূর্চ্ছা)
লুনা। এই সন্ধিস্থান !
রক্তপাত হইবে নিশ্চয়—
তার কি আমার !
এস, এস, কে কোথায় সুযোগপ্রয়াসী—
এস, কোথা কে আছে পিশাচী—
যার ছলে স্বর্গচ্যুত হয় দেবগণ,
উপপতি-তৃপ্তিহেতু পুত্র বধে নারী,
পিতারে গরল তুলে দেয় বংশধর ;
এস, এস, ডাকে তোর দাসী,
যার ছলে স্বপত্নী-দুলালে,
যাচিলাম পায় ধরি' কাম-তৃপ্তি হেতু,
প্রতিহিংসা তৃপ্ত করহ আমার,
দুরন্ত নরকে স্থান দিও মোরে পরে।
শালি। পাপীয়সী—পাপীয়সী !
আরে কালফণী, দংশিলি আমায় ,
জর জর প্রাণ মোর বিষে !
লুনা। জানি রাজা, জানি হব কলঙ্কভাজন,
পদে ধ'রে সাধি, বধ দাসীর জীবন,
নীচ আমি, প্রত্যয় কি কথায় আমার,
রাজ্যেশ্বর বংশধর তোমার কুমার !
বধ শীঘ্র, শীঘ্র বধ প্রাণ,
নহে,
আত্মহত্যা, নারীহত্যা হের বিদ্যমান।
শালি। রহ, রহ ;
দেখ, শীঘ্র দিব প্রতিফল,
বুঝেছি সকল—
নির্জ্জনে নেহারি' তোর রূপের মাধুরী,
ভুলেছে সম্বন্ধ সেই অধম পামর !

এস দেখ, অধমের কি হয় দুর্গতি—
মরিবে, করিবে দুষ্ট নরকে বসতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দামোদর ও সারী।

দামো। তুমি আমায় যে লালরূপী ক'রে দিচ্ছ।

সারী। বাপ্‌রে! না দিলে হয়? যে দিন সুন্দরা দেখ্‌বে তোমার কাল রঙ্, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে; ছাই মাখা ছিল, রঙ্ ঠাওর পায় নি; এ সিন্দূর দিয়ে যেন তরুণ অরুণের আভা দেখাবে! তোমার যে কাল রঙ্, আমি ভাব্‌চি, দেখ্‌তে পেলেই তাড়াবে।

দামো। এ্যাঁ, তাড়াবে? তবে কি হবে? আমার জটা কি ক'র্‌লে?

সারী। কি ক'র্‌লে? ঠাকুর, জটার নামও মুখে এনো না।

দামো। তোমায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, জটা আছে ত? আমার একুল ওকুল দু'কুল না যায়!

সারী। জটাতেই যদি অত সখ, তবে ঠাকুর, জটা কামালে কেন? আমি চল্লেম, বলিগে—সে জটার মায়া ছাড়্‌তে পার্‌লে না।

দামো। এ্যাঁ, তুমি ঠাট্টা বোঝ না? দেখ, যদি রঙ্ টঙ্ গুলো বেরিয়ে পড়ে?

সারী। আমি তাই ত ভাব্‌ছি; রঙ টঙে যেন সিন্দুর দিয়ে ঢেকে দিলেম, তোমার মুখখানা বিশ্রী জটাঢাকা ছিল, গালের ঝিকুটিকুগুলো দেখা যাচ্ছিল না।

দামো। তবে কি হবে? আমায় কি তাড়িয়ে দেবে? এই টুপি—

সারী। এই টুপিটা পর; ঢেঙ্গা ঢোঙ্গা মুখ থানা একটু ছোট্ট দেখাবে।

দামো। ও যে বাঁদরের মাথার টুপি।

সারী। তুমি বোঝ না, বেশ দেখাবে! সুন্দরার পছন্দ আমি জানি; যে তোমার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো গা, এ গা চলে কি না বাপু!

দামো। দেখ, তোমার হাতে আমার সর্ব্বস্ব, তোমার হাতে আমার প্রাণ; জামা টামা ঢাকা দিলে চল্‌বে না? যা হয় তুমি এক রকম ক'রে নাও।

সারী। এ তুলো দিয়ে সব উঁচু নিচু সোজা কত্তে হবে।

দামো। যা' হয় এক রকম কর; বলি, তখন যে ব'ল্‌লে—চাঁদপানা মুখ, আমি নবীন সন্ন্যাসী।

সারী। তুমি যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল্ মেরেছ; তুমি ব'ল্‌লে—দুহাজার বছরের সন্ন্যাসী, জটা আপনি গজিয়েছে, তাইতেই বা তাঁর মন খারাপ হয়ে আছে; বল্‌তে হয়—ষোল কি সতর।

দামো। সাইরি বলছি, আমার কুড়ি বছর বয়স; ফাঁক্‌তালে দু'টো শুন্থি লাগিয়েছিলুম। ও জটা কি গজিয়েছে? ছেঁড়া চুল দিয়ে পাকিয়েছিলুম।

সারী। দাঁড়াও তুলো বসাই, খানিক চিটে গুড় আন্‌লে হ'ত—তুলো যদি সরে পড়ে, তা' হলেই মুস্কিল।

দামো। না, না, চিটে গুড়ে কাজ নেই; সে বড় গা চিট্ চিট্ ক'রবে।

সারী। ও ভাল কথা মনে—আমি যে সব এনেছি; এই জামাটা গায় দাও।

দামো। ওটা হনুমানের মতন যে! বেড়ে পছন্দ সই একটু ফুলো ফুলো জামা দাও না।

সারী। তুমি বোঝ না; তোমার যে শক্ত গা, তুলোয় তবু কতক নরম হবে; এখন দেখ, তোমায় একটু সতর্ক থাকতে হবে; সুন্দরা যদি এসে তোমায় জামা খুল্‌তে বলে, বা মুখ ধুতে বলে—প্রাণান্তেও ক'রো না।

দামো। কেমন দেখ্‌তে হ'ল?

সারী। এখন তবু যা হয় এক রকম হ'ল।

(সুন্দরার প্রবেশ)

সুন্দরা। কিলো সারি, আমার চন্দ্রবদন নবীন সন্ন্যাসী কোথায়?

দামো। দেখ সুন্দরা, আমি ঠাট্টা করে ব'লেছিলুম, আমার বয়েস ষোল বৎসর, আমি তোমার প্রেমের সন্ন্যাসী।

সুন্দরা। সারি, তুই সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছিস কেন?

দামো। সিন্দুর মাখাবে কেন, আমার অম্‌নি রঙ্‌—আমার অম্‌নি রঙ্‌।

সুন্দরা। কৈ, মুখ ধোও, দেখি না কেমন রঙ্‌।

দামো। না, না, আমার বড় শীত কচ্চে।

সুন্দরা। শীত কোথায়? মুখ ধোও।

দামো। আমার জ্বর হ'য়েছে।

সুন্দরা। তবে আর কি ক'র্‌ব, ফিরে যাই, আমরা গাইব, তুমি নাচ্‌বে—তোমার নাচ্‌ দেখ্‌তেই এলুম।

দামো। বেশ ত, বেশ ত, আমার নাচ্‌লেই জ্বর ছেড়ে যায়।

সুন্দরা। না, না, তুমি একটু শোও; নাচ্‌লে আবার জ্বর ছেড়ে যায়?

দামো। না, না, আমরা যোগী, আমাদের অম্‌নি জ্বর।

সুন্দরা। আচ্ছা, তোমাদের যোগীদের ত ঐ রকম মুখ, ঐ রকম জ্বর; আর গায়ের তুলোগুলোও কি ঐ রকম?

সারী। (জনান্তিকে) খবরদার—যেন খুল্‌তে বল্‌লে খুলো না।

দামো। হুঁ, আমি ইসেরায় বুঝে নিছি। (প্রকাশ্যে) তোমরা গাও, আমি নাচি! আমার জ্বর হয়েছে কি না শীত কচ্ছে। (সারীর ল্যাজ পরাইয়া দেওন)

ও আবার কি ক'র্‌ছ?

সারী। জামাটা আল্‌গা হ'য়ে গিয়েছে, এটে দিচ্ছি; আমরা গান গাই, তুমি নাচ।

(সারী ও সুন্দরার গীত)

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মরি, কঁচ্‌ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে!
তাতে, সই, ঠুম্‌কি নাচে, রগ্‌ বাঁচে কি কে জানে?
রন্‌কে বঁধুর রূপের চোটে,
লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,
প্রাণ নে বঁধু গাছে বা ওঠে;—
করে যদি এ ডাল ও ডাল, নাবিয়ে তখন কে আনে?

সুন্দরা। এই ত নেচে তোমার জ্বর ভাল হ'য়েছে; মুখ ধোও।

দামো। না, না, তিন দিন জল ছোঁব না।

সুন্দরা। দেখ, তুমি কেমন সন্ন্যাসী? সিন্দুর মেখে ব'ল্‌ছ, 'ঐ রকম রঙ্‌'; তুমি ত বড় মিথ্যাবাদী।

দামো। না, না, দোহাই সুন্দরা, আমার মিথ্যা কথা নয়, আমি—সন্ন্যাসী কি মিথ্যা কথা কয়?

সুন্দরা। মিথ্যা কথা কও না?—তোমার বয়স কত?

দামো। দোহাই, তোমার মাথা খাই, ষোল বছর; এ সেই যে দু হাজার বছর বলেছিলেম, ব্যঙ্গ করেছিলেম।

সুন্দরা। তোমার বয়স ষোল বছর, তবে তোমার নাম গোরখনাথ ব'ল্‌লে যে?

দামো। আমি কি সেই গোরখনাথ?—আমি অম্‌নি একটা গোরখনাথ।

সুন্দরা। বাবা, এস; প্রণাম।

দামো। বলি, ও সারি! আবাগীর বেটী যে বাবা ব'লে ফেল্‌লে!

সুন্দরা। কি? তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় বাবা ব'ল্‌ব না! এখন যাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আস্তানায় যাও; এই নাও, ভিক্ষা নাও।

দামো। বলি, যোগ শিখ্‌বে না?

সুন্দরা। তুমি ছেলে মানুষ, যোগের কি জান?

দামো। মাইরি বল্‌ছি, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স; আমি খুব যোগ শিখেছি।

সুন্দরা। ঠাকুর, যাও, এই বেলা যাও,—আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বে; তোমায় দেখ্‌তে পেলে মাথা কেটে ফেল্‌বে।

দামো। এঁ্যা, এঁ্যা, তবে আমার জটা দাও।

সারী। সে জটা কি আর আছে? পুড়িয়ে ফেলেছি।

দামো। হায়! হায়! আমার যে একূল ওকূল গেল; কেন বল দেখি, আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? কেন বল দেখি, আমায় ব'ল্‌লে নবীন সন্ন্যাসী—আমার চাঁদপানা মুখ—আমি তাইতে ত জটা মুড়'লুম; দেখ, আশা দিয়ে বঞ্চিত ক'র্‌লে, তোমাদের ভাল হবে না, ভাল হবে না, ভাল হবে না। আগে ব'ল্‌লে চাঁদপানা মুখ, এখন, 'বাবা' ব'লে বিদায় দিলে?

সারী। পঞ্চাশ বছরের মদ্দ, একটু আক্কেল নেই, আপনার মুখখানা আয়নায় না দেখে থাক, জলে দেখ নি? ঐ পোড়ারমুখ চাঁদপানা, তোমার বিশ্বাস হ'ল?

দামো। আমার গেরুয়াখানা দাও।

সারী। সে কি আর আছে, ঘর পোঁছার নাতা হ'য়েছে, ঐ টাকাতে কিনে নিয়ো এখন।

সুন্দরা। বাবাঠাকুর, প্রণাম গো ; আমরা চল্‌লেম।

[সারী ও সুন্দরার প্রস্থান।

দামো। এই যে লেঙ্গুড়রাজ, আমি বলি মাথার উপর কি দুল্‌ছে! বেটীরা বাঁদর নাচ নাচালে? বাপ্‌ নাকে খৎ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্র।

ইচ্ছা। উদ্যান সুন্দর কি রে রাজ পুর হ'তে—
ত্যজিয়া নগরী পুনঃ এসেছ এ স্থানে?
পূর্ণ। আর মাতা, নাহি যাব দুরন্ত সংসারে,
তব অঙ্কে লুকাইয়া রব গো জননি!
সংসারের ধ্বনি—
শ্রবণে না পশিবে এ' স্থানে;
কুৎসিৎ সংসার—
পিশাচের আনন্দের ধাম!
ভীষণ—নরক হ'তে শত গুণে মাতা।
ইচ্ছা। কি দেখিলে,
কেন বৎস, বল এ বচন?
পূর্ণ। মা গো,
হের যাহা নরাকার নহে তাহা নর;
নরচর্ম্ম আবৃত পিশাচকলেবর;
কুৎসিৎপ্রকৃতি ঢাকা সুন্দর ছাদনে!
কহ গো, কান্তারমাঝে রহিব কেমনে?
ইচ্ছা। কি রে, রাজা তো'রে বলেছে কি কুবচন?
পূর্ণ। মাতা!
তোমা' হ'তে স্নেহময় জনক আমার;
কিন্তু,
না জানি কেমনে আমি যাব তাঁর পাশে—
কি কব বারতা, যবে সুধাবেন পিতা,
বিমাতার আচরণ কহিব কেমনে?
ইচ্ছা। আরে, আরে, অঞ্চলের নিধি,
রাজরাণী মন্দবাণী বলেছে কি তোরে?
আদরিণী বুঝি বা সে নৃপের আদরে,
কুবচন কেমনে বলেছে প্রাণ ধরে!
পূর্ণ। হায়! মাতা, জীবনে না হয় আর সাধ।
ইচ্ছা। আরে, আরে, কি ব'লেছে, তোরে?
কাজ নাই রাজপুরে দুখিনী-নন্দন,
নবীন রমণী ল'য়ে বঞ্চন ভূপাল;
তোরে কোলে ল'য়ে যাই, যথা পদ চলে।
এই যে ভূপতি,
সঙ্গে বুঝি আদরিণী তাঁর।
পূর্ণ। সরমে গো, ব্যথিত মরম;
কেমনে কহিব কথা নৃপতির সনে?
লজ্জা নাহি বিমাতার, আসিছে আবার;
কোন্ লাজে আমি, মা গো, তুলিব বদন?

(শালিবাহন ও লুনার প্রবেশ)

শালি। আরে কুলাঙ্গার, আরে দুরাচার,
ছাগসম আচরণ শিখেছ কোথায়?
আমার ঔরসজাত নহিস কখন';
অজ-পতি জননীর তোর।
আরে, আরে, নাহি কর সম্বন্ধ বিচার?
ভাব, বুঝি, পলাইয়ে পাবে পরিত্রাণ!
পশিলে সাগরে তোরে বধিব সেখানে;
হিমাচল-গর্ভে যদি লহ রে আশ্রয়,
ছেদি' গিরি তোরে ধ'রে করিব সংহার।
ইচ্ছা। এ কি কথা কহ মহারাজ—
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কেন নরনাথ?
শালি। দূর হ রে পিশাচিনি, পিশাচজননি,
অজপুত্র পেয়েছ অজের সহবাসে,
ছাগের জনম নহে আমার ঔরসে;
ধন্য, ধন্য কলিকাল! ওরে কুলাঙ্গার,
পাপ-দেহ তোর নাহি হ'ল পরমাণু?
জিহ্বা নাহি দহিল অনলে?
বজ্রাঘাত না হইল শিরে?
গ্রাসিতে পামরে—
মেদিনী না মেলিল বদন?
ইচ্ছা। ধার্ম্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত,

ধর্ম্মাবতার নাম দেছে প্রজাগণে,
নরনাথ, কর সুবিচার,
ক্ষমানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে।
অকলঙ্ক-শশী সম হেরি পুত্রমুখ,
কমলনয়ন দৃষ্টে বুঝ নররায়!
আঁখি প্রকৃতি-দর্পণ—
দেখ, দেখ হে ভূপাল,
কুৎসিৎ প্রকৃতি হৃদে না বসে কখন';
শাস্ত্রনীতি—বিচারপতির এই ভার—
দোষী বা নির্দ্দোষী আগে বিচার না করে,
বাদী প্রতিবাদী প্রতি পক্ষপাতশূন্য;
দোষারোপ যার প্রতি, শুনে তার বাণী;
একের বচনে অন্যে নাহি করে দোষী।
শুন গুণনিধি, যদি প্রতিবাদী—
তবু তার প্রতি আছে হেন ব্যবহার,—
পুত্রপ্রতি কেন কর অন্য আচরণ?

শালি। কি শুনিব আর?
কুলাঙ্গার তোর এ নন্দন।
কর দোষ স্বীকার, বর্ব্বর,
মৃত্যুকালে মিথ্যায় না পাবে পরিত্রাণ,
মিথ্যায় বাড়িবে তোর নরক যন্ত্রণা।

পূর্ণ। এইমাত্র দোষ মম শুন, নরনাথ,
পঙ্কিল সংসার-কূপে করেছি প্রবেশ
স্বর্গোপম জননীর অঙ্ক পরিহরি;
নহি ভূপ, অন্য দোষে দোষী।
কিন্তু, যদি খণ্ড খণ্ড হয় তনু মম,
শুনেছি যে পাপ কথা বিমাতার মুখে,
পিতা তুমি—বিদ্যমান জননী আমার—
পৈশাচিক বার্ত্তা, ভূপ, বর্ণিব কেমনে?

শালি। এ' বয়সে এত তোর ছল?
এত মিথ্যা ধরে তোর কিশোর শরীরে?
অচিরে নরকে ফিরে যাবি রে, পিশাচ!
স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়,
নিজ করে সেই হেতু না বধি তোমারে;
ঘাতক ছেদিবে তোর শির,
পাপতনু দিব তোর শৃগাল-কুক্কুরে।

পূর্ণ। নরনাথ, মৃত্যু—বন্ধু, মৃত্যু কে বা ডরে?
মৃত্যু—বন্ধু—
মুক্তি দেয় দারুণ সংসার-কারাগারে।
দেবী, মানবীর বেশে, জননী আমার
দেন নাই মিথ্যা উপদেশ;
নহি, নহি, মিথ্যাবাদী আমি।

ইচ্ছা। আরে কুলকলঙ্কিনি,
আরে, আরে, কালভুজঙ্গিনি,
বিনা দোষে দংশিলি বাছায়?
ঢালিলি কলঙ্ককালী এ কিশোর প্রাণে!
আরে, তোর নাহি কি নারীর প্রাণ?
হ'ল না বেদনা?
অপবাদ দিলি এই দুগ্ধের কুমারে?
আরে আরে, ধরি তোর পায়,
কি কাজ ঈর্ষ্যায়?—
পুত্র ল'য়ে যাই স্থানান্তরে;
একবস্ত্রে যাব,
কপর্দ্দক মাত্র না স্পর্শিব।
রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজারে লইয়া,
পুত্রের জীবন ভিক্ষা মাগি তোর পায়;
আশীর্ব্বাদ করিয়ে তোমায়—
পুত্র ল'য়ে যাব, কভু ছায়া না হেরিব।

লুনা। গঞ্জনা সহিতে কেন আনিলে ভূপাল?
জানি আমি, সতিনী সাপিনীসম কাল!
বাক্যবাণ সহে না সহে না,
যাই, রাজা, পত্নী-পুত্রে কর সম্ভাষণ।

শালি। আরে আরে, পিশাচ-জননি,
নাহি লাজ, কুবচন কহিস্ রাণীরে?
শাস্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।

ইচ্ছা। নরনাথ, দেহ শাস্তি যে বা ইচ্ছা হয়,
কিন্তু, তব নির্দ্দোষী তনয়,
কলঙ্কের ডালি নাহি দেহ তার শিরে;
আরে আরে, চামারনন্দিনি!
গর্ব্বে মৃত্যু হ'ল না রে তোর।

শালি। আরে কে আছিস্?

(দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)

বন্দী কর পামর পামরী ;
রাজদণ্ড দিব অতঃপর।
কহ প্রিয়ে, কি বা তব সাধ—
অনলে, গরলে, কি বা হস্তিপদতলে
বধি এই কুলাঙ্গারে ?
পিশাচীর কি বা দণ্ড করহ বিধান ?

লুনা। যে জালায় জ্বলি প্রাণেশ্বর,
কভু সে অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ ;
কিন্তু, রাজকার্য্যে
সমুচিত দণ্ডের বিধান ;
অনলে, গরলে, কিম্বা হস্তিপদতলে,
সমুচিত দণ্ড নাহি পাইবে কুমতি,
কাম-অন্ধ যেমতি এ' কুনীতিদুর্জ্জন—
অন্ধকূপে ফেলি বধ' ইহার জীবন ;
কুশিক্ষা দিয়াছে পুত্রে এই দুশ্চারিণী,
স্বচক্ষে দেখুক্ তার নিধন পাপিনী ;
কভু যেন মতিচ্ছন্ন নাহি হয় কার'—
পাপ উপদেশ পুত্রে নাহি দেয় আর।

শালি। শুনিয়াছ অনুচর, রাজ্ঞীর বচন ?
অন্ধকূপে দেখ দুষ্টা, পুত্রের নিধন।

ইচ্ছা। বধ, বধ আমার জীবন ;
চিরদিন সদয় দাসীরে তুমি—
ক্ষমা কর দুঃখের কুমারে।

শালি। দুশ্চারিণি, স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়।

[শালিবাহন ও লুনার প্রস্থান।

পূর্ণ। ত্যজ খেদ, রাজরাণি জননী, আমার ;
উপদেশ দিয়াছ সন্তানে—
ভঙ্গুর এ' কলেবর ;
ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ শুনেছি শ্রীমুখে
কেন আজি ভুল, মাতা, নিজ-উপদেশ ?
বিভুর চরণে তব মতি,
মাগো, তুমি আদর্শজননী ;
গেল পুত্র, কি খেদ তোমার ?
কর আশীর্ব্বাদ—
অন্তে যেন কৃপাময় করেন করুণা।
ত্যজি' ছার সংসার যাইব স্বর্গধামে,
তবে কেন শোক ?
হেরিব সে দয়াময় মঙ্গল-নিদানে।

১ম রক্ষক। কুমার, চলুন, রাজ-আদেশ অতি কঠিন ; রাজ্ঞি, দাসের অপরাধ নাই, রাজ-আদেশ অবগত আছেন।

ইচ্ছা। আরে অনুচর,
এক দিন রাজরাণী ছিল অভাগিনী,
আজি কাঙালিনী !
এক মাত্র রতন আমার—
অন্ধকূপে বধ কর মোরে ;
ভিক্ষা মাগি তনয়ের প্রাণ,
কর দান, হও কৃপাবান্।

পূর্ণ। কেন মাতা, অধর্ম্ম শিখাও অনুচরে ?
বলেছ ত এ' সংসার পরীক্ষার স্থল !
ত্যজ মাতা, পুত্রের মমতা,
পরীক্ষায় না হ'ও কাতর ;
সর্ব্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর,
দেখেন বেদনা তব ;
দেখা হবে পুনঃ সেই আনন্দের ধামে,
মাতা পুত্র তথা কেহ না করিবে ভেদ ;
এস মাতা, চল অনুচর,—
রাজ-আজ্ঞা কোথায় যাইতে ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য-মধ্যে কূপের পার্শ্ব

লুনা ও জম্বু।

জম্বু। আরে, বাঃ ! বাঃ ! বেটী, তোর চামারের বুদ্ধি আছে ; বাঃ ! বিষ দিতে হ'ল না ; রাজা কি ব'ল্লে —কুওয় ফেলা দেখ্তে পার্বে না ? রাজার ও শোক লাগ্বে, মর্বে, মর্বে, মর্বে ; রাণীটাকে ফেল্তে বল্লি নি কেন ? আপদ যেত। তোর চামারের রাগ আছে— সতীন কেমন বুক চাপ্ড়ে কাঁদে দেখ্বি ; এমন নইলে চামারের বেটী চামারণী ! বাঃ, বাঃ, বাঃ ! তুই

রাজাকে কি ব'ল্‌লি? দেখ্‌, খুনীর সময় পণ্ডিতি কথা ক'স্‌নে, তোর সেই চামার-কথা ক'।

লুনা। বল্লুম, রাণী খুব সয়তানী, চাকর ভুলিয়ে ছেলে নিয়ে পালিয়ে যাবে; আমি দাঁড়িয়ে থেকে কুণ্ড ফেলা দেখ্‌ব।

জম্বু। রাজা আস্‌তে পাল্লে না? পার্ব্বে কেন? ও বি ঢুংখে মর্‌বে, মর্‌বে, মর্‌বে। দেখ্‌ দেখ্‌ ঐ আস্‌ছে তোর সতীন, সতীন-ছেলে।

লুনা। বাপ, তুই সরে যা; তোর কাপড় বড় খারাপ।

জম্বু। আমি যাচ্ছি; বাঃ—তুই খুব চামারণী! গোরু বিষ খেয়ে যেমন হয়, ঐ দেখ্‌ তোর সতীন অম্নি হ'য়েছে। দেখ্‌ আমার শলা শোন্‌ খানিক, তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ্‌, তার পর ওকে বি কুণ্ডয় ফেলে দে; আপদ চুকে যাক্‌।

লুনা। না বাপ্‌, ও বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদবে আমি দেখ্‌ব; বি খেয়ে মর্‌তে চায়, জোর ক'রে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব; ওর বুক চাপ্‌ড়ান দেখে, আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে।

জম্বু। আরে, না ওকে বি ফেলে দে, আপদ চুকে যাক্‌।

লুনা। না, তুই যা।

জম্বু। শুন্‌বি নি ঝাড়্‌থাকি? পাছে পস্তাবি।

লুনা। পস্তাই, পস্তাব,—যা।

জম্বু। বেটী চামার আছে কি না।

[জম্বুর প্রস্থান।

(ইচ্ছা, পূর্ণচন্দ্র ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

লুনা। কেমন বাঘিনি, কেমন, কেমন রে বর্ব্বর, আপনার আচরণ মনে পড়ে কি?

ইচ্ছা। পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর পায়;
চ'লে যাই, থাক রে কল্যাণে,
দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ শুন সুলোচনে,—
সুকুমার শীঘ্র পাবে কোলে,
পতি-পুত্র ল'য়ে সুখে বঞ্চিবে, সুন্দরি!

লুনা। সতিনীর আঁখিবারি—অমৃতের ধার!
মাতা তোর লোটে পায়, দেখ্‌ দুরাচার!
আপনি হারাবি এই অন্ধকূপে প্রাণ,
ঠাকুরাণী সনে বাদ আরে রে অজ্ঞান!

পূর্ণ। ধৈর্য্য ধর জননি আমার,
নহে মোর অধৈর্য্য হইবে প্রাণ;
মৃত্যুকালে সন্তানের কর গো কল্যাণ,
উত্তেজনা কর মা নন্দনে,—
যেন,
চরমসময়ে নাহি নত হয় মন;
যেন,
ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা স্মরণ।
মাতা,
বিদায় মাগি গো পদে জন্মের মতন,
রাজাদেশ, অনুচর, কর রে পালন।

ইচ্ছা। ওরে, আগে বধ আমার জীবন।

পূর্ণ। কোথায় মঙ্গলময়, হও হে উদয়,
চরমসময়ে যেন না স্পর্শে সংশয়!

(রক্ষকগণকর্ত্তৃক পূর্ণচন্দ্রকে কূপে নিক্ষেপ)

ইচ্ছা। যাই পুত্র, যাই তোর সাথে।

লুনা। সাবধান অনুচর!
রাজার আদেশ নাহি রাণীরে বধিতে।

ইচ্ছা। হা পুত্র! হা নয়নের নিধি!
হে শঙ্কর, কি হ'ল আমার?

মূর্চ্ছা।

লুনা। ল'য়ে চল রাজপুরে।
হবে উন্মাদিনী, রবে উন্মাদ-আগারে।

— — —

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্যমধ্যে কূপের পার্শ্ব

গোরক্ষনাথ, সেবাদাস ও শিষ্যগণ।

কেদারা—কাওয়ালি

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারি,
কল্পমেরু গুরু, যোগ-আচারি।
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়,
ভীত নিরাশ্রয় ভবভয়হারি।
হর করুণাকর, বরদাভয়কর,
মদনমানহর, শিব, শুভকারি।

সেবা। গুরুদেব!
কোথা সাধুত্তম—
কত দিনে হবে মম সফল জনম?
পাপ তাপ ভস্ম হবে সাধুর সেবায়,
ঘুচে যাবে এ' ভব-যন্ত্রণা,
পূর্ণ হবে মনের বাসনা,
সিদ্ধার্থ হইবে লাভ তব কৃপাবলে?

গোরক্ষ। সাধুত্তম-দরশন পাবে এই স্থানে;
জনম যাহার,
ধরামাঝে যোগমর্ম্ম করিতে প্রচার,
শিব-অংশে মহাশৈব জ্যোতির্ম্ময় বপু।
কূপ হ'তে তোল বারি, পিপাসিত আমি।

[সেবাদাসের জল আনিতে কূপের নিকট গমন।

১ম শিষ্য। হেন জন কেবা?

২য় শিষ্য। গুরুর আশ্চর্য্য লীলা কহিব কেমনে?

সেবা। একি!
আছে কি হিংস্রক জন্তু কূপের ভিতর?
না—রজ্জু যেন করেছে ধারণ,
ছাড়্, ছাড়্, কেবা কূপের ভিতর?
যে হও সে হও, হিত যদি চাও—
ত্যজ রজ্জু, বারি লই আমি,
পিপাসিত গুরুদেব।
প্রেত, ভূত, ব্রহ্ম-দৈত্য, বেতাল, ভৈরব—
টুটিবে গৌরব যদি রোষেন শ্রীগুরু।

পূর্ণচন্দ্র। (কূপ মধ্য হইতে) আমি অভাজন,
ভাগ্যদোষে কূপে নিমগন;
দয়াময়, এ বিপদে করহ উদ্ধার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি তুমি ধরণীতে—
রক্ষিতে এ অধমের প্রাণ!

গোরক্ষ। কি ও সেবাদাস?

সেবা। কূপ-মধ্যে রজ্জু কেবা করেছে ধারণ;
কহে, আমি অভাজন পতিত এ কূপে।

গোরক্ষ। শীঘ্র তারে করহ উদ্ধার।

[সকলের কূপের নিকট গমন।

সেবা। কে বা কূপমধ্যে?
রজ্জু ল'য়ে বাঁধ কটিদেশে,
উঠাই তোমায়। (কূপ হইতে উত্তোলন)

গোরক্ষ। মূর্চ্ছাপ্রায়—কর শুশ্রূষা ইহার;
পরিচ্ছদে জ্ঞান হয় নৃপতিনন্দন;
হিম অঙ্গ, অতি ধীরে বহিছে ধমনী,
উষ্ণ কর কলেবর অনল-উত্তাপে;
অদূরে পাইবে এক সাধুর আশ্রম,
যতনে মুমূর্ষু ল'য়ে রাখ সে আগারে;
অনল-সেবায় উষ্ণ হ'লে কলেবর,
এ ভস্মকণিকা দিও করিতে ধারণ,
পূর্ব্বমত হবে বল ঔষধের গুণে;
অপরাহ্নে আমি যাব তথা।
সেবাদাস,
বটবৃক্ষমূলে ওই উদ্ভিদের মূল,
করহ সঞ্চয়, উহা অতীব দুর্লভ;
যাব প্রয়োজনে,
দেখা হবে সাধুর আশ্রমে।

[সেবাদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সেবা। এমন ত উদ্ভিদ্ কখনও দেখি নি! এর মূলে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়! না, আমার আর কৌতূহলে প্রয়োজন নাই। একবার বিষ শিক্ষা ক'রে আমি

কামপরবশ হ'য়ে চামারকে বিষ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি; না জানি, তার দ্বারা কত গোহত্যা হ'চ্ছে! আমি সে পাপের অধিকারী; গুরুকৃপা ব্যতীত না জানি, আমার দশা কি হ'ত!

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ব্যস্ বাবা—পৈজ্ পয়জার দুই, টাকা ক'টার ত জমাদার শালা আদ্ধেক বখ্‌রা নিলে, তার অদ্ধেক পাঁড়েজীর; বাকি ক'টা থাক্‌লে ত বছর দুই চল্‌ত, তাও ত চোরের পেট ভরালেম্। এবেশে ত ভিক্ষা পাব না—এখন উপায়? এখন পাঁড়েজী কি রামসিংজী হওয়া যাক্, উদর চালান ত চাই,—ব্যস্ বাবা, হদ্দ নাকাল, হাড়ীর হাল্; বেটীরা জটা মুড়িয়ে বাঁদরনাচ্ নাচালে, বেটীদের শোধ দিই কি ক'রে? খুন ক'র্‌লে ত ফুরিয়ে গেল! আর বেটীকে দেখ্‌লে জড়সড় হ'য়ে যাই, হাত ত উঠ্‌বে না।

সেবা। এ কেও—দামোদর না কি?

দামো। (স্বগত) এই রে সেবা শালা।

সেবা। দামোদর, তোমার এমন দশা কেন?

দামো। কে তুমি, কাকে কি ব'ল্‌ছ?—আমি রামসিংজী।

সেবা। তুমি পাগল হ'য়েছ না কি? গলা চেপে কথা কচ্ছ কেন? আমি চিন্তে পেরেছি।

দামো। চিনেছ, বেশ করেছ; হয় আমি সরে পড়ি—নয়, তুমি সরে পড়।

সেবা। একি, তুমি জটা মুড়ালে কেন?

দামো। তোর বাবার কি—আমি যদি ছেঁড়াচুল গুল না বই? জটা মুড়ালে কেন, পাল্লাটী কেমন!

সেবা। দামোদর, ভাই, কি হয়েছে, আমায় বল; আমায় না বল, যদি কোন দুষ্কর্ম্ম করে থাক—গুরুদেবের চরণে শরণাগত হও—তিনি করুণাময়, তোমায় কৃপা ক'র্‌বেন। দেখ, আমিও কোন দুশ্চরিত্রাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে জটা মুড়িয়ে ছিলুম—আরও কত দুষ্কর্ম্ম ক'রেছি; কিন্তু কৃপাময় আমায় মার্জ্জনা ক'রেছেন।

দামো। তুমি কি সুন্দরার পাল্লায় পড়েছিলে না কি?

সেবা। পৃথিবীতে সুন্দরাই প্রধান মায়া।

দামো। তোমায় সিন্দূর মাখিয়ে ছিল?

সেবা। সে অশেষ লাঞ্ছনা, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ!

দামো। তবে, আমার মতন বাঁদর নাচ্ টাচ্ সব তোমার হ'য়ে গিয়েছে?

সেবা। তোমা অপেক্ষা অধিক।

দামো। তোমায় কি ভল্লুক সাজিয়েছিল না কি?

সেবা। সে কথা আর কেন? দুর্ম্মতির দুরবস্থা ত ঠেকে শিখেছ; এখন চল, প্রভুর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

দামো। বলি সেবাদাস, তুমি না গুরুর কাছে কতক গুলো অষুধ শিখেছিলে?

সেবা। দুর্ম্মতি বশতঃ শিখেছিলুন।

দামো। দেখ ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যদি একটা অষুধ বাত্‌লে দাও। আমি বেশী চাই নি, শুধু মাগী-বশকরা অষুধটী আমায় শিখিয়ে দাও; বেটীকে একবার কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ঘোরাই।

সেবা। ছিঃ,—তোমার এখনো দুর্ম্মতি, এত লাঞ্ছনায়ও শিক্ষা হয় নি?

দামো। সেবাদাস, তুমি আমার বাবা এই উপকারটী কর ভাই; আজন্মকাল তোমার চেলা হ'য়ে আমি থাক্‌ব। দেখ, বড় দাগা দিয়েছে—বড় দাগা দিয়েছে; না শেখাও একটা সিন্দূর ফিন্দুর প'ড়ে আমার মাথায় লাগিয়ে দাও।

সেবা। যাও, তোমার সঙ্গে পাপ বৃদ্ধি হয়।

দামো। ওঃ—ব্যাটার বড়্‌তলা যেন বালাখানা—হুকুম হ'চ্ছে যাও; অমন সন্ন্যাসীগিরি আমি যোলবছর ক'রেছি—নে আমার কাছে বুজ্‌রুকি না।

সেবা। পাপ-সঙ্গই উচিত নয়, তবে আমিই যাই।

দামো। যাও কেন—বেটীর ঢের টাকা, তোমায় আদ্ধেক বখ্‌রা দেব—তোমার পায়ে পড়ি সেবাদাস, আমায় ধুলোপড়া টুলোপড়া একটা দিয়ে যাও।

সেবা। এর দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ উপস্থিত,—কোন' প্রকারে একে গুরুদেবের কাছে ল'য়ে গেলে এর উপায় হয়।

দামো। ভাবছ কি, মনটা একটু নরমেছে? মনে কচ্ছ—আমি ফাঁকি দেব, আমি সে মানুষ নই।

সেবা। দেখ, তুমি গুরুদেবের কাছে চল—অষুধ চাও, যা চাও, মনে ক'র্‌লে তিনি দিতে পার্‌বেন।

দামো। গুরুদেবের কি ব্যবস্থা হবে জান, সপ্তাহ এক গণ্ডুষ জল আর তুলসী পত্র ভক্ষণ; তা'তে যদি টিকে যাই, তবে তিনি মুখ দেখ্‌বেন। তুমিই আমার গুরু, তুমি যা হয় একটা কর।

সেবা। আমি কি ক'র্‌ব— আমি ত অষুধ জানি নি।

দামো। দেবে না?

সেবা। জানি নি ব'ল্‌ছি যে।

দামো। তবে যাও, আমি যা জানি ক'র্‌ব।

সেবা। কি ক'র্‌বে?

দামো। কি ক'র্‌ব জান্‌লে আর তোমার মতন পাষণ্ডের পায় ধরি? ভাল কথা—এর এক শোধ আছে—বাবার বাবা আছেই, বেটার বাবা এক দিন না এক দিন জুট্‌বে, আজ না হয় কাল হয়, এক দিন কেউ না কেউ পিরীতের লোক হবেই—বেশ বেশ বেটার সাম্‌নে সেই ব্যাটাকে খুন ক'রব! যা শালা, তোর অষুধ ডিপেয় ভ'রে রাখ্‌গে যা—আমি পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি!

[প্রস্থান।

সেবা। উঃ পাপের কি ভীষণ নিম্ন-গতি—গুরুদেব, তুমিই রক্ষাকর্ত্তা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জনৈক সাধুর আশ্রম

পূর্ণচন্দ্র ও গোরক্ষনাথ।

পূর্ণ। প্রাণদাতা, ভয়ত্রাতা পিতা তুমি মম,
কৃপায় নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী,
শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি;
শুনি পুনঃ বিহঙ্গের আনন্দ নিনাদ;
হেরি দেব, উজ্জ্বল তপন,—
চন্দ্রমা-তারকামালাভূষিত গগন!
পিতৃস্নেহে জন্মাবধি বঞ্চিত অধম—
পুত্র ব'লে পদতলে রাখ, দয়াময়!

গোরক্ষ। শুন বৎস, চল পুনঃ রাজার সদন,
জানি বিবরণ, যাহা করিয়া শ্রবণ
তখনি বধিবে সেই পাপিষ্ঠার প্রাণ।
পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়—
জননী তোমার পুনঃ হবে রাজরাণী।
আমার আজ্ঞায় তোরে আদরে রাখিবে,
নাহি ভয়, মম বাক্য অন্যথা নহিবে।

পূর্ণ। শুনেছি কাহিনী দেব, জননীর মুখে,
সন্ন্যাসীর বরে মম জনম ধরায়,
বরপুত্র সন্ন্যাসীর—সন্ন্যাসীতনয়,
পাইয়াছি পরম সন্ন্যাসী দয়াময়!
চরণ-রাজীবরাজে, ল'য়েছি আশ্রয়;
কমলনয়ন, হও কিঙ্করে সদয়।

গোরক্ষ। শুন বৎস, পিতৃ রাজ্যে যদি তব ঘৃণা,
সন্নিধানে আছে রাজ্য নৃপতিবিহীন—
যথা প্রজাগণ মম মানিবে বচন,
যতনে বসাবে তোরে সিংহাসনোপরে,
দিব তোর জননীরে আনি—
মাতা-পুত্রে সুখে বাস কর চিরদিন!

পূর্ণ। ক্ষম দাসে দেব,
দুরন্ত সংসার—তথা না পশিব আর,
তব পদ সার এ জীবনে,
যদি প্রভু, আশ্রিত এ সুতে
নাহি লও সাথে,
পশিয়া বিজনে, মুদিত নয়নে
মগ্ন রব শ্রীচরণধ্যানে,
অনাহারে দিব ছার প্রাণ বিসর্জ্জন

গোরক্ষ। শুন বৎস!
কঠিন এ সন্ন্যাস আশ্রম।
তুমি আজীবন যতনে লালিত,
এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল?
আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
দারুণ আশ্রম, কভু অর্দ্ধাশন,
অনশনে যাবে কভু,
সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দুপানে।
শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাড়ন,
ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর বারিবরিষণ
তরুসম সহিতে হইবে।

বিহীনসম্বল, শয্যা—ধরাতল,
বসন বল্কল,
আচ্ছাদন—বিভূতি কেবল,
কাঞ্চন-শরীরে বৎস, সহিবে কেমনে ?
যোগাভ্যাস বিজন কাননে,
ভীষণ গর্জ্জনে
ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ,
কোটী কোটী মশকদংশন—
মনোস্থির রবে কি তোমার ?
তাই বলি—এই পন্থা কর পরিহার,
মম বরে হবে তোর সুখের সংসার,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।
অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে,
আনন্দে হরিবি দিন দারাপুত্রসনে।
পূর্ণ। বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, ধন, রাজ্যের শাসন,—
নাহি আকিঞ্চন;
নাহি নাহি, দারাপুত্রসাধ।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, বিধাতা আমার,
তব সেবা ভিন্ন, অন্য নাহিক কামনা,
জীবনসর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।
এক দিন পশিয়া সংসারে—
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে,
সুখ, দুঃখসম হেয়,
সুখে দুঃখে সম টলে মন,
ভ্রান্ত নর হয় বিস্মরণ;
মঙ্গল আলয় সেই বিভু সনাতন,
জেনেছি—বুঝেছি দেব; করিয়াছি সার—
জগতে আরাধ্য গুরু, চরণ তোমার।
গোরক্ষ। তাপিত জননী তোর শত্রুর আগারে,
ভাব মনে রবে কি দশায়—
তোমাহারা পাগলিনীপারা,
অভাগিনী না জানি কেমনে হরে কাল !
পূর্ণ। কৃপাপরবশ হ'য়ে যেই যোগীবর,
পুত্রবর দিলেন মাতায়,
প্রভু, ক্ষমা কর—অজ্ঞান তনয়,
জ্ঞান হয় তুমি দেব, সেই মহাজন,
নহে, কেন প্রাণ মম বার বার বলে,
"চরণকমলে নে রে আশ্রয়, অধম"—
তব বাক্যে যদি তাঁর মতি নাহি টলে,
'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—না হয় সংশয়,
যাবে দিন জননীর পরম সন্তোষে,
শান্তির আগার হবে হৃদয় তাঁহার;
কিন্তু, যদি টলে মন, জন্মায় সংশয়
কোন্ কাজে আসিবে এ অধম তনয় ?
বরঞ্চ দুঃখের ভার বৃদ্ধি তাঁর হবে,
গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।
গোরক্ষ। বিজনে সাধন বৎস, তুমি যোগীবর,
যোগীশ্বর শঙ্করের কৃপা তোর 'পরে;
যত অনুষ্ঠান, যোগ যাগ ধ্যান,
নিশ্চয়-আত্মিকা-বুদ্ধি লাভের কারণ;
সে নিশ্চিত জন্মেছে তোমার,
বাক্যে তব হয় ভ্রম দূর;
শিক্ষা দীক্ষা অতিক্রম করেছ সহজে।
শিবপদাম্বুজে চিত রহুক তোমার,
কর নির্জ্জনে আশ্রম
হর কাল, হর-আরাধনে।
পূর্ণ। গুরুদেব !
তুমি দিগম্বর—শশাঙ্কশেখর,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তুমি সনাতন,
তুমি, জল স্থল অনিল অনল,
তুমি আদি অনাদি পুরুষ;
বাঞ্ছা মাত্র তব শ্রীচরণ।
তব সেবা করি আকিঞ্চন,
বঞ্চিত জনমাবধি জনকসেবায়—
নিত্য ঢালি' পুষ্পাঞ্জলি তব শ্রীচরণে—
সে বাসনা করিব পূরণ;
বিড়ম্বনা করো না হে, তনয়ে তোমার,
অধিকার দেহ, প্রভু, গুরুর সেবায়।
গোরক্ষ। শুন বৎস, আছে মম পণ,
সেবা যার করিব গ্রহণ—
ভাল মন্দ যবে যা বলিব,
তখনি সে করিবে পালন।

কহি যদি করিবারে কুৎসিৎ আচার,
না করি' বিচার,
তখনি সে করিবে স্বীকার;
এ নিয়মে যদি বৎস, ওঠে তোর মন,
সেবায় নিযুক্ত রহ আমার সদন।

পূর্ণ। বল দিও, গুরুদেব, ধরি শ্রীচরণ,
পারি যেন তব আজ্ঞা করিতে পালন।
নিজ বলে বলহীন দীন নরাধম,
কেবল ভরসা তুমি পতিতপাবন।

গোরক্ষ। দণ্ড ধর—ধর বাঘাম্বর,
ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেমকলেবর,
আজি হ'তে তব সেবা করিব গ্রহণ,
(জনৈক শিষ্যের প্রতি)
নবীন সন্ন্যাসী ল'য়ে করহ গমন;
সুন্দরার পুরে পাবে মম দরশন।

[শিষ্যের সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

(সেবাদাসের প্রবেশ)

সেবাদাস, বিলম্ব তোমার কি কারণ?

সেবা। আসিয়াছি কিছু অগ্রে,—ছিলাম কুটীরে,
প্রভু, দেখা হ'ল দামোদর সনে।

গোরক্ষ। পশ্চাৎ শুনিব বিবরণ;
সে অতি দুর্জ্জন,
কদাচ না কর সঙ্গ তার;
বিপাকে ঠেকিবে, যদি বাক্যে কর হেলা।
পেয়েছ কি সাধু-দরশন—
ওই নবীন সন্ন্যাসী,
অন্ধকূপ হ'তে যারে করিলে উদ্ধার?

সেবা। রাজার নন্দন, ছিল সংসারমাঝারে,
সাধুত্তম কেমনে হইল সেই জন?

গোরক্ষ। সংশয় না কর বৎস, আমার বচন;
কিছু দিন রহ ওই মহাজনসনে,
বুঝিবে সকল বিবরণ।
বিনা দোষে নিক্ষিপ্ত হইল অন্ধকূপে;
তথাপি হৃদয়ে দৃঢ় রাখিলা বিশ্বাস,
'ঈশ্বর মঙ্গলময়—করুণাআলয়'!
বহু পুণ্যে হয় বৎস, হেন জ্ঞানোদয়;
হের—
কাঞ্চনকিরীটী ঊষা সমাগত প্রায়;
এস করি শিবগুণগান।

(শিষ্যগণের গীত)
ভৈঁরো—একতালা।

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্তশেখর॥
প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম সাজে, ঢাকে কলেবর।
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক—নাহি দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কাল বদ্ধ বর্ত্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম্ পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অতিথিশালা

সুন্দরা ও সারী।

সারী। আহা, এমন সুন্দর রাজকুমার এল, কেন বিদায় ক'র্‌লে বল দেখি?

সুন্দরা। কি লো, তোর মনে ধ'রেছে না কি?

সারী। তা যাই বল ভাই—আমার খুব মনে ধ'রেছে!

সুন্দরা। তবে তুই কেন তারে নে না!

সারী। পদ্মের সাধ ত ভাই, আর ঘেঁটু ফুলে মিট্‌বে না;—আমি ত আর তোমার মতন মন ভুলাতে জানি নি।

সুন্দরা। আয়, তোরে শিখিয়ে দিই আয়। তুই যেন আমার নাগর প্রাণনাথ, তোমার চন্দ্রবয়ান দেখে আমার প্রাণ আন্‌চান্ করছে। দূর মড়া, কথা ক না,—হৃদয়েশ্বর! বচন সুধা দান কর, আমি তৃষিত চাতকিনী নবঘন-দরশনে বারি আশে এসেছি—প্রাণেশ্বর!—না ভাই, একলা হয় না, তুই অমনি বোবা হ'য়ে থাক্‌বি?

সারী। বলি তোমার রকম কি? সন্ন্যাসীর মাথা মুড়াও, আমার কি নাক-চুল কাট্‌বে না কি? মিন্সেগুলোর অপরাধ দেব কি,—তোমার কথা শুন্‌লে আমারই প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে।

সুন্দরা। আ মরি! রসের নাগরী লো, আমি কি তোমার নাগর, যে প্রাণ শিউরে উঠ্‌ছে? ভাল ভাই—

সারী। ভাল ভাই, তোমার এ কি পরখ করা? সন্ন্যাসী কি সকলেই কামজয়ী হয়েছে? তোমার রূপ দেখ্‌লে স্বয়ং মদন মুগ্ধ হয়, সন্ন্যাসী সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তোমার এত পরখের দরকার কি ভাই?

সুন্দরা। পরখ্ কি? আমায় কি লোকের সঙ্গে কথা কইতে মানা করিস্?

সারী। মানা করি—কেন লোকের সর্ব্বনাশ কর? সে সন্ন্যাসীটে এখন' তোমায় ভুল্‌তে পারে নি, তোমার দেখা পাবে ব'লে বাড়ীর চারিদিকে দেখি বেড়াচ্ছে; তুমি জান না, তোমার কটাক্ষে মদনের ফুলশর।

সুন্দরা। মদন—মদন কি করে?—পঞ্চশর, ফুলধনু, তনু জর জর,—তুই যেমন, ও লোকের ন্যাকামো!

সারী। যখন ফাঁদে পড়বে, তখন টের পাবে।

সুন্দরা। ফাঁদে প'ড়ব বই কি—ফাঁদে পড়'ব না! প্রাণত' আমার না কার? যে আপনার প্রাণ না স্থির ক'র্‌তে পারে, তার গালে আমি ঠোনা মারি।

সারী। দেখিস্ লো, এক দিন আমিও মার্‌ব।

সুন্দরা। আচ্ছা, তখন ঠোনা মারিস্, এখন ত হাওয়ার মত ফুলে ফুলে বেড়িয়ে বেড়াই, কি লো-কি লো, গানটা কি লো?

(সুন্দরা ও সারীর গীত)

মিশ্র সিন্ধুড়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

ধরা ত দেয় না হাওয়া, ফুলে ফুলে চ'লে যায়।
একলা খেলে একলা চলে, মন যেথা তার ধায়॥
হাওয়া কারুর কথা রাখে না, মন ছুটে ত একটু থাকে না,
ঊষার বরণ চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না;
এই ধীর জলে কমল দোলে, এই নাচে লহর-মালায়॥

সুন্দরা। বাঃ বিবিজান্! হ্যাঁরে, আজ্ যে অতিথ আস্‌ছে না?

সারী। যে তোমার নাম বেরিয়েছে, বলে—
ছেলে ধরার ভয় হ'য়েছে, ক'চ্চে লোকে কাণাকাণি।
ও পথে যেও না রে, ও সোনার যাদুমণি॥
ওলো ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে ওই দেখ্ লো—শীকার! ও কিলা, অবাক্ হ'য়ে কি দেখ্‌ছিস্? কি লো, তোর যে আর নিমিষ পড়ে না!

সুন্দরা। সারি—সারি, কে ও নবীন সন্ন্যাসী?

সারী। আ মর্ ভাণ কর্‌ছিস্ নাকি? আমার সঙ্গে আবার ভাণ কিসের লো? ওগো, আগে কাছে আসুক্, কথা শুনতে পাক্, তার পর বলিস্ এখন—চাঁদবদন, বিম্বাধর, চকোরনয়ন, তোর যে আর কি কি আছে—ছড়া কাটাস্ এখন।

সুন্দরা। সারি—সারি, এত দিনে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল; ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর, আমি ওঁর দাসী; দেখ্—দেখ্, দাঁড়িয়েছে দেখ্; যোগীবর আপনার ধ্যানেই মগ্ন। সংসারদৃষ্টি শূন্য, আমি দেখেই পরাজয় স্বীকার ক'রেছি; সারি, আমার প্রাণপতির দর্শন পেয়েছি।

সারী। আগে তোমার রূপ দেখে অম্‌নি থাকে, তবে ব'লো; চোখ'চকি হ'লে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দরা। সারি, সারি, এ বন-বিহঙ্গ আমার ধরবার সাধ্য নাই; বোধ করি, পুরে প্রবেশ কর'বেন না।

নেপথ্যে।—কে আছ?—ভিক্ষা দাও।

সুন্দরা। আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! সারি, এ দিকে ডাক্।

সারী। যোগীবর, এ দিকে আসুন।

নেপথ্যে।—আমি তরুতলবাসী,—পুরে প্রবেশ নিষেধ।

সুন্দরা। সারি, বল এ অতিথ-শালা।

সারী। এ অতিথ-শালা—কারুর বাসস্থান নয়।

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

পূর্ণ। একি সাধ্বী সুন্দরাদেবীর অতিথশালা?

সারী। হ্যাঁ।

পূর্ণ। কৃপা ক'রে দেবীকে ডেকে দিন, আমি তাঁর হস্তে ভিক্ষা ল'ব; নারীকুলে তিনি ধন্যা; গুরুদেব আমায় তাঁর হস্তে ভিক্ষা নিতে আদেশ দিয়েছেন; তিনি গোরক্ষনাথের কৃপাভাজন—আমি তাঁর চরণোদ্দেশে প্রণাম করি।

সুন্দরা। ছি! ছি! যোগীবর, করেন কি? দাসীর নাম সুন্দরা।

পূর্ণ। আপনি পুণ্যবতী; আপনার চরণকৃপায় আমি গুরুদেবের সেবা ক'র্‌ব—ভিক্ষা দিন।

[সুন্দরার ভিক্ষা প্রদান ও পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

সুন্দরা। দেখ্, সারি, সত্য মিথ্যা বোঝ্, যেমন এই

প্রস্তরখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌লে না, তেমনি আমার প্রতিও দৃষ্টিপাত ক'র্‌লে না।

সারী। তাই ত! আর কিছু নয়, রোদে ঘুরে ঘুরে গাঁজা খেয়ে ভোম্ হ'য়ে আছে, অত ঠাওর করে নি।

সুন্দরা। না, সারি, তুমি বোঝ না; আমি যোগীর লক্ষণ পড়েছি—সে সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্ন্যাসীতে বিরাজমান; উচ্চ ধ্যান, শূন্য-দৃষ্টি প্রকাশ ক'র্‌ছে—হৃদয়ে ঈশ্বরপদ বিরাজিত, তথায় আমার ন্যায় তৃণের স্থান নাই।

সারী। আ মরি! ঐ দেখ আবার আস্‌ছে।—

দারুণ রূপের ফাঁদে, রবিশশী প'ড়ে কাঁদে,
গতিহীন হয় সমীরণ।
উথলে সাগর জল, ঢ'লে প'ড়ে হিমাচল,
বাঁধা পড়ে আপনি মদন!
কি সন্ন্যাসী ঠাকুর, আবার ফিরে এলে যে?

(পূর্ণচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণ। দেখুন সুন্দরাদেবি, আমি সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়ম জানিনি,—আমি আপনার মণিমুক্তা গ্রহণ ক'রে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হ'য়েছি; গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আপনার মণিকাঞ্চন গ্রহণ করুন—কৃপা ক'রে কিঞ্চিৎ ভোজ্য সামগ্রী আমায় দান করুন।

সুন্দরা। আপনার গুরুদেব কোথায় অবস্থিতি ক'র্‌ছেন?

পূর্ণ। তিনি অদূরে বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম ক'রছেন; কৃপা ক'রে আমায় ভোজ্য-সামগ্রী দিন—গুরুসেবার সময় অতীত হ'চ্চে।

সুন্দরা। আপনি কৃপা ক'রে আমার পুরে আসুন—যত ইচ্ছা ভোজ্য-সামগ্রী ল'য়ে যান।

পূর্ণ। দেবি, সন্ন্যাসীর পুরী প্রবেশ নিষেধ।

সুন্দরা। কৃপা ক'রে পদার্পণে পুরী পবিত্র করুন।

পূর্ণ। যথায় আপনার আবাস, সেই স্থানই পবিত্র; যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ যখন আপনার নিকট ভিক্ষার্থে পাঠিয়েছেন, আপনি সামান্যা নন; কিন্তু, কৃপা ক'রে মার্জ্জনা করুন, পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।

সুন্দরা। আমার পুরীর দ্বারে আসুন, আমি খাদ্যদ্রব্য ল'য়ে প্রভু গোরক্ষনাথ-দর্শনে যাব।

পূর্ণ। আপনি অতি পুণ্যবতী, প্রভুর দর্শনে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সুন্দরা। যোগীবর, সত্য কি মনস্কামনা পূর্ণ হবে? দেখ'—মিথ্যা আশ্বাস দিও না।

পূর্ণ। দেবি, উঠুন; আমি প্রভুর দাসানুদাস—আমায় এত বিনয় কেন? আপনি ঈশ্বর-দর্শনে যাবেন, আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।

সুন্দরা। আমি শান্তি চাই নি, স্বর্গ চাই নি, মোক্ষ চাই নি, হে নবীন সন্ন্যাসি, বল, আমি যা প্রার্থী, তা পাব?

পূর্ণ। কল্পতরুপদে যা যাচিঞা ক'র্‌বেন, তাই পাবেন।

সুন্দরা। প্রভু গোরক্ষনাথ, দেখো যেন তোমার শিষ্যের বাক্য মিথ্যা না হয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

গোরক্ষনাথ ও শিষ্যগণ।

গোরক্ষ। শুন শিষ্যগণ,
প্রত্যক্ষ দেখিবে কিবা পরীক্ষা কঠিন;
সুন্দরা সুন্দরী—
বিধাতার নির্জ্জনে গঠন;
কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত;
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী;
হেরি' কেশদাম
অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী;
বরণ-প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী;
সহ সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি;
নেহার অদূরে কিবা বিধাতার ফাঁদ—
মনে মনে বুঝ এবে যত শক্তি যা'র!

(সুন্দরা, সারী ও পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

সুন্দরা। ধর প্রভু, অধিনীর উপহার;
ওহে যোগীবর, ওহে বাঘাম্বর,
ত্রিপুরারি নরকলেবরে,
আমি অভাগিনী, স্তুতি নাহি জানি,

নিজগুণে কৃপা কর করুণানিদান ;
পূজা ধর আশুতোষ জটাধারি !
কর দয়া,—কিঙ্করী তোমার।

গোরক্ষ। বিনয় বচনে তুষ্ট হয়েছি কল্যাণি!
হোক তব অভীষ্ট পূরণ—
চাহ বর, সুকেশিনি, যে বা তব মন,
যাহা চাহ মম বরে হবে সংপূরণ।

সুন্দরা। কিবা নাহি জান, প্রভু, অন্তর্য্যামী তুমি ;
সরমে জড়িত জিহ্বা, বচন না সরে,
বুঝ মর্ম্ম হে মনোজ্ঞ, বিভূতিভূষণ,
বড় আশে ল'য়েছি হে চরণে শরণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
মনোমত ভিক্ষা দেহ দাসীরে, গোঁসাই,
অবলায় রাখ পায় ঘুচাও বিষাদ—
দেহ হৃদয়ের চাঁদ—পূর্ণ কর সাধ ;
অভিলাষী দাসী—তব নবীন সন্ন্যাসী—
মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী।

গোরক্ষ। দিলাম তোমারে, তব যেবা অভিলাষ ;
ল'য়ে যাও সন্ন্যাসীরে,
যাও যোগী, বামার সহিত—
অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর।

পূর্ণ। যেন রহে পদে মতি, নাহি জন্মে ভ্রম।

সুন্দরা। কল্পতরুপদে মম পূর্ণ মনস্কাম।

পূর্ণ। অমৃত ত্যজিলি হায়, বিধি তোরে বাম!

[সুন্দরা, সারী ও পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

সেবা। প্রভু, একি লীলা তব ?
পাপ-ইচ্ছা পুরাইতে চাহিল পাপিনী।
অর্পিলেন নবীন যোগীরে তার করে ?

গোরক্ষ। পরীক্ষায় হয় পার, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী,
যার অঙ্গে নাহি বিন্ধে অঙ্গনা-নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন ;
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে,
সেই নরোত্তম ;
তার সাজে সন্ন্যাস-আশ্রম ;
হেন সাধু লভিলে জনম,
পবিত্র এ বসুমতী ;
পরীক্ষা করিয়া লব ভক্তেরে আমার।

শিষ্যগণের গীত

মধুমাধব—চৌতাল।

ঘোর গভীর বিষাণ বাজে,
বিভূতি-ছাদিত ধূর্জ্জটি সাজে।
জ্বালা উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত,
ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত ;
ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত,
সংবিদা ঢল ঢল, ত্রিনয়ন-উৎপল,
ডমরু ডিমিডিমি জলধর গাজে!

গোরক্ষ। চল, মম কার্য্য পূর্ণ হয়েছে নগরে,
চলহ সত্বর পূজা করি দিগম্বরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

সারী ও সেবাদাস।

সেবা। বল কি? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য ক'র্লে! সুন্দরাকে দেখ্‌লে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়, আমরা ত যোগী! দৃষ্টিমাত্র আমাদের মনও বিচলিত হ'য়েছিল ; গোরক্ষনাথের কি হ'য়েছিল জানিনি, অন্য সকলে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল।

সারী। কিন্তু, এ যোগীরাজের নিকট মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব, নারীর দর্প এঁর নিকট চলে না।

সেবা। আমি যে তোমায় বলেছিলুম, উত্তম উত্তম আহার দিও—

সারী। তা কৈ, তিনি গ্রহণ করেন কৈ? কোন দিন অনশন, কোন দিন একটী ফল আহার।

সেবা। শিব-পূজা ত নিত্য করে, তোমায় যে ব'লে দিলেম, শিবের ভোগে নানাবিধ সামগ্রী দিও।

সারী। তা ক'রে দেখেছি; প্রসাদ কণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ-ফকিরদের দেন।

সেবা। অতিথ-ফকির কাছে আস্‌তে দাও কেন? তা' হ'লে প্রসাদ ফেল্‌তে পার্‌বে না।

সারী। কেউ না থাক্‌লে হোমকুণ্ডে ভস্ম ক'রে ফেলে; আপনি যদি অবলার প্রতি কৃপা ক'রেছেন—কোনরূপ উপায় করুন; আমার সখীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি—দিন দিন কলায় কলায় ক্ষয় হ'চ্ছে; অধরে সে রাগ নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ নাই! এ দারুণ মনোভঙ্গে যে প্রাণ থাকে, এমন আমি বুঝি না; আহা! ঘোর বরিষায় সে বসন্তকোকিল নীরব; নয়ন-নীরদে ঘন বরিষণ; নিশ্বাস—প্রলয় পবন; 'আহা, উহু'—কঠোর বজ্রের নাদ! কৃপা ক'রে এ দুর্দ্দিন দূর করুন। ঠাকুর, এ যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, আপনি যা চ'ান. আপনাকে তাই দেব।

সেবা। আমি কিছুই চাই না; সুন্দরা সুখী হউক্—এই আমার অভিলাষ।

সারী। ঠাকুর, সে দারুণ সন্ন্যাসী; বুঝি সুন্দরার সুখ এ জন্মের মতন বিদায় নিয়েছে।

সেবা। উপায় আছে।

সারী। ঠাকুর, যদি উপায় করেন—কিনে রাখেন।

সেবা। তুমি স্ত্রীলোক; তোমায় ভয় হয়—পাছে প্রকাশ কর।

সারী। ঠাকুর, আমি শিবের মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌তে পারি, আমি কখন' প্রকাশ ক'র্‌ব না।

সেবা। তোমাদের উপকারের জন্য আমি এত ক'চ্ছি—যদি প্রকাশ কর, তা হলে আমায় গুরু তাড়িয়ে দেবেন, লোকে ভণ্ড ব'ল্‌বে। কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গেতে স্থান পাব না; যা তোমায় দেব, তা সন্ন্যাসীর স্পর্শ ক'র্‌তে নাই; সুধু তোমার বিনয়ে তোমায় আমি দিচ্ছি; দেখ' প্রকাশ ক'রো না।

সারী। ঠাকুর, প্রাণ থাক্‌তে নয়।

সেবা। শেষ উপায় এই। (দ্রব্য দেখান) কোন সুযোগে যদি সন্ন্যাসীকে এই দ্রব্য খাওয়াতে পার, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোমার সখীর পদে দাস হবে; এর নাম সুরা।

সারী। ঠাকুর! এতে ত প্রাণের আশঙ্কা নাই?

সেবা। না।

সারী। এ খাওয়ালে কি হবে?

সেবা। কর পান, দ্রব্য-গুণ হবে অবগত;
অপার মহিমা, সুরা পাপসহচরী;
উন্মাদ করিতে ধরা ধাতার সৃজন।
ব্রহ্মা বুঝি সুরার সেবায়
মুগ্ধমতি—হেরে তনয়ায়,
দুহিতায় দিল ধাতা প্রেম-আলিঙ্গন;
পুরন্দর, শশধর, গুরুপত্নী হরে;
শঙ্কর কোঁচের নারী রত!
সুরার সেবায়—
লোক-ধর্ম্ম তখনি পলায়,
হয় ভূপতি ভিখারী,
অতি শান্ত নর—হত্যাকারী,
বীর ধীর,—ত্যজি' তরবারি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরে;
বিদ্যাবান্ হয় জ্ঞানহীন,
শিশু সম আচারে প্রবীণ,
জিতেন্দ্রিয়, নারীর ইঙ্গিতে ফিরে,
যোগী যোগ ত্যজে কুক্কুরীতে ভজে,
ধরে নর পশুর প্রকৃতি!
মদিরা-মহিমা তুমি জান না—জান না,
লও সুরা, যাও ত্বরা, পুরিবে বাসনা।

সারী। এ যদি বিফল হয়?

সেবা। "ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা।" তা হ'লে আর উপায় নাই।

সারী। দেখি, ঠাকুর, কি হয়।

[সারীর প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। (স্বগত) বলি, সেই বেটীর সেই বেটী না! সেবাদাসের সঙ্গে কি ক'র্‌লে? আহা—আহা, শুন্‌তে পেলেম না! (প্রকাশ্যে) বলি, সেবাদাস যে, শোন না শোন না।

সেবা। না, পথ ছাড়।

দামো। বলি, অত রাগ কেন? একটা কথাই শোন না। সেকেলে আলাপ, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—কেমন আছ?' বলি, আমার মুখ দেখ্‌লে আর তোমার জাত যাবে না! তুমিও তোমার গুরুদেবের কথা তুলো না, আমিও তাঁর কথা কইব না, অন্য দু' একটা কথা কই এস না। দেখ, তোম্‌রা ভাই কুরুট, আমাদের সাদা প্রাণ,—যার সঙ্গে একবার আলাপ হ'ল, তারে না দেখ্‌লে প্রাণটা কেমন করে।

সেবা। (স্বগত) ভাল, দামোদরকে জিজ্ঞাসা করি—ও কেন চলে এল?

দামো। বলি, ভাব্‌ছ কি—ওই ছুঁড়ীটের, না এই ছুঁড়ীটের রূপের কথা?

সেবা। আচ্ছা দামোদর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি গুরুর কাছ থেকে চলে এলে কেন?

দামো। কাজ কি ভাই ও কথায়? তুমি ব্যাজার হ'য়ে দৌড় মার্‌বে, তা'র চেয়ে অন্য কথা কও।

সেবা। না, তুমি বল না আমি শুন'ব—আমার যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে; আর যা থাকুক বা না থাকুক, ওঁর পক্ষপাত আছে।

দামো। বলি, কোন্‌টা নাই বল দেখি? ছেলেটা আছে, বলা আছে মানস-পুত্র; লোককে কৃপা ক'রে ক্ষীর সর নবনী ভোজন টুকু আছে; কৃপা ক'রে শিষ্যদের দিয়ে পা-টা টেপান গুলি আছে!

সেবা। সে তুমি মিছা ব'ল্‌ছ; উনি ত আর বলেন না; শিষ্যেরা পদসেবা ক'র্‌তে চায়, তাই।

দামো। আমিও ত বল্‌ছি, যে কৃপা ক'রে গা-টা টেপান আছে; বলি, নাই কোন্‌টা—আমায় দেখাও!

সেবা। ভাল, তুমি চলে এলে কেন?

দামো। বলি, তুমি চলি চলি ক'র্‌ছ কেন?

সেবা। আমি চলি চলি করি নি; আমার মনে একটা সন্দেহ হ'য়েছে।

দামো। আরে, ছি! ছি! গুরুদেবের প্রতি সংশয়! ও লীলা, ও ত আর তুমি আমি নয়, ও লীলা, লীলা।

সেবা। তা ওঁর পক্ষপাত টুকু আছে।

দামো। তা আছে, আমায় কাটই আর মারই।

সেবা। দেখ, একটা রাজার ছেলে, তাকে পাতকুওয় ফেলে দিয়েছিল—

দামো। হাঁ, হাঁ, হাঁ, শ্যালকোটের রাজার ছেলেকে ফেলে দিয়েছিল বটে, আমি শুনেছি।

সেবা। শুনেছ? আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, সংমাকে কি কিছু বলেছিল?

দামো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা আগে শুনি।

সেবা। আমি মনে ভাবি,—একছেলে, রাজা কি না বিচার করেই পাতকোয় ফেলে দিলে?

দামো। এই বোঝ, পথে এস।

সেবা। দেখ, ভাই, সেই ব্যাটাকে পাত্‌কো থেকে তোলা গেল, তিনি হ'লেন সাধূত্তম, প্রভুর মানস-পুত্র! আর আমরা এতদিন জটা রাখ্‌লেম, ভেস্তে গেলেম! তাঁর মণি-কাঞ্চন ছোঁওয়ায় নিষেধ নাই, তাঁর গৃহস্থের বাড়ী যাওয়ায় নিষেধ নাই, তাঁর মেয়ে মানুষের সহবাসেও নিষেধ নাই; আর আমাদের তরুতল—বাস, কাঞ্চন—লোষ্ট্রবৎ, পরদার—মাতৃবৎ!

দামো। বলি, মানস-পুত্র ত? ওঁর ও লীলা, ওঁর ও লীলা!

সেবা। দেখ ভাই, আমার সকল সহ্য হয়, কিন্তু, সে কাল্‌কের ছোঁড়া—তার যে সেবা ক'র্‌ব—তা ভাই পার্‌ব না।

দামো। আমার কাছে অত হাত-পা নাড়া কেন? আমি কি তোমায় মাথার দিব্যি দিচ্ছি 'সেবা কর, কর, কর'?

সেবা। দেখি আর দিন কতক।

দামো। দেখ; তা'র পর যখন তোমার সমাধি হবে, নিশ্চিন্ত হইও; আমি তোমায় এক কথায় ব'লে দিই, আর ওর ঠেঁয়ে কিছু নাই; যে কয়টা আসন ছিল, মেরে দেওয়া গিয়েছে। মিছে কেন তল্‌বি বওয়া? তেমন একজন গুরু পাওয়া যায় ত দিনকতক শিষ্য হওয়া যাবে। যেমন পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে ভ্রমর যায়, তেমনি একজন গুরু হ'তে অপর গুরুতে শিষ্য যেতে পারে।

সেবা। না, না, যখন এত দিন আছি—তখন একটা শেষ না করে ছাড়ছিনি।

দামো। হাঁ, যখন ডুবেছ, তখন পাতাল দেখে ছেড়;

আমি বুঝেছি—শেষ করে, না শেষ হ'য়ে ছাড়ছ; ও ছুঁড়ীটের সঙ্গে কি কথা ক'চ্ছিলে ?

সেবা। কোন্ ছুঁড়ী ?

দামো। বলি ঐ যে, যার সঙ্গে ফুশ্ ফুশ্ ক'র্‌ছিলে, বল না ?—আমি কি আর কেড়ে নিচ্ছি !'

সেবা। ঐ যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম ? ও এক মাগী; (স্বগত) সুরা দিয়েছি, দেখেছে কি ? ব্যাটা ভারি গুলো, ব'লে বেড়াবে—আমার ভারি নিন্দা হবে।

দামো। বলি ভাবছ কেন, আমাদের সে কেলে আলাপ্ বল না ? আমি কি আর কারুকে বলতে যাচ্ছি !

সেবা। তুমিও যেমন, ও আবার কে ? ওকে কি আর আমি চিনি ? আমি চল্লেম ভাই, গুরুর সেবার সময় উপস্থিত।

[প্রস্থান।

দামো। ঠিক ঠাক; যা ভেবেছি তাই; শালা, গুরুর সেবা ? আমি খপর রাখি নি ? গোরক্ষনাথ হেথা নাই, তাকি আমি জানি নি ? শালা ঐ সখীবেটীকে হাত করেছে। ওহো, শুনেছিলেম সুন্দরা গোরক্ষনাথের কোন্ চেলার পিরীতে পড়েছে—সে এই ব্যাটা; খুব যণ্ডাষুণ্ডি আছে না; আমার ঠেঁয়ে সন্ধান পেয়ে শালা অষুধ করেছে। শুনেছি, কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ছুটেছিল। অষুধ করেছে বৈকি। দেখি, যদি ঠিক ঠাক হয় ত ঐ শালাকে খুন; তবেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। বেটী প্রাণের জ্বালায় যখন ছট্ ফট্ ক'রে কাঁদ্‌বে, আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাস্‌ব, তবে মনের জ্বালা মিট্‌বে! থাক্ বেটী! বাবা, দশদিন চোরের, এক দিন সাধের !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সুন্দরার বাটী

সুন্দরা ও সারী।

সারী। তুমি কোথা গিয়েছিলে ?

সুন্দরা। শিবের মন্দির মার্জ্জনা ক'র্‌তে।

সারী। কেন, একি সখ ? দশজন ব্রাহ্মণপত্নী ঐ কাজে রয়েছে।

সুন্দরা। যোগীবরে সমর্পণ করেছি জীবন;
শুন, সখি, নহি আর রাণী,
আমি হ'য়েছি যোগিনী;
নাহি অন্য জন—
একমাত্র আমি তাঁর দাসী—
কে করিবে পূজা আয়োজন,
মন্দির মার্জ্জন, কুসুম-চয়ন,
আসন-প্রস্তুত মম ভার।

সারী। আহা!
কেন, সখি, হ'লি পাগলিনী ?
মরি, উন্মাদিনী, বিষাদ মগনা,
দিবানিশি রোদন করেছ সার !
মরি, মরি, চাঁদ-মুখ মলিন নেহারি,
কিসে ধৈর্য্য ধরি ?—
কিঙ্করী লো তোমার সজনি।
আহা! বিধি এত তোর লিখেছিল ভালে ?
এল কত জন সুন্দর, সুধীর
রাজপুত্র; পদে ধরি' করিল রোদন;
ছি! ছি! একি বিধি-বিড়ম্বন—
মজিলি পাষাণ-প্রাণ যোগীর প্রণয়ে!
না জানি, এ কেমন নির্দ্দয়,
বুঝি বিধি প্রস্তরে গঠিল;
নহে, কেমনে সে সহে,
কেমনে নেহারে,
দিন দিন বিমলিনী বিকচ নলিনী ?

সুন্দরা। সখি, সন্ন্যাসীর নাহি দোষ;
যবে মম প্রণয়-আশায়,
ধরি' পায়, রাজপুত্র করিত রোদন
বিনয়বচনে ঘৃণা হ'ত মনে;
ভাবিতাম—একি হীন প্রাণ!
হায়! তখন না জানি—
মদনের দারুণ শাসন!
ফুলধনু প্রতিফল দিতেছে আমায়,
নাহিক উপায়;
এ জীবন রোদনে কাটাব;
দি'ছি স্থান যোগীবরে হৃদয়-আগারে,

তিনি মম স্বামী,
বঞ্চিব দিবস যামি তাঁর ধ্যানে আমি।
সারী। শুন সখি, আছে এক উপায় ইহার।
আমি—
তোর তরে বিকল অন্তরে
দেবালয়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
অকস্মাৎ আসে তথা সন্ন্যাসী জনেক ;
শুনিয়া বৃত্তান্ত যত, সেই উদাসীন,
দ্রবিবারে যোগীর হৃদয়,
নানা মত কহিল উপায় ;
গোপনে করিনু সে সকল,
কিন্তু যত্ন হইল বিফল ;
পুনঃ আজি দেখা মম সন্ন্যাসীর সনে।
সুন্দরা। কে সে সন্ন্যাসী ?
সারী। পরিচয় নাহি দিল ; কিন্তু, লয় মন,—
গোরক্ষনাথের কাছে করেছি দর্শন।
সুন্দরা। অবশ্য এ ভণ্ডযোগী, কোন মূঢ় জন ;
নহে, কেন যোগভঙ্গ তার আকিঞ্চন ?
সারী। না, না, তব দুঃখে দুঃখী হইল শুনিয়া কাহিনী।
সুন্দরা। কি হইল, কহ মোরে সবিশেষ বাণী।
সারী। দিল মোরে এই দ্রব্য সেই জটাধারী,
যাহে পুরুষের মন মুগ্ধ করে নারী ;
মদিরা ইহার নাম।
সুন্দরা। দূরে করহ নিক্ষেপ ;
ভেবেছ কি মনে,
পশু সনে করিয়াছি প্রণয়বাসনা ?
চাহি প্রাণে প্রাণ-বিনিময় !
নহে পশুক্রিয়া ;
ভাব কি, সজনি, মেষসম পতি করি সাধ ?
ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ মুখ পানে চাবে—
থাকিলে সে সাধ, পূর্ণ হ'ত এত দিনে।
আসি' কত জন পরিত বন্ধন ;
নহে পত্নী, হতেম ঈশ্বরী।
আমি স্বামী, তারা হ'ত নারী !
ছি ! ছি ! নারী হ'য়ে জান না নারীর প্রাণ ?
রমণীর সাধ—
মনে মনে, হৃদয়-আসনে,
সযতনে রাখিতে পতিরে ;
হৃদয়-ঈশ্বর—
নিরন্তর তাঁর পদসেবা।
উচ্চ আশ নারী রাখে কিবা ?
বারনারী যত্ন করি' চাহে প্রেমদাস।
যোগীবর আমার ঈশ্বর,
অভিলাষী তাঁহার চরণ।
চল, বুঝি হ'ল তাঁ'র পূজার সময়,
গঙ্গাজল বিল্বদল যোগাবে কিঙ্করী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

পূর্ণচন্দ্র আসীন।

পূর্ণ। হে গোরক্ষনাথ ! যদি সাক্ষাৎ-পূজায় দাসকে বঞ্চিত করলেন—লিঙ্গশরীরে আবির্ভাব হ'য়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন ; দিগম্বর, দাসকে বঞ্চিত ক'র্বেন না।

নম নম শশাঙ্কশেখর, নম বাঘাম্বর,
নম নম বৃষভবাহন।
নম গঙ্গাধর, নমস্তে শঙ্কর,
নম নম বিভূতিভূষণ।
শিব, শম্ভু, হর, নম যোগীশ্বর,
নম নম মদন-শাসন।
রজত ভূধর, জগত-ঈশ্বর,
ফণী ভূষা শবাসন॥
নমামি ঈশান, বাদন বিষাণ,
নীলকণ্ঠ নম নম।
অতি দীন দাস, পদে তব আশ,
দেখ' নাহি জন্মে ভ্রম॥

(সুন্দরার প্রবেশ)

ক্ষমা কর পূজার সময়।
সুন্দরা। বিল্বদল গঙ্গাজল আনিয়াছে দাসী।

পূর্ণ। আহা, অতীব সুন্দর মালা!
কেন রাথ? দেহ মোরে পূজা করি হরে।
সুন্দরা। এক ভিক্ষা রাথ, যোগীবর!
যতনে কুসুম তুলি' গেঁথেছি এ হার,
ধর উপহার, পর গলে,
তৃপ্ত কর তৃষিত নয়ন।
পূর্ণ। জান না, জান না,
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস-পিণ্ডোপরে
ফুলহারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?
করে যারে পবন ব্যজন,
যাঁর তরে ভাতিছে তপন,
বনরাজী ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু,
যাঁর নাম ভবার্ণব-সেতু,
সেই অস্থিমালাগলে দেহ ফুলমালা;
না রহিবে বাসনা-জঞ্জাল,
নির্ম্মল অন্তরে
ফুলহারে হের দিগম্বরে।
(মহাদেবকে ফুলহার দেওন)
সুন্দরা। দেব, তুমি মম স্বামী,
দিগম্বরে নাহি জানি আমি,
তুমি পতি প্রাণেশ্বর মম;
ঠেল পায়, ক্ষতি নাহি তায়,
তব পদে রহিব কিঙ্করী।
মরিব তোমার নাম স্মরি,
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ জীবনে জীবন,
এক মাত্র তুমি প্রভু! দাসীর ঈশ্বর।
পূর্ণ। সত্য যদি মনে মনে কিঙ্করী আমার,
ভিখারীর সনে যদি না কর কপট,
কেন তবে মজাইতে করেছ বাসনা?
বড় সাধে গুরুপদে সঁপেছি জীবন,
এ জীবনে গুরুদেব সর্ব্বস্ব আমার,
সেবায় তাঁহার কেন করেছ বঞ্চিত?
শুন সতি! সহধর্ম্মিণীর এই রীতি—
প্রাণপণে বাঞ্ছা করে পতির উন্নতি;
যোগভ্রষ্ট কেন মোরে করিবারে চাও?
বিদায় মাগি হে, ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।
সুন্দরা। চাঁদমুখে পত্নী ব'লে ডাক একবার—
জনম সফল, প্রভু, করহ আমার।
পূর্ণ। আমি যোগী, সংসার-বিরাগী,
ত্যজিয়াছি কামিনী-কাঞ্চন;
পেয়েছি গুরুর ঠাঁই নূতন জীবন,
গুরু বিনা এ সংসারে অন্য কেহ নাই,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দারা, গুরু, বন্ধু, ভাই,
শুন সুলোচনা,
বুঝ না, বুঝ না, ইন্দ্রিয়-ছলনা—
অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ?
দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
আত্মায় আত্মায় আত্মিক-রমণ!
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন,
আনন্দের লীলা অবিরাম;
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
এক আত্মা হ'ব দুই জনে;
চিরদিন রবে,
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে;
করহ আত্মায় মন লয়,
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার—
হেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি-বিহার;
এক জ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার,
নর নারী ভেদ জ্ঞান রহিবে না আর।
সুন্দরা। প্রভু,
জন্ম-জন্মান্তরে রহে যেন ভেদজ্ঞান;
যেন অনন্ত অনন্তকালে
রহি তব পদতলে,
পতি-ভাবে চিরদিন করি তব পূজা;
দাসী জ্ঞানহীনা—
নাহি জ্ঞান-অর্জ্জন কামনা;
পতিপদ করিয়াছি সার,
ইহা হ'তে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর;—
জন্মে জন্মে হই যেন কিঙ্করী তোমার।

যাও হে নির্দ্দয়! যদি যাইতে বাসনা,
তব পথে কণ্টক হব না ;
যাও—
যথা থাক সুখে থাক নাহি করি মানা ;
কিঙ্করীরে যদি কভু পড়ে তব মনে,
জেনো সে তোমার দাসী জীবনে-মরণে।

পূর্ণ। ধর ধর সুলোচনে, শিবের প্রসাদ,
হউক ঈশ্বরে মতি, করি আশীর্ব্বাদ।

সুন্দরা। ঈশ্বর না চাই, তোমা বিনা নাহি সাধ,
নমস্কার যোগি, ক্ষমা কর অপরাধ।

পূর্ণ। শিব, শিব, শিব, গুরু, গোরক্ষনাথ!

[প্রস্থান।

সুন্দরা। আর কেন এ শ্মশানে?
শিরে হ'ল বজ্রাঘাত।—

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সারীর কক্ষ

সারী ও সেবাদাস।

সারী। আপনি আবার কেন?

সেবা। দেখ, সুন্দরা বারণ করুক, তুমি কোন মতে সরবতের সঙ্গে মদিরা দাও।

সারী। তুমি দূর হও; তুমি পাপে মতি আমায় কেন দাও? যদি সুন্দরা দেখে, তোমার জীবন সংশয় হবে; তুমি ভ্রষ্ট যোগী; যাও।

সেবা। তোমার পায় ধরি, তুমি ঐ কথা প্রকাশ ক'রো না।

সারী। যা ভীরু, তোর ন্যায় আমি অধম-আত্মা নই; তুই চণ্ডাল, জটার কেন অবমাননা ক'রেছিস্?

সেবা। দেখ, আমার সর্ব্বনাশ হবে, তোমাদের উপকারের জন্য আমি ক'রেছিলুম।

সারী। যা, মূঢ়, তোর শঙ্কা নাই।

সেবা। দেখ', দেখ', ব'লো না।

[প্রস্থান।

সারী। একি, সখীর একি মুখের ভাব!

(সুন্দরার প্রবেশ)

সখি—সখি, একি? তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে!

সুন্দরা। সারি, তোর কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি; প্রাণনাথ চ'লে গেছেন—এ শ্মশানপুরে আর আমি থাক্‌ব না।

সারী। সখি, সখি, কি বল? সখি, তোমা বই আর আমি জানি না। আমায় কেন বজ্রাঘাত কর? রাণি, প্রাণসখি, স্থির হও।

সুন্দরা। স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, শুনহ বচন,—
শূন্য—শূন্য—শূন্য এ জীবন ;
শূন্য পুরী, শূন্য এ সংসার,
প্রাণনাথ গিয়াছে আমার ;
গৃহ-বাস আর কা'র তরে?
যাই, সখি, হাস্য মুখে দাও লো বিদায়।

সারী। কোথা যাবে?
আমি দাসী সহচরী, আমার কি হবে?
তুমি রাণী, ঠাকুরাণী মম,—
তোমা ছেড়ে রহিব কেমনে?
এ সংসারে—
কেহ আর নাহি তোমা বিনা।

সুন্দরা। এ নগরে আজি হ'তে তুমি হবে রাণী ;
বলেছি মন্ত্রীরে তোরে রাখিবে আদরে,
সিংহাসনে তুমি ঠাকুরাণী ;
পূজে হর, নিও মনোমত বর ;
মনোমত পতি ল'য়ে রাজ্য কর' সখি ;
সুখে থেক, মনে রেখ'—অভাগী সুন্দরা ;—
যাই, ভাই, পুরী মম জ্ঞান হয় কারা।

সারী। কোথা যাবে?
হায়! একা নারী কোথা যাবে?

সুন্দরা। যাব মম পতির আলয়ে ;
এ জীবনে পতিসেবা ভাগ্যে মম নাই,
তাই যাই শাশুড়ীর চরণ সেবিতে ;
আহা দুখিনী জননী,

হারা হ'য়ে অঞ্চলের মণি,
কাঙ্গালিনী, অন্ধ কেঁদে কেঁদে!
তাহে অরিপুরে কেহ নাহি তাঁর;
একাকিনী হাহাকার করে পাগলিনী,
পুত্রবধূ আমি তাঁর নন্দিনী সমান,
দুখিনীর করিব শুশ্রূষা;
দুই জনে রোদনে করিব দিনপাত—
দুখিনী, থাকিব সদা দুখিনীর সাথে।

সারী। এ কি কহ রাণি!
আছে সেই চামার-নন্দিনী,
জ্যেষ্ঠরাণী-দরশন কেমনে পাইবে?

সুন্দরা। দূত হ'য়ে জানাইব রাজার সদনে,
সসৈন্যে সুন্দরা আসে আক্রমিতে পুরী;
মন্ত্রী মুখে শুনি বিশৃঙ্খল রাজধানী,
স্বেচ্ছাচারী অনিয়মে সেনা;
রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ রাজা হইবে সভয়,
করিবেন সন্ধির প্রার্থনা;
সন্ধির প্রস্তাব এই করিব তাঁহারে,—
প্রধানা রাণীরে রাখিতে সে উপবনে,
ছিলেন যথায় তিনি সন্তানের সনে,
সুন্দরার দাসী তাঁর সেবা হেতু রবে;
তবে সন্ধি, নহে, ঘোরতর রণ হবে;
রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির,
আমার প্রস্তাবে মত হবে নৃপতির।

সারী। ধন্য তব পতিব্রতা-ব্রত!
রাণী হ'য়ে হেন কেবা করে!
ত্যজি' রাজ্য, ত্যজি' দাস-দাসী,
শাশুড়ীর সেবা-অভিলাষী—
পতির সন্ধান-হেতু!
ধন্য সতী পতিপরায়ণা!
তোমার মহিমা না হয় তুলনা।
যাবে যদি পতিগৃহে, আমি তব দাসী,
তুমি ঠাকুরাণী, আমি তোমা অভিলাষী,
যথায় ঈশ্বরী তথা রহিবে কিঙ্করী,
চল তবে, সুলোচনা, দুর্গা নাম স্মরি'।

সুন্দরা। দুখ পাবে, তুমি কোথা যাবে?

সারী। দাসী, ঠাকুরাণী ছাড়া কবে?

সুন্দরা। শত জন্মে শোধ নাহি হবে তোর ধার।

সারী। ঋণী আমি চিরদিন প্রণয়ে তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

দামোদর।

দামো। তবে রে শালা, আমি বুঝি নি! রোজ রোজ ফুক্ ফাক্ ক'রে আনাগোনা! আর সে মাগীকে চেন না! ওই আস্‌ছে, আমি এই গাছের আড়ালে দাঁড়াই।

(সেবাদাসের প্রবেশ)

সেবা। উঃ! লাঞ্ছনার একশেষ, আমি কি হেয়! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে! (দামোদর কর্তৃক ছুরিকা দ্বারা আঘাত) আরে, কে রে চণ্ডাল? গুরুদেব, অন্তকালে কোথায় তুমি!

দামো। ওই কে আস্‌ছে—পালাই।

[দামোদরের প্রস্থান।

(গোরক্ষনাথ ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সকলে। শিব, শিব, ভোলা!

গোরক্ষ। শুন বৎস! ঈশ্বরে নিশ্চয় ভক্তি যার,
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে হয় অনায়াসে—
শঙ্কর সহায়, বিঘ্ন নাহি কোন কালে।
ওই দূরে সুন্দরার পুরী,
চল—
দেখিবে কি ভাবে আছে, নবীন সন্ন্যাসী।

১ম শিষ্য। এ কি, এ যে সেবাদাস!
প্রভু!—
বক্ষে ছুরি, পথমাঝে হের শিষ্য তব।

গোরক্ষ। অদৃষ্টের ফল কেবা করিবে লঙ্ঘন?
আছে বেঁচে, অতি মৃদু বহিছে ধমনী,
এই পত্র মর্দ্দি' দেহ প্রলেপ আঘাতে—
রুদ্ধ হবে রুধির-প্রবাহ।

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

পূর্ণ। গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব !
মুক্ত দাস চরণ-প্রসাদে ;
কুহকিনী দিয়াছে বিদায়।
হে ভক্তবৎসল ! রাখ সেবকেরে পায়।

গোরক্ষ। শঙ্করের প্রিয়, বৎস তুমি !
ের শিষ্যগণ,
অকলঙ্ক পূর্ণশশী পূর্ণের উদয় ;
গগন ভেদিয়া বল জয় জয় জয় !

(শিষ্যগণের গীত)

ভৈরবী—ঠুংরি।

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা।
ভূতনাথ ভব, বোম্ বব বোম্ বব,
নিনাদ ভৈরব, অম্বু-উথলা ॥
মনমথ-শাসন, নয়ন হুতাশন,
ফণামালগল, দল দল দোলা।
তমালনিন্দিত, কণ্ঠে হলাহল,
জলদজাল জিনি' জটাজুট দল,
কল কল চল চল গঙ্গা-বিলোলা ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লুনার কক্ষ

লুনা ও জম্বু।

লুনা। বাপ্, তুই কি বুদ্ধি করলি, আমার এ যুয়ান বয়েস, বুড়া নিয়ে থাকব, তুই আজ বেশী ক'রে বিষ দে, একেবারে খেয়ে ম'রে যা'ক।

জম্বু। আরে, না ; লোকে গোল করবে, তোর উপর সোবে কর্‌বে, মন্ত্রী শালা পরামর্শ দিয়ে ইচ্ছাকে রাণী কর্‌বে, মন্ত্রী শালা জুতাখোর, একটু একটু সোবে কর্‌ছে ; তোরে তখন বল্‌লুম, ইচ্ছাকেও মেরে ফেল, তুই বল্‌লি 'না ও কাঁদ্‌বে আমি দেখ্‌ব,' এখন কি হ'ল ? সুন্দরার বাঁদী তোর ঝুঁটী দেখ্‌লে ঝাড়ু মারে।

লুনা। বাপ, আমার বড় রাগ হয়েছে ; তুই সেই দাসী বেটীকে আগে মার।

জম্বু। আমি কেমন ক'রে মার্‌ব ? আগে হাত ছেড়ে দিলি, এখন পস্তাচ্ছিস্।

লুনা। বাপ, তুই বল্‌তে পারিস্, ইচ্ছার জন্য সুন্দরা কেন লড়াই কর্‌তে চায় ?

জম্বু। শালী কেজিয়া খুঁজ্‌ছে, ও বড় লড়াই উল্লি ; মুলুক রাখে কি না, মনে ভাব্‌লে—তুই রাজাকে মানা কর্‌বি, ইচ্ছাকে ছাড়্‌বিনি—তা' হ'লে দাঙ্গা হবে।

লুনা। তবে ইচ্ছার কাছে থাক্‌বার জন্যে বাঁদী পাঠিয়ে দিলে কেন ?

জম্বু। তোর চামার বুদ্ধি পালিয়েছে ; ও জানে কিনা—তুই ইচ্ছার সঙ্গে খিট্ খিট্ কর্‌তে যাবি ? ওর বাঁদী বলে দেবে, সুন্দরা কেজিয়া কর্‌বে।

লুনা। বাপ, ঠিক বলেছিস—হুটো বাঁদী আছে, আমি ঝুঁটি গলালে মার্‌তে আসে ; কাল গিয়েছিলুম্, বেটি ব'ল্‌লে, রাণীকে চিঠি লিখ্‌ব। বাপ, রাজাকে বলি—সুন্দরার সঙ্গে কেন লড়াই করুগ্ না।

জম্বু। সে অমন সুন্দরা না, তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে। তার লাখ্ সোওয়ার মজুত ; ঘোড় সোওয়ার হ'য়ে আপনি লড়ে।

লুনা। তা বাপ, রাজা ম'রে গেলে, আমি যখন গদিতে বস্‌ব, তখন আমার সঙ্গে ত লড়াই কর্‌বে ?

জম্বু। চৌত্ দিতে হবে ; শতদ্রুর ধারে ধারে কেল্লা বানাব ; ওর শতদ্রুর পারে ঘর ; রাজা কেজিয়ার কথা উঠ্‌তে, কেল্লা সুরু করেছে।

লুনা। আমার গা ইস্ পিস্ কর্‌ছে ; বাপ, সে ঢের দেরি ; আমি সে সুন্দরাকে মারবার যোগাড় করেছি ; তোকে বল্‌ব না—তুই আবার খিট্ খিট্ তুল্‌বি। হোবে না—হোবে না।

জম্বু। আরে, আমায় বল ; আপন বুদ্ধিতে প্যাচে পড়্‌বি ; তুই দেখ্‌ত আমার বুদ্ধি শুন্‌লি নি—ইচ্ছাকে রেখে কি প্যাচ হ'ল ! রাজাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ছিনি,

আস্তে আস্তে খুন করুতে হচ্ছে, একটু একটু করে খাবারের সঙ্গে বিষ দিতে হচ্ছে, ছয় মাসে মর্‌বে; এ বড় মজার বিষ, তোর সেই খসম্ শালা আমায় শিখিয়ে ছিল; এতে গৌ এক দিনে মরে, আর আদ্‌মিকে একটু একটু দিলে, লোকে বলে, কাশ হয়েছে—কিন্তু, ম'র্‌বে মর্‌বে, মর্‌বে,—ছাড়ান নাই।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। একজন বিদেশী হাকিম আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চায়; সে বলে, আপনি তাকে আস্‌তে বলেছিলেন।

লুনা। আস্‌তে বল।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বাপ্, এই সুন্দরামারা কল; এ সুন্দরার হাকিম, আমার পেয়ে সুন্দরাকে বিষ দেবে।

জম্বু। তুই একে কোথা পেলি ?

লুনা। এ রাজাকে দেখ্‌তে এসেছিল; আমি ওর সঙ্গে শল করেছি।

জম্বু। ও রাজার রোগ কিছু করুতে পার্‌বে না; হাকিম শালার বাপ পার্‌বে না।

(দামোদরের প্রবেশ)

লুনা। ভিষক্, আসুন, বসুন, পার্‌বেন ত? আপনি যা চান, আমি দিতে প্রস্তুত। আমি লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।

দামো। এখানে ত নির্জ্জন নয়, এখানে কথা হ'তে পারে না ত।

জম্বু। না—তাত নয়, তাত নয়; দেখি শালা, তোর মুখ্ দেখি ? টুপি খোল শালা, টুপি খোল,—আরে কে আছে ? চোর, চোর, চোর।

(রক্ষকগণের প্রবেশ)

শালাকে ধর, বিষ কোড়া লাগাও; ও—শালা, তুমি চাঁদিকে সোণা বানাও ?—আমার হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ, আজ হাকিম হ'য়ে এসেছ! মার শালাকে মার।

(রক্ষকগণের দামোদরকে মারিতে মারিতে লইয়া প্রস্থান)

লুনা। বাপ্, তুই কি করুলি ?

জম্বু। এ শালা জুয়াচোর; আমার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে। তাই ত বলি সুন্দরাকে বিষ দেবে, এমন জবর জান কার ? তার দশটা আদ্‌মি আছে, খানা চাক্‌বার।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজমহিষি, মহারাজের নিকট হ'তে দূত এসেছে, নগরপ্রান্তে কে একজন অবধূত এসেছে—লোকে ব'ল্‌ছে—তার ঔষধ এক দিন খেলেই আরাম; মহারাজ তাঁর ঔষধ ধারণ ক'র্‌তে যাবেন।

লুনা। আচ্ছা, দূতকে বল গে—আমি যাচ্ছি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

জম্বু। লুনা, চল, আমিও যাচ্ছি! এ ব্যামোটা ভারি গোল হ'য়েছে, মেলা লোক দেখ্‌তে আসছে; কি জানি, যদি কোন শালা দোষে ক'রে ধরে, যে বিষ ? তুই রাজার দরদ ক'রে বল্‌বি, যে ভাল করুবে, লাখ্ আশ্‌রোপি দিব, কিন্তু যে মিছামিছি দুঃখ দিবে, তার গর্দ্দান নেব, গর্দ্দানের ভয়ে কেও শালা আস্‌তে চাইবে না; চল্, আমিও তোর সাথে যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। মহারাণি! অপরাধ মাপ হয়, চোর পালিয়েছে।

জম্বু। এ্যা! এ্যা! শালা কেমন ক'রে পালাল ?

রক্ষক। আমরা মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে যাচ্ছি, মার খেয়ে পথে যেন হঠাৎ মড়ার মতন হ'য়ে পড়্‌লো; নাকে হাত দিয়ে দেখি, নিশ্বাস পড়ে না; আমরা মুখে জল দেবার জন্য জল খুঁজ্‌ছি, আর উঠে দৌড় দিলে।

জম্বু। রড় দিলে ?

রক্ষক। আমরা পেছোনে পেছোনে দৌড়ুলেম, আর দেখ্‌তে পেলেম না।

লুনা। আচ্ছা যাও, তাকে খোঁজ; দেখ যদি ধ'র্‌তে পার।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

সুন্দরা ও ইচ্ছু।

সুন্দরা। মা, আপনি কোথা যাবেন ?—বলুন ; আমি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি, আপনার দৃষ্টি কম হয়েছে, প'ড়ে যাবেন।

ইচ্ছু। মা, তুমি কে মা ? তুমি কেন আমায় যত্ন করছ ? আহা, পরের বাছা, প্রাণ খোয়াবি কেন ? বাছা, কাল সাপিনীরে ! কাল সাপিনী বাছাকে দংশন করেছে। তুমি আমায় মা বলেছ, তোমায়ও মার্কে। পরের বাছা ঘরে যাও, আর তুমি আমায় মা ব'লো না। আমায় যে মা বলে, সে প্রাণে বাঁচে না।

সুন্দরা। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

ইচ্ছু। আমি ঐ গাছতলাটিতে যাব, ওর তলাটি পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌ব। বাছা যদি আসে ত, বস্‌বে। বাছা ওইখানটীতে বস্‌তে বড় ভালবাসে।

সুন্দরা। আপনি এই খানে বসুন, আমি পরিষ্কার কচ্চি।

ইচ্ছু। না, মা, তুমি জান না মা, তার কারুর কন্ম মনে ধরে না। এত দাসী ছিল, দাসীরা শয্যা পাত্‌ত, আমি শোয়াবার সময় একবার হাত বুলিয়ে দিতেম, না হ'লে তার ঘুম হ'ত না। মা, বড় আব্‌দারে গো,—বড় আব্‌দারে। অত বড় হ'য়েছিল, আপনি খেতে পার্‌ত না। আমি কত ব'কতুম, আমায় খাইয়ে দিতে হ'ত ;—ওমা, আমার বাছা কোথায় ? ওহো, কাল সাপিনী ! কালসাপিনী ! আহা—হা, দংশে মেরে ফেলেছে ! আহা—হা, দংশে মেরে ফেলেছে !

সুন্দরা। মা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে।

ইচ্ছু। আছে, আসবে ? চল্—চল্, চল্, তার দু'বার খাবার সময় হ'ল ; এখন' কিছু খায় নি।

সুন্দরা। মা, তুমি অধৈর্য্য হও না—আমার কথা শোন না, আমি সত্য বল্‌ছি—সে বেঁচে আছে।

ইচ্ছু। বেঁচে আছে ? বেশ বেশ, আমি খুব ঘটা ক'রে তোমার সঙ্গে বে দেব ; চল চল।

সুন্দরা। কোথায় যাবেন বলুন ?

ইচ্ছু। ওই যে, ওই যে—কৈ আমার পূর্ণ কৈ ? কেরে, আমার শিবরাত্রির সল্‌তে কি ঘরে এলি ?

সুন্দরা। মা, আসুন, কিছু খান নি আসুন, কিছু খাবেন আসুন।

ইচ্ছু। যাব ? সত্য, মিথ্যা বল্‌ছ না ? তুমি আমায় সে কূপে ফেলে দেবে ? চল না তোমার সাত ব্যাটা হবে ; আমায় প'ড়্‌তে দিলে না মা, দিলে না—দিলে না—দিলে না, ওমা, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে।

সুন্দরা। আহা ! দুখিনী মা আমার ! ভগবান্‌কে ডাক, তিনি তোমার ছেলে দেবেন ; তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তাকে কূপ থেকে তুলেছে ; ইষ্ট দেবতাকে ডাক—ছেলে পাবে।

ইচ্ছু। মিছে, মিছে, মিছে,—ইষ্টদেবতা মিছে, সন্ন্যাসী মিছে, সব মিছে, শিব মিছে, শিবচতুর্দ্দশী মিছে ! আমি চক্ষে দেখেছি, আমি চক্ষে দেখেছি, আমি চক্ষে দেখেছি। ওহো, কালসাপিনী ! বাছারে, তুই কেন আমার গর্ভে এসেছিলি ?

সুন্দরা। আহা, হতভাগিনী ! মা, মা !

ইচ্ছু। আহা, তুই কেন দীন দুঃখীকে মা বলিস্ নি ? তা হ'লে ত বাছা, প্রাণ হারাতিস্ নি ? সে ত তার বাছা নিয়ে বাঘের মুখে দিত না ?

সুন্দরা। মা, কিছু খাবে এস।

ইচ্ছু। খাব ? না, না, না ; আমি ঢের খেয়েছি—আমার পূর্ণচন্দ্রকে খেয়েছি। আর খাব না, আর খাব না ; আমায় জোর ক'রে মুখে ঢেলে দেয়, খাব কেমন ক'রে ? আমার পেট ভরে আছে ; আমি খেয়েছি, খেয়েছি, খেয়েছি—আমি ভাল সামগ্রী খেয়েছি।

সুন্দরা। মা, একটু শোবে চল।

ইচ্ছু। তুই কে—বুঝেছি ; সেই সাপিনীর চর। আমায় জোর করে ধরে খাওয়াবি ; বুঝেছি, আমায় মর্‌তে দিবি নি। বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি, সাপিনীর চর ! দূর হ, দূর হ, দূর হ ! বাবা, কোথায় তুমি ? তোমার দুখিনী মাকে একবার মা ব'লে যাও ; আমার সাধের পূর্ণ, একবার মা ব'লে যাও।

(সারীর প্রবেশ)

সুন্দরা। সারি, তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

সারী। বল্‌ছি।

সুন্দরা। বলিস্ এখন, কোন রকমে কিছু খাওয়াতে পারিস্? আমার কথায় আজ ভুলবেন না।

সারী। কি জানি? দেখি; (ইচ্ছুার প্রতি) আসুন।

ইচ্ছু। যাব, চল,—আমায় ফেলে দিও, যেমন ক'রে তারে ফেলে দিয়েছিলে; তুমি রাজরাজেশ্বর হবে।

[সারী ও ইচ্ছুার প্রস্থান।

সুন্দরা। (তরুতল মার্জ্জনা করিতে করিতে) এই আমার তীর্থ, এই আমার কৈলাসপুরী; এই খানে আমার প্রাণনাথ ব'স্‌তেন। ওহো, কি নির্দ্দয়! এই দুঃখিনী উন্মাদিনী মাকে একবার মনে করে না—একবার তাঁর মাকে দেখা দিলে কি যোগভ্রষ্ট হয়? ধন্য প্রাণ, ধন্য যোগাভ্যাস! আহা, আগে যদি এই পাগ্‌লীর দশা আমি জান্‌তেম, তা হ'লে তাঁকে প্রতিশ্রুত ক'রে নিতেম যে তোমার মার সঙ্গে দেখা কর। কি হ'ল? কিছু খাওয়াতে পার্‌লে?

(সারীর প্রবেশ)

সারী। হাঁ, তাঁরে শুইয়ে এলুম। ও কি ক'চ্চ?

সুন্দরা। দেবালয় মার্জ্জনা কচ্চি; এই খানে আমার প্রাণনাথ ব'স্‌তেন; সারি, আমি মনে ক'রেছিলেম যে, আমিই অভাগিনী—আহা, কি নির্দ্দয়! মার সঙ্গে একবার দেখা করে না! আমি কোন ছার, আমায় পায়ে ঠেল্‌বেনই ত।

সারী। এ শত্রুর পুরী, আস্‌বে কেমন ক'রে?

সুন্দরা। আহা সারি, উন্মাদিনী উন্মত্ততায় বল্লেন যে "তোমার সঙ্গে তার বে দেব"। কথা শুনে যেন আমি স্বর্গ হাতে পেলেম! কি করি বল্ দেখি?—আমি ত কোন রকমে বোঝাতে পাচ্ছি নি যে বেঁচে আছে।

সারী। স্বচক্ষে দেখেছে, ফেলে দিয়েছে।

সুন্দরা। একবার মনে করি, এঁকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরি; যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই ত, একবার অভাগিনীকে দেখাই—দাবানলে জল ঢালি; কিন্তু এঁর যে অবস্থা, কবে মরেন—নিয়ে যেতে ত সাহস হয় না।

সারী। আমি সেই কথা ব'ল্‌তে এলেম্। এক জন দূত নানা স্থানে সন্ধান ক'রে আমায় সংবাদ দিলে, যে, গোরক্ষনাথ সশিষ্য শিয়ালকোট-অভিমুখে আস্‌ছেন; আর নগরে শুন্‌লেম এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছে, সে যারে যা ঔষধ দিচ্ছে, তাই ফল্‌ছে; রাজা না কি তাঁর নিকট ঔষধ গ্রহণ ক'র্‌বেন। আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসী সেই গোরক্ষনাথ!

সুন্দরা। সারি, বলিস্ নি, শুনে আমার মনে আশা হচ্ছে; আমার যেন মনে হচ্ছে যে, গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্যকে পিতৃ-সিংহাসন দেবেন। হ্যাঁ সারি, যদি রাজ্য লন, তা হ'লেও কি আমায় পায় ঠেলবেন?

সারী। কি হয় দেখ; মিছে একটা আশা ক'রো না; নৈরাশ্যের উপর নৈরাশ্য হ'লে আরও যন্ত্রণা।

সুন্দরা। সারি, আশা দিব বিসর্জ্জন?

আশাই জীবন;
আশা গেলে প্রাণ কিসে রবে?
জান না—জান না,
কত নিত্য করি লো কল্পনা।
কভু যেন সাজিয়া যোগিনী,
সিংহাসনে যোগীরে বসায়ে,
ধুই তাঁর পা দু'খানি।
কভু—
যেন মম যোগীবর রাজরাজেশ্বর,
রাণী হ'য়ে বামে বসি তাঁর;
কভু তাঁর পায়ে ধ'রে সাধি।
কভু, তাঁর গলা ধ'রে কাঁদি,
আশা যত কথা কয়, করি লো প্রত্যয়;
বার বার নৈরাশ্যে, না আশা করি ত্যাগ;
আশায় মিলন,
অনুরাগ আশায় মিটাই;
তাই, তাই লো সজনি, দিবস রজনী
বক্ষে ধরি মলিন কুসুম;
ভাবি, ফুল সরস হইবে,
প্রাণনাথ দেখা পুনঃ দেবে,
আমি তার, সে হবে আমার;—
ওলো সখি, আশাই জীবন;
আশার কথায়,
কল্পনায়, শুষ্ক কলি সরস নেহারি;
ব'লো না ব'লো না, সখি, আশা দিতে বিসর্জ্জন,
আশায় রেখেছি প্রাণ, আশাই জীবন।

সারী। আমি দেখে আসি, কে যোগী।

সুন্দরা। যাও, আমি মা কি ক'চ্ছেন দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

দামোদর।

দামো। ব্যস্,— ব্যস, বেড়ে রন্দা দিলে! কিন্তু বাবা, এ সহর ছাড়্ছি নি; সেবাদাস ব্যাটা বেঁচে গিয়েছে; যাবে কোথা? খুঁজে খুঁজে ধরেছি, দেখেছি ব্যাটা শিয়ালকোটেই এসেছে; সে ছু' ছুঁড়ীও এখানে এসেছে; ঐ যে যে, বেটী সিন্দুর মাখিয়েছিল— বেটী ও দিকে কোথায় চ'ল্ল? বুঝেছি, সেবাদাস বেটাকে খুঁজ্তে বেরিয়েছে; খুব বশ ক'রেছে কিন্তু; বাবা, কোড়ার জ্বালা ভাল, প্রাণের জ্বালা যাবার নয়; ধরা পড়ি প'ড়্ব, আমি ত সহর ছাড়্ছি নি! এই যে, ছু' ব্যাটা সন্ন্যাসী এ দিক বাগে আস্ছে, তফাৎ থেকে দেখি। [প্রস্থান।

(সেবাদাস ও গোরক্ষনাথের প্রবেশ)

সেবা। প্রভু,
পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত পূর্ণ কি হইবে?

গোরক্ষ। এখন' হৃদয়ে তোর ঈর্ষ্যা জাগরিত,
কামিনী-কাঞ্চনে মন আকৃষ্ট এখন'?

সেবা। না প্রভু, না;
কুতুহল হ'ল তাই করেছি জিজ্ঞাসা।

গোরক্ষ। শুন সেবাদাস, ধর আমার বচন,
অবশ্য হৃদয়ে তোর জাগে পাপ-ছবি;
অকপটে ব্যক্ত কর আমার নিকট;
নিশ্চয় জানিবে নহে আসন্ন সঙ্কট।

সেবা। কি বা নাহি জান, দেব, তুমি অন্তর্যামী,
মম প্রতি দৈব বিড়ম্বনা!
বনমাঝে দেখিলাম কাঞ্চন-কলসী,
কিন্তু, তাহে লোভ না জন্মিল;
চলে যাই ধীরে ধীরে—
অকস্মাৎ হেরিলাম নারী,
রূপের মাধুরী,—
কাননে ধরে না যেন!
শুনিলাম সে রমণী চামারনন্দিনী।

গোরক্ষ। রেখো না গোপন,
আদ্যোপান্ত সমস্ত বলহ বিবরণ।

সেবা। প্রভু, মরমে না জুয়ায় বচন,
হেরি' রূপ—মুগ্ধ হ'ল মন—
প্রেম-আশে তার পাশে গেলেম সত্বর;
পিতা তার অঙ্গীকার করিল আমায়,
শিখাই যদ্যপি কোন গরল তাহারে—
দুহিতায় করিবে অর্পণ;
চাহিল সে বন্য পশু বধের কারণ;
এবে লয় মন,
হলাহল নিল সে চামার—
গোপনে অন্যের দেহ করিতে সংহার।

গোরক্ষ। শঙ্কা নাহি, কর বিবরণ,
প্রকাশিলে গুরুর সদন,
মহাপাপ দগ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন।

সেবা। প্রভু, তব চরণ-কৃপায়
জানিতাম হলাহল প্রস্তুত উপায়,
কহিলাম সন্ধান তাহারে।
আনি' কাঞ্চন-কলসী,
চামারনন্দিনী ল'য়ে হইলাম গৃহী।
ছিল মম চিকিৎসার পুঁথি;
জ্ঞান হয় পিতৃ-উপদেশে—
একদা করিল চুরি সেই ভাগ্যহীনা;
অতি ক্রোধে তপ্ত লৌহে পৃষ্ঠদেশে তার,
দণ্ডিলাম, 'চোর' নাম করিয়া অঙ্কিত।
অভিমানে—
পরাণ ত্যজিল সেই কূপে ঝম্প দিয়া।
তদবধি তার মূর্ত্তি ধরে মম হিয়া।

গোরক্ষ। কেমনে জানিলে সেই ত্যজিয়াছে প্রাণ?

সেবা। বারি হেতু গেল, ফিরে না আইল,
মৃত্যু-বিবরণ তার জনক কহিল।

গোরক্ষ। মিথ্যা কথা; দ্বিচারিণী পড়ে নাই কূপে,
এখনি জানিবে সেই আছে কোন রূপে।

যেই বিষ করিয়াছ চামারে প্রদান,
সেই বিষে জর জর ভূপতির প্রাণ।
সত্য মিথ্যা সমুদয় লক্ষণে জানিবে,
পাপের কুটিল গতি অন্তরে মানিবে।
আজ্ঞামত কর, কভু কর' না অন্যথা,
বলিতে পূর্ণের শিষ্য না ভাবিও ব্যথা,
সংশয় না কর বাক্য, ত্যজ অভিমান,
শঙ্কর-কৃপায় আজি পাবে দিব্য-জ্ঞান।

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

বৎস, ব'স, কার্য্য মম কর সমাধান।

[গোরক্ষনাথের প্রস্থান।

(জম্বু, শালিবাহন ও লুনার প্রবেশ)

লুনা। প্রাণনাথ, প্রাণ মম কাঁপে ;
হেরি' তব মলিন বদন—
মরি হে সন্তাপে ;
সদা ভয়—পাছে মন্দ হয়,
যার তার ঔষধ সেবনে !
নাহি জানে ঔষধ-নিয়ম,
অর্থ-লোভে আসে কত জন ;
আজি হ'তে হেন প্রথা করহ, ভূপাল,
অহেতু আসিবে যেই জন,
ব্যাধি যদি না হয় বারণ,
জীবন-সংহার হবে তার ;
কিন্তু, ব্যাধি-শান্তি যে করিবে—
আমারে কিনিবে—
দিব তারে নানা ধন-রত্ন পুরস্কার।

শালি। প্রিয়ে,
আজি হোক কালি হোক যাবেই জীবন ;
মৃত্যু নাহি ডরি, ভাবি লো সুন্দরি,
আমা বিনা কি দশা তোমার হবে ?
চারিদিকে অরিগণ তুলিয়াছে শির,
প্রজাগণ অবাধ্য সকলে,
তব নাহিক নন্দন,
রাজ্যের রক্ষণ—
নারী হ'য়ে কেমনে করিবে ?

পূর্ণ। স্বাগত হে, স্বাগত রাজন্ !

শালি। আছে কিহে অবধূত, হেন মহৌষধি—
প্রাণ রক্ষা হয় যাহে এ দারুণ ব্যাধি ?

পূর্ণ। হে ভূপাল !
অঙ্গে তব বিষের লক্ষণ
করি দরশন।

লুনা। মহারাজ, কপট সন্ন্যাসী।

পূর্ণ। সত্য মিথ্যা বহু দিন না রহে ঢাদন ;
ত্যজ ভয়, হে ভূপাল,
ব্যাধিমুক্ত এখনি হইবে।
কর এই ঔষধ ধারণ,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব নাহি হবে—
নব দেহ পাবে।

লুনা। না না মহারাজ !
শত্রুর নফর, সুন্দরার চর,
এখনি হারাবে প্রাণ।

পূর্ণ। মহারাজ, ভাগ্যগুণে মিলিয়াছে নিধি,
মহৌষধি দিয়াছেন বিধি ;
আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হবে, ত্যজ যদি,
যদ্যপি সংশয় উদয় তোমার মনে ;
হের, আমি করিব ভক্ষণ।

লুনা। মহারাজ, বিষ নানাবিধ
কোন' বিষে ছয় মাসে যায় প্রাণ,
হীন জন—ওর প্রাণে ভয় কি বা ?
রত্নধন পাবে পরিজন,—
প্রাণ দেয় অনায়াসে।

পূর্ণ। রাজ্ঞি ! অবগত আছ বহু গরল-লক্ষণ,
হেন বিষ কখন' কি করেছ প্রয়োগ,
ছয় মাসে যাহে প্রাণ নাশে ?

লুনা। কি বলিস্ ভণ্ড যোগি, আমি দিছি বিষ ?

পূর্ণ। চর্ম্মকার জনক তোমার,
বিষবিদ্যা-সুনিপুণ ;
জিজ্ঞাসহ, বধিয়াছে অনেক গোধন।

জম্বু। কি, আমি গরু মারি, না ?

শালি। যা থাকে অদৃষ্টে আর স্মরি' নারায়ণ,
যোগীবর, করি তব ঔষধধারণ। (ঔষধ ভক্ষণ)

এ কি! নব কলেবর, নূতন জীবন,
পুনঃ যেন আগত যৌবন!
ছদ্মবেশী, কে তুমি দেবতা?

পূর্ণ। ক'রো না প্রণাম,
প্রণমিলে খর্ব্ব হবে ঔষধের গুণ।
রাজ্ঞি! হের ব্যাধিমুক্ত পতি তব।

লুনা। ক্ষমুন এ অধিনীর অপরাধ;
আমি জ্ঞানহীনা,
বুঝি নাই প্রভুর মহিমা।

শালি। ভাগ্যগুণে যদি আজি বিধাতা সদয়,
দেবতা উদয়, পুত্র বর চাহ, রাণি!
যোগীর প্রসাদে হবে মানস সফল,
বৃদ্ধ কালে পুত্র হেরি' হইব শীতল।

লুনা। প্রভু, কৃপা কর।

শালি। এ কি রাণি, নাহি জান বিনয় বচন?
প্রভু, পুত্রহীন—নাহি মম পিণ্ড-অধিকারী,
যোগীবর, কৃপা করি' দেহ পুত্র বর।

পূর্ণ। দিতে পারি পুত্র বর,
কিন্তু বড় কঠিন নিয়ম।

শালি। যেবা বিধি হয়, রাজ্ঞী করিবে পালন;
করুণায় দেহ যোগি, সুন্দর নন্দন।

পূর্ণ। পেয়েছিলে পুত্র, রাজা, সন্ন্যাসীর বরে,
কোথা সে এখন?

শালি। নরাধম, কলঙ্ক কুলের—
সে কথা না তোলো যোগীবর।

পূর্ণ। তাই বলি, কঠিন নিয়ম;
কুপিত সে যোগীবর তব আচরণে।

শালি। কেন—কেন, কিবা অপরাধ?—
নরাধম, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
দিছি তারে বিসর্জ্জন,
রুষ্ট কেন তাহে হবে যোগী?

পূর্ণ। অপরাধ বুঝিবে এখনি,
শুন, রাজা, থাকে যদি পুত্রের বাসনা—
কহ তবে রাণীরে তোমার—
পূর্ণ সহ যেই মত করেছে ব্যাভার,
প্রচার করিতে সমুদয়;
মিথ্যা যদি হয়, তবে না পাবে তনয়।

শালি। কি হেতু নীরব?
কহ তার যেরূপ আচার?

লুনা। রজনীতে মম বাসে আসিয়া বর্ব্বর,
কহিল যে পাপ কথা, কেমনে কহিব?

পূর্ণ। চল তবে চল, সব ভ্রষ্ট হ'ল,
অপুত্র রহিল রাজা;
কি করিব, মিথ্যা কহে রাণী।

শালি। আরে দুশ্চারিণি, কহ সত্য বাণী;
নহে, তোর প্রাণ দণ্ড হবে।

লুনা। ব'লেছি সকল।

শালি। তবে কি রে যোগী করে ছল?

লুনা। বুঝেছি কেবল মম অদৃষ্টের ফল।

সেবা। বল সত্য বাণী,
চামার-নন্দিনি, জানি অনেক কাহিনী।

(জম্বু গমনোদ্যত)

পূর্ণ। মহারাজ, আজ্ঞা দেহ চামারে রাখিতে।

শালি। রক্ষি, কেহ নাহি ত্যজে স্থান;
এ কি, বৃত্তান্ত বুঝিতে কিছু নারি!

সেবা। আর বিষ আছে প্রয়োজন?

জম্বু। বিষ! আমি কি দিয়েছি বিষ?

শালি। বিষ!

পূর্ণ। মহারাজ, থাকে যদি পুত্রের কামনা,
করুন মহিষী তব স্বরূপ বর্ণন।

শালি। সত্য বল,—
নহে, তোরে পোড়াব অনলে।

লুনা। বলেছি ত;
নাহি জানি সন্ন্যাসী কি বলে।

শালি। কর শীঘ্র তপ্তৈতল-কটাহ প্রস্তুত;
আরে রে পাপিনি, মিথ্যা কহে অবধূত?

লুনা। মহারাজ, ক্ষমা কর;
আমি মতিহীন,
তব পুত্রে হেরি' মম পাপ জন্মে মনে,
দোষী নয় তনয় তোমার।

শালি। এঁ্যা! এঁ্যা! বধিলাম নির্দ্দোষী কুমার!
তৃপ্ত করি প্রাণ, দুষ্টা, শোণিতে তোমার।
(খড়্গ লইয়া কাটিতে উদ্যত)
পূর্ণ। ত্যজ রোষ, ক্ষম দোষ, শুন মহারাজ,
নারী-বধ অতি হীন কাজ;
নীচজনে কি হবে বধিলে?—
হোক্ দগ্ধ অনুতাপানলে।
সেবা। শুন রাজা, ঐ দুষ্টা হয় মম নারী;
করেছিল চুরি,
চোর নাম আছে পৃষ্ঠদেশে।
শালি। সত্য,
তাই পৃষ্ঠ রাখিত ঢাকিয়া!
সেবা। শিখেছিলা গরল প্রস্তুত-বিধি
এই দুষ্ট জন,—
ভোজ্য-সনে প্রয়োগ করিত হলাহল।
শালি। কহ যোগি,
কিবা দণ্ড দিব দুই জনে।

(দামোদরকে লইয়া রক্ষকের প্রবেশ)

দামো। ও বাবা রে, গেছি রে পা ভেঙ্গে গেছে রে।
শালি। এ কে? কেবা দুষ্ট জন?

রক্ষক। মহারাজ! এ বন্দী, পলায়ন করেছিল, দেখি ঐ ঝোপের ভিতর ছোরা হাতে ক'রে ব'সে আছে; আমাদের দেখে তীরের ন্যায় ছুটল; হঠাৎ পড়ে যাওয়াতে ধ'র্‌তে পেরেছি।

সেবা। ছিল বধিবারে আমার জীবন।
শালি। বন্দী কর দুরাচারে।
কহ হে সন্ন্যাসি,
কিবা দণ্ড দিব এই পাপমতি গণে?

দামো। বাবা, আমার হাড়ে হাড়ে দণ্ড হ'য়েছে—এই পিঠে কোড়ার চোট্ দেখ, আর,—প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছি।

পূর্ণ। গুরুর যেমত আজ্ঞা করি নিবেদন;—
এই কয় জন
জ্বালামুখী-স্থান নিত্য করুক মার্জ্জন?
দামোদর, আপাততঃ ভগ্নপদ তুমি,
রহ গিয়া জ্বালামুখী স্থানে;
কর মন স্থির,—
সেবাদাসে প্রেমদান করেনি সুন্দরা;
দেখো যেন, এই দুই জন
নিত্য কার্য্য করে সমাধান;
তীর্থ-তীরে করি বাস পাপ হবে দূর,
ভগ্নপদ ক্রমে সুস্থ হবে;
নহে, পাবে যন্ত্রণা প্রচুর;
মহারাজ, আজ্ঞা দেহ রক্ষীগণে—
তিনজনে বন্দী করি' রাখে সেই স্থানে।
দামো। পা যাক্, আমার প্রাণের জ্বালা ঘুচ্‌ল।
শালি। যাও রক্ষি,
আপাততঃ রাখ কারাগারে;
সন্ন্যাসীর আজ্ঞামত করিব পশ্চাৎ।
দামো। চল্ চামার, চামারণি, বড় কোড়া খেয়েছি।
[রক্ষীগণের দামোদর, লুনা ও জম্বুকে লইয়া প্রস্থান।
শালি। হে সন্ন্যাসি, গুরু কেবা তব?
পূর্ণ। বাঘাম্বর,—
রজত-ভূধর জটাজুটধর,
যাঁর বরে কুমার জন্মিল তব;
সেই দেব দেব মহেশ্বর—
নরকলেবরে গুরু মম।
শালি। হায়! মম ভাগ্য দোষে—
প্রতারণা করিলেন মহেশ আপনি;
হা পুত্র! হা পুত্র! হা ইচ্ছা অভাগিনী!
কেমনে ভুলিবি তুই জ্বালা?
পূর্ণ। ছলনা কি করেন মহেশ!—
পিতা, পিতা,
আশীর্ব্বাদ করহ নন্দনে।
শালি। পূর্ণ, পূর্ণ!—
পাপিষ্ঠেরে লজ্জা নাহি দেহ আর,
পিতা নাহি বল।
পূর্ণ। পিতা, ছাড়হ বিষাদ;
ধীরজন মুগ্ধ হয় রমণীর ছলে।
(ইচ্ছা ও সুন্দরার প্রবেশ)
(ইচ্ছার প্রতি) মা, মা, সন্তানে করহ কোলে।
ইচ্ছা। বাবা পূর্ণ!

ওরে কে আমায় চক্ষু দেবে ?
আমি একবার তোরে দেখ্‌ব।

পূর্ণ। গুরুর কৃপায় মাতা, পেয়েছ নয়ন,
ঈশ্বর মঙ্গলময় ছিল না স্মরণ,—
সঙ্কটে কৃপায় তাঁর পেয়েছি জীবন ;
দুঃখ পেলে—ভুলে ছিলে এই বাক্য সার,—
তবু, পুত্র পেলে—তাঁর করুণা অপার।

ইচ্ছা। হায়, কেন যোগী-বাক্য করিনু সংশয় !

সকলে। জয় জয় জগদীশ, মঙ্গল-আলয় !

শালি। রাণি, দাসেরে কি করিবে মার্জ্জনা ?

ইচ্ছা। তুমি পতি—দেবতা আমার,
ছি ! ছি ! ও কথা ব'লো না।

পূর্ণ। হে সুন্দরা, তব ঠাঁই শত ঋণে ঋণী।

সুন্দরা। প্রাণেশ্বর ! প্রাণনাথ, তোমার অধিনী।

শালি। বৎস,
আজি হ'তে মম রাজ্য তব অধিকার,—
ধর ছত্র কুমারের শিরে।

পূর্ণ। মহারাজ, যোগীরে মার্জ্জনা কর।
হে শঙ্কর, সদাশিব, হে গোরক্ষনাথ,
বার বার পরীক্ষায় কেন ফেল তাত ?
রাজ্য ধন বলো, দেব, কিবা প্রয়োজন ?
জীবনে মরণে সার তব শ্রীচরণ।

পট পরিবর্ত্তন

(হর গৌরিমূর্ত্তি)

পূর্ণ। জয় পার্ব্বতি ! জয় পার্ব্বতী-নাথ !

মহাদেব। মানবের শিক্ষা-হেতু ধরি নর-দেহ ;
কার্য্য পূর্ণ— যাইব কৈলাসে ;
শুন রাজা, মায়া কর পরিহার ;
দেব-কার্য্যে জন্মেছে কুমার —
রাজ্য-অধিকার নাহি চায় ;
পরকালে গতি হেতু পুত্রের কামনা,—
ধন্য তুমি, পুত্রের জনমে।
অন্তে পাবে কৈলাসে আবাস।
শুন রাণি, নাহি হ'ও বিষাদিনী,
যোগীশ্রেষ্ঠ—ধার্ম্মিক, সুধীর
বিদ্যমান কুমার তোমার ;
যোগধর্ম্ম প্রচার কারণ,
পুত্র তব দেশে দেশে করিবে ভ্রমণ ;
না কর সংশয়, মনে ভেবো না বিষাদ ;
যবে হবে আকুল পরাণ,
পাবে পুত্র-দরশন ;
অন্তিমে পুত্রের কোলে মুদিবে নয়ন,
লভিবে কৈলাসধাম ;
এই স্থানে কর দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ,
নিত্য তব পূজা আমি করিব গ্রহণ।
সুন্দরা, ধরহ বাক্য মম—
নানারূপে পার্ব্বতীর সনে করি কেলি ;
শিবশক্তিলীলা-হেতু সৃজন সংসার ;
তৃপ্ত কর মন—
সখীভাবে গুহ্য-লীলা কর দরশন।
সেবাদাস !
সংশয়-রহিত চিত্ত যেই জন হয়,
কামিনী-কাঞ্চনে তার নাহি কোন ভয় ;
যোগ যাগ তপ ধ্যান, বাহ্য আচরণ,
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ যোগীর লক্ষণ।

যবনিকা

শ্রীবৎস-চিন্তা



(পৌরাণিক নাটক)

[২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]



চরিত্র

পুরুষ

শ্রীবৎস … … প্রাগ্‌দেশীয় রাজা।
বাহুরাজ … … অপর দেশের রাজা।
সূর্য্যদেব … …
শনি … গ্রহদেব।
বাতুল।

মন্ত্রী, সভাসদ, সেনাপতি, কোতোয়াল, কারাধ্যক্ষ,
ধীবর, সওদাগর, দূতগণ, রক্ষী ও প্রহরিগণ,
প্রজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

চিন্তা … … শ্রীবৎসের মহিষী।
ভদ্রা … … বাহুরাজ-কন্যা।
লক্ষ্মীদেবী … …

সখী, কাঠুরের স্ত্রী, বাহুরাজ-মহিষী, মালিনী,
স্ত্রীলোকগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—::০::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

শনি ও লক্ষ্মী।

শনি। কোথা অম্বুসুতা,—
দ্রুতগতি গমন তোমার?
হেরি, অতীব চঞ্চল,
চঞ্চলে, তোমারে আজি;
কি কাজে ভুবন-মাঝে করহ ভ্রমণ,
নিত্য এত কিবা প্রয়োজন,
ত্যজি বিষ্ণুপদ-সেবা, সাগর-উদ্ভবা,
অকারণ কেন কর পরিশ্রম?

লক্ষ্মী। ভাল প্রশ্ন করিলে আমায়!
ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন,
চরণ দর্শন মম;
নানা উপহারে করিছে অর্চ্চনা,

সবাকার পূরাই বাসনা,
জান না কি, ছায়ার তনয় ?
শনি। জানি আমি,
ভ্রান্তমতি নরে ধর্ম্ম পরিহরে
তোমারে করিতে সেবা।
সৃজন ধাতার আনন্দ-সংসার,
নিরানন্দ তোমারে করিয়া পূজা ;
দ্বন্দ্ব সহোদরে,
পুত্র করে পিতার নিধন,
পত্নী করে পতি অবহেলা
পাইতে তোমায়,—
পরকায় বিকায় রমণী,
রোগ-শোক-পূর্ণ এ ধরণী,
তুমিই কারণ তার,
এ ত নহে উচিত তোমার।
বার বার মজাও মানবে,—
ব্যাপিয়ে ধরণী
নিত্য উঠে রোদনের ধ্বনি,
যায় প্রাণী অকালে মরণ-মুখে,
ভ্রান্ত নরে মজায়ো না আর,—
ত্যজি এ সংসার,
কর সার নারায়ণ-পদ-পূজা ;
নহে মহাপাতকে মজিবে,
পুনর্ব্বার নীর-গর্ভে যাবে,
অসংশয় ধর্ম্মের হইবে জয়।
লক্ষ্মী। ভাল শিক্ষা দিতে এলে শনি মোরে,
কিন্তু জেনো স্থির,
মম পূজা যদি ভবে উঠে,
তিন পুরে তবার্চ্চনা কদাচ হবে না,
ঘৃণাস্পদ লোক-মাঝে তুমি ;
শুন, শনি—
কোন কালে কেহ কি করেছে পূজা,
তবে কেন পূজা-আশে মন্দ ভাষ মোরে ?
সাধ তব—পূজা নাহি লব,
কৃপাময়ী নাম পাসরিব,
ভাল তব অনুরোধ ;
পূজা যদি নাহি কভু ধরি,
ওহে, লোক-অরি, কি ফল তোমার তাহে ?
পূজা,—তুচ্ছ হ'য়ে উচ্চ আশা কেন কর ?
শনি। তুচ্ছ আমি, উচ্চ তুমি, ভাব কি কমলা ?
ভুলেছ কি প্রভাব আমার ?
সৃষ্টি যথা তথা মম অধিকার !
ধর্ম্মে মতি কেবা দেয় নরে ?
ত্রিসংসারে কেবা নাহি ডরে ?
শাস্তি কারে নাহি দিতে পারি ?
মম উপদেশে—
মোক্ষ-ফল লভে তুচ্ছ নরে ;
কৃপায় তোমার মজে পাপ-ঘোরে,
সাগর-আঁধারে আপনি করহ বাস।
যার ধর্ম্ম পথে গতি,
সদা মম পদে মতি—
গুরু, শ্রেষ্ঠ গণে জ্ঞানী জনে।
তুমি কৃপা কর, যে তোমারে করে পূজা,
কিন্তু, যেই ঘৃণা করে মোরে,
আমি কভু না পাসরি তারে,
কৃপায় আমার
দিব্যজ্ঞান পায় সেইজন ;
নীচ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, জ্ঞানী না কহিবে ;
রৌরব-সৃজন তোমা হেতু,
প্রবৃত্তি বাসনা—
উত্তেজনা তোমার কারণে ;
তোমা হেতু কলিকাল করাল-উদ্ভব ;—
হিত করি ফিরি আমি ত্রিভুবনে।
লক্ষ্মী। আহা,
কৃপায় তোমার এ সংসার সুখাগার !
সুনয়নে যদি তুমি চাও
গণেশের মস্তক উড়াও—
ভয় লোকময়,—
পাছে তব কৃপা-দৃষ্টি হয়।
আহা, সাধে কি হে বলি,
দু'টি চক্ষে পরিয়াছ ঠুলি,—

নহে ত্রিভুবন যায় জ্ব'লে।
পাতকের ঘোরে, সাগর-আঁধারে—
আমি তো করিব বাস,
কি পুণ্যের জোরে চির-অন্ধকারে,
ঘোর তুমি গুরুশ্রেষ্ঠ, কৃপাময় !
মহাগুরু, দয়া-কল্পতরু,
যবে তব হবে অধিকার—
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ছারখার,
ক্ষীরদে না রবে নীর ;
সুধাই হে শনি,
অভাগা কে আছে মহাজ্ঞানী,
তব পদে মতি যার ?
এস ভ্রমি ত্রিসংসারে,
রন্ধ্রগত দেখি তুমি কার ?
দেখি, কে তোমারে শ্রেষ্ঠ কয় ?
মহাজ্ঞানী দেব-দেব বসেন কৈলাসে,
যাঁর প্রশংসায় ছায়ার নন্দন,
চক্ষে পর চির আবরণ
চল ব্রহ্মলোকে,—
দেখি তথা তবাধীন কেবা ভাগ্যহীন,—
উচ্চ পদ কে দেয় তোমারে।
গেলে সুরপুরে,
পলাইবে মিলিয়ে অমরে,
পাতালে দানব পাবে ডর।
শুন শনি, তব অধিকার নাই—
দৃষ্টি আছে তাই,
নহে কি ছায়ার গর্ভে জনম তোমার ;—
অসম্ভব কোথায় সম্ভব ?
গৌরব কোথায় তব,
সাধ হয় দেখিবারে,
সহজে না পাইবে উত্তর—
ভেবে দেখ মনে,
ভাগ্যহীন কেবা তব কৃপাধীন ;
করি উপরোধ—দয়াময়,
দয়া ক'রে আমারে ক'রো না দয়া।

শনি। যথা যাব, উচ্চাসন সেই মোরে দিবে।

লক্ষ্মী। মহা প্রলয় নিকট তবে ;
ভাল দেখি, কোথা ভকত তোমার।

শনি। কর্ম্মক্ষেত্র—চলহ ধরায়,
কে ধার্ম্মিক চাহে তবাশ্রয়।

লক্ষ্মী। বৃথা কেন যাবে, কেন কষ্ট পাবে,
ঘরে ঘরে পূজে মোরে,
ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন্,—
তথা তব হবে কি বিচার ?

শনি। ভাল, চল, তব ইচ্ছা যদি,
সংশয়-ভঞ্জন ত্বরিত হইবে তথা,—
হিত কথা বুঝিবে তখনি ;
সত্য, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন।

লক্ষ্মী। না কর সংশয়,
সভাময় উঠিবে সম্মান-ধ্বনি ;
সভাস্থ সকলে—
চক্ষে হস্ত দিবে তোমা হেরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা।

(শ্রীবৎস, মন্ত্রী ও সভাসদ আসীন)

শ্রীবৎস। কর ধন বিতরণ,
বৃথা পরিশ্রম বুঝাতে দরিদ্রগণে ;
ধনহীন—মতিহীন চিরদিন,
কাল্পনিক দুঃখ সদা তার,
নিজ কর্ম্ম-দোষে দীনতা তাহার,
না করে বিচার,
রুষ্ট হয় হেরি সুখীজনে,
ভাবে মনে মনে,
ধনবান্ সদা করে অসম্মান।
শোচনীয় অবস্থা এ'সব,
কিন্তু বল, কি উপায় আছে ?
শুন আবেদন,

ধনী আছে, বণিক নগরে,
দান নাহি করে,—
শাসন করিতে কহে মোরে।—
আহা! ক্ষুধার জ্বালায়—
বিবেচনা নাহি রয়!
আমি বলি, কেমনে কৃপণে দাতা করি,
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী চিরবশ,
বণিক পীড়ন—
কদাচন উচিত না হয়;
দেখ, অন্য কিবা আবেদন।

মন্ত্রী। আবেদন অধিক নূতন।
শ্রমজীবী দীন কয়জন,
জানায় রাজন্,
অতি পরিশ্রমে দিনপাত হয় সবাকার,—
নগরে বাহুক নামে বিখ্যাত বণিক,
যাহার অর্ণব-তরী ভ্রমি ভূমণ্ডল—
নিত্য আনে কোটী কোটী ধন;
তার কার্য্যালয়ে,
আবেদনকারী দীনগণ
পরিশ্রমে করে দিনপাত।
কহে সবে, অতি পরিশ্রম—
অত্যল্প অর্জ্জন,
তাহে, কষ্টে হয় দিনক্ষয়;
জানায় সভায়, প্রহরেক ছয়,
কর্ম্মে রহে নিয়ত সকলে;
নিবেদন—মহারাজ করুন নিয়ম,
যাহে—
অল্প কষ্টে, অধিক উপায় হয়।

শ্রীবৎস। দেহ ধন,—
কি বিচারে, বণিকেরে করিব বারণ?
ইচ্ছা নাহি হয়, স্থানান্তরে যাক্ সবে,
আছে অন্য উপার্জ্জন-স্থল;
কি নিয়মে বণিকে শাসন করি?

সভা। মহারাজ, অধিক পীড়ন,
যার শ্রমে হয় উপার্জ্জন,
ক্ষুধায় কাতর তারা;
কোথা যাবে, কোথা স্থল পাবে,—
প্রজা বৃদ্ধি রাজ্যে অতিশয়,
দিন দিন শ্রমের সময় বৃদ্ধি পায়,
উপার্জ্জন অল্প তত।
যদি কেহ করে অস্বীকার,
বিদায় তখনি তার।
অন্য শত শত জন করে আবেদন,
পাইতে তাহার স্থান;
নাহি কি নিয়ম মহারাজ,
যাহে সামঞ্জস্য হয় সবে?

শ্রীবৎস। অন্য কি নিয়ম,
নিয়োজিত রয়েছে ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্মকথা ঘরে ঘরে কয়,
দানে পুণ্য অতিশয়,
জানাইছে জনে জনে।

মন্ত্রী। আছে বহু আবেদন-পত্র আর,
শুন সমাচার,
ধনবান্ নাহি করে অর্থ বিতরণ।

শ্রীবৎস। পাঠের নাহিক প্রয়োজন।
কহ কোষাধ্যক্ষে দেয় ধন।

সভা। মহারাজ, মম মতে আবেদন পাঠ—
অতি প্রয়োজন,
নারায়ণ-প্রতিনিধি ছত্রধারী রাজা,
কার কি বেদনা,
নহে কি উচিত প্রভু, জানিতে সকল?

মন্ত্রী। মর্ম্ম এক, অন্যায্য যাচিঞা সব,
অপব্যয় সময় কেবল
শুনিতে সকল কথা।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়,
রাজপদ নহে সাধারণ,
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি—
মনোব্যথা জানায় ঈশ্বরে,
অন্যায্য সকলি,
তবু প্রভু, করুণা-আকর,
নিরন্তর বুঝেন বেদনা,
ন্যায়মত পুরান সবার কামনা।

প্রজা কয়জন করে আবেদন,
তুচ্ছ নহে মানব-বেদনা,
কিবা কার মনের বিকার,
জানিতে উচিত, মহাশয়!
নহে মিথ্যা কথা,
ধনীর পীড়নে পীড়িত দরিদ্র জনে,—
আহা, হীন যাহা, প্রশ্রয় লইতে
নাহি করে ক্রুটি কেহ,
রাজ-দানে আজি দুঃখ যাবে,
কল্য কি উপায় হবে?

শ্রীবৎস। আছে কি উপায়—
বৃত্তি-বৃদ্ধি কি নিয়মে করি?
ভৃত্য যার সেই বৃত্তি দিবে,
বলে যদি করি এ নিয়ম,
সমর-অনল প্রজ্জ্বলিত হবে রাজ্যময়,—
ধন-বলে প্রবল বণিকদল,
প্রজার সংহার, রাজ্য হবে ছারখার।

(জনৈক বাতুলকে লইয়া কোতোয়ালের প্রবেশ)

কোতো। মহারাজ, এই দুরাচার একজন,
বৃত্তি কিছু নাই,
করে উন্মাদের ভাণ,
সুধালে না কথা কয়,
কোথায় বসতি কেহ নাহি জানে,
নিশ্চয় এ হবে দুষ্ট জন।

মন্ত্রী। কে তুমি, কোথায় নিবাস তব?

কোতো। কোন কিছু না দিবে উত্তর।

শ্রীবৎস। ছাড়হ কোটাল;
জীর্ণ-শীর্ণ হেরি তব কায়—
হয় অনুমান—অতি দীনজন তুমি,
ভয় নাই, কহ সত্য বাণী,
ক্ষুধার্ত্ত কি তুমি?
কিম্বা, পিপাসায় শুষ্ক তালু, না সরে বচন?
জ্ঞান হয়, অতি ব্যথিত হৃদয় তব,
রাজা আমি,
মনোব্যথা জানাইতে হয় মোরে!

মন্ত্রী। একি! বাতুল নিশ্চয়,
অথবা বিদেশী, ভাষা নাহি বুঝে।

শ্রীবৎস। না—না, অতি দীন,
ভয়শূন্য অতি বেদনায়,
হৃদয় প্রস্তরময় এবে,
নাহি ভয় আত্ম-বিসর্জ্জনে।
শুন হে, অপরিচিত,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু
যদি কেহ থাকে হে তোমার,
ভাব সেই আমি,
নহি রাজা, বন্ধু তব জেনো ওহে দীন!

মন্ত্রী। হাসিতেছে, প্রত্যক্ষ দেখুন মহারাজ!

শ্রীবৎস। স্থির হও, মন্ত্রীবর;
ভাল, পুত্র-কন্যা কেহ কিহে নাহি তব?
নাহি জীব ভবে—
যারে তুমি ভাবহ আপন?
ভাব সেই জন আমি।
সত্য কহি,
তব বেদনায় ব্যথিত হৃদয় মম,
দেখ—আমি রাজা,
তুমি অতি দীন,
তব সনে মিথ্যা ভাণে নাহি প্রয়োজন।

(বাতুলের গমনোদ্যম)

কোথা যাও, কেন কথা কর অনাদর,
পরিচয় দেহ না আমায়?

বাতুল। ব'ল্লে না—তুমি বন্ধু?

শ্রীবৎস। সত্য, বন্ধু আমি তব।

বাতুল। ভাল বন্ধু, ছেড়ে দাও, আলোয় আলোয় চ'লে যাই।

শ্রীবৎস। দেখ, তুমি সম্বল-বিহীন।

বাতুল। কেন, কিছু দিয়ে যেতে হবে নাকি?

শ্রীবৎস। দেখ, আমি রাজা, তুমি দীন,
কি দিবে আমায়?

বাতুল। কথায় কাজ নাই, ঘা কতক মেরে ছেড়ে দাও, আর যদি বেশী বন্ধুত্ব কর, কারাগারে পোরো; আর গর্দ্দানা যদি নিতে চাও, তাতেও বেশী আপত্তি নাই।

শ্রীবৎস। হে দরিদ্র, অন্ন যদি দিই?

বাতুল। কাজ কি আর, সাত দিন কেটেছে—তিন সাতে একুশ দিন হ'লেই অন্নের হাত এড়াই।

শ্রীবৎস। সাত দিন অনাহারী তুমি?

বাতুল। কেন, ক'ঘা বেঁত মার্বে বুঝে নিচ্চো, দু'দ'শ ঘায় ম'র্বো না', একটু মুখে জল দিলেই চেতে উঠ্বো।

শ্রীবৎস। শোন, রহ রাজপুরে,
বুঝিয়াছি অবস্থা তোমার,
পরিবার আছে কিহে কেহ?

বাতুল। অন্য অন্য লোক, আমাকেই বেত মেরে ছেড়ে দেয়, তুমি কি সপরিবার একগাড় ক'রবে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে যো যমে রাখে নাই, কমলার কৃপায়, এক এক ক'রে নিয়ে নিয়েছে।

শ্রীবৎস। অতি শোচনীয় অবস্থা তোমার,
বাক্যে মম করহ প্রত্যয়, নাহি ভয়।

বাতুল। বলি, ভয়টা কি কিছু বিশেষ দেখ্‌চ?

শ্রীবৎস। আত্মঘাতী হইবারে চাহ,
জান আত্মহত্যা গুরুতর অপরাধ,
রাজদ্বারে দণ্ডনীয়?

বাতুল। বন্ধু, মনের কথা এক এক ক'রে খোল, আমি আঁচ করেছিলাম, নিরিবিলি মরবার যো নাই।

শ্রীবৎস। প্রাণ অতি অমূল্য রতন,
উপায় থাকিতে
কেন দিবে বিসর্জ্জন?
রাখ ঈশ্বরে প্রত্যয়,
চিরদিন সমান না রহে কার'।

বাতুল। আমি ও কথা শুন্‌বো কেন, আজ যে বিশ বৎসর দেখে আস্‌ছি—যিনি যেমন, তিনি তেমনি,—আমি যেমন, আমি তেমনি।

শ্রীবৎস। ভাল, মরিবে সংকল্প তব,
না হবে খণ্ডন,—
কিন্তু এক উপরোধ রক্ষা কর মোর,
ইচ্ছা হয় ম'রো কালি,
আজি কিছু অন্ন-পানি খাও রাজপুরে।

বাতুল। উপরোধ রাখ্‌তুম, কিন্তু বড় পা কামড়ায়, আর বড় পেট কচলায়, আবার সাত সাত দিন তো এমনি করে কাটবে, প্রাণ রাখতে যে নেহাত নারাজ ছিলাম, তা নয়, কিন্তু সুবিধা কিছু কম, আর উদিক্ পানে আত্মহত্যাও কোত্তে হয় না, একুশ দিনও উপবাস থাকতে হয় না, এরিই মধ্যে কিল লাথিতে এক রকম হয়। কোটাল সাহেবের কিলে বোধ হয় সাত দিন এগিয়েছি। বন্ধু, উপরোধ রাখতে পাল্লেম না। চৌদ্দ দিন পেছুতে পারি না, চৌদ্দ দিন কেন একুশ দিন বল—আর এক কোটা-লিতে গিয়ে টেনে টুনে পৌছুতে পার্‌লেই আজই এক রকম হবে।

শ্রীবৎস। কোতোয়াল,
এই দরিদ্র দুর্ব্বলে তুমি করেছ প্রহার?

কোতো। না মহারাজ!

শ্রীবৎস। গুরুতর অপরাধ তব,
মিথ্যা তাহে না কর সংযোগ,—
পশ্চাৎ বিচার।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

শনি ও লক্ষ্মী। জয় হোক, মহারাজ!

শ্রীবৎস। অলৌকিক দিব্যজ্যোতি, দেখি হয় ভয়,
কেবা দোঁহে দেহ পরিচয়?
অজ্ঞ আমি,
শিখাও আমায় কেমনে পূজিব দোঁহে?

শনি। মতিমান তুমি মহারাজ,
যশ তব খ্যাত ত্রিভুবনে,
বিচার কারণে আসিয়াছি দুইজনে,—
সুবিচার কর, মহারাজ!
গ্রহপতি রবির তনয়,
শনি নাম খ্যাত লোকময়,
জলধি-নন্দিনী কমলা আমার সনে।

লক্ষ্মী। মহারাজ,
পরস্পরে হয়েছে বিবাদ,
কেবা বড় কেবা ছোট,
আমা দোঁহা মাঝে?

শ্রীবৎস। সফল জনম,—
দেব, দেবি,
কৃতাঞ্জলি করি নিবেদন,

দাস প্রতি এত কৃপা যদি,
আসন লউন দোঁহে।

শনি। জান বহুকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
বসিবার নহেক সময়।

লক্ষ্মী। বসিবারে নারি,
বিচার করহ, রাজা!

শ্রীবৎস। দোঁহার চরণে এই মিনতি আমার,
তুল্য দোঁহে।
আমি ক্ষুদ্রমতি,
ছোট বড় বিচার করিতে নারি।

শনি। বিচার রাজার ক্রিয়া।

লক্ষ্মী। নির্ভয়ে বিচার কর, মহারাজ!

শ্রীবৎস। শুন মা, কমলা,
শুন, গ্রহদেব,
আজি মম মতি নাহি স্থির,
বিচার করিতে নারি,
কল্য প্রাতে
ভাগ্য ফলে পেলে দরশন,
যথাজ্ঞান করিব বিচার।

লক্ষ্মী। জয় হোক্, মহারাজ!

শনি। কল্য প্রাতে?

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সর্ব্বনাশ হলো উপস্থিত।

মন্ত্রী। ভাবি তাই, মহারাজ,
শনিদেব সহসা উদয়!

শ্রীবৎস। কমলার সনে
কারে ছোট কারে করি বড়;
বুঝিলাম দৃঢ়,
দেবতা বিমুখ মম প্রতি,
নারায়ণ, তব ইচ্ছা বলবান!
সভা ভয়ঙ্কর আজি।
হে দরিদ্র, দুঃসময় উদয় আমার,
কর উপকার,
উপবাসী ত্যজ না এ পুর,
এস মোর সাথে।

(নেপথ্যে বন্দীগণের গীত)
পুরবী-গৌরী—চৌতাল।

তরুণ অরুণ প্রখর তপন,
অস্তাচলগামী নেহার রাজন্!
সময় সমীরণ জিনিয়ে গমন,
বহে কাল যেন রহে হে স্মরণ।
গৌরব ছবি নেহার মেদিনী,
আসিবে বেড়িবে তিমির যামিনী;
জীবন-উৎসব, উঠে জনরব,
নিদ্রা-আবরণে বেড়িবে নীরব;
আসে মহাদিন—মহানিদ্রাধীন,
ঘুমাইবে আর না হবে চেতন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূজা-গৃহ

চিন্তা ও সখী।

(চিন্তার গীত)
হাম্বির-খাম্বাজ—একতালা।

কিঙ্করী তব করুণাময়ি, করুণা কর কমলা,
ওমা রমা, দেখ' ভুল না ভুল না,—
ডরি মা তুমি চপলা!
রমেশ-রাণি, রাঙ্গা পা দুখানি,
দিও মা দাসীরে কমলপাণি,
হীনা সদা মতি চঞ্চলা, অম্বুবালা, হও মা অচলা!

চিন্তা। দেখ সখি,
অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ পূজা-গৃহ আজি,
দেখ কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ভাতে!

(দৈববাণী)

স্বর্ণ-রৌপ্য সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,
অচলা রহিব আমি, রহে যদি মান।

চিন্তা। একি! দেব মায়া, বুঝিতে না পারি,
কালি দিব স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন।
সখি, কিছু কি বুঝিলে,
"রহে যদি মান"।

(গীত)

ইমনগারা—একতালা

মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী,
তোরি মানে মাগো, আমি রাজরাণী।
ছাড় ছলনা, মাগো বল না,
কাঙ্গালিনী কিসে রাখিবে মান?
কেশব-বাসনা, কমল-আসনা,
ধর পূজা, পদে রাখি মা প্রাণ!
অবলা ললনা, করুণা-নয়না,
শত দোষী পদে, কর মা, মার্জ্জনা,
নাহি জানি পূজা, বল মা অম্বুজা,
কমল-চরণে করিব কি দান।

সখি, বুঝিবারে নারি,
তুচ্ছ স্বর্ণ-রজত-আসন
কমলার কিবা প্রয়োজন;
বুঝিতে না পারি
সদয়া কি নিদয়া মা, সাগর-ঝিয়ারী,
বালি গড়ে দিব
নানা বর্ণ-মণ্ডিত আসনদ্বয়,
কিন্তু মম সংশয় না হয় দূর,
ঘটিবে যা আছে মার মনে।

(নেপথ্যে লক্ষ্মীর গীত)

ইমন-ছায়া—একতালা।

আদরে রাখিলে ঘরে, আমি তো—
তার কাছে থাকি,
নইলে কি রইতে পারি, যাই যেথানে—
নে যায় আঁখি।
জানি না কেন আসি,
কেন কারে ভালবাসি,
ইচ্ছা ক'রে মরি ঘুরে
বুঝ্‌তে নারি মনের ফাঁকি।

চিন্তা। মরি, কিবা সুন্দর সঙ্গীত!
শ্রবণ মোহিত শুনি,
বিদেশিনী কে কামিনী আসে?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(লক্ষ্মীর গীত)

ইমন-ছায়া—একতালা।

কলঙ্ক হেরে চাঁদে, প্রাণ আমার সদাই কাঁদে,
সঙ্গোপনে কমলবনে, মনের কথা মনে রাখি।
খসে হীরা হাসলে পরে, কাঁদি যদি প্রবাল ঝরে,
যে আমার দুখের দুঃখী
আমি তারি, তারে ডাকি।
ঘুমা'ল জাগ লো না আর,
হলো খালি পা টেপা সার,
পারাবার একে আঁধার, আর কত আছে বাকি।

মা, তোম্‌রা পূজা কর কার?

চিন্তা। গোলোকবাসিনী নারায়ণী,
সর্ব্বশুভ-দাত্রী লক্ষ্মী পূজা করি মোরা।

লক্ষ্মী। ভাল, ভাল।

চিন্তা। কে মা তুমি?
বিদেশিনী হয় অনুমান,
কি কারণ হেথা আগমন,
কর গো বর্ণন, সতি!

লক্ষ্মী।— (গীত)

ডাক্‌লে আমি রইতে নারি,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
সলিলে সদাই ভাসি, মিষ্টভাষী ভালবাসি॥
ডাকে যে সরল প্রাণে,
প্রাণ টানে মোর, তারি পানে,
তারে কই মনের কথা, তারি কাছে ব'সে হাসি!
এসেছি জলে ভেসে, ঘুরে বেড়াই দেশ-বিদেশে,
যে কথা কয় মা হেসে, হইগো তারি গৃহবাসী॥

চিন্তা। জিনি বীণাধ্বনি
নব তানে বিহঙ্গিনী যেন গায়,
প্রাণ ভরি মাধুরী বিহরে,
আহা, স্বরে কত সুধা ক্ষরে মা তোমার!
কেন মা, কেন মা, ফের দেশে দেশে,
আদরে কি কেহ নাহি রাখে তোরে?
বীণা-বিনিন্দিত-ধ্বনি, কে তুমি না জানি!
সৌদামিনী মিলিছে অধরে,
চন্দ্রাননে, সাধ হয় মনে,
যতনে তোমারে রাখি ঘরে!
কি কঠিন জনক-জননী,
জলে ভাসায়েছে তোরে,
সতি, নিরুদ্দেশী পতি কি তোমার?
থাক মা, হেথায় মমাগারে,

দেখিবে—দেখিবে,
কি আদরে থাক তুমি আদরিণি !

লক্ষ্মী।— (গীত)

নটের মণি গুণমণি, আমায় দেখে ঘুমিয়ে থাকে,
তখনি যায়গো উঠে, আর যদি কেউ তাকে ডাকে।
মনের কথা বোলবো কারে,
প্রাণ যেচে দেয় যারে তারে,
নারি মা, বুঝতে নারি,
কার কাছে প্রাণ বাঁধা রাখে ?
সারা দিন কেঁদে মরি, পায়ে ধরি যত্ন করি,
ভাব দেখে মা সদাই ভাবি,
কি ভাবে বশ করে তাঁকে !

চিন্তা। রবে কি মা, রবে মম ঘরে ?

লক্ষ্মী।— (গীত)

দেখিস্ আসবো ফিরে—
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী,
কাজ হাতে মা আছে ভারি।
দেখ্‌বো কেমন আদর তোমার,
সিংহাসন দিস্ মা সোণার,
আর যে আসে বোস্‌বে এসে—
রুপোর খানা রইল তারি।

(লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান)

চিন্তা। অপূর্ব্ব কুহক-সম রমণী লুকাল,
নিরর্থ এ নহে কভু।
এও কহে স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন-কথা,
এলো যেন পাগলিনী,
বলে গেল পাগলিনী পারা।
আহা, এখন' শ্রবণে
বাজে সেই মধুর সংগীত !
বিমোহিত প্রায় কিছু না বুঝিনু,
রহিল পুতলি যথা,
দেবলীলা—সন্দ কিবা আর;
রজত-কনক-সিংহাসন,
আর কে আসিবে, কে বসিবে ?
স্থির কিছু করিবারে নারি,
চল যাই অন্তঃপুরে,
মহারাজ এসেছেন এতক্ষণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীবৎস।

শ্রীবৎস। কারে শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট কাহারে কহি !
সুবিচার রাজার উচিত।
কিন্তু সুবিচারে হবে সর্ব্বনাশ।
তুল্য দোঁহে,
দেবতার ছোট বড় কিবা !
ছল মাত্র ছলিতে আমায়,
দোষী বুঝি দেবতার পায়,
কি চক্রে আমারে ফেলিলেন চক্রপাণি !
শনি—
কোপে তাঁর সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বনাশ কমলার দৃষ্টি বিনা;
না—না, এতো নয় সুবিচার।
যা হবার হবে মম—বিচার করিব,
ভবে কীর্ত্তি রেখে যাব,
বিচারে না ছিনু পরাঙ্মুখ।
কিন্তু, কে ছোট কে বড় ?
তুল্য—
যুক্তিতে সমান,
কিন্তু প্রাণ কারে বলে বড় ?
শনি—
নামে কায় কণ্টকিত হয়,
ভয় - মহাভয়, উদয় সে নামে।
লক্ষ্মী,
নাম নিলে প্রাতে ভাতে প্রাণ,
অভয়—অভয়—অভয় মায়ের পদ।
কিন্তু শনি,
রাজযোগ সুদৃষ্টিতে তাঁর,

কোপে রামচন্দ্র যান বনে।
কিন্তু, হাহাকার কমলার কৃপা বিনা—
কে বড়, কে ছোট?

(চিন্তার প্রবেশ)

রাণি, সর্ব্বনাশ,
আজি শনি, কমলার সনে
অকস্মাৎ উদয় সভায়,
কে বড়, কে ছোট,
জিজ্ঞাসিলা দোঁহে মোরে।
অঙ্গীকার করিয়াছি,
করিব বিচার কালি;
বুঝিতে না পারি,
কি করি এ বিষম সঙ্কটে।
চিন্তা। জননী আমার,
এতক্ষণে বুঝিলাম কৃপা তোর!
শ্রীবৎস। কার কৃপা?
রাণি, সর্ব্বনাশ নাহি বুঝ!
দ্বন্দ্ব আজি শনি-সনে কমলার।
চিন্তা। শুন মহারাজ,
পূজাগৃহে দেখিলাম যাহা,
অকস্মাৎ ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতি,
অপূর্ব্ব সৌরভ—
গৌরবে বেড়িল পুরী,
হলো বাণী,
"স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,
অচলা রহিব আমি, রহে যদি মান।"
উঠিলাম প্রণমিয়া মায়,
দেখিলাম, বনবিহঙ্গিনী জিনি ধ্বনি,
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে,
গা'য় বালা, যেন উন্মাদিনী,
দেখিতে দেখিতে চলে গেল বিদেশিনী।
"দেখিস্ গো আস্‌বো ফিরে,
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী,
কাজ হাতে মা, আছে ভারি।"
আহা, সে মধুর স্বর
এখন' বাজিছে কাণে!
শ্রীবৎস। অপূর্ব্ব কাহিনী,
কিন্তু নাহি জান রাণি,
শনি প্রবল-প্রতাপশালী,
উড়ে গেল গণেশের শির
গণেন্দ্র-জননী কোলে,
নারিলেন শঙ্কর রক্ষিতে তাঁরে।
চিন্তা। মহারাজ, যা হবার হবে,
ভেবে কিবা ফল আর,
কিন্তু অবিচার করো না, রাজন্!
চিরদিন সমান না যায়,
কত দিন আপনি বলেছ, রাজা,
মান রহে তাঁর,
রাখে যে মানীর মান।
শ্রীবৎস। রাণি, তুল্য মান—
রাখি কার মান,
কারে করি অপমান,
কেবা ছোট, বড় কেবা বল?
নরজাতি ক্ষুদ্র মতি,
দেবতার গতি বুঝিতে শকতি,
কভু নাহি ধরে কেহ।
শনির কৃপায় কেহ রাজ্য পায়,
রাজ্য কার ছারখার কমলার কোপে,
তবে কেবা বড়, কেবা ছোট বল?
কৃপা-দৃষ্টি দোঁহার প্রবল,
কোপ-দৃষ্টি দোঁহার সমান।
চিন্তা। শুনি পাপগ্রহ শনি,
নারায়ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী রমা,
যার করুণায় ইন্দ্র স্বর্গ পায়,
থাকে কর্ম্ম ফল, ভুঞ্জিব রাজন্!
লক্ষ্মী নারায়ণ,
চিরদিন হৃদয়ে করিব পূজা।
জানিহ, রাজন্,
যথা লক্ষ্মী তথা নারায়ণ,
অন্নদার করুণা বিহনে—

কে বাঁচিত ত্রিভুবনে ?
এস, রাজা,
নাহি ভাব আর,
মান রাখ মা'র,—
যাচে মান আপনি কমলা এসে ।
শ্রীবৎস। রাণি, না জান কাহিনী —
ধর্ম্মময় শনি,
ধর্ম্ম বিনা
লক্ষ্মী কভু নহে স্থিরা,
দিয়ে ধর্ম্ম-ভার যাচিছে বিচার,
অধর্ম্মে না রাখিব কাহার মান ।
কাঁপে প্রাণ
ভবিষ্যৎ মনে হ'লে ।
গুরুশ্রেষ্ঠ কে আছে কোথায়,
উপদেশ বলহ আমায়,
মহাদায়, যুক্তিতে নির্ণয়
কোন মতে নাহি হয় ।
রাজ্যে শনি লক্ষ্মী ভেদ,
কিন্তু কার্য্য অভেদ দোঁহার—
সর্ব্বনাশ যার কমলা বিমুখ তথা,
শনি-কোপ তথা বিদ্যমান,
সুদৃষ্টি যথায়—
শনিদেব প্রসন্ন তথায় ;
এ ভেদে, ভেদাভেদ কিসে করি ?
ভয়,—যুক্তি সে তো নয়,
অস্থির, অস্থির—
পদ্মপত্র-জল টলমল প্রাণ,
এই যুক্তি এই শক্তি মানবের ।
চিন্তা। যুক্তি যদি বিফল রাজন্,
যথা ধায় প্রাণ মন,
তাঁহার চরণ
আলিঙ্গন কর না আদরে,
যদি অভেদ উভয়,
একের সম্মানে
অন্যের রহিবে মান ।
যেই পুরুষ প্রধান,
যত্নে রাখে রমণীর মান,
ধর্ম্মবান আদরে নারীরে,
বীর্য্যবান রণে দেয় বিসর্জ্জন প্রাণ
রাখিতে নারীর মান,
অবলার বল সর্ব্বত্র প্রবল—
হীন যেই সেই নাহি বুঝে,
ভরে সেই নাহি পূজে রমণীরে ।
শ্রীবৎস। না—না,
ক্ষিপ্ত হব এ ভাব না হ'লে ত্যাগ,
চিন্তা, চিন্তার্ণব জগৎ বিপ্লবে যেন ।
অস্থির—অস্থির সব,
দোলে প্রাণ, দোলে,
ব্যাকুল, আশ্রয় চায় ;
কি উপায় কে কবে আমায় !
রাজা,—
আজি প্রজা কিম্বা তুমি সুখী !
আজি কেবা প্রজা মাঝে
সন্দেহ-মণ্ডলে ঘোরে ?
গরল-আগার হৃদয় কাহার ?
বিচার করিতে নারে,
ডরে প্রাণ কণ্টকিত কায়,
ভবিষ্যত শ্মশান কাহার ?
কেবা ভাবে বুঝি রাজ্য যাবে,
কেবা ভাবে,
বুঝি হৃদয়ের রাণী
কাঙ্গালিনী হবে কালি,
শনি কার সাক্ষাৎ উদয়,
মহাভয়ে কার প্রাণ কাঁদে ?
চিন্তা। প্রভু,
এ অকূলে ভাবিয়ে কি পাবে কূল ?
ভাবিয়ে কি হবে,
যাহা প্রাণ গাবে,
বিচারে বলিহ, রাজা।
শুন নৃপমণি,
উপদেশ দেছেন জননী,
গড়িবারে দুই সিংহাসন,

কনক আসন—
যারে ইচ্ছা দিও, হে রাজন্ !
যদি গ্রহ কোপে রাজ্য-ধন যায়,
নারায়ণ দিবেন উপায়,
দীন দয়াময় নাম তাঁর।

শ্রীবৎস। কোথা দয়াময়,
এ সময় কোথা, নারায়ণ!

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। এ কি, সর্ব্বনাশ এখনি উদয় দেখি!

[চিন্তার প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ।

বাতুল।

বাতুল। আজ একটা রকমারি বটে, রাজাটার বন্ধুর রকম ভাবটা। চায় কি, কেমন ক'রে জলে ডুবে মরে, দেখ্‌বে? তা তো আর একটাকে ধ'রে পারে। না বাবা, ঘুম হবার যো নেই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষমস্তু বিষমং—উদরে অন্ন পড়েছে। আহা, যদি শনি জান্‌তুম তো খানিক স্তব কত্তুম, যে করুণাময়, আমার প্রতি একচোট কৃপা কেন? বিচার কর্‌বার লোক পেলে না - রাজা ধোত্তে গেলে? আমার কাছে যদি আস্‌তে, তোমায় দু'দুশ বাহবা দিতুম; কিন্তু রাজার বড় গতিক ভাল নয়, আমি শনির প্রাণের দোস্তো, আমায় জায়গা দাও বাড়ীতে! মনটা বড় রকমারি জিনিষ,—সকালে বলে মর, বিকেলে বলে খালি গদিতে শোও। এত দিনের পর রাজা হ'চ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা ক'চ্ছে আমার, হা হা ক'রে হাসি, পেটে অন্ন পোড়ে ভয় এসে খাড়া হ'য়েছেন। বলি, ঘুমুবি নাকি—দেখ্‌বো শালা, বেশী দেরি নয়, কাল সকাল হোক্, ফের শোওয়া চাস্ কি না। ছি প্রাণ, তুমি বড় হুজুগে।

(শয়ন)

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। ঘূর্ণিত—ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মম,
অগ্নিশিখা জ্বলে শিরে,
ধীরে ধীরে কর আঘাত হৃদয়,
নহে ফাটিবে নিশ্চয়,
উঃ! অতি দীর্ঘ যামিনীর কায়া,
যাহা হয়, কেন নাহি করিনু বিচার—
কোথা—কোথা যাব, কোথায় জুড়াব।
যুক্তি, কহ শক্তি কোথা তব?
জ্ঞান, কেন নাহি অভিমান আর?
অহঙ্কার, কোথা তুমি?
আসিছে প্রভাত,
শনি লক্ষ্মী আসিবে সভায়।
স্থির হও, স্থির হও মস্তিষ্ক আমার,
বুঝিলাম ক্ষিপ্তের যন্ত্রণা,
পল যুগ্ সম যায়,—
নিশা নাহি হবে অবসান।
এস লক্ষ্মি, এস শনি,
মনে যাহা উঠে বলে দিব,
নিশ্চিন্ত হইব,
আরে, চিন্তাবেগ সহিতে না পারি;
সর্ব্বনাশ কিবা হবে,
রাজ্য যাবে—যাবে সে তো একদিন;
মৃত্যু হবে—আছেই মরণ!
না—না, দরিদ্রতা ছবি কি ভীষণ!

বাতুল। এই যে কোটাল সাহেব পাইচারি ক'চ্ছেন, এই হুঙ্কার দিলেই ঘুম আস্‌বে, এখন কোটালসাহেব কোকিলের বাবা, ডাক দিলেই প্রাণ মোহিত। বলি কোটালসাহেব, একবার হুঙ্কার না দিলে কি রাজার ঘুম হয়? না, এই যে এখানে চরা ক'চ্ছেন। না—না, এতো কোটাল নয়, রাজার মতন দেখ্‌ছি যে! দেখ্‌ছি আমি জাগ্রত, একদিন এসেই রাজার নিদ্রা ত্যাগ।

শ্রীবৎস। সুষুপ্ত স্বভাব,
কে অভাগা মম সম জাগে?
আশাপূর্ণ অর্ণব-মাঝারে
কার প্রাণ ওঠে নাবে?

কেবা ঈর্ষ্যা কর রাজার বৈভব,
এস, দেখ অন্তর আমার,
অতি ভার—অতি ভার—
রাজারে বহিতে হয়।

বাতুল। রাজা যা করে করুক্ না, তোর কি? না—না, পাঁচ রকম তো দেখা চাই।

শ্রীবৎস। শীঘ্র যদি না ফোটে প্রভাত,
নিশ্চয় উন্মাদ হবো,
এই তরু, এই তারা,
না—না, শনি লক্ষ্মী তারায় তরুতে।
এ কে? প্রান্তের সে দীন জন;
কি হে, তুমি জাগ্রত এখন?

বাতুল। বলি শনি-লক্ষ্মী ত আমার চক্ষেও পড়েছেন দেখছি, এ দুটো হ'য়েই মুস্কিল, একটার আমলে একটু নিদ্রা হয়।

শ্রীবৎস। কে বলে হে বাতুল তোমায়,
জ্ঞানগর্ভ কথা কহ।

বাতুল। আমার জ্ঞানগর্ভ কথা, না হলে মহারাজের সাম্‌নে শনি এসে উদয় হয়, ভেবে দেখুন, ভাবনাটা কিছু এক ঘেয়ে রকম। এক রাত্রে যে ওর অন্ত পাবেন, এমন তো আমার বোধে আসে না; মহারাজের এমন কি বেয়াড়া মেধা যে, বিশ বৎসরের কাজ এক রাত্রে ক'র্‌বেন? সবে মহল দখল কোচ্চে কি না, একটু জোরদস্ত আজ্‌কে আছে, মহল শাসিত হ'লে এক ঘেয়ে চোল্‌বে।

শ্রীবৎস। হে দীন, আমি অতি দীন,
সত্য বন্ধু তুমি মম,
সংসর্গে তোমার বিরাম আসিছে প্রাণে।

বাতুল। অমন বিরাম আসবে যাবে, ওর ওপর নির্ঘাত বিশ্বাস রাখ্‌বেন না; আমি হরতরো ক'রে ওরে প'ড়ে নিয়েছি।

শ্রীবৎস। দেখি আশ্চর্য্য স্বভাব তব,
নিজ দুঃখ কর উপহাস।

বাতুল। মহারাজের দুঃখের সঙ্গে নূতন আলাপ, আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা বট্‌কেরা চলে।

শ্রীবৎস। জ্ঞান হয় অতি দুঃখী তুমি,
শুনিতে কি পাই তব দুঃখের কাহিনী?

বাতুল। সংক্ষিপ্ত-সার শুনে নিন। জল হলো না, খাজনা দিতে পার্‌লেম না—বড় ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলে গুলোও অন্নাভাবে মারা গেল। জেলের পর ভিক্ষা, তার পর চুরি, তার পর ফের জেল, আর শেষটা মহারাজের দেখা আছে।

শ্রীবৎস। তবে, কি হেতু না করিব বিচার?

বাতুল। তাই ক'র্‌বেন, ঘুমুন গে।

শ্রীবৎস। কিন্তু কি বিচার করি?

বাতুল। সেই জন্যই ব'লছি, মহারাজ! যখন বিচার কত্তে পাল্লেন না, সত্য খুলে বলাই ভাল; না হয় সরে পড়ুন।

শ্রীবৎস। কমলার হবে অপমান,
দোঁহাকার হবে অপমান,
কিসে রহে উভয়ের মান?

বাতুল। বলি, মহারাজ তো উভয় কুলই রাখ্‌তে চাচ্চেন, যদি সমান মান রাখ্‌তে চান তো উভয়কেই অপমান করুন।

শ্রীবৎস। সর্ব্বনাশ নিতান্ত আমার,
উপায় না দেখি আর।

বাতুল। সেইটিই কোন্ স্থির কত্তে পাচ্চেন, তা হ'লে তো ঘুম আস্‌তো।

শ্রীবৎস। হে ভিষক,
অতি কটু ব্যবস্থা তোমার,—
ভোগলুব্ধ প্রাণ
সে ঔষধ নাহি চাহে,
সর্ব্বনাশ যদিও উদয়,
তবু না চাহে হৃদয় প্রত্যয় করিতে কথা।
বুঝিতে না পারি,
ছায়াবাজি প্রায়
শনি-কোপে সকলি কি যাবে,
রাজ্যময় পড়ে যাবে হাহাকার—
তবে কোথা প্রভাব রমার?
না—না, লক্ষ্মীবান্ কহে লোকে,
সে লক্ষ্মীর না করিব অপমান;
প্রভাত সমীর, এ হেন সুন্দর
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

বাতুল। ঐ যা ব'ল্‌ছেন মহারাজ, শনির কৃপায় কিছু জ্ঞানের বৃদ্ধি পায়; দেখেন নাই—সকালে ম'রে মজা পাব ব'লে মত্তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কমলা উদরে আসাতে সে জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য জন্মেছে। শনি-লক্ষ্মী দু'পাশে আছেন, মাঝখানে আছেন ভয় ঐ ভয় ম'শায়কে একটু ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লেই আপদ চোকে।

শ্রীবৎস। ভীরু প্রাণ,
বিচারে হতেছ পরাঙ্মুখ;
বড়, অবশ্য কমলা বড়,
নহে কেন প্রাণ ধায় তার পায়।
হবে, যা আছে কপালে,
ভয় কিবা?
দুঃখ জয় করে নর,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত হের সম্মুখে তোমার।
যাঁর করুণায়
এত দিন ভুঞ্জিলাম মহা সুখে,
তাঁর অপমান কদাচিত না করিব।
শনি, গ্রহ মাত্র—
লক্ষ্মী, নারায়ণ-হৃদি-বিলাসিনী।
হে মহিষি,
যুক্তি তব করিব গ্রহণ,
স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন;
হও মা, সদয়—
রাখিব তোমার মান;
কিন্তু শনি-কোপে নারায়ণ শিলারূপী,
বলবান্ প্রভাব শনির।
ওহো! পুনঃ ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
পুনঃ হয় অস্থির হৃদয়।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

বাতুল। তুমি কার মান রাখ্‌বে—তুমি কেন কমলার মান রাখ না, পেটে অন্ন প'ড়েছে, একটু কেন ঘুমোও না? না—না, শনি তোমার প্রাণের মণি;—যাই, ওদিকে একবার—কাঁকরগুলোর উপর পড়ে একবার দেখি—যদি গায়ে ফুট্‌তে ফুট্‌তে নিদ্রা আসে—এ নরম গদিতে সন্ত সন্নিপাত!

[বাতুলের প্রস্থান।

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। কই, হেথাও তো নাহি মহারাজ!
সর্ব্বনাশ! কি হবে— কি হবে,
কমলার কিসে মান রবে,
নাহি জানি কি করিবে রাজা।
শূন্য মন,
না শুনে বচন,
ভোজন শয়ন ত্যাগ,
চিন্তানল দারুণ প্রবল হৃদে,
কিসে করি সুশীতল?
শনি দুরন্ত দেবতা,
দৃষ্টি যথা,
তথা লোকে হাহাকার!
কিবা অধিক বিচার,
লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ সন্দেহ কি তার,
কিন্তু রাজারে বুঝিতে নারি।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

এই বুঝি আসে মহারাজ।

শ্রীবৎস। না—না, নির্ণয় করিতে নারি,
যা হবার হবে প্রাতে;
প্রাণ, তুমি অতীব চঞ্চল,
কোন মতে নিবারিতে নারি।

চিন্তা। মহারাজ, চিন্তা কর দূর,
লক্ষ্মীর কৃপায় সকলি হইবে শুভ,
কিন্তু নাথ,
একান্ত কপালে যদি থাকে দুঃখ-ভোগ,
কর্ম্মফলে যদি হয় দুর্দ্দিন উদয়,
কিবা ভয় তায়?
দুঃখে প্রাণ ধরে নরে।
ওহে মতিমান, নহে ত বিধান—
শোক করা, ভাবী দুঃখ ভাবি;
শুনিয়াছি শ্রীমুখে তোমার,
চক্রাকারে দুঃখ-সুখ ঘোরে;
ধরি নর-কায়,
সমভাবে কভু নাহি যায়;

তবে কিবা খেদ তায় ?
দিয়ে আত্ম-বলিদান,
রাখে লোকে মানীর সম্মান,
তাহে নাহি হও পরাঙ্মুখ।
নাথ, ভুঞ্জিয়াছ সুখ,
ঘটে যদি, দোঁহে মিলি ভুঞ্জিব হে দুখ,
ফলিবে যা অদৃষ্ট-লিখন,
না হবে খণ্ডন,
তবে অকারণ সুখের সময়
দুঃখ ভাবি, কেন করি দুঃখময় ?

শ্রীবৎস। রাণি, তব বাক্য করিব গ্রহণ,
যদি যায় প্রাণ—
তবু কমলার রাখিব সম্মান,
কিন্তু ভাবি, একা আমি নাহি হব দুঃখী,
মম দুঃখে দুঃখী হবে বহুজন ;
যা হবার হবে,
চল যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা

মন্ত্রী ও সভাসদ।

মন্ত্রী। স্বর্ণ-সিংহাসন কর দক্ষিণে স্থাপন,
বামে রাখ রজত-আসন।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়,
বিচার কি হ'লো স্থির ?

মন্ত্রী। নহি জ্ঞাত,
এই মাত্র আজ্ঞা মম প্রতি,
দুই পাশে স্থাপিবারে দুই সিংহাসন।

সভা। কি দুর্দ্দৈব !
একি দ্বন্দ্ব দেব-দেবী মাঝে ;
তব মতে কেবা ছোট কেবা বড় ?

মন্ত্রী। কারে ছোট কারে বড় বলি,
মহারাজ ক'রেছেন স্থির,
নহে ভিন্ন দুই আসন কি হেতু ?
কিন্তু অলক্ষণ,
শনি-আগমন,
শুভ তাহে নাহি হয়,—
আসিছেন বুঝি দোঁহে।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

পবিত্র করুন রাজপুর,
ভূপতি আগত প্রায়,
করুন উভয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ।

শনি। সিংহাসনে বসি রাজা করিবে বিচার,
বামে লক্ষ্মী বসিবে তাহার,
এ নহে সঙ্গত,
আমি বসি এ আসনে।

লক্ষ্মী। অচলা রহিব তোর ঘরে,
এই স্বর্ণাসন হেতু।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। গ্রহদেব, কমলা জননি,
দাস করে প্রণাম চরণে।

উভয়ে। জয় হোক, মহারাজ !

শনি। রাজা, ব'স সিংহাসনে,
করহ বিচার, কেবা ছোট—কেবা বড় ?

শ্রীবৎস। ধর্ম্ম তুমি,
আপনি বিচার করিয়াছ, গ্রহদেব,
বসিলে আসনে
বামে হবে তব স্থান,—
কমলা দক্ষিণে,
শাস্ত্রে কয় দক্ষিণ প্রধান,—
কনক-রজতাসন প্রমাণ তাহার।

লক্ষ্মী। জয় হোক !
চিরদিন বাঁধা রব আমি।

শনি। তাচ্ছিল্য আমায়,
অচিরে পাইবি ফল।
আমি ছায়ার সন্তান,
শীঘ্র রাজ্য হবে অন্ধকার। [উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সভা ভঙ্গ কর আজি,
সিংহাসনে আজি না বসিব।
(নেপথ্যে শনি)।—অহঙ্কারে
মোরে না চিনিলে,
দেখি, কোথা রহে কমলা তোমার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—::০::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

চিন্তা ও সখী।

চিন্তা। সখি, দেখিলে রাজায়—
জীবনে না হয় সাধ ;
নাহি পূর্ণ কান্তি আর,
মলিন বদন,
অন্যমন সদা মহারাজ।
শুনি মন্ত্রী-মুখে,
রাজকার্য্যে অনাদর দিন দিন।
কি উপায় করি, বুঝিতে না পারি,
শনি-কোপ সদা জাগে মনে তাঁর ;
যদি বুঝাইতে যাই, উত্তর না পাই,
চ'লে যান দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ;
কভু আসি কন ধীরে ধীরে,
সংসার অসার সব ;
সর্ব্বদা হুতাশ,
উদাস সকল কাজে,
সর্ব্বদা চঞ্চল,
এক স্থানে স্থির নাহি র'ন।
হায় হায়, কি হবে না জানি,
কি আছে বিধির মনে !
কৃপা কমলার,
আছে সকলি আমার,
তবে এ বিকার কি কারণ ?
সখী। মন্ত্রী ডাকি কর মন্ত্রণা, মহিষি,
বুঝি সকলি শনির ছল,
অথবা পীড়িত রাজা,
রাজ-বৈদ্য ডাকি
লহ রাণি, সমাচার।
চিন্তা। হায় ! সখি,
এ পীড়ার নাহিক ঔষধ,
বোধ মাত্র প্রতীকার,
কিন্তু রাজা বোধ নাহি মানে।
আহা ! কি যাতনা প্রাণে—
দিবানিশি একা রহে নৃপমণি !
নাহি আর মৃগয়ার সাধ,
নৃত্য-গীতে নাহি ভোলে মন,
আগে আগে দেখিলে আমায়
হাসি না ধরিত মুখে ;
রঙ্গ-রস হাস্য-পরিহাস,
ইহা বিনা না জানিত ভূপ ;
সখি, এবে যদি কভু কাছে বসি,—
আঁখি-জলে ভাসি,—
নীরবে ভূপতি,
শূন্য দৃষ্টি, মুখ পানে চায়,
হায় ! প্রাণে আর কত সয় ?
আহা সখি !
চেয়ে দেখ, উন্মত্তের প্রায়,
বক্ষে শির পড়িয়াছে ঢ'লে,
ধীরে ধীরে পুতুলের প্রায় আসে রাজা।
[সখীর প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। জানি—জানি নূতন এ নয়,
সর্ব্বনাশ জানি সেই দিন,
জানি শনি-দরশনে ঘটিবে বিষম।
কেও—মহিষী হেথায় ?
ভাল হ'লো, বলি হে তোমায়,
ঘোর বিপদ নিকট,

খণ্ডন নাহিক তার।
হের অট্টালিকা-ভূষিত নগরী,
শীঘ্র হবে বন,
বন্য পশুগণ—
অগণন করিবে বিহার।
অনেক ভেবেছি তোমা হেতু,
কিন্তু কি করিব, ক্ষুদ্র নর আমি,
কি উপায় হবে আমা হ'তে।
আগে নাহি জানি,
নহে হতভাগ্য আমি,
ভাগ্য-অংশী কভু নাহি করিতাম!
রাণি—রাণি, সুখ আর নাহি এ ধরায়।

চিন্তা। মহারাজ, বিজ্ঞ তুমি,
অকারণ কেন হও বিচঞ্চল?
কিবা অভাব তোমার,
রাজ্য তব কি হেতু হইবে বন?

শ্রীবৎস। কেন, কেন হবে বন?
শুন তবে শুনহ কারণ;
ওহো! কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর ভীষণ—
বিঘূর্ণিত আরক্ত লোচন,
জল পান করিল আসিয়ে,
স্নানের সে বারি।
আরে হীনমতি নারী,
বুঝিলে কি,
বুঝিলে কি এতক্ষণে
কেন রাজ্য হবে বন?

চিন্তা। জ্ঞানবান্ তুমি মহারাজ,
কুক্কুরে করিল বারি পান,
অকল্যাণ তাহে কেন হবে?

শ্রীবৎস। অলক্ষণ—অলক্ষণ!
শরীরে আমার পশিয়াছে শনি।
প্রিয়ে, পূর্ব্বে তুমি দেখেছ আমায়,
দেখ, নাহি সে আকার,
একা ঘোর আশঙ্কায়—
জনপূর্ণ অট্টালিকা-মাঝে ফিরি,
ধরা বিষপূর্ণ,
সকলি আচ্ছন্ন,
আচ্ছন্ন রবির কর!
ছায়া—ছায়া চারিদিকে—
ছায়াপূর্ণ শীঘ্র হবে ধরা।

(নেপথ্যে ঘণ্টারব)

শুন—শুন, মন্ত্রণা ভবনে
ঘণ্টা বাজে ঘোর রবে—
দেখ', অসময়ে ঘোর ঘণ্টারব!

(নেপথ্যে ঘণ্টারব)

অলক্ষণ সব,
পুনঃ ঘণ্টারব,
যাই—যাই,
এখনও কি বুঝ নাই? [শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। সত্য সর্ব্বনাশ,
সত্য ছায়া ঘেরিবে সংসার।
প্রাণ আমার,
অধীরতা এখন কি সাজে?
মজে, সৃষ্টি মজে—
মজেরে প্রাণের প্রাণ!
এ সংসারে কি আছে রাজার?
মরিবার দিন অনেক পাইবি।
শান্ত হও প্রাণ,
নহে নৃপতিরে শান্ত কে করিবে?
ওহে শনি,
শুনি ধর্ম্মরাজ তুমি,
এ জন্মে যদ্যপি
পুণ্য কার্য্য কিছু থাকে মোর,
যদি—
নারী হ'য়ে হই দেব, দয়ার ভাজন,
ক্ষম দোষ, গ্রহরাজ!
সেবা শান্তি হয়,
দাও প্রভু, দাও হে আমায়,
কৃপা করি কর দেব, স্বামীরে মার্জ্জনা।
তুমি ধর্ম্মরাজ, করহ বিচার,
দোষ সকলি আমার,
যদি পতিসেবা-পুণ্য থাকে মোর,

অর্পি আমি সে পুণ্য রাজায় ;
পাপে তাঁর কর অধিকারী,
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও মোরে।
ফলুক পাপের ফল,
না হব কাতর,
নিত্য পূজা দিব হে তোমারে ;
ধর্ম্মরাজ,
ভিক্ষা মাগে অভাগিনী,
পতি-ভিক্ষা দেহ তারে,
দেখি, কিবা কার্য্য মন্ত্রণা-ভবনে।

[চিন্তার প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ পথ

প্রজাগণ।

(ব্রাহ্মণবেশে শনির প্রবেশ)

শনি। আরে তোরা কেন ব'সে—যা, ধানের গোলা লুট্ কোর্‌গে। হৈ হৈ শব্দ শুন্‌ছিস্? উত্তরপাড়ায় লোক সব লুটে নিলে। দেখ্, দেখ্, তোফা আগুন জেলে দিয়েছে—যা, লুট কর, ঘর জ্বালিয়ে দে, বড় লোকের সর্ব্বনাশ কর, নৈলে আর উপায় নাই —যা, মার্ কাট্ লুট্ কর।

১ম প্রজা। হ্যাঁ ত, হ্যাঁ ত।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

(বাতুলের প্রবেশ)

বাতুল। বলি, হাঁগো হাঁগো ক'রে চলেছ কোথা?

শনি। শুনিস্ নি, যা—নইলে না খেয়ে মারা যাবি ; ঘর জ্বালা, লুট কর—গোলা ভরা ফসল আছে।

বাতুল। বলি ঠাকুর, আমি যে একখান ঘর বেঁধেছি, কি ক'রে জান্‌লে বল দেখি ?

শনি। তুই দাঁড়িয়ে কেন—যা, লুট্ ক'র্‌গে।

বাতুল। বলি, তোমার তো ঐ মড়িপোড়া গড়ন, তুমি কেন লুট কর'না ? আর লুট ক'ত্তে যে ব'লে দিচ্ছ, কোটালে যখন বেঁধে নিয়ে যাবে ?

শনি। কোটাল ক' জন, আর তোরা কত জন,—মেরে তাড়াবি। যা—যা, আগুন ধরা, লুট কর।

বাতুল। ঠাকুর, তোমার রস কিছু বেশী ; বলি দেবতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শনির সঙ্গে কিছু সুবাদ আছে ? আঁচ হ'চ্চে, তুমি তার মাস্‌তোতো ভাই।

শনি। তুই বুঝিস্ নি—কার জন্যে মমতা করিস্ ?

বাতুল। আপনার জন্য, তুমি ঠাওরাচ্চ কি তোমার জন্য ভাব্‌ছি ? সে সব তোমায় ব'ল্‌তে হবে না, আমি তেমন ভাবুক নই। বলি সাত সাত দিন যে উপোস ক'রে পড়েছিলুম, তখন শেখাতে পার নাই, লুট ক'র্‌তে ? দেবতা, দীক্ষাটা কিছু দেরিতে দিতে এলে—বলি, যাও কোথা ?

শনি। তুই যাবি নি, আমি চল্লুন।

[শনির প্রস্থান।

বাতুল। না ঠাকুর, তোমার সুধু পেটের জ্বালা নয়, তোমার করুণা আরো গাঢ়।

(কোটালের প্রবেশ)

কোটাল। ওরে বাপ্ রে! মেরে ফেলেছে রে!

বাতুল। কোটাল সাহেব, আজ অত আশ্চর্য্য হ'লে কেন, অমন তো ক'রে থাক ?

কোটাল। ওরে বাপ্ রে!

বাতুল। ও, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, একটু রকম ফের—মার নি, মার খেয়েছ।

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রহরীদ্বয়। আরে—আরে,
পালা—পালা—পালা।

[কোটাল ও প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।

বাতুল। ভিড়ে মিশ্‌তে হ'লো বাবা, যে ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া ক'চ্ছে।

(প্রজাগণের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। মার্, কাট্, জ্বালিয়ে দে।

বাতুল। মার্, কাট, জ্বালিয়ে দে।

১ম প্রজা। এই দিক্ জ্বালিয়ে দে।

বাতুল। এইবার আমার ঘর খানি জল্‌বে বোধ হয়, এতক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড শেষ হ'লেও হ'তে পারে ; বলি সেঙ্গাত্, তোমার যে বাড়ী ঐ খানে।

১ম প্রজা। হ্যাঁ—যাক জ্ব'লে, সব সমান হোক—যাক্ জ্ব'লে।

বাতুল। না, বাঁচাবার চেষ্টা সোজা নয়, জ্বালিয়ে দেওয়াই সোজা, যাক্ জ্বলে।

১ম প্রজা। না, না—ইদিকে নয়, বেণেদের বাড়ী চল—বেণেদের বাড়ী চল।

[সকলের প্রস্থান।

বাতুল। চল—চল, লাঠিটা ফেলি, এবার যদি কোটাল ভায়ার পালা হয়। কাছেই তো রইলে—আর একদল আসে, হৈ হৈ ক'রে লোকৃড়ি খেল্‌বো। এখন না, এ কাজ্‌টা সোজা নয়, ঐ যে আর একদল—কোটাল পালাচ্ছে, রাজার উপর কোন চোট আস্‌বে না তো? আস্‌তে পারে, দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-ভবন

শ্রীবৎস, সেনাপতি ও মন্ত্রী।

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। মহারাজ,
কোটালের কাটিয়াছে শির,
ঝুলিতেছে উচ্চ তরু' পরে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা দিন মহারাজ!
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ,
রাজসেনা প্রজাগণে করুক বারণ।

শ্রীবৎস। জানি—জানি, রাজ্য হইবে শ্মশান,
যাক সেনা।

মন্ত্রী। সেনাপতি,
যাও শীঘ্র দলবলে,
বিদ্রোহ নগর বেড়ি।

[সেনাপতির প্রস্থান।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। কারাগার করেছে মোচন,
দুরাচারগণ,
ক্ষিপ্তপ্রায় যারে তারে বধে প্রাণে,
বলাৎকার, বালক-বিনাশ,
ধনীর নাহিক ত্রাণ।

শ্রীবৎস। মন্ত্রি, সৈনাধ্যক্ষে ফিরাও সত্বর,
প্রাণনাশে আর নাহি প্রয়োজন!
আমি একা যাই, বধুক আমারে,
জঞ্জাল মিটিবে তাহে।

মন্ত্রী। একি কথা, মহারাজ!

শ্রীবৎস। যাও—যাও, সৈনাধ্যক্ষে এখনি ফিরাও,
আমি অনর্থের মূল।
অকারণ কেন করি প্রজা বধ,
কেন বৃদ্ধি করি নরকের হ্রদ,
অতি যাতনায়, পেটের জ্বালায়,
উন্মত্ত হয়েছে প্রজা,
প্রজা—পুত্র সম শাস্ত্রে কয়,
পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছি—
দারিদ্র্যতা রাজ্যময়।
মানক্ষয় মানীর নগরে,
অগ্নি গ্রাসে অট্টালিকা,
হায়, শুভক্ষণে রাজ-সিংহাসনে
করেছিনু পদার্পণ!
ভার এ জীবন—ভার এ জীবন,
আর প্রজা-বধ উচিত না হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, অত্যাচার প্রবল নগরে,
বল বিনা না হবে বারণ।

শ্রীবৎস। কর বল—আমারে কি হেতু বল?
ইচ্ছা যায় রাজ্য আসি কর;
দেখ পরীক্ষিয়া,
মুকুটে কি বিষময় জ্বালা!
গেছে কি সেনানী?
রক্তস্রোতে, রক্তস্রোতে—
অনল নির্ব্বাণ হবে,
জানি—জানি রাজ্য হবে বন।

মন্ত্রী। মহারাজ, উতলার নহে এ সময়।

শ্রীবৎস। কার সাধ উতলা হইতে,
উন্মত্ততা কেবা চায়?

সময়—সময়, সময়ে সকলি করে ;
মন্ত্রি, কর যেবা হয়;
আর নাহিক সময়,
কত, কত আর সহিবারে পারি !

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ বিপদে নাহি দেখি কূল,
ভূপতি ব্যাকুল,—
রাজ্য কিসে করি স্থির ?
চল যাই সেনাপতি সনে,
দেখি গিয়ে কি হয় নগরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ।

(প্রজাগণ ও বাতুলের প্রবেশ)

বাতুল। বাপু, আমার কি কান্তি-পুষ্টি এমন দেখ্‌লে যে, দলে মিশাতে চাও না ? বলি, রূপের চটক তো তোমাদের চেয়ে একটুও ফারাক নাই—ঐ মড়াখেকো আঁতে কপালে, ঐ উম্নুন-ঝিঁকে বদন, ঐ রূপ কোটরগত পদ্মনয়ন ;—পরামর্শটা কি তাই বল না, কেউ কোথায় নেই, রাত্ ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌চে।

১ম প্রজা। ইদিকে উঠে আয়, রাজাকে কাট্‌বো, রাণীকে কাট্‌বো, রাজবাড়ীতে যে যে আছে কাট্‌বো—আর কি ভয়, প্রাণ যাবে না যেতে আছে, না খেয়ে প্রাণ যাবে, না হয় রণে মর্‌বো।

বাতুল। বলি, রাজাকে কাট্‌বে তো উদিকে উঠ্‌তে যাচ্চো কোথা? তুমি কাট্‌বে ব'লে, রাজা নেয়ে সিঁদুর পরে ঐ ঘরে ব'সে আছে! ঘোঁড়সওয়ার হ'য়ে রাজা স'ট্‌কেছে তা জান ? রাজা কোথা আছে আমি জানি, কিন্তু দলে না নিলে আমি ব'ল্‌ব না। ঐ যে বেণের বাড়ী লুট করে এলি, রাজবুদ্ধি বুঝ্‌বি কি, সেইখানে গে সেঁধিয়েছে—জানে, সেখানে কেউ কিছু ব'ল্‌বে না।

১ম প্রজা। বটে বটে, তবে আর কেন, সেইখানে যাব ; চল্ দেখি, কোথা দেখাবি ?

বাতুল। আমি ত ঠিকানা বল্‌লুম, তোমরা এগোও, আর এক দল আসবার কথা, আমি তাদের নে যাচ্চি।

২য় প্রজা। কেন ভাই, রাজাকে মার্‌বি কেন, রাজা তো খুব দান-ধ্যান করে।

১ম প্রজা। মার্‌বো কেন ? রাজা আমাদের কি ক'রেছে ? রাজা আমাদের কোন কথা শুনেছে—না খেতে পেয়ে সব মারা গেল !

বাতুল। তা তোরা দাঁড়িয়ে গোল ক'র্‌বি তো কর, এতক্ষণ রাজা হয় তো পালিয়েছে।

সকলে। সত্যি—সত্যি, চল চল।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

বাতুল। এই তো চার দল ফেরালুম, রাজাকে খবর দিই কি করে ? যেমন ক'রে হোক্, রাজাকে বাঁচাতেই হবে। বলি, রোক্‌টা কমলার না শনির ? দুটি দুটি অন্ন পেলে তো আর শনি ট্যাফোঁ ক'র্‌তে পারে না, ও একান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ, ঘুঁটের পাশ নৈবিদ্দি দু'জনকেই দিতে হয় ; রাজার দেখা কোথা পাই ? এই বাগানের পথটা দিয়ে দেখি। ঐ যে বামুন ঠাকুর ঘুর্‌চেন, উনি শনি, না হয় শনির বড় বেটা না হ'য়ে যান না, ঘর জ্বালানর যে রস শনি কৃপাময়ের—তার উপর বিশেষ কৃপা সন্দেহ নাই ; শুধু তাই কেন, কমলার ততোধিক।

[বাতুলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীবৎস ও চিন্তা।

শ্রীবৎস। রাণি, জীবন সংশয়,
উপায় নাহিক আর,
অরি ঘেরিয়াছে পুরী,
কোথা যাব বুঝিতে না পারি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

শুন, বিকট বিদ্রোহী-নাদ,
সৈন্য পরাজিত,
সৈনাধ্যক্ষ শত্রু-করগত,

পলায়েছে অমাত্য-বান্ধব যত ;
আমা হেতু চিন্তা নাহি করি,
প্রাণেশ্বরি, কি দশা হইবে তব !
(নেপথ্যে কোলাহল ও "আলো আলো")
শুন সাগর-কল্লোল,
গর্জ্জে প্রজাদল,
হের অনল চৌদিকে জলে
দুরন্ত বিদ্রোহিগণে,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু নাহি মানে,
যুবতীর করে ধর্ম্মনাশ ;
কি হবে, কি হবে,
উপায় না দেখি কিছু ভেবে।
এস, অগ্নি জ্বালি
ত্যজি দোঁহে প্রাণ।

চিন্তা। মহারাজ, প্রাণ বড় ধন,
করহ যতন আত্ম-রক্ষা যাহে হয় !
দুঃসময় স্থির কভু নয়,
পুনঃ হবে সুসময়,
হতাশ হ'ও না রাজা ;
আমা হেতু চিন্তা ত্যজ, নৃপমণি !
কহে জ্ঞানবান,
আত্ম-রক্ষা ধর্ম্মের প্রধান,
রাজ্য-ধন পাবে পুনঃ জীবন থাকিলে,
পলাও—পলাও, কার মুখ চাও,
আমা হেতু কেন মজ, মহারাজ !

শ্রীবৎস। প্রিয়ে,
তুমিও কি ত্যজিলে আমায়,
প্রাণ ছার—
কেবা চায় সুদিন উদয় ;
এস, তোমায় আমায়
একত্রে ত্যজি এ প্রাণ ;
শনি-কোপে গেছে রাজ্য-ধন,
নাহি প্রয়োজন,
দেহ ত্যাগে এড়াইব শনির প্রভাব।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা,
দিতে কভু না পারিবে শনি,
চল যাই অগ্নিকুণ্ডে ত্যজি দোঁহে প্রাণ।

চিন্তা। প্রাণনাথ,
চিরদিন শুনি তব মুখে,
আমাকে নাহিক কিছু অদেয় তোমার,
কতবার ক'রেছ হে অঙ্গীকার,
যাহা চাব তাহা দিবে,
পদে এই মিনতি আমার,
প্রাণ রক্ষা কর আপনার,
যা হবার আমার ঘটিবে।
মহারাজ, নাহি ভাব মনে,
ক্ষুদ্র প্রাণিগণে
অপমান করিবে আমার—
অগ্নিকুণ্ডে আমি ত্যজি প্রাণ।
এই কন্থা করহ গ্রহণ,
রজত-কাঞ্চন আছে ইথে বহুতর ;
নৃপবর, হও হে সত্বর, হয় ডর,
বিলম্বে কি হবে নাহি জানি।

শ্রীবৎস। কোথা যাব, কোথায় পলাব ?
শুন রাণি, পথ নাহি জানি,
তাহে মহারুষ্ট শনি,
কেন অপমান হব,
নীচ-হস্তে কেন প্রাণ দিব ?
যা হবার হোক্ রাজপুরে।
দেখ—দেখ, আসিতেছে দুরাচারগণে,
চিন্তা, কর পলায়ন,—
যতক্ষণ কাছে আছে অসি,
ভেব না প্রেয়সি,
কা'র সাধ্য স্পর্শিবে তোমারে।

(বাতুলের প্রবেশ)

বাতুল। বলি বন্ধু, আজ ভুলে গেলে ? দেখ, তোমার পোষাক আমায় দাও, আমার পোষাক নাও—পালাও।

শ্রীবৎস। এ হেন দশায় ভোলনি আমায়,
অতি সদাশয় তুমি।

বাতুল। বলি রাজা, শিষ্টাচারের সময় নয়, পালাও।

শ্রীবৎস। কোথা যাব চিন্তারে ত্যজিয়ে ?

বাতুল। তাইতো, বিষম হ'লো যে রাণী নিয়ে, এস দু'জনেই এস।

শ্রীবৎস। কোথা যাব, পথ নাহি জানি।

বাতুল। তুমিই যেন মহারাজ—আর উনি যেন রাণী, আমি যে পথ জানি নি, এমন তো নয়, পথ চ'লে অরুচি ক'রে ফেলেছি ; এস এখনি, সব ফিরবে।

চিন্তা। আর নাহি কর ব্যাজ,
চল মহারাজ,
কহ সত্য, প্রতারক নহ তুমি ?

বাতুল। বলি, শনিগ্রস্ত কি রাজা-রাণী—দু'জনকেই হ'তে হয়—বলি কি, তোমার এমন কি লেঙ্গা তরোয়াল পাহারা রয়েছে যে, চুপি চুপি আস্তে হবে। সব সট্‌কেছে, সব সট্‌কেছে।

শ্রীবৎস। চল রাণি, চল যাই,
আগে চল দেখাইয়ে পথ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।— (গীত)

বিধাতা বাদী আমি সাধে কি কাঁদি,
আদরে আমারে কেবা রাখিবে ঘরে।
ছি ছি আমারে পূজে, গেল রাজ্য মজে,
হেথা রহিব বল আর কার তরে ?
যথা মমতা বসে, তথা বিধাতা অরি,
আমি চপলা সাধে সাধে কেঁদে মরি,
যেতে প্রাণ কি চায়, হায় কি করি উপায়,
গেল সকল আশা, হায় ঘুচিল বাসা,
আর কি হবে ভেবে, পুন যাব সাগরে।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ)

শ্রীবৎস। সকরুণ বীণা-বিনিন্দিত
কার এ রোদন-ধ্বনি,
কে রমণী শ্মশানে বসিয়ে কাঁদে ?
দেখ উঠিল ভামিনী,
লুকাইল দামিনী-ঝলক সম !

লক্ষ্মী।— (গীত)

আমি র'য়েছি সাথে, চল কানন পথে,
হায় বিজন গহন, হায় বিজন গহন।
ধীরে ধীরে, ঘোর তিমিরে,
চল চল অরিদল করিছে ভ্রমণ,
ঐ করিছে ভ্রমণ।
রবে না রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
প্রাণ বাঁধ বাঁধ থাক থাক স'য়ে ;
ধরি মানব-কায়, কভু সমান না যায়,
রাখ মতি সদা মাধব-পায় ;
ত্যজ শোক ত্যজ, আর হ'ও না বিমন,
আর হও না বিমন।

চিন্তা। ওমা কৃপাময়ি !
ভোল নি,
ভোলনি মা দুহিতারে ?
প্রাণ রাখি তোর পায়,
প্রবেশি গহনে রমা !
দেখ ক্ষীরোদ-উত্তমা,
ঘোর দায় তুমি মা উপায়,
জানি না গো তোমার চরণ বিনা,
চল রাজা, ডাকেন জননী।
চিন্তামণি-জায়া,
দয়া তাঁর অসীম তোমার পরে,
কেন কর ডর,
বন—রাজ্য হবে নরবর !
কি ভয় তাহার,
কমলার কৃপা যার প্রতি।

শ্রীবৎস। আহা, কঠিন পাষাণে,
না জানি কেমনে
চলিতেছ চন্দ্রাননে ;
হায়, মোর মুখ চেয়ে
কত আছ সয়ে,
রাজার নন্দিনী আজি কাঙ্গালিনী,

ধিক্ ধিক্, স্বামী হ'য়ে দেখিনু নয়নে!
প্রাণ কাঁদে কব কি তোমায়,
কি দশায় হেরি আজি তোরে,
ঘোরা নিশীথিনী, নীরব অবনী,
রাজার গৃহিণী,
কেমনে কাননে ভ্রমিবে ভাবি হে তাই।
স্বর্ণ-সিংহাসনে রাখিয়ে যতনে,
ভাবিতাম মনে,
ব্যথা বুঝি লাগে তোর
কুসুম-নির্ম্মিত কায়ে;
আজি তোরে বন-পথে হেরে,
হৃদয় বিদরে।
কে আছ কোথায়,
কোথা রেখে যাব—
কোথা রেখে নিশ্চিন্ত হইব?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
রমণীর করিনু এ দশা!

চিন্তা। প্রাণনাথ,
হেন কথা বল কি কারণ?
তুমি যার হৃদয় রতন,
অন্য ধন আকিঞ্চন সে কি করে?
তব প্রেম সদা অভিলাষী,
স্বর্গ তুচ্ছ বাসি,
তব সহবাসে—
বন মম অট্টালিকা হ'তে মনোহর,
গুণমণি, তব প্রেমাধিনী,
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি;
আর তব রাজকার্য্য নাই,
বনে তোমা সনে রহিব সদাই,
অধিক না চাই প্রাণনাথ,
কার্য্য মম হবে তব সেবা,
এ হ'তে অধিক
কিবা আর বাঞ্ছে সতী নারী?
দুর্দ্দিন উদয়, তাহে কিবা ভয়,
কমলা রয়েছে সাথে,
তবে অভাব কি বল, নাথ?
কভু প্রভু, নহেত চঞ্চল,
গ্রহ-কোপে হ'ও না বিকল,
ধীর তুমি চিরদিন।
আমি নারী,
তোমারে কি বুঝাব ভূপাল;
মাত্র গেছে রাজ্য ধন,
প্রেমের বন্ধন,
ছেদিবারে শনি কিহে পারে?
রাখ অবলায় পায়,
প্রাণ ফেটে যায়—
চঞ্চল তোমারে হেরে।
কেন ভাব, চল গুণমণি,
পোহালে যামিনী
অরিগণে পশ্চাৎ আসিবে।

শ্রীবৎস। চল চল যাই,
কালি ছিল অট্টালিকা,
আজি বনে হয় ভয়,
পাছে কেহ আসে,
বনবাসে পাছে বা বঞ্চিত করে;
ভাল হ'লো, ভাল হ'লো,
সকলি ঘুচিল।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মায়ানদী-তীর

শনি।

শনি। আরে রে দুর্জ্জন,
কন্থায় রতন নিয়ে চল,
জাননা রে—জান না প্রভাব,
তাই লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
সুখে যাবে কানন-ভিতরে,
তাই বুঝি আসিয়াছ বনে,
যেন কপোত-কপোতী—
দিবা-রাতি রবে মুখে মুখে!

ত্যজি রাজ্যভার
বনে পুনঃ করিবে সংসার,
আরে ছার প্রভাব আমার,
তবে কিসে বলবান্ ?
অন্নকষ্টে যাবে দিন যুগের সমান ;
কেহ কার তত্ত্ব নাহি পাবে,
নিত্য মরণে ডাকিবে
দুঃখে পেতে পরিত্রাণ ;
মৃত্যু না আসিবে,
ক্ষুধার জ্বালায় দিন ব'য়ে যাবে,
কণ্টক-শয্যায় কাটিবে যামিনী ঘোর।
আরে আরে এত দম্ভ তোর,
লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
দেখি, ত্রিভুবনে কোথা তোর হয় স্থান।

(শনির অন্তর্দ্ধান)

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ)

শ্রীবৎস। এবে বিশাল তটিনী,
কূল নাহি হয় নিদর্শন,
কেমনে হইব পার ?
প্রভাত যামিনী,
আসিছে বিদ্রোহিগণ পাছে,
ডুবে মরি,—
কোন মতে না দেখি নিস্তার আর।

চিন্তা। নাথ,
দেখ, ক্ষুদ্র তরী আসে ধীরি ধীরি।

শ্রীবৎস। সত্য প্রিয়ে,
হে নাবিক, এস হে হেথায়,
পার কর আমা দুই জনে।

চিন্তা। শুনেছে নাবিক,
আসিতেছে ধেয়ে।

শ্রীবৎস। অতি ক্ষুদ্র তরী,
দুই জনে কেমনে হইব পার ?
এস এ দিকে নাবিক।

(নাবিকবেশে শনির প্রবেশ)

শনি। বলি, কি ?

শ্রীবৎস। পার কর আমা দুই জনে।

শনি। পারব না বাপু, যে দুমো-বামা তোম্‌রা, আমার লৌকো উল্টে যাবে।

শ্রীবৎস। দিব তোরে অমূল্য রতন,
পার কর দুই জনে।

শনি। তুমি এক্‌লাই ত তিন মণ দশ সের, তার ওপর দিয়েছ গোধড় কাঁথার ফের, ধনের লোভে কি প্রাণ খুয়াবো ?

চিন্তা। হে নাবিক, দয়া ক'রে কর পার,
নহে অকূল পাথার,
উপায় কি বল আর।

শনি। আর আমি কি ক'র্‌বো বল, খেয়ে খেয়ে গোমড়া-গোমড়া হয়ে আস্‌বে, আর বল, 'পার কর।' যাও, এখন ঘরে ব'সে ছ'মাস শুকোওগে, বিশ তিরিশ সের মাংস না কম্‌লে আমি পার কত্তে পারবো না।

শ্রীবৎস। বাপু, ব্যঙ্গ কেন কর,
ল'য়ে চল পারে,
দিব বহু রত্ন-ধন।

শনি। জলে ডুবে মোর্‌বে, সে কি বড় ভাল হবে, তোমার দেহটী তো নয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটী! আবার তেম্‌নি পাতলা কাঁথা, আমি একটা লেঠায় পড়ে যাব। বলি, কাঁথা খানা কি ওজন করে তয়ের করেছিলে, অমন বার মণ কাঁথা তো কখন দেখি নি।

শ্রীবৎস। তবে কি হবে উপায়,
দেখ,
যদি কোন মতে পার করিতে উপায়।

শনি। কাঁথা ফেলে এক এক করে পার হ'তে পার তো দেখ ; ও বিষম গোধোড় কাঁথা, যাঁতার মতন ব'সে যাবে, কাঁথাখানা ফেল্লে দু'জনকে নিয়ে যেতে পারি। নয় বল, কাঁথাখানা আগে পারে রেখে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাই।

শ্রীবৎস। এই সদুপায়,
লহ কন্থা, আগে কর পার।

শনি। দেখি, লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু।

[শনির কাঁথা লইয়া প্রস্থান।

শ্রীবৎস। একি, তীরবেগে ছুটিল তরণী !
একি, কোথা নদী,—

শুষ্ক স্থল, বালুময় বিপুল প্রান্তর !
মায়া—মায়া, বুঝিলাম এতক্ষণে ।
(দূরে শনি) ।—আরে দুষ্ট,
কোথা লক্ষ্মী তোর আজি ?
দুরাশয়, জান না আমায়, -
সভা-মাঝে কর অপমান ;
দুরাচার, ত্রিভুবনময়
কোথা মম নাহি অধিকার ?
আমি রামে দিই বনে,
অশোক-কাননে বেঁধে রাখি জানকীরে,
হর-গৌরী অভেদ-শরীর,
আমি করি ভেদ,
দক্ষযজ্ঞে সতী ত্যজে প্রাণ ;
ত্রিলোচন ভ্রমিল ভুবন
শব-দেহ স্কন্ধে ল'য়ে,
হরি বৈকুণ্ঠ-বিহারী—
শিলা দেহী আমার প্রভাবে ;
কি হয়েছে তোর, এই তো সূচনা,
দেখ্ দেখ্—আর' কত হয় ।

[প্রস্থান ।

শ্রীবৎস । প্রিয়ে, নাহিক নিস্তার,
কোথা যাব, কোথা ত্রাণ পাব,
শনির ছলনা ভেদিতে নারিব,
দেখিলে ত স্থল যথা—
জল তথা বয় ।
চিন্তা । কি হবে ভাবিলে,
চল চলহ সত্বর ;
শুন, নিনাদে বিদ্রোহী-দল,
এখনি আসিবে, এখনি বধিবে প্রাণ ।
শ্রীবৎস । হায় ! বালুময় ভূমি,
কেমনে চলিবে ;
ওহো রাণি, কেঁদে ওঠে প্রাণ !

[উভয়ের প্রস্থান ।]

তৃতীয় অঙ্ক

—::০::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

শ্রীবৎস ও চিন্তা ।

শ্রীবৎস । ক্ষুধায় যন্ত্রণা এত
আগে নাহি জানি রাণি,
আহ', জ্ব'লে উদর-জ্বালায়
সভায় আমার
এসেছিল দীনগণে,
তখন না জানি
কত ক্লেশে জ্বলে মহাপ্রাণী সে সবার,
তাই আবেদন করেছি হেলন,
ক্ষুদ্র মনে ভেবেছিনু যথেষ্ট করেছি ।
এত দিনে হলো জ্ঞানোদয়,
মম কর্ম্মফল,
শনির কি দোষ এতে ;
যদি প্রেমের বন্ধনে
বাঁধিতাম প্রজার অন্তর,
যদি সুশাসনে করিতাম অর্থ-সঙ্কালন,
এ বিষম কভু না ঘটিত ;
আহা অনাহারে মরিত না দীন জন !
রাণি, এত দিনে পড়ে মনে,
বিষণ্ণ-বদনে কেহ
করে ধ'রে জীর্ণ শীর্ণ সন্তানের কর,
অগ্রসর সম্মুখে আমার,
বুঝি নাই—বুঝি নাই সেই কালে
দুর্দ্দশা তাহার, উপযুক্ত শাস্তি তার ।
রাণি, তোমার কারণে যে বেদনা মনে,
সে বেদনা পেয়েছিল দীন প্রজাগণে,
প্রণয়িনী-মুখ চাহি ।

অন্নহীন শূন্য ঘর, শূন্য ত্রিসংসার,
সত্য, দুঃখ আছে ধরাতলে।
কিন্তু হায়!
উপায় তাহার মম করে নাহি আর।
আহা, রাজার মহিষী,
উপবাসী বনবাসী কাঙ্গালিনী।

চিন্তা। চল প্রভু, যাই হেথা হতে,
অন্য স্থলে পাই যদি ফল,
নহে আজি নব পাতা তুলি
করিব রন্ধন,
শুনিয়াছি নবপত্রে হয় দিনপাত।

শ্রীবৎস। ভগবান, বাকি কত আর!
শুনি,
শনি-অধিকার দশম বৎসর,
গত মাত্র তিন দিন তার,
অনাহারে শুষ্ক প্রাণ!
এই দম্ভ! এই অহঙ্কার!
জায়া অনাহারী,
অন্ন দিতে নারি তারে,
দীন মম সম আছে কে কোথায়?
ধিক্ ধিক্ অন্ন বিনা যায় প্রাণ!
তব জনক-ভবনে
চল রেখে আসি প্রিয়ে,
দুঃখে দিন যাবে,
তবু উদর পূরিবে,
গ্রহ-ফেরে আমি কষ্ট পাই,
আমার কারণ কেন দুঃখ পাবে?

চিন্তা। প্রভু, অপরাধী হয়েছি কি পায়,
দিতে চাও বিদায় সে হেতু?
ছার উদরের তরে যাব তোমা ছেড়ে,
হেন প্রাণ চিন্তা নাহি চায়।
যে দশা তোমারি—
সেই দশা শ্রেয়ঃ মম;
তুমি নাথ, রাজ রাজেশ্বর
তুমি বনবাসী—
আমি দাসী তব,
আমি রব অট্টালিকা-মাঝে,
এ কথা কি সাজে হে তোমায়?
অকারণ ভেব না ভূপাল,
নারায়ণ দেছেন জীবন,
ভূমিষ্টের আগে
মাতৃস্তনে দিয়াছেন ক্ষীর,
তাঁর পদে রহে যদি মন
জীবন যাপন অনায়াসে হবে প্রভু।
গহন কানন,
খাদ্য দ্রব্য তাই নাহি মিলে,
হবে উপার্জ্জন পশিলে নগরে,
কোন মতে দিন যাবে কেটে।

শ্রীবৎস। হায়, কত সবে অভাগার তরে?
রাজার নন্দন
অর্জ্জন-উপায় কিবা জানি?
কার কাছে যাব,
কার দাস হব,
গ্লানি হয় কথা মনে হ'লে,—
অপমান হতে শ্রেয়ঃ প্রাণ-বিসর্জ্জন।
এস,
অনশনে কাননে উভয়ে ত্যজি প্রাণ।

চিন্তা। প্রভু, প্রাণ অতি যতনের ধন,
কেন অনশনে রব,
জীব জন্তু সবার আহার,
নারায়ণ নিত্য নিত্য বাঁটে,
ভাব কি ভূপাল,
এ সঙ্কটে দৃষ্টি নাহি তাঁর
আমা দোঁহা প্রতি?
ক্ষুদ্র নরে
অনায়াসে করে দিনপাত,
জায়া-পুত্র করিছে পালন,
তুমি মহাকৃতি মহাগুণধর,
বিপদে কি হেতু কর ডর.
দুঃসময়ে মহত্ত্বের পরিচয় পায়,
হীনজন পরাজয় দুর্দ্দিন পীড়নে।

শ্রীবৎস। অকূল এ বিপদ-সাগর,

কোথা যাই, কূল কোথা পাই,
তাহে শনি পাছে পাছে ফিরে ;
তাই প্রিয়ে, বলি হে তোমারে,
অভাগার সঙ্গ কর ত্যাগ,
হ'লে দিন পুনঃ দেখা হবে।

চিন্তা। প্রভু, শনি আর অধিক কি চায়,
ভেদ করে তোমায় আমায়
মনোবাঞ্ছা পূরিবে তাহার।
সাধ করে পরস্পরে কেন হব ভেদ ?
যথা পতি-পত্নী অভেদ-হৃদয়,
তথা কোথা শনির প্রভাব ?
গেছে কিবা,
যেই ছিলে, সেই আছ তুমি,
সেই প্রণয়িনী আমি তব,
তবে নাথ, বল কোথা যাব ?
তব পদ সাথ, –
কোথা আছে আদর আমার আর ?

শ্রীবৎস। আহা প্রিয়ে, কত আছ স'য়ে,
তোর তরে প্রাণে হয় সাধ,
তোর তরে ভাবি হই গৃহী,
তোর তরে শনির তাড়না সহি,
যা থাকে কপালে, তোরে না ছাড়িব।
দেখি,
দীনে দীননাথ দেন বা না দেন স্থান।
দেখ কেবা আসে,
শনি কি ধীবর বেশে,
জ্ঞান হয় সকলি শনির মায়া !

চিন্তা। না না, ধীবর জনেক।

(ধীবরের প্রবেশ)

ধীবর। যেমন মাথাল ফল, তেমনি মাথাল ঠাকুর দেব্‌তা বিশগণ্ডা, নমস্কার ঠুকে জাল ফেল্লুম—ভারি ঠেক্‌লো, ওমা, উঠ্‌লো কি না হবিষ্যির মালসা,ঐ মাথালকে ডেকেই কাল হয়েছে, এবার কুঁচে কেঁকড়া ডেকে আস্‌বঁ! সে দিন জাল ফেলেছিল মোথরো, চিড়্‌ বিড়িয়ে যেন খই ফুটে গেল, বেটার বাপের জন্মে কখনো পুকুর কাটে নি, সারবন্দি খোঁটা পুঁতেছেন ; কোথা রুই মাছ ছাড়্‌বে, না দিব্যি এক রুই কাঠ, জালটা ফরদা ফাঁক ছিঁড়ে গেল গা !

শ্রীবৎস। হে ধীবর, পাও নাই মৎস্য আজি ?

ধীবর। আর মাছ পাব কোথা, রাজ্যের বাপ মা মরে গে মাল্‌সা ডুবিয়েছে ; পুকুর কেটেছিল পোদ্দাররা—বরষা হ'ল, সারবন্দি কই মাছ কানিয়ে চল্লো, আদ কোশ থেকে গিয়ে ধর, জাল শুকোলো না, প'লো চাপ। আর এ দেখ না, সমুদ্দুর ছেয়ে গেলেও পাড় বেয়ে জল ওঠ্‌বার যো নেই। আর যদি জল শুক'লো তো তবকে তবকে খোঁটার মাথা দেখা দিলে। পুকুর তো কাটা নয়, বাঁশের নির্ব্বংশ করা, আঁসের বদলে বাঁশের চোক্‌লা কোঁচড় কোঁচড় নিয়ে এস।

চিন্তা। ফেল জাল সম্মুখে সলিল।

ধীবর। বলি এখানে কি পাথর-গেঁড়ি তুল্‌বো, তোমার তো আঁচ ভারি !

শ্রীবৎস। কোথা সরোবর ?
দেহ জাল, মৎস্য আমি দিই ধ'রে।

ধীবর। তুমি দেখ্‌ছি বড় জেলের পো জেলে, তোমার বাড়ী কোথা ?

শ্রীবৎস। বহুদূর নিবাস আমার।

ধীবর। বলি তাই, তা নইলে আর তালপুকুরে মাছ ধত্তে চাও। এই দেড়বুড়ি পুকুরে জাল ফেলেছি, অমন পাঁকের ভুড়ভুড়ি কোথাও দেখিনি।

শ্রীবৎস। ভাল চল,
ধরে দিব মৎস্য অগণন।

ধীবর। কেন, তোমার কি ইচ্ছা যে জালের সুতাটা ঘাড়ে করেও বাড়ী না ফিরি ; দেখ্‌ছ, এক রুইকাঠের ঘায়েতে রাজার বাড়ীর ফটক ক'রে তুলেছে।

শ্রীবৎস। ভাল, যদি ছিঁড়ে তব জাল,
আমি তাহে দায়ী।

ধীবর। তোমার তো সম্ভ্রম কত, একখানা জাল নাই, তোমার কি কাপড় কেড়ে নেবো, যদি মাছ ধরবে তো গাঙ্গে চল।

শ্রীবৎস। ভাল, চল তাই,—
রহ চিন্তা, এই স্থানে।

[শ্রীবৎস ও ধীবরের প্রস্থান।

চিন্তা। বুঝাই রাজায়,
কিন্তু প্রাণ বুঝাইতে নারি।
হায়! রাজ্যেশ্বর সাজিল ধীবর,
উদর পোষণ হেতু।
শুনি শাস্ত্রের বচন,
নারী-ভাগ্যে ভাগ্যবান পতি;
মম ভাগ্যে পতির দুর্গতি,
এ খেদ না ঘুচিবে মরণে।
আহা, শুকায় জীবন
হেরি বিরস বদন;
কভু শ্রম নাহি সহে,
দারুণ কাননে যায় অনশনে,
এ দশা দেখিতে হ'লো!
যাঁর দর্শন-আশায়,
কত রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা করিত দ্বারে,
তাঁরে আজ ধীবরে ধীবর বলে!
কতকালে এ জ্বালা ভুলিব,
প্রাণ আর রাখিতে না চাই;
কিন্তু ডরি,
প্রাণেশ্বর একাকী কেমনে রবে,
ওমা লক্ষ্মি, কত দিন সহিব যন্ত্রণা,
কত দিন এ দুর্গতি স্বামীর দেখিব,
কত দিন বহিব এ দেহ?
দহে—প্রাণ দহে, আর নাহি সহে,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে,
কেমনে বা রাজারে প্রবোধ দিব।
কোথা যাব, শূন্য ত্রিসংসার,
বনবাস সার,
হায়, ভার হ'লো জীবন ধারণ!

(দূরে কাঠুরিয়ার স্ত্রী-বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।— (গীত)

কি জানি কি হয় মনে.
তাই তো এখন ভ্রমি বনে,
মনে হয় প্রাণের ব্যথা বলি ব'সে কারুর সনে।
ব্যথায় মরি আমি নারী,
ব্যথা কার' দেখ্‌তে নারি,
ব্যথিত যে জন আমি তারি,
যত্ন করি ব্যথিত জনে।
মনের দুঃখে ঝরে আঁখি
দেখ্‌বে কে আর দেখে পাখী,
আমি তারে মনে রাখি,
যে আমারে রাখে মনে।

চিন্তা। দূরে ধীরে সুমধুর স্বরে কেবা গায়?
মলিন-বদনে কাননে কে ভ্রমে বামা!
আহা, দুঃখের সঙ্গীত,
কোন্ অভাগিনী,
বিপিন-বাসিনী মম সম,
আসে মম পাশে,
বুঝি কিবা সুধাবে আমায়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ মা, তুমি কে মা, বনে এক্‌লা ব'সে কেন মা? আমরা মা কাঠুরে, যদি তোমার ঘর না থাকে, আমি তোমায় ঘরে রাখি, আমি একটু দূরে ঐ নগরে থাকি।

চিন্তা। মাগো, আমি বড় অভাগিনী,
পতি সনে এসেছি কাননে,
স্বামী গেছে মৎস্য ধরিবারে।

লক্ষ্মী। তোম্‌রা কি জেলে?

চিন্তা। নহি মা ধীবর,
কিন্তু কি করি মা, উদর বড়ই দায়।

লক্ষ্মী। কেন গো, কি ক'র্‌বে কেন? কেন, তোমার স্বামী এলে ব'লো, কাঠ কেটে নে বাজারে বেচ্‌বে, একটু দূরে চন্দন-বন, বাজারে বেচ্‌লে ধন পাবে। দেখ, আমি যাই, ঘরকন্না দেখ্‌তে হবে, ভুল না, তোমার স্বামীকে ব'লে নগরে এস তবে।

চিন্তা। কে তুমি মা, কোথায় নগর?

লক্ষ্মী।— (গীত)

কাননে ফুট্‌বে কলি, সন্ধ্যাকালে উঠ্‌বে তারা,
অনুরাগে আগে যাবে, পথ পাবে তায় দিশে-হারা।
দেখ্‌লে তার বিমল আলো,
ঘুচ্‌বে মা তোর মনের কালো,
আলো ক'রে চল্‌বে ধীরে, মনোহরা সে চাঁদের পারা।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। দেখ— দেখ,
এনেছি বৃহৎ মৎস্য, প্রিয়ে,
দগ্ধ করি করিব ভক্ষণ।

চিন্তা। দেহ নাথ, আমি দগ্ধ করি।

[চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। বহুশ্রমে হয় উপার্জ্জন,
কিন্তু অতি প্রিয় অর্জ্জনের ধন।
মৎস্য-লাভে যে আনন্দ হইল আমার,
নব রাজ্য অধিকারে হয়নি তেমন।
নাহি ভয়, যাবে দিন কোন মতে,
ক্লান্ত দেহ অতিশয়,
মৎস্য ল'য়ে আসুক মহিষী,
ততক্ষণ তরুতলে করিব বিশ্রাম,
নব তৃণ অতি সুকোমল,
নিদ্রায় কাতর এত হই নাই কভু।

(শয়ন)

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। আহা! অভিভূত ভূপতি ধরণীতলে,
কুসুম-শয্যায় নিদ্রা না আসিত যাঁর,
এবে কিবা দশা তাঁর,
হায়! এই ছিল বিধাতার মনে,
সুকোমল কায়ে শ্রম নাহি সহে,
হায়, দিন কেমনে কাটিবে,
ভেবে আর কি উপায় হবে।
দয়াশূন্য শনির অন্তর;
রাজ্যেশ্বর ধরণী-শয়নে—
চন্দ্রাননে বহে শ্রম-বারি,
হায়, কেমনে নিবারি
প্রাণের দারুণ জ্বালা!
উপাদেয় দ্রব্য নানা মত,
যত্নে কত
নারিতাম খাওয়াতে রাজারে,
তাঁর করে পোড়া মৎস্য কেমনে বা দিব!
আহা, মৎস্য পেয়ে
আনন্দে এলেন ধেয়ে।
লাগিয়াছে খার,
ধৌত করি নিকট-সলিলে!
নিদ্রা যান নরপতি!
হায়, সুসময় কখন' কি হবে,
ঘুচিবে প্রাণের কালি!

[চিন্তার মৎস্য ধুইতে গমন।

একি! একি, কি হল, কি হল!
পোড়া মৎস্য পলাল কপাল-গুণে।
হায়,
আকুল ক্ষুধায় রাজা, কি বলিব তাঁরে!
লজ্জা রাখ ভগবান,
কি হবে আমার দশা;
শুকায় অগাধ নদী কপালে আমার,
পোড়া মৎস্য প্রবেশে সলিলে,
নৃপতিরে কেমনে দেখাব মুখ!
হায় শনি! গ্রহরাজ তুমি,
লজ্জা নাহি রাখ রমণীর?
দেহ মৎস্য ফিরে,
নহে কবে লোকে,
এ ছার উদরে—
দিছি মৎস্য ক্ষুধার জ্বালায়!
ধিক্ প্রাণ, হেন অপমান
সহে কি নারীর প্রাণে,
কে করিবে লজ্জা নিবারণ?

শ্রীবৎস। ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
কেন চিন্তা মৎস্য নাহি আনে?
শুভক্ষণে দেখা ধীবরের সনে,
নহে আজি হ'তো কি উপায়?
চিন্তা—চিন্তা,
আন মৎস্য, ভক্ষণ করিব দুইজনে;
চিন্তা—চিন্তা, বিলম্ব কি হেতু কর,
বড় ক্ষুধাতুর আমি,
একে পরিশ্রমে হয়েছি কাতর,
তাহে তিন দিন অনশন,
হের অস্তগামী দিনমণি,
বিলম্ব কি হেতু?

চিন্তা। হায় নাথ, কহিতে সরম,
বেদনায় বিদরে মরম,
দগ্ধ মীন গেছে পলাইয়ে!
গুণমণি, আমি অভাগিনী,
কি কব তোমায় আর,—
কে কোথায় শুনেছে এ কথা।
ভগবান, কেন দিলে হেন ব্যথা,
এ লজ্জা কে ঘুচাবে আমার।
(নেপথ্যে শনি)। সলিল শুকায়,
পোড়া মৎস্য যায়,
দেখ্ কিবা হয় আর—
আমি অতি হীন, বলেছ প্রবীণ,
ওরে ক্ষুদ্র নর ছার!
শ্রীবৎস। রাণি, না কর রোদন,
শুন শুন শনির বচন,
অদৃষ্ট-লিখন যা ছিল, ঘটিল তাই,
তুমি পতিব্রতা—ত্যজ মনোব্যথা,
রুষ্টগ্রহ ঘটায় সকলি,
প্রিয়ে, তাই বলি কেন এলে
অভাগার সনে!
চিন্তা। ভাবি নাথ, কি হবে, কি হবে!
তরুতলে করহ বিশ্রাম;
দেখি হেথা পাই যদি ফল।
শ্রীবৎস। চল দোঁহে মিলি খুঁজি বন,
পক্কফল আছে দূরে,
সৌরভ বহিছে বায়ু,
দেখ—দেখ কি সুন্দর তারা,
আলো করে কানন কিরণে।
চিন্তা। নাথ, হইল স্মরণ
একা নারী অপূর্ব্ব মাধুরী,
ব'লেছিল সুন্দর তারকা-কথা।
শ্রীবৎস। দেখ,
পথ যেন করিছে নির্দ্দেশ,
ধীরে ধীরে নাচে তারা।
চিন্তা। চল যাই যে দিকে নির্দ্দেশ ক'রে
ব'লেছিল নারী,
পাইব নগরী,
হ'লে তারা-অনুগামী।
শ্রীবৎস। চল যাই, যা হবার হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

শনি।

শনি। লক্ষ্মীর বচনে এসেছ এ স্থানে,
ভাব মনে মম হস্তে পাবে পরিত্রাণ।
ত্রিভুবনে কোথা হেন স্থল,—
অষ্টকুলাচল সপ্তসিন্ধু,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মম অধিকার;
যেথা ভাব আমি আছি দূরে,
সেথায় নিকট আমি।
দেখ্ তোরে দিই ছারে খারে,
ভেদ করি পত্নী-সনে।

(প্রথম স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। হ্যাঁ গা ঠাকুর, কে গা তুমি, কাকে খোঁজ?
শনি। দেখ্‌ছি তোদের ভাগ্যি ভারি,
লক্ষ্মী-অংশে এখানে এসেছে এক নারী,
আমি সন্ধান ক'চ্চি তারি।

১মা স্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাত্রে মেয়ে-মরদে এসেছে—আহা, দেখ্‌তে যেমন, কথাও তেমন, মা বই আর বাক্যি নেই। তুমি ঠাকুর, কে গা?

শনি। আমি গণক, গুণে ব'ল্‌তে পারি—কি দশা হবে কার, তোর কপালে সাতটি ছেলে, তোর মরণ হবে কাশীধামে, তোর ধনে ধন কাবাসে বন, গোলা ভরা থাক্‌বে ধান, আর দিন দিন তোর স্বামীর বাড়্‌বে মান।

(দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

২য়া স্ত্রী। ওলো, তুই বনে ফল তুল্‌তে যাবি নি, এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'চ্চিস্?

১মা স্ত্রী। দেখ্ ভাই, গণককার ঠিক ঠাক্ ব'লেছে সব আমায়, তুইও গুণিয়ে যা না।

শনি। তোরও খুব কপাল জোর, কাঠ কাট্‌তে তোর স্বামী গেছে ভোর, কড়ি আন্‌বে ধামা ভোরে, ভেসে যাবে খেয়ে উগ্‌রে। আর তোদের কপালের জোর ভারি, আজ পর্‌বি নূতন শাড়ী; এসেছে নূতন সওদাগর, টাকা বিলোবে ঘর ঘর।

১মা স্ত্রী। বলি, এ দিকে এস না গণক ঠাকুর, শ্যামির মার যদি কপাল দাও গুণে, তার ভাতারটা ভারি খুনে, ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে হাড় ভেঙ্গে, ভাতার যদি বশ ক'রে দাও তো, পান সুপারী কত পাও।

শনি। বলি, এ আর কি—আমি যদি জলপড়া দিই, তার ভাতার কোন্ ছার, বনের গণ্ডার বশ্ ক'রে রাখ্‌তে পারে।

১মা স্ত্রী। তবে এস না গা ঠাকুর, তার বাড়ী একটু দূর, ঐ দেখা যাচ্ছে ঘর, ঐ দেখ না, ঐ চালের বাতা ক'চ্চে কর কর।

(তৃতীয় স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষের প্রবেশ)

৩য়া স্ত্রী। এই দেখ, কেমন নূতন শাড়ী পেয়েছি, তোরাও যাস্ তো পাস্, নৌকাখানা গে ছুঁবি, শাড়ী আর জোড়া টাকা পাবি।

১মা স্ত্রী। ওমা, তাই তো, ঠিক্ ঠাক্ সব গুণে ব'লেছে, তোরে বেশ শাড়ী খানি দিয়েছে।

পুরুষ। মাঠাকুরুণ, তোমরাও এস।

১মা স্ত্রী। বলি হ্যাগা, কি ক'ত্তে হবে?

পুরুষ। নৌকা একখানা ছোঁবে, আর শাড়ী পাবে।

শনি। শালকাঠের নৌকা খানা, ছুঁলেই পরে সোণা-দানা, তোদের কপাল জোরে ডাক্‌লো বান, তাই চড়ায় লাগ্‌লো নৌকা খান।

স্ত্রীগণ। (গীত)

ফের দিয়ে সই প'রবো শাড়ী,
আয় ছুঁবি আয় সাধের তরী,
এসেছে সখের বেশে নিয়ে সখের সদাগরি।
ছুঁতে হয় আর কিছু নয়,
সাধ্‌ছে এত যেতে তো হয়,
নাই তো এতে ধরাধরি।

[শনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(সওদাগরের প্রবেশ)

সওদা। ঠাকুর, হেথা তুমি বুঝি আবার ভণ্ডা ক'ত্তে এসেছ, তোমার কথায় বস্তা বস্তা শাড়ী বিলালুম, অ নৌকা কেবল ভুস্ ভুস্ ব'সে যাচ্ছে! বলি ও শুক্‌নো কা নৌকা,—তোমার মতন তো তেমন রস নাই যে, মে মানুষ ছুঁলেই গা সেওরাবে—ভেসে যাবে। শ্যামী, বা পদ্মিনী তর বেতর দেখা দিলে, বাবা, জলের ধা ইস্কাপনের পুরুষ।

শনি। তুই যেমন যণ্ডা সওদাগর, শাড়ী বিলাচ্ছি ঘর ঘর, যে পতিব্রতা, তারে ধর!

সওদা। ঠাকুর, যে সিদ্ধেশ্বরীর ঠাট্ এসে কূ দাঁড়াল, তাদের চোদ্দ পুরুষ পতিব্রতা, তা এক পুরুষ কি যেমন দেশ, নব নাগরীরাও তেম্‌নি।

শনি। আমি শুনেছি ঠিক্, তুই বেল্লিক তা বুঝ কি? দেখ্ দেখি খুঁজে দেখ্, কোথায় কে পতিব্রতা আছে

সওদা। বলি, ভোর থেকে এই বেলা দুপুর অব দেখ্‌ছি, খালি শাড়ীর শ্রাদ্ধ!

শনি। দেখ্, আমি একটু স'র্‌চি।

সওদা। না বাবা, আমি তোমায় ধ'র্‌চি, শাড়ীর দ আদায় ক'র্‌চি।

শনি। ঐ সে মাগী আস্‌ছে, ওকে তুলিয়ে ভালি নিয়ে বল্ যেতে, যাই চল, ওর স্বামী কাঠ্ কাট্‌তে গিয়ে সে এলে আর যেতে দেবে না।

সওদা। কে আবার নয়ন শীতল ক'র্‌তে আস্‌ছে বাঃ বাঃ বাঃ! ধুব্‌ড়ির ভেতর খাশা চাল যে, এই দিকে যে আস্‌ছে।

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। হ'লো বেলা দ্বিপ্রহর,
প্রাণেশ্বর এখনও না ফিরে এল,
কমনীয় তনু ফুলময়,
শ্রম কত সয় তাঁর,
কত দূর না জানি চন্দন-বন?
কাঠুরিয়াগণ কেহ নাই আসে ফিরে।
শীর্ণ তনু মলিন বদন,
কাননে ভ্রমণ,

আছে কত দিন কপালে লিখন আর ;
হায় বিধি, কি তব নিয়ম,
রাজ্যেশ্বরে পাঠাও গহন,
হীনজনে বসাও হে সিংহাসনে।
কত দিন এ যাতনা সব,
স্বামীর দুর্দ্দশা নয়নে হেরিব,
সাধ হয় মরি, মরিবারে নারি,
শুশ্রূষা কে করিবে স্বামীর ;
এত হ'ল, সকলি ফুরাল,
রহিল এ অভাগিনী-প্রাণ,
পাষাণ—পাষাণ,
নহে মলিন বয়ান হেরিয়ে রাজার
কেন না বিদরে বুক ?

সওদা। এইবার ঠাকুর, কথার মতন কথা বটে, এ ছুঁলে শুক্‌নো কাঠ গা ভাসান দিলেও দিতে পারে, নিদেন হাতে হাতে শাড়ী খানা দিলে, শাড়ী খানাও সার্থক হবে।

চিন্তা। কেবা দুইজন ?
কাজ নাই ফিরে যাই ঘরে।

সওদা। বলি লক্ষ্মি, একটা কথা শোন, আমি বিদেশী বণিক, বড় দায়ে প'ড়েছি।

চিন্তা। অতিথি আপনি ?

সওদা। না অতিথি নয়, আমার নৌকাখানি চড়ায় আট্‌কে গিয়েছে, গণকে গুণে ব'লেছে যে, পতিব্রতা রমণী ছুঁলে নৌকা ভাস্‌বে, যদি অনুগ্রহ ক'রে সঙ্গে আসেন।

চিন্তা। মহাশয়, ক্ষমুন আমায়,
মম স্বামী নাহি ঘরে,
যাইতে নারিব অনুমতি বিনা তাঁর।

সওদা। দেখুন, আমার নৌকা সাত দিন আট্‌কে আছে, দেশ বহুদূর—রাজার আজ্ঞা, একমাসের ভেতর ফির্‌তে হবে, নইলে ধনে-প্রাণে যাব,—লক্ষ্মি, কৃপা করুন, নদী নিকটে, একবার স্পর্শ ক'রে আস্‌বেন।

চিন্তা। আইস মম কুটীরে বণিক,
আসিবেন পতি ফিরে,
যাব তাঁর অনুমতি ল'য়ে।

সওদা। কেন আর বিলম্ব ক'র্‌বেন, পরোপকার মহাধর্ম্ম—সুবাতাস উঠেছে, এখন যদি নৌকাখানি ভাসে, অনেক দূর যেতে পার্‌বো, আপনার স্বামী রুষ্ট হবেন না, কৃপা ক'রে আসুন।

চিন্তা। স্পর্শে মম ভাসিবে তরণী ?

শনি। বিচিত্র না ভাব গুণবতি,
সতীর অসাধ্য কিবা ?
মিথ্যা নহে বাণী,
গণিয়াছি আমি,
স্পর্শে তব ভাসিবে তরণী।
নাহি জান আপন মহিমা,
লক্ষ্মী-অংশে জনম তোমার,
স্বামী-ভক্তি-ফলে অসাধ্য সুসাধ্য তব,
না মান বিস্ময়,
হয় নয় এখনি বুঝিবে।
নহে দূরে—দেখ স্পর্শ ক'রে,
ভাসে বা না ভাসে তরী।
মহাব্রত পর-উপকার,
বিপাকে পড়েছে এই বিদেশী বণিক,
তরিবে তোমার গুণে ;
দেশে দেশে গাবে তব যশ,
স্বামী তব অতি সদাচার,
সদা পর-উপকারে রত,
তুষ্ট হবে শুনিলে এ কথা।

সওদা। দেখুন, আমি বড় দায়ে ঠেকেছি, ব'ল্‌ছি আপনি রক্ষা করুন।

চিন্তা। ভাল, চল তবে,
আমা হ'তে হয় যদি উপকার।

[সওদাগর ও চিন্তার প্রস্থান।

শনি। দেখি—দেখি, লক্ষ্মী কিবা করে তোর,
মম ছল নারী হ'য়ে কি বুঝিবি ?
প্রভাবে আমার—
তরণী ঠেকেছে চরে,
ভাসিবে পরশে তব।
দেখিব—দেখিব,
পতি-সনে কেমনে নিশ্চিন্ত রহ,
না হ'লে বিচ্ছেদ, মম খেদ না মিটিবে,
বৃথা শনি নাম ধরি,

যদি মনঃকষ্ট দিতে নাহি পারি ;
কোথা তবে প্রভাব আমার,
সুখে যদি বহে দিন !
দেখি—দেখি, করি কি উপায়,
দেখি, পতিসনে রহ বা কেমনে ?
ভাব প্রণয়-পুলকে
সুখে রবে শনির দশায়,
দেখিব—দেখিব,
দুর্দ্দশার সীমা না রাখিব।
অধিকার দশম বৎসর মোর,
এই তো সূচনা,
নানা ক্লেশ আছে বাকি।

[শনির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

(স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। বলি হ্যাগা, আমার শাড়ী খানা এমন কেন গা, একখানা ভাল দেখে দাও ; বিম্‌লির পাড় যেন ফিতের, আমার কেমন কপাল ভাঙ্গা, ও ছুঁলে, আমিও ছুঁলেম, ও কেমন ভাল কাপড়খানা পেলে !

(সওদাগর ও চিন্তার প্রবেশ)

সওদা। বলি লক্ষীরা, একটু গা মার, ছুঁয়ে তো মাথা কিন্‌লে।

১মা স্ত্রী। এর আর মাথা কেনা-কিনি কি গা, ছুঁতে ব'ল্‌লে ছুঁলুম। ওমা, মুখনাড়া দেখ, সেধে কি না কাপড় নিতে এসেছিলুম ! কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি ; ঘরকন্না প'ড়ে রইল, তাড়াতাড়ি এসে নৌক' ছুঁলুম, তা একটা খোস্‌নাম নেই।

সওদা। ঠাকুরুণরা ভেব না, খোস্‌নাম দেশ-বিদেশে ক'র্‌বো, যে খোস্‌খত মুখ দেখে গেলুম, তা জন্মেও ভুল্‌বো না।

১মা স্ত্রী। শোন্ শোন্, ভেক্‌রার কথা শোন্, আহা, ওর মুখখানি কি চাঁদপানা গা !

সওদা। চাঁদপানা হোক আর না হোক, অমন ভেট্‌কি পানা নয়। আপনি আসুন, নৌকা ছুঁন।

(চিন্তার নৌকা স্পর্শকরণ ও নৌকা ভাসমান)

সকলে। হরি হরি হরি হরি হরি ! নৌকা ভেসেছে, নৌকা ভেসেছে !

সওদা। বাবা, ফের চড়ায় লাগ্‌লে তোমায় পাব কোথা, ওষুধ সঙ্গে নিই।

(চিন্তাকে নৌকায় উত্তোলন)

চিন্তা। ছাড়্, ছাড়্, নরাধম মোরে,
সর্ব্বনাশ হবে তোর।

সওদা। যখন হবে তখন হবে, হাল ফিল তো মজায় থাক্‌বো !

চিন্তা। ছাড়্ দুরাচার, সবংশে সংহার হবি,
রক্ষা কর,
রক্ষা কর, কেহ মোরে দুর্জ্জনের হাতে,
রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে,—
হে বণিক্, পিতা তুমি মম, ছাড় মোরে,
আমি বড় অভাগিনী,
কেন কর পীড়ন আমায় ?

সওদা। রহিবে অতুল সুখে,
ভাব কেন চন্দ্রাননে !

চিন্তা। দেখ দেখ, কেশরী-কামিনী—
ভেকে করে অপমান !
যাবে প্রাণ, যাবে দেহ হ'তে,
অশুচি হ'য়েছে দেহ দুর্জ্জন-স্পর্শনে !
ত্রিভুবন-পূজ্য পতি মম,
কোথা গেল এ সময় ?
হায় নাথ, তব আজ্ঞা বিনা
আইলাম দুর্জ্জনের সাথে,
প্রতিফল পাই হে তাহার।
কোথা গুণমণি, অধিনীর যায় প্রাণ,
দেখ এসে—কি দশা হইল শেষে !
হীন লোকে কহে কুবচন ;
ওহে জগৎ-লোচন-রবি,

ধর্ম্ম রাখ দুখিনীর ;
প্রাণ হ'তেছে অস্থির,
ব্যজ করে পাষণ্ড আমায় ;
যদি হই সতী, পূজে থাকি পতি,
দিনপতি, রাখহ আমায়,
ঘোর দায় পদাশ্রয় চাহি, দিননাথ,
পবিত্র পাবক !
পবিত্র অন্তরে ডাকি হে তোমারে,
উদ্ধার হে এ ঘোর সঙ্কটে,
কেহ নাই, কার মুখ চাই,
মহজ্জ্যোতি, গতি কর অভাগীর !
তমোহর, ধর্ম্মের আকর,
ধর্ম্ম-ভয়ে চরণে শরণ মাগি,
জ্যোতির্ম্ময় জীবন-আধার,
অবলার ভয় ঘুচাও, ভাস্কর,
তস্করের হাতে কর ত্রাণ।
নন্দিনী কাতরা, এস ত্বরা,
জরা দেহ মোরে।
বিপদ দুস্তর, কর পার ভগবান্ !
ডাকে পতিব্রতা,
ভবত্রাতা হও কৃপাবান,
এস ত্বরা রক্ষা কর মোরে,—
নহে নারী-বধ লাগিবে তোমারে ;
মহাভয়ে রাখ পায়, ভয়হর !

সওদা। শৃঙ্খল এনে এরে বেঁধে রাখ, নইলে ঝাঁপ দেবে।

চিন্তা। কোথা গুণমণি,
কোথা তুমি এ সময় ?
তোমার রমণী—
বন্দী করি রাখে হীন জনে।
(চিন্তাকে বন্ধন)
হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল !
কেন মম দুর্বুদ্ধি ঘটিল,
আইলাম দুর্জ্জনের বোলে।
প্রাণ নাহি যায়, কি করি উপায়,
কে আশ্রয় দিবে ?
ধর্ম্ম রক্ষা কিসে মম হবে !
নাহি বল ছেদিতে শৃঙ্খল,
ঝাঁপ দিতে নারি জলে।
(দৈববাণী)
ভেব না—ভেব না,
আমি দিনমণি—সদয় তোমায়,
উজ্জ্বল কিরণমালা ঘেরিবে তোমারে,—
যতদিন নাহি পাও পতি-দরশন,
জরাগ্রস্ত দুর্জ্জন হেরিবে ;
রাখ ধর্ম্মে মতি, যাবে দিন,
চিন্তা ত্যজ গুণবতি !

সওদা। যাও যাও—তীরবেগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর

শ্রীবৎস।

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি ?
দেখ বেচিয়ে চন্দন,
পাইয়াছি কত ধন,
সুখে দিন যাবে সুলোচনে !
চিন্তা, একি—কোথা চিন্তা ?
গিয়েছে কি বারি হেতু ?
ওহো ! কত কষ্টে হয় উপার্জ্জন,
উষায় পশিনু বনে—
এবে প্রায় গোধূলি আগত—
ক্ষত পদ, ক্ষত দুই কর,
ক্ষত অঙ্গ কণ্টকের ঘায়,—
কিন্তু পাইয়াছি ধন,
অন্ন-কষ্ট হবে বিমোচন,
যাবে দুঃখ, চিন্তার হেরিয়ে হাসি।
কোথা গেল প্রেয়সী আমার ?
বিলম্ব হেরিয়ে,
গিয়েছে কি অন্বেষণ হেতু ?
চিন্তা, চিন্তা—

একা কেন যাইবে কুটীর ত্যজি,
গিয়াছে কি প্রতিবাসী-নারী সনে ?
একি ! অকস্মাৎ বাম-আঁখি নাচে,
বাম-অঙ্গ কাঁপে কি কারণ,
বুঝিবা বিপদ ঘটে,
দেখি কোথা চিন্তা,
ভাল নহে কাজ।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

(দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। কই লো, তুই যে ব'ল্লি মরদ এয়েছে ?

২য়া স্ত্রী। আমি ভাই দেখে ছিলাম, ভয়ে কিছু বোল্‌তে পারলাম না।

১মা স্ত্রী। তোর ভ্যালা ভয়, বল্লে এখন খুঁজতে যেতো।

২য়া স্ত্রী। দরিয়ায় ভেসে গেছে, আর খুঁজতে কোথা যাবে ?

১মা স্ত্রী। না না, চল, কোথা গেল, খবরটা দেওয়া ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, এসেছ কি ফিরে ?
কোথা গেল প্রেয়সী আমার,
নাহি জানি কি বিপদ ঘটে।
পদে পদে শনি,
প্রণয়িণী কোথায় আমার,—
চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি ?

(স্ত্রীলোকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। ওগো বাছা, তুমি ফিরে এসেছ, আর ডেকে কোথা দেখা পাবে, পোড়ারমুখো সওদাগর এসে, জোর ক'রে ধ'রে নৌকায় তুলে নিয়ে চ'লে গিয়েছে।

শ্রীবৎস। অ্যাঁ অ্যা ! কি বল, কি বল !
চিন্তারে আমার,—

১মা স্ত্রী। হ্যাঁ গো, নৌকাখানা ছুঁতে ডেকে নিয়ে গেল, ছুঁতেই নৌকা ভাস্‌লো, আর ধ'রে নিয়ে গেল।

শ্রীবৎস। নারায়ণ, এত ছিল তব মনে !
শীঘ্র বল, কোন্ পথে গেল ?

১মা স্ত্রী। সন্‌সনিয়ে দরিয়ায় ভেসে গেল, কোথা গেল, কেমন ক'রে বোল্‌বো !

শ্রীবৎস। হায় ! বজ্রাঘাত কে করিল শিরে,
কে হরিল প্রাণের পুতলি,
হায়রে না জানি,
একাকিনী শত্রুর মাঝারে
অভাগিনী কত কাঁদে ;
বল বল, কোন্ দিকে গেল তরী ?

১মা স্ত্রী। পশ্চিম মুখে চ'লে গেল।

শ্রীবৎস। হায় ভগবান,
এত ছিল কপালে আমার,
চিন্তা, চিন্তা, কোথা গেলে প্রাণেশ্বরি !
কোথা তোর দেখা পাব ?
হা চিন্তা !

(মূর্চ্ছা)

১মা স্ত্রী। ওলো শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়,
মিন্‌সে বুঝি প'ড়ে ভিরমি গিয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

(শনির প্রবেশ)

শনি। আরে রে দুর্জ্জন,
লক্ষ্মী তোর কোথায় এখন ?
বুঝেও কি বোঝনি আমায়,
পোড়া মৎস্য সলিলে পলায়,
বেচিয়ে চন্দন পাইয়াছ ধন,
সুখে দিন করিবে যাপন ?
জান না—জান না,
কেড়ে লই মুখের গরাস !
ত্যজ—ত্যজ সুখ-আশ,
যতদিন রবে মম অধিকার,
রাজ্য গেছে, নারী গেছে, হবি পরাধীন।
আরে হীনমতি, আমি হীন—
দেখ্ দেখ্, শ্রীবৎস রাজন,
দীনতা কতই তোর হয়।

দেখি তোর কতদিনে হয় জ্ঞানোদয়,
কতদিনে পূজা দেহ মোরে,
ছার খার হবি অহঙ্কারে।
[শনির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

শ্রীবৎস।

শ্রীবৎস। হায়, হায়! ঈশ্বর, কি করিলে আমায়!
গেল রাজ্যবাস, হ'লো ধননাশ,
তাহা না গণিনু মনে,
প্রিয়া-সনে ছিলাম প্রাণের সুখে,
তাহে দৈব অরি;
আহা প্রাণেশ্বরি, কোথা গেলে?
কে দুর্জ্জন করিল হরণ
আমার জীবন-ধন?
শূন্য প্রাণ-মন, শূন্য এ জীবন,
শূন্য এই দেহ, প্রেয়সী বিহনে ধরি।
সাগর-বাহিনি, বল তরঙ্গিনি,
মম প্রণয়িনী গেছে কত দূরে?
জীবন-আধার, প্রেয়সী আমার,
বল তার কোথা দেখা পাব?
কোথা যাব,
তারে ছেড়ে কেমনে রহিব,
শক্রপুরে স্মরিয়ে আমারে,
কত কাঁদে বামা!
অন্তর বিকল,
ব'লে দেহ, কোথা গেলে পাব প্রেয়সীরে?
অকূল পাথারে দেহ কূল, ভগবান,
ওহে জগৎ-জীবন,
আশুগতি সমীরণ,
মম প্রাণধন কোথা আছে,
বল মোর কাছে,
ব্যোমচর, যে জান বল না,—
প্রাণের ললনা,
ছেড়ে গেছে, কোথা আছে অভাগিনী?
মরি, প্রাণে মরি,
বার্ত্তা দেহ কেহ কৃপা করি,
প্রাণেশ্বরী কোথা মোর ভাসে,
শক্রবাসে কাঁদে সে হুতাশে,
শান্ত হবে আমারে হেরিলে,
আমা বিনা সেত নাহি জানে আর।
আহা, রাজার নন্দিনী,
আমা হেতু বিপিনবাসিনী,
পেলে কত ক্লেশ না ভাবিল লেশ,
অবশেষে কি দশা হইল তার!
বুঝি চন্দ্রাননী ত্যজিয়াছে প্রাণ,
আর সে বয়ান এ জনমে না হেরিব!
হাসি মুখ নেহারি তাহার,
স্বর্গ-সুখ ভাবিতাম ছার;
কোথা গেল বিনোদিনী—
চিন্তা, চিন্তা,
কোথায় রয়েছ মোরে ভুলে! [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—::*::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নদী-গর্ভ,—দূরে সুরভী-আশ্রম

(নৌকাপরি লক্ষ্মী ও চিন্তার প্রবেশ)

লক্ষ্মী।— (গীত)

প্রাণ আমার কেমন করে,
নিত্য তোরে দেখতে আসি,—
তুমি যাও জলে ভেসে,
নয়ন-জলে আমি ভাসি।
জান না সুলোচনা, বেড়েছে আনাগোনা,
কব কি, কি যাতনা, দেখ্‌লে তোদের উপবাসী।

মা, এই অমৃত পান কর।

চিন্তা। ধরি পায় হেন কথা ব'ল না, জননি!
শুন মাতা কমলবাসিনি,
কোথা স্বামী নাহি জানি,
আমা-হারা উন্মাদের প্রায়,
কোথা কি দশায় ভ্রমে মম প্রাণনাথ,
যত্নে তারে কে দেবে গো অন্ন-পানি,
আহা বুঝি আছে উপবাসী!
নহি মাতা জীবন-প্রয়াসী আর।

লক্ষ্মী। ধেনু রূপে স্তনের ক্ষীরে
খাওয়াই আমি তোর পতিরে;
রইতে নারি আসি ধীরে,
ভালবাসি দেখ্‌তে তোরে।

চিন্তা। মা, কোথা মোর স্বামী?

লক্ষ্মী :— (গীত)

দিনের ফেরে যাও মা ভেসে,
গেলে দিন ব'লব এসে,
দু'জনে মিলন হবে সদাই আমি অভিলাষী।
রাখ কথা রাজবালা,
ঘুচ্‌বে তোমার মনের জ্বালা,
পতিরে দেখ্‌বে ধ্যানে, ধর সুধা মধুভাষী।

চিন্তা। দেহ সুধা, করি পান।

লক্ষ্মী।— (গীত)

প্রাণ আমার সদাই দোলে, তরঙ্গে যাব ব'লে,
মা বলে ডাক্‌ছে আমায়
আর তো হেথা রইতে নারি।
বারিতে জনম আমার, তাই বুঝি বয় নয়ন-বারি।
মা ব'লে হই উতলা,
তাইতে গো নাম চপলা,
যে ভক্তি ভাবে আমায় ভাবে,
তারে কবে ভুল্‌তে পারি।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান

চিন্তা। হায়, একি দশা হেরি তব, প্রাণনাথ!
দীন-সম হীন কার্য্যে রত!
কাঁদে তব দুঃখিনী রমণী,
চেয়ে দেখ প্রাণেশ্বর!
এ কি, কোথা আমি!
ধন্য নিদ্রা! এ দশায় এস চোখে,
হে তরুণ রবি!
হেরিলাম স্বপনে নাথের ছবি,
তুমি তাহা করিলে অন্তর,
মম প্রাণেশ্বর জীবিত কি এতদিন!
ওহে জগতলোচন, কর দরশন,
কোথা প্রাণধন মম,
দেহ অধিনীরে সমাচার।
উষ্ণতা আকর!
কত উষ্ণ অন্তর আমার,
হের নিরন্তর চক্রাকারে ঘুরে!
দেখ, দেখ, হে মিহির,
ভীষণ তিমির, ঘেরিয়াছে প্রাণ মম।
দিক্‌শূন্য নয়নে আমার,
নেত্র-ধার বহে অনিবার,
নাথের বিরহে পল বহে যুগ-সম।
কৃপা কর, ওহে তমোহর!
স্বর্ণ-করে কর মম শৃঙ্খল ছেদন,
যাব যথা জীবনের জীবন আমার,
দুঃখ-পারাবার কর পার,
দর্শনে তোমার,

লোকময় আনন্দ অপার,
কোন্ দোষে দোষী দাসী তব পদে,
দুস্তর যন্ত্রণা সহে ;
কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর অনাথায়,
ঐ বুঝি উঠিছে দুর্ম্মতি,
করি নিদ্রা-ভাণ।

(নৌকার অপর পার্শ্ব হইতে সওদাগরের প্রবেশ)

সওদা। মদটা খেয়ে মাথাটা ঝম্‌ঝম্ ক'রছে, বেটী পেত্নী না কি ? ডেঙ্গায় দেখ্‌লেম, শিশির-ধোয়া ফুলটি, জলে এমন বিগ্‌ড়ে গেল কিসে ? ছাড়া হ'চ্ছে না,– বাঃ বাঃ বাঃ, চক্‌চকে ইটের কাঁড়ি কোত্থেকে এল !

(কূলে শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। ধেনুরূপা জগৎ-জননী,
দুগ্ধ মোরে দেন একাধারে,
পান করিবারে নারি,
ক্ষীর-ধারে তিতে ক্ষিতি,
কৃপাময়ী গো-মাতা আমার ;
হেথা নাহি শনি-অধিকার,
কিবা করি কিরূপে সময় হরি।
করি ইষ্টক নির্ম্মাণ,
হায়, স্থির নহে প্রাণ,
সে বয়ান নিয়ত নয়নে জাগে ;
হায়, কি দশায় ভেসে যায়
প্রাণ-প্রিয়া মম,
ভুলিতে না পারি,
কেমনে রহিব স্থির !
স্বার্থপর—তত্ত্ব নাহি করি প্রেয়সীর,
শনি-ভয়ে এ স্থান না করি ত্যাগ,
কি উপায়ে ভাসিব অর্ণবে,
পেলে তরী দেশে দেশে ফিরি,
দেখি কোথা সুন্দরী আমার।
হায় হায়, কে নির্দ্দয়,
হৃদয়ের নিধি নিল হ'রে,
হায়, প্রাণপ্রিয়ে, কোথা গেলে !
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
আর না ভাবিতে পারি,
ভেবে কিবা পাব কূল,
হায়, হৃদিবৃন্ত ছিঁড়ে
কে হরিল সুবর্ণ-নলিনী ?
চন্দ্রাননি,
অযতনে পরের পীড়নে
কেমনে কাটাবে দিন ?
মনে পড়ে মলিন বদন,
কণ্টকে বিচ্ছিন্ন কলেবর,
রবির কিরণে
শ্রম-জল ঝরে ঝরঝরে,
তবু নহে কাতরা প্রেয়সী ;
তবু চাঁদমুখে হাসি,
তুষিতে আমার মন।
হায়, এ রতন হারানু কোথায় ?
প্রাণ যায়, দেখা দাও প্রাণেশ্বরি !
আশা গায় পুনঃ প্রিয়ে, পাইব তোমায়,
তাই প্রাণ রাখি,
যদি তোরে বারেক নিরখি,
প্রাণে আর মমতা না করি।
কোথা গেলে, কোথা আছ ভুলে ?
আহা, ভোলে নাই—
সে কি মোরে ভুলিবারে পারে !
কে পাষণ্ড রাখিয়াছে ধ'রে,
এত দিন আমারে না হেরে,
বুঝি প্রিয়ে বেঁচে নাই ;
আছে বেঁচে, আছে বেঁচে,
নহে প্রাণ ধরি কি আশার আশে ?
কে দেবতা সদয় হইবে,
সংবাদ কি দেবে,
ওহো ! শূন্য—শূন্য সমুদয় !
হেথা নাহি শনি,
বিরাজেন সুরভী জননী,
এস তাল বেতাল আমার,
মৃত্তিকায় করহ কাঞ্চন,
কর আসি ইষ্টক গঠন।

সওদা। বাঃ, বাঃ! বেটা মাটি ধ'রে সোণা করে!
বলি ওহে, ইট কি ক'র্বে?

শ্রীবৎস। আহা, সুন্দর তরণী,
বুঝি অধিকারী বরে সম্বোধন।
মহাশয়,
কৃপা করি তরি-পরে লবেন আমারে?

সওদা। কোথা যাবে?

শ্রীবৎস। সঙ্গে যাব,
যথাযোগ্য মূল্য যথা পাব,
ইষ্টক বেচিব।

সওদা। (স্বগত) সোণার ইট গুলো ফাঁকি দিতে হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও, কিনারায় যাচ্চি, আস্‌বে তো এস,—মাঝি, কিনারায় ভেড়াও।

শ্রীবৎস। অতি সজ্জন তুমি হে সাধু।

সওদা। (স্বগত) দাঁড়াও না, তোমায় কদু দেখাই।

শ্রীবৎস। (স্বগত) সাধুর কৃপায়,
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,—
যদি পাই প্রিয়া-দরশন।
হরিল যে প্রিয়াকে আমার,
দেখা পেলে তার তখনি জীবন বধি;
বুঝি এতদিনে হ'লো শুভ দিন।

সওদা। নাও, হাতা-হাতি ক'রে তোল; বাঃ তোমার বেশ ইট, এম্‌নি দেশে নিয়ে যাব, ইট বেচে রাজা হ'য়ে যাবে।

শ্রীবৎস। অর্দ্ধ অংশ দিব মহাশয়।

সওদা। না, আমার ও তো দরকার নাই, তোমার ইট্‌ তোমার থাক্‌বে, তুমি সজ্জন লোক, দু'জনে থাক্‌বো, গপ্প-সপ্প ক'র্‌বো।

শ্রীবৎস। তুমি সদাশয়, হে বণিক!

সওদা। নাও, ডিঙ্গা ছেড়ে দাও।

চিন্তা। কতই ঘুমাব আর,
নিদ্রাঘোর কোন মতে নাহি টুটে।

সওদা। বেটার হাত-পা বাঁধ,—বেটার হাত-পা বাঁধ,—বাঁধ্‌ বেটাকে বাঁধ্‌—দে বেটাকে পাথর বেঁধে ফেলে।

শ্রীবৎস। এ সময় কে আছে কোথায় মম,
অপঘাত-মৃত্যু ছিল অদৃষ্টে আমার,
সিন্ধু-নীরে ডুবে মরি!
চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি এ সময়?

(শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দেওন)

চিন্তা। মম প্রাণেশ্বরে
দুরাচার সলিলে নিক্ষেপ করে।
প্রাণনাথ, প্রাণনাথ,
বন্দী আমি তরী' পরে।
লহ লহ উপাধান,
যদি হয় সাহায্য ইহাতে।
হায়, কি হ'ল আমার!
ওই—ওই প্রাণনাথে সলিলে গ্রাসিল,
বিধি, এত মনে ছিল তোর,
যারে প্রাণ, যারে দেহ ছেড়ে!

(মূর্চ্ছা)

সওদা। আরে, বারে বারে—মাগীর ভাতার, যাক; মায়ে-পোয়ে গ্রেপ্তার; বেটীর কথায় ক' দাঁত-কপাটি। আঃ, ছি ছি! বেটী কি কদাব ব'নে গেল। বাবা নে, জোর চল্, আজ ি হাতে লাগ্‌লো,—তোফা। ইট্‌গুলো রাজা-রাজ্‌ড়া ছ কেউ নিতে পার্‌বে না।

চিন্তা। কই, কই, কই প্রাণনাথ!
কোথা গেলে বজ্রাঘাত ক'রে শিরে?
হায় হায়, কি হ'ল আমার,
দুরাচার, কেন রাখ অভাগীর প্রাণ,
বধরে আমায়, ঘুচুক সকল জ্বালা।

সওদা। আপনা হ'তেই হবে, না খেয়ে আর দিন থাক্‌বে।

চিন্তা। না না, তাতে নাহি যাবে প্রাণ,
বধ মোরে,
কৃপা ক'রে বধহ জীবন।
ওমা লক্ষ্মি,
এই হেতু অমৃত ক'রেছ দান!
আরে আরে কি দেখিনু,
ওরে প্রাণ, বক্ষ ফেটে হওরে বাহির।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

ভদ্রা ও লক্ষ্মী।

ভদ্রা। (গীত)

কিবা কাঞ্চন-গঞ্জন বরণ,
ঊষা ভূষা কে দিল তোরে ভুলাতে জন-মন।
সাধ করে—আদরে কথা কও, কথা কই গলা ধরে!
কথা কও না, জান না কত করিলো যতন,
হেরিতে তৃষিত নয়ন।

লক্ষ্মী। বলি রাজকুমারি,
উষা দেখেই চোখ্ ফেরে না,—
না জানি দেখা যখন হবে লো তোর বঁধুর সনে,
আর কিলো কথা ক'বি,
আর কিলো ফিরে চা'বি,
প্রাণ ভ'রে দেখ্‌বি চেয়ে আপন মনে।

ভদ্রা। আহা, কে তুমি সুন্দরি,
রূপ হেরি ফিরাইতে নারি আঁখি,
কহ কার নারী, কি আশে সম্ভাষ মোরে?
হাসি সুধারাশি, মন অভিলাষী,
সখী ব'লে যতনে তোমারে রাখি।

লক্ষ্মী। নিয়ে ফুলের ঝারি, সদাই ফিরি,
রাজকুমারীর যোগাই মালা।
যে আমার প্রাণ বোঝে না,
সেখানে প্রাণ যাবে না,
তাইতে তো তোমার কাছে
এলুম, ওগো রাজবালা!

ভদ্রা। হেন কিসে কর অনুমান,
আমি প্রাণ বুঝিব তোমার?

লক্ষ্মী। যেখানে প্রাণ মেলে তার,
প্রাণের কথা প্রাণই জানে,
নইলে কি আসি এমন,
আপন হ'তে প্রাণ কি টানে?

ভদ্রা। বলি ছড়া রাখ, সাদা দুটো কথা কও।

লক্ষ্মী। রাজকুমারি, মালা নাও।

ভদ্রা। সাধি সবিনয়ে, দেহ পরিচয় মোরে।

লক্ষ্মী। যে বনমালী, পতি বলি—
বাঁধি তারে প্রেমের ডোরে।

ভদ্রা। দেখি, ভাল জান বঁধুর আদর,
কেমনে এসেছ ফেলে?
শুনি, বঁধু-সনে
সযতনে নয়নে নয়নে,
নিয়ত রহিতে হয়।
শুনি সুলোচনে, বঁধু পানে
কতক্ষণ চেয়ে রও?

লক্ষ্মী। বঁধু তো প্রাণের বঁধু,
থাকে বঁধু প্রাণে প্রাণে,
প্রাণে তারে সদাই হেরে,
চেয়ে থাকি তারই পানে।
আজ কালে বুঝ্‌বে বালা,
বঁধুকে লোক দেখে কত,
যে যত চায় সে তত চায়,
সাধ বাড়ে তার চাইতে তত।

ভদ্রা। কেমনে বুঝিব?

লক্ষ্মী। বঁধু পাবে।

ভদ্রা। তুমি ঘট্‌কী হবে?

লক্ষ্মী। ঘট্‌কী হই যদি বল।

ভদ্রা। সে ত ভাল,
রাঙ্গা বঁধু এনে দিতে হবে মোরে।
তা না হ'লে মনে না ধরিবে,
ভাল জিজ্ঞাসি তোমারে,
স্বয়ম্বর দেখেছ কখন?

লক্ষ্মী। মনে মনে বরে যারে,
সভা-মাঝে মালা দেয় তারে।

ভদ্রা। মনে মনে বরে,—
বরে কারে?

লক্ষ্মী। বরে।

ভদ্রা। কেবা বর?

লক্ষ্মী। প্রাণ চায় যারে।

ভদ্রা। প্রাণ চায় উষারে আমার,
প্রাণ চায় চাঁদে,
প্রাণ চায় তরুণ-তপন।

লক্ষ্মী। প্রাণ চায় সুন্দর তোমার।
উষা, চাঁদ, তরুণ-তপন,
একত্রে যথা সম্মিলন,
তারে মালা দিতে পার, রাজবালা?
ভদ্রা। কোথা হেন জন?
লক্ষ্মী। আছে তো নয়ন,
যদি কর সাধ, দেখাই তোমায়।
ভদ্রা। কোথা রহে হেন জন?
লক্ষ্মী। আবাসে আমার—
বসে সেই ভুবনমোহন।
ভদ্রা। কত দূর?
লক্ষ্মী। তব মালিনীর ঘরে;
বল যদি আনি নিশাকালে
উদ্যানে গোপনে,
অপ্রত্যয় না কর কুমারি!
মালিনীর বহিন-ঝিয়ারী আমি;
ঘর বহুদূরে,
এসেছি দেখিতে স্বয়ম্বর।
ভদ্রা। যে অবধি স্বয়ম্বর-আয়োজন,
প্রাণ উচাটন, কারে মালা দিব,
কারে স্বামী ব'লে হৃদে দিব স্থান,
মনোভাব সতত গোপনে রাখি;
সতত চমকি,
ভাবি মনে; কি হবে কি হবে।
কেন নাহি জানি—
তোমারে আপন হয় জ্ঞান,
তাই খুলে বলি গো তোমারে,
কার তরে পরিব গো ফাঁসী,
হব কার দাসী,
কার পায় বেচিব প্রফুল্ল প্রাণ,
কারে যৌবন করিব দান,
অভিমান কে মম বুঝিবে?
মান ক'রে ঢাকিলে বয়ান,
কার প্রাণ কাঁদিবে আমার তরে?
কার আদরে অন্তরে
ফুটিবে কমল-কলি,
কারে হেরে ভুলিব উষার ছটা,
দিবানিশি করি আন্দোলন,
স্থির কিছু করিবারে নারি।
লক্ষ্মী। যেচে প্রাণ বিলাতে না হয়,
প্রাণ আপনি বিলায় পরে।
ভুলায়ে নয়ন
উষা তব মজায়েছে মন,
রূপে যার নয়ন মজিবে,
স্বরে শ্রবণে বহিবে সুধা,
স্পর্শ-সাধে উন্মাদিনী হবে প্রাণ,
হাসি হেরে সরস অধরে
ব্যাকুল অধর হবে,
তবে বুঝিবে কুমারি,
কেন নারী যেচে হয় দাসী;
চন্দ্রাননে, বুঝিবে তখন
কাহার আদরে
অন্তরে বহিবে সুধা-ধারা;
ধরা হবে সুখময়ী,
রূপবতি, জেন' গুণবতি,
রূপে বাঁধে প্রাণে প্রাণে,
আসি বালা, হলো বেলা।

(গীত)

মন বোঝে না মনের কথা,
বুঝায়ে দেয়লো আঁখি,—
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে,
শেকল পরে আপ্‌নি পাখী।
হৃদি-চাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশী মন পিয়াসী,
হয়লো সুধার মাথামাখি।

[লক্ষ্মীর প্রস্থা

ভদ্রা। জিনি নবীন নলিনী
নবীনা মালিনী—
এল, বলে গেল সুধামাখা কথাগুলি।
কি জানি কি চায় প্রাণ,—
যাই সঙ্গীত-আলয়।

[ভদ্রার প্রস্থা

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

লক্ষ্মী ও বাতুল।

লক্ষ্মী। আর নাহি যেতে হবে বহুদূর,
এ নগরে রহ কতদিন ;
রাজা বাহু গুণাকর,
শ্রীবৎসের পিতৃসখা।

বাতুল। বলি, না হয় সেখানে ছিলুম, এখানে এলুম, তাতে বড় আপত্তি নাই, কিন্তু এত পাক দিচ্ছ কেন বল দেখি ?

লক্ষ্মী। ইথে কষ্ট কিছু নাহি তব।

বাতুল। কষ্ট নাই আমার গুণে, তোমার গুণে নয়, খালি পেটে পাক খেয়েছি, না হয় ভরা পেটে খেলুম—বাবা, এ যাত্রা চোর্কি-বাজি খেল্লুম।

লক্ষ্মী। দেখ,
বহু উপকারী তব শ্রীবৎসরাজন।

বাতুল। বটে, তারই কৃপায় ভরা পেটে পাক খাচ্চি, তা কি আঁচ্ছ যে, চট্ ক'রে তাকে ধ'র্‌বো ? শনির করুণা যৎকিঞ্চিৎ জানা আছে, এই তো প্রায় দশ বচ্ছর পোরে, গুন্‌ছি, তারে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

লক্ষ্মী। যার কৃপা-বলে প্রাণ দান পেলে,
তার কার্য্যে এত অনাদর তব ?

বাতুল। প্রথম চোটে তো উপকার করেছি, রাজ্যি ছাড়িয়েছি, বনে পাঠিয়েছি, বাকি তো কিছু করি নি, এখন কি গর্দ্দানা কাট্‌তে বল ? তা দেখাবে চল।

লক্ষ্মী। চাহ বধিবারে উপকারী জনে ?
অতি মন্দ-বুদ্ধি তব।

বাতুল। আমি কি ক'র্‌বো, চার কাল লোক ক'রে আস্‌ছে, আমি নূতন ধ'র্‌বো ? কমলার করুণা একজনের ওপর দেখাও দেখি, যে না উপকারীর মাথা কাট্‌বে ? রাজাকে আলোয় আলোয় বিদায় কত্তে পাত্তুম, তাহ'লে পেটের ভাত জুট্‌তো না।

লক্ষ্মী। কিবা সুখে আছ এবে,
রাজদ্রোহী প্রজাগণ,
অরাজক—অত্যাচার
বলবান রাজ্যময়,—
পীড়ন তো ঘোচে নি কাহার।

বাতুল। তা সমভাবই বটে, তা একবার ওষুধের মাত্রা বোদ্‌লে দেখ্‌লে, রকম ফের্‌টা এক রকম মন্দ নয় ! বলি, চোক-বাঁধা গরুর মত তো ঘোরাচ্চ, এখন কি ক'ত্তে হবে ব'ল্‌তে পার ?

লক্ষ্মী। শনি-মুক্ত হইবে ভূপাল।

বাতুল। ঠাক্‌রুণ, তুমি শনিকে জান না, তাঁর করুণা কিঞ্চিৎ গাঢ়, দয়াময় দেবতাকে আজীবন জানা আছে।

লক্ষ্মী। কেন, ফিরিছে তো দশা তব।

বাতুল। শনির প্রেম—সাগর বিশেষ, তার নানা তরঙ্গ, কখন তোলে, কখন ফেলে, তোলা-পাড়া ঘোচে নি, বেশী চিন্তায় কাজ নাই, এই খানে থাক্‌তে হবে, আচ্ছা রইলুম।

লক্ষ্মী। সিংহাসনে বসে যদি শ্রীবৎসনৃপতি,
ভাল কিবা মন্দ তাহে ?

বাতুল। ভাল মন্দ বুঝি নি, মোদ্দা বসে বসুক।

লক্ষ্মী। যবে জলিল বিদ্রোহানল,
বণিক সকল,
মন্ত্রী, সেনাপতি—
পলাইল ত্যজিয়ে রাজায়।

বাতুল। ও পু'রান খপর অবগত আছি, একটু নতুন ব'লতে হবে।

লক্ষ্মী। এবে মন্ত্রী ভাবে রাজা হবে,
সেনাপতি ভাবে সেই মত,
বণিক সকল,
অর্থ-বলে করিতেছে বাহিনী সংগ্রহ,
ভাবে রাজকার্য্য করিবে একত্রে মিলি ;
শ্রীবৎসের কেহ না উদ্দেশ করে।

বাতুল। সার বুঝেছ।

লক্ষ্মী। কেন, রাজা হ'তে বাসনা কি তব ?

বাতুল। না, আমি কিছু অসার বুঝি, কিন্তু কি ক'ত্তে হবে বল ?

লক্ষ্মী। বাহু নামে রাজা এই দেশে,
সাহায্য তাহার চাহে কৃতঘ্ন সকল,
করতল করিবারে সিংহাসন,

মিথ্যা ক'রে বুঝাবে রাজায় ;
উপস্থিত হও গে সভায়,
প্রস্তাব, "তোমার রাজ্য হোক অধিকার,
কিন্তু যতদিন শ্রীবৎস না আসে,
সিংহাসনে কেহ নাহি বসে,
প্রতিনিধি করিবেক রাজ্যের রক্ষণ।"

বাতুল। তার পর, তার পর ?

লক্ষ্মী। কবে তুমি, "গ্রহ-কোপে প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
সময়ে উদয় হবে রাজা।"

বাতুল। তুমি তো সব জান, তুমিই গিয়ে কেন বল না ?

লক্ষ্মী। আছে বিশেষ কারণ,
দরশন দিতে নারি।
দেখিলে আমায়,
বাহুরাজা রেখে দিবে বন্দী ক'রে।
বেলা যবে তৃতীয় প্রহর,
সভাস্থলে হ'য়ো উপস্থিত ;
যাই আমি, দেখা হবে সময়-অন্তরে।

বাতুল। বলি পরিচয় দিলে না ?

লক্ষ্মী। সময়ে সকলি ;
লহ এ মাণিক,
উপহার দিও নৃপতিরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাতুল। প্রজাগুলোর সঙ্গে নেচে তো বেঁচে গিয়েছি। দেখ্‌লুম মজা, তিন বেটার স্থমত্‌লব নয়, কিন্তু যদি নাচ্‌লো তো গোলে হরিবোল। আহা, মন্ত্রী মহাশয় বড় সদাশয়, যে দিন শুভ দৃষ্টি হয়, সে দিনই বুঝেছি, পাগল ব'লে দিচ্ছিলেন ঠেলে। রাজা কোথায় তার ঠিক নাই, কিন্তু কেন যে ঘুরি, তা ব'ল্‌তে পারিনা, মাগী কাঁচ-পোকার মত এসে ধরে, যেতে হবে রাজ-সভায়।

(ব্রাহ্মণ-বেশে শনির প্রবেশ)

শনি। ওরে, তোর কপালে ভারি গ্রহ। গ্রহ টান্‌ছে রাজসভায়, মারা প'ড়ে যাবি ঠায়।

বাতুল। কপালে যে ভারি গ্রহ, তা বহুদিন জানি, মারাও যে একদিন যাব, তাও অবগত আছি ; তা ভাগাড়ে না ম'রে রাজসভায় গে মরি। আহা, মধুরভাষী ঠাকুর, তুমি তো বড় উপকারী গা।

শনি। যদি এ দেশ থেকে যাস তো পরিত্রাণ পাস্

বাতুল। রাজসভায় যেতে বারণ করাতেই আভ তার বুঝেছি।

শনি। যদি কথা শুন্‌তিস্ তো ভাগ্য ফল্‌তো।

বাতুল। তুমিই তো ব'ল্‌লে, রাজসভায় কোন ফ ফ'ল্‌বে।

শনি। তুই তো ভারি বোকা, প্রজাগুলো তে কথা শোনে, তুই গে রাজা হ' না।

বাতুল। দেখ্‌ছি ঠাওরে, রাজা হ'লে তোমা পাটরাণী ক'র্‌বো।

শনি। বেল্লিক !

বাতুল। মন উঠ্‌ল না, পাট-হস্তী বল, আর পাট-ম বল, যা বল, তাই করি। বলি ঠাকুর, কথাটি কি, কি নেবে তো নাও।

শনি। আমায় আর কি দিবি ?

বাতুল। বেল মুক্তা গন্দানা বাঁচাতে এসেছ ? আচ্ছ আমার একটা কিল্ বাঁচাও।

শনি। কি বলিস্, মার্‌বি না কি ?

বাতুল। গুণে দেখ না, কি ক'রবো।

শনি। দেখি দেখি, তোর হাত গুণে দেখি ?

বাতুল। বলি বিধাতাপুরুষ কি কপাল ছেড়ে হা ধ'রেছেন না কি, লম্বা চওড়া হাত খানি দেখে আঁচড় পাচ অনেক বেটেছে ; কিল্‌টার কি ঠাওরালে ?

শনি। আমার কথা শুন্‌লি নি, যখন মারা যাবি তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

বাতুল। যখন মারা যাব, আপনা আপনি বুঝ্‌ পার্‌বো ; দেখ, তুমি বড় কিছু ক'র্ত্তে পাচ্ছনা, তোমা শনির চেলা বইত নয়, গ্রহদেব স্বয়ং আমার রন্ধ্রগত।

শনি। তুই আমার কথা শুন্‌লি নি ?

বাতুল। ঠাকুর, নিন্দা কর, আগা গোড়া শুনচি।

শনি। মারা গেলি, মারা গেলি, মারা গেলি।

[শনির প্রস্থান

বাতুল। বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি একটু আভাস লাগছে, কোঁদলটা শ্রীবৎস রাজাকে দে মে নাই, ঠাকুরের যে ছাঁদ দেখ্‌লেম, ইনি নিদেন শনি বরপুত্র না হ'য়ে যান না। আর মাগীও আমায় নি

ঘোরাচ্ছে। আমার মুষ্টিযোগ জানা আছে বাবা, ম'লে আর কোন বেটা-বেটীর ধার ধারবো না। যখন মরণ-ভয় ছেড়েছি, মা কমলা, বাবা শনি, তোমাদের তু'জনের হাতেই এড়িয়েছি। ম'রে কষ্ট পাই, পুরান পড়া সোজায় প'ড়ে যাব, বিধাতা পুরুষ আড়্খতে কলম কেটে কপালে দে গেছেন। [বাতুলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মালঞ্চ

মালিনী ও শ্রীবৎস।

মালিনী। মাসী বলে, বেশ মধুরভাষী, আমিও ভাল বাসি, কত সেবা করে; তুমি যে দিন অজ্ঞান হ'য়ে জলের ধারে পড়েছিলে,—সে দিনও এলো, ব'ল্লে বিদেশিনী, নাম কমলিনী। আমার মনে হয়, সত্যি যেন বোন-ঝি।

শ্রীবৎস। মাগো, তুমি করুণা-প্রতিমা,
সম দয়া সবারে তোমার,
তব কৃপা বিনা, এত দিনে
শমন-ভবনে করিতাম বাস, মাতা!

মালিনী। আচ্ছা, তোমার কিছু মনে হয় না—সাগরে প'ড়লে, কেমন ক'রে ভেসে এলে?

শ্রীবৎস। এই মাত্র আছে মা স্মরণ,
হই যবে সলিলে মগন
বিষম প্রস্তর ভারে,
যেন বীর তুইজন
পৃষ্ঠ'পরে যতনে লইল তুলে,
কিছু আর নাহি মনে।

মালিনী। বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু সত্যি, জলের ধারে যখন তোমায় দেখ্তে পেলুম, যেন বিরোদাকার তু'জন স'রে গেল।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মাসি, ফুলের যোগান দিয়ে এলুম, রাজকুমারী বড় সুন্দরী, রঙ্ যেন চাঁদের কিরণ, মুখখানি যেন ফুল দিয়ে গড়া, গান করে যেন বাঁশী বাজে, আমাদের তু'জনের খুব ভাব হ'য়েছে। মাসি, তোমার আহ্নিকের জায়গা ক'রেছি।

মালিনী। যাই, বাছা।

শ্রীবৎস। কমলিনী, নাম কি তোমার?
কোথায় নিবাস,
কার তুমি আদরের ধন?
বল, ভগ্নি,
আমি তব সহোদর।

লক্ষ্মী।— (গীত)

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী,
আদরিনী যার আদরে, তারই তরে বিদেশিনী।
পতি মোর বনমালী, গাঁথে না মালা ঘুমায় খালি,
দেয়গো দেয় ভাসিয়ে আমায়,
তাই তো থাকি একাকিনী।

শ্রীবৎস। বিনোদিনি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
নারী-কুল-রাণী,
অযতন তোমারে কে করে!

লক্ষ্মী। দাদা, তোমার বে হবে।

শ্রীবৎস। পাগলি!

লক্ষ্মী। সত্যি বলি, তাই পাগলী!

শ্রীবৎস। কহ, কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। কেন, কিবা নাহি জানি?
বিবাহ হইবে, তাই তাল বেতাল তোমায়
আনিয়াছে এ নগরে,
রাজা হবে, যাবে পুনঃ ঘরে ফিরে।

শ্রীবৎস। কেবা তুমি সত্য বল মোরে,
কোন্ দেবী মানবী-আকারে,
দেহ পরিচয় ঘুচাও সংশয়,
গূঢ় কথা কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। এই এই, এই হেতু এত স্তব,
ব'লেছে বেতাল তাল সব সমাচার।

শ্রীবৎস। কোথা দেখা পেলে দোঁহাকার?

লক্ষ্মী। কেন, মালঞ্চে আইল দোঁহে,
ডাকিয়ে আমায় কহিল সকল কথা।

শ্রীবৎস। কিছুই বুঝিতে নারি!

লক্ষ্মী। দাদা, ভালবাস মোরে?

শ্রীবৎস। আছে কিরে কেহ এ সংসারে,
হেরিয়ে তোমায় ভাল নাহি বাসে?

লক্ষ্মী। তুমি ভালবাস ?
শ্রীবৎস। বাসি,
কিবা তব হয় অনুমান ?
লক্ষ্মী। বাস, এস তবে।
শ্রীবৎস। কোথা ?
লক্ষ্মী। যথা যাই।
যদি ভাল বাস, সাথে এস,
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কিবা ?
শ্রীবৎস। চল।
লক্ষ্মী। ব'স, তুলি ফুল।
যাব মালা গাঁথিতে গাঁথিতে।

(গীত)

সিত পীত লোহিত বরণ,
ফুলের মালা গাঁথ্‌ব চিকণ,
গোধূলির বরণ ঘটা ফুলের ছটা ক'র্‌বে হরণ।
ধরে না মধু অধরে, ফুটেছে আপন আদরে,
সৌরভে গরব বিহীন, কেবা এমন কুসুম যেমন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

(ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা।— (গীত)

কেবা অধরে ধরে নিশাকরে,
হেম-উষা কার খেলে কলেবরে,
নবরবি-ছবি কে ধরে।
বিমন-মন হেরিতে মোহন, সুধা লহরী কার স্বরে,
নেহারি কারে বিকাশি প্রাণ,
কে মানী রাখে মানিনী-মান;
কার আদরে সুধা-নির্ঝর, হৃদে ঝর ঝর ঝরে,
জিনি কমনীয় কুসুম-হার,
সরস পরশ না জানি কার;
না জানি নয়নে নয়নে কে বাঁধে,
প্রাণ পড়ে ফাঁদে কার তরে।

যেন হেম-বিহঙ্গিনী সুধা-কণ্ঠধ্বনি,
এল, চ'লে গেল দেখিতে দেখিতে,
কিবা সুধাময় ভাষা,
জাগিল পিপাসা,
আশা প্রাণে কি বলে—কি বলে;
কে এল—কে এল,
ছলে মোরে ক'রে গেল উন্মাদিনী !
শশী-সোহাগিনী বাড়িল যামিনী,
তারা-হারে খেলিছে আদরে,
কুসুম-দশনা বামা।
ব'লে গেল, কই এল কই,
পেয়ে মম হৃদয় আভাস,
যেন তারা-শশী করে উপহাস,
ফুল-কলি মুচকি মুচকি হাসে,
মন্দানিল পরশে শিহরি—
যায় ব্যঙ্গ করি,
লাজে কালি উষা না হেরিব;
মরি মরি কিশলয় কর,
বহিছে সময়,—
একাকিনী কেন রাজবালা !
কি জ্বালা, কি জ্বালা,
ভৃঙ্গ গুঞ্জি আসে,
কি মোহিনী ভাষে,
উন্মাদিনী করিল অন্তর;
প্রাতে স্বয়ম্বর, কাঁপে কলেবর,
কার গলে মালা তুলে দিব।
আমি তার, কে হবে আমার ?
বাড়িল যামিনী,
দেখি গিয়ে মানিনী নলিনী,
কুমুদিনী পানে ফিরে নাহি চায়,—
চ'লে যায় সে যদি সোহাগ করে।

(অন্যদিক হইতে শ্রীবৎস ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।— (গীত)

দেখ্‌বো যদি রাখ্‌তে পারি গোপনে,
অধরে আদর হেরে ক'র্‌বে আদর যতনে।
নীরবে প্রাণের খেলা, নীরবে দেবে মালা,
নীরবে হের্‌বে শশী, ব'সে নীরব গগনে।
নীরবে হের্‌বো বঁধু, নীরবে ফুল ঢালবে মধু,
প্রাণে প্রাণে বাজ্‌বে বীণে, নীরব-কুসুম-কাননে।

ভদ্রা। আহা, সেই সুধা মাখা স্বর,
গীতে বিমোহিত প্রাণ!
আহা, দেখ দেখ মুদিত হ'য়ো না আঁখি,
কি হেরি, কি হেরি,
প্রাণে আর না ধরে মাধুরী!
কই তুমি, কোথা গেলে মন,
বল বল, কোথা আমি,
আরে কর, কি কর কি কর,
ধর ধর, লুকালে পাবে না আর!
বল, কেন অচল চরণ,
চল চল,
নহে শশী-করে যাবে মিশাইয়ে।
এ কি, এ কি, কি দেখি—কি দেখি,
মাধুরী—মাধুরীময়!
নাহি শশী, তারা, কুসুম-কানন,
একটী রতন, একটী রতন,
পূর্ণ—পূর্ণ দিশি একটী রতনে!

লক্ষ্মী। দাদা, যদি ভালবাস মোরে,
উপহার আদরে গ্রহণ কর;
দেখ রাজবালা, ঊষা-শশী,
তরুণ-তপন একত্রে মিলন!
মালা তুলে দাও গলে।

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি?
হা শশীমুখি, প্রেয়সী আমার!

(মূর্চ্ছা)

ভদ্রা। একি, এ কি দূতি,
বসুমতি, লও অভাগীরে! (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মী। শনি, তুমি প্রবল-প্রতাপশালী!
দেখ শশি,
যত্ন ক'রে রেখ' দোঁহে সুধা-ধারে,
প্রাণ-বায়ু বহ সমীরণ,
আজ্ঞা দেছে নারায়ণ।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(বাহুরাজা, রাণী ও শনির প্রবেশ)

বাহু। কোথা,
কোন দুরাচার উদ্যানে পশেছে মোর?
এস,
দেখ'সে মহিষি, তনয়ার আচরণ;
কই, কোথা গেল দ্বিজ,
কোথা কুল-কলঙ্কিনী কন্যা মোর?
সমাগত ভূপাল-মণ্ডলে
কেমনে দেখাব মুখ;—
কই, কোথা গেল?

শনি। দেখ, ভূমিতলে লোটে দোঁহে।

[শনির প্রস্থান।

রাণী। এ কি, এ কি, মৃতদেহ দুই ধরা তলে,
হায় ভদ্রা, কোথা গেলে তুমি!

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে!

ভদ্রা। কোথা নাথ, কোথা প্রাণনাথ!

বাহু। কেবা এ পুরুষ,
মেঘাচ্ছন্ন রবি সম!
কে তুমি?

শ্রীবৎস। ভাগিনেয় মালিনীর।

ভদ্রা। পিতা, প্রাণনাথ মম,
ক্ষমহ জনক, হইয়াছি স্বয়ম্বরা।

বাহু। রক্ষি, লহ দোঁহে কারাগারে,
আরে মূঢ়, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর,
জান না কি,
রাজদণ্ডে প্রাণনাশ হবে তোর।

শ্রীবৎস। নরনাথ, প্রাণে সাধ নাহিক অধিক।

বাহু। রক্ষি, কারাগারে ল'য়ে যাও দোঁহে।

[রক্ষী সহ শ্রীবৎস ও ভদ্রার প্রস্থান।

রাণি, এত নাহি জানি,
অপমানে কেমনে দেখাব মুখ?
এ কি স্বপ্ন-সম বিধাতার খেলা!
আজি বধ করিব দোঁহারে।

রাণী। বিচক্ষণ তুমি প্রাণনাথ;
মাথা হেঁট অবশ্য হইবে,
মালীরে দিয়েছে মালা!
কিন্তু যদি বধ দোঁহে,
কলঙ্ক রটিবে তব,—

কবে সবে, ভ্রষ্টা ছিল তনয়া ইহার।
ত্যজ তনয়ায়,
যাক্ দোঁহে মালিনী-আলয়,
নাথ, আমি নহি অপরাধী,
গুণনিধি, পায়ে ধ'রে সাধি,
দশমাস ধ'রেছি জঠরে,
শোক-শেল না হান হৃদয়ে মোর,
হায়, এত ছিল এ কপালে!

বাহু। এত দিনে উচ্চ মাথা হ'লো হেঁট্,
সত্য কহে রাণী,
কলঙ্কিনী কবে, প্রাণে নাহি সবে,
এ কি হীন রুচি,
কুল মান হইল অশুচি,
আবাহন ক'রে স্বয়ম্বরে,
রাজেন্দ্র সকলে কি রূপে ফিরাব,—
কিবা পরিচয় দেব ?

রাণী। নাথ, ভিক্ষা কভু করে না অধিনী,
দুহিতার প্রাণ ভিক্ষা চাই,
ভিক্ষা দেহ, ভিক্ষা দেহ মহীপাল।

বাহু। মহিষি!

রাণী। ভিক্ষা দেহ যাচে কাঙ্গালিনী।

বাহু। দূর কর,
আর যেন হেরিতে না হয় মুখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কারাগার

ভদ্রা ও শ্রীবৎস।

ভদ্রা। মতিহীন মন,
না বুঝে হইলি পতিঘাতী ;
সুখ-সাধে উন্মত্ত হইলি,
নাথে ভাসাইলি,
কি করিলি—কি করিলি প্রাণ!
চঞ্চলহইয়ে মালা দিলে ধেয়ে,
দেহে আর কি সুখ রয়েছে ;
আরে—আরে, শত ধিক্ মোরে,
দুস্তর পাথারে
ডুবাইনু অমূল্য রতন ;
পতি-নাশ হেতু এ জীবন,
রাখিলাম কলঙ্ক রমণীকুলে ;
হায়, ছার কপাল আমার!
পিতা মাতা বৈরি হয় কার,
কে রাখিবে, ভূপতি বিরূপ।
রূপ হেরে মোহ ঘোরে
পড়িনু পাতকী আমি,
গুণমণি, রমণীর মণি,
হেন আর ধরে কি ধরণী,—
অভাগিনী, কি দশা করিনু তাঁর।
কিসে শান্ত হব, প্রাণে কি বুঝাব,
হায় নাথ, আমি তব নাশের কারণ,
অভাগীরে দিতে দরশন,
কুক্ষণে করিলে পদার্পণ,
শত্রু-করে হারালে পরাণ ;
পিতা মম বড়ই কঠিন ;
হেরি হায়, এ চারু বয়ান
কাঁদিল না প্রাণ,
ভুলিলেন সুতার মমতা,
দুঃখ কথা কে আর বুঝিবে,
অন্তর্যামি, বুঝ অবলার মন,
নারায়ণ, বিসর্জ্জন দিতেছি এ প্রাণ!
রক্ষা করো অপরাধ-হীনে।
আহা প্রাণনাথ,
কি দুর্দ্দশা করিলাম তব!

শ্রীবৎস। আহা রাজবালা, বনবিহঙ্গিনী-সম
উপবনে করিতে ভ্রমণ,
কভু না জানিতে জ্বালা,
কেন বা বরিলে অভাগারে!
ভাবি গুণবতি,
কত আছে কপালে আমার আর!
যে আমারে ভাবে আপনার,

চিরদিন দুর্গতি তাহার,
এ সংসারে হেন ভাগ্যহীন কেবা।
প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী
বিলাইয়ে দিনু পরে,—
বিষম সঙ্কটে ফেলিনু তোমারে,
আমা তরে,
ছারখার আত্মীয় স্বজন,
বসি এবে আশ্রয়ে যাঁহার,
মাথা হেট তাঁর,
হাহাকার নগরে আমার হেতু ;
ধূমকেতু-সম,
যথা যাই, অনর্থ উদয় তথা।
সান্ত্বনা কি করিব তোমারে,
রাজবালা, বদ্ধ কারাগারে,
প্রাণ যাবে জল্লাদের করে,—
সকলের কারণ অভাগা।
ভগবান, আর কত আছে মনে ?

ভদ্রা। হায় নাথ, আমি অনর্থের মূল,
রক্ষা কর প্রাণধনে নারায়ণ,
লজ্জা রাখ হরি,
পতিকে করহে ত্রাণ,
প্রাণনাথে মুক্ত কর মহা-দায়ে।
যেন দেখে মরি
নাথ মম আছেন কুশলে,
মৃত্যুকালে মন যেন বোঝে,
প্রাণ যারে পূজে,
সঙ্কট নাহিক তার !
হায়, নিজ সুখ-আশে
ভাসায়েছি প্রাণনাথে,
মরণে এ যন্ত্রণা না যাবে,
রাঙ্গা-পদে রাখ হে মুরারি !

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

কারা। এস দোঁহে কারাগার হ'তে।

ভদ্রা। হায়, বুঝি বধ্যভূমে যাবে ল'য়ে ;
কারাধ্যক্ষ, শুনহ বচন,
লহ ধন, আগে বধ মোর প্রাণ,
হায়, পতি ভুবনমোহন !

(মূর্চ্ছা)

কারা। আরে এ কি, দাঁতকপাটী কিসের ?

শ্রীবৎস। আরে রে বর্ব্বর,
রাজবালা না কর সম্মান,
শীঘ্র আন বারি।

কারা। হুঁ, জোর হুকুম, এস এস, বেরিয়ে এস, আর নেখ্‌রায় কাজ নেই।

শ্রীবৎস। উঠ প্রিয়ে,
হীন-প্রাণীসম জীবনে না কর ভয়,
ব্যাকুল হইলে
হীনজনে করিবে উপহাস।

ভদ্রা। কোথা তুমি নাথ ?
পোড়া প্রাণ,
এখন' কি যাও নাই তনু ত্যজি ?

শ্রীবৎস। উঠ প্রিয়ে, ত্যজ ধরাসন।

ভদ্রা। ডাক নাথ, ডাক হে বারেক।
হায়,
হেন সুধা স্থায়ী নহে অভাগী-কপালে !

কারা। বলি, দেরি ক'চ্চো কেন, আমার কি একটা কাজ ?

শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে, হীনজনে অবজ্ঞা করিবে।

কারা। উঃ! মস্ত মালির পো।

শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে,
দেখাইব, মহতে কিরূপে ত্যজে প্রাণ।
চল, কোথা যেতে হবে ?

কারা। তোমার অত জিজ্ঞাসার দরকার নাই, সঙ্গে এস।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ময়দান

বাতুল ও লক্ষ্মী।

বাতুল। বলি ঠাকরুণ, আর কাঁহাতক পাক্ খাওয়াবে, তুমি আমায় নাগরদোলায় দুলিয়ে দাও। রাজসভায় গেলুম, এখন এ মাঠের মধ্যিখানে তোমার সওদাগর কোথা?

লক্ষ্মী। আছে দূরে চন্দন-কানন,
লইতে চন্দন আসিবে সে দুরাচার।

বাতুল। বলি ঠিক্ জানতো আসবে, না গণককারের মত গুণে গেলে।

লক্ষ্মী। কোন্ কথা মিথ্যা মম?

বাতুল। কি জান, উদিক্‌কার কথা সব যোট্ পাট্ খাওয়া ছিল, এ গুলো কিছু খাপ ছাড়া—কোথা তেপান্তর মাঠ, আর কোথা নৌকা, তার উপর আবার সোণার ইট—তাইতে কিছু খিট্‌মিট্ ঠেকচে।

লক্ষ্মী। এই পথে যাইবে সে চন্দন লইতে।

বাতুল। নদীর ধারে কুটীর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পার্‌লেই আমায় ছাড়্‌বে?

লক্ষ্মী। কভু নাহি ছাড়িব তোমারে।

বাতুল। ঠাকরুণ, আপনি শনির বোন, আমায় ছাড়বে না, ব্যাপারটা কি?

লক্ষ্মী। দেখ, পাপমতি আসিতেছে দূরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাতুল। আঃ! এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি, আর কোথায় যাব, আর কত খুঁজবো, মরি,—এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আ মর বেটা সওদাগর, কালা না কি! মরি, এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি! হায়, মাগ-ছেলে, তোমরা কোথা রইলে! দূর, সাট্ মাফিক্ হ'চ্চে না। আমি এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। দেখ, এই বেটা বদ্ধকালা। হায়, কোথায় সওদাগরকে পাব! ও গো, দেখ গো, তোমাদের কে নদেরচাঁদ মরে গো! এই বার এ দিকে আস্‌ছে। হায়, মাগ ছেলে কোথায় গেলে—হায়, মাগ-ছেলে কোথায় গেলে!

(সওদাগরের প্রবেশ)

সওদা। আরে তুই কে?

বাতুল। হায় রাজকন্যা, তুমি কেন সওদাগর স্বপ্ন দেখ্‌লে? রাজার মেয়ে রাজাকে বে করে, তা না, সওদাগর বে ক'রবার বাই কেন?

সওদা। আরে পাগল কি বলে?

বাতুল। যাও, তোমরা সব স'রে যাও, আমি এইখানে গলায় দড়ি দে মরি।

সওদা। ওরে, তুই পাগল না কি রে?

বাতুল। পাগল বই কি, রাজকন্যা ত পাগল হ'য়েই আমায় মজালে।

সওদা। কি ক'র্‌লে?

বাতুল। কে কোথায় এক সওদাগর আছে—বাবা, বিদ্‌কুটে বায়না, সোণার ইটওলা সওদাগর—তারে রাজ কন্যা বে ক'রবেনই ক'র্‌বেন।

সওদা। (স্বগত) সোণার ইট না কি বলে! (প্রকাশ্যে) বলি শোন না, মোরো এখন, সোণার ইট কি ব'ল্‌ছিলে?

বাতুল। ব'লছি আমার মাথা আর মুণ্ডু, বাহুরাজার নাম শুনেছ, তার এক আব্‌দেরে মেয়ে আছেন, আর ছেলে-পুলে কিছু নাই; দৈবি সেই কন্যারত্ন ঘুমিয়ে উঠে বায়না নিয়েছেন যে, কোথায় কে সওদাগর আছেন, তার সোণার ইট আছে, তাকে তিনি বে ক'র্‌বেন।

সওদা। তা তুমি ম'র্‌বে কেন?

বাতুল। সাধে মরি, রোগে মরি, রাজা আমায় খুঁজতে পাঠিয়েছেন; অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ খুঁজে কোথাও তো পেলেম না, আর তিন দিন মিয়াদ আছে, তিন দিনের মধ্যে পাই তো ভালই, নইলে সপুরী একগাড়!

সওদা। সত্যি না কি?

বাতুল। একবার দড়িগাছটা গলায় দে দেখ না, সত্যি কি মিথ্যে।

সওদা। আমার সোণার ইট আছে।

বাতুল। থাকে—নিয়ে ধুয়ে খেও, পথ দেখ না।

সওদা। সত্যি আমি সওদাগর, আমার সোণার ইট আছে।

বাতুল। সত্যি?

সওদা। বলি, দেখ্‌লে প্রত্যয় ক'র্‌বে? আমার নৌকা দু' কোশ তফাতে আছে।

বাতুল। তুমি সওদাগর কেন, বাপের ঠাকুর, আহা, এমন রূপ না হ'লে কি রাজকন্যা পাগল হয়। ইস, দেখ্‌ছি, কপালে রাজদণ্ড, তা নইলে রাজ্য দেবে কেন?

সওদা। রাজ্য কি?

বাতুল। অর্দ্ধেক রাজকন্যা আর এক রাজ্যি।

সওদা। ছি, তুমি বাতুল না কি?

বাতুল। তোমার সোণার ইট নাই না কি?

সওদা। না।

বাতুল। তাই তো বলি, অমন দুশমন চেহারাও রাজকন্যা স্বপ্ন দেখে, তবে যাও পথ দেখ। মাগ্‌রে—ছেলেরে—তোরা কোথা রইলি রে।—

সওদা। বলি অর্দ্ধেক রাজকন্যা ব'ল্লে যে?

বাতুল। তাই ইটগুলো লুকোলে, কথা অশুদ্ধ হ'য়েছে, তোমার গলায় দড়ি ঝুলুক, আর সংস্কৃত বল দেখি? অর্দ্ধেক রাজ্যি আর এক রাজকন্যা; তোমার ইট আছে?

সওদা। আছে।

বাতুল। আহা, চাঁদ যেন দাঁড়াল এসে, কই ইট দেখাবে চল।

সওদা। বাবা, সাধে ইট কম দরে বেচি নি, জানি একদিন দাঁও লাগাবই।

বাতুল। তোমার ইট দেখে তাড়াতাড়ি রাজসভায় যাব; তুমি সদর ঘাটে নৌকা লাগিও না, সদর-ঘাট আগে থাকবে, পোড়ো ঘাটে লাগাবে; সেখানে একখানা কুটীর আছে দেখ্‌তে পাবে—মান খোয়াবে কেন—রাজা আদর ক'রে নেবে, আগু পাছু লোক যাবে, তবে ত।

সওদা। দড়ি গাছটা নিচ্ছ কেন?

বাতুল। যদি ইট্ দেখি, পয়মন্ত দড়ি তুলে রাখ্‌বো, তুমি এখন বুঝতে পাচ্ছ না, এ গাছি চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

নদীর ঘাট,—দূরে কুটীর

ভদ্রা ও শ্রীবৎস।

ভদ্রা। কারা মুক্ত যদি মোরা মাতার কৃপায়,
স্থানান্তরে চল যাই, প্রাণনাথ!

শ্রীবৎস। না না, সম সর্ব্ব স্থান মম,
প্রিয়ে,
সলিলে ভাসি নয়ন-সলিলে,
আহা,
জলে ভাসায়েছি জীবনের সার মম,
হায়, কোথা তার দেখা পাব!
মানব-হৃদয়ে আশা তুমি বলবান,
সংসার শ্মশান হয় জ্ঞান,
তবু তুমি কও মধুময় ভাষ,
নিত্য নিত্য কর উপহাস,
তবু করি বিশ্বাস তোমায়।
প্রিয়ে,
দিছি ভাসাইয়া প্রাণের প্রতিমা মম।

ভদ্রা। নাথ, কেবা তুমি,
কে ছিল তোমার,
শুনিতে বাসনা হয় মনে।

শ্রীবৎস। শোন, যদি সাধ তব,
গোপনে রেখো এ কথা;
শ্রীবৎস আমার নাম,
ছিল রাজ্য,
ছিল রাণী তোমা-সম প্রণয়িনী।
দৈব-বিড়ম্বনে,
গেল রাজ্য, আইলাম বনে,
সাথে ছিল প্রেয়সী আমার,
দুরাচার বণিক নৃশংস,
হ'রে নিয়ে গেল তারে।
সে অবধি সংসার আঁধার,
তত্ত্ব করি তায়, ফিরি আমি দেশে দেশে,

শেষে আসি মালিনী-আবাসে,
হতাশ এ স্থানে এবে !
ভদ্রা। প্রভু, ধর দাসীর মিনতি,
কেন নাহি দেহ পরিচয় ?
শ্রীবৎস। এ দশায় কে আমারে করিবে প্রত্যয় ?
গেছে রাজ্য এবে নহি রাজা,
পরিচয়ে হব মাত্র হাস্যের ভাজন।
ভদ্রা। আহা প্রাণনাথ, সহিয়াছ কত দুঃখ !
হেন কি অভাগী ভাগ্য ধরে,
সুখী কভু হেরিব তোমারে ?
শ্রীবৎস। কোথা মম সুখ আর !
কার তরী আসিতেছে দূরে ?
সেই ধ্বজা,
বুঝি সেই দুরাচার,
সেই তরী,
এত দিন চিন্তা মম বেঁচে নেই,—
যাব—তরণী ধরিব।
ভদ্রা। ব্যগ্র নাহি হও প্রভু,
দেখ তরী আসে কূলে।
বুঝি পুনঃ বিপদ বা ঘটে,
পিতা মম আসেন কোটাল সনে।
শ্রীবৎস। সত্য আসে কূলে,
রহি এই কুটীর ভিতরে,
যদি হেরে মোরে নাহি বাঁধে তরী।
[কুটীর-মধ্যে প্রবেশ।

(বাহুরাজ, কোটাল ও বাতুলের প্রবেশ)

বাহু। সত্য শ্রীবৎস রাজন ?
প্রাণ লব, মিথ্যা যদি হয়।
বাতুল। বলি মহারাজ, পঁচিশ বার প্রাণ নেব' নেব' ব'ল্লেন, ক'বার নেবেন ? বলি ওহে সওদাগর,—রাজা, লোকজন, শূল দেখ্‌তে পাচ্চ না, ভেড়াও না।
(নেপথ্যে সওদাগর)—বাবা !
বাহু। বল, কি প্রমাণ ?
বাতুল। মহারাজ, মায় সাক্ষী হাজির ক'রেছি।
(নৌকা সহিত সওদাগরের আগমন)
মহারাজ, এই সাক্ষী।
বাহু। কি প্রমাণ আছে তব ?
সওদা। এই সোণার ইট।
বাতুল। আর এই সেই দড়িগাছটী।
(সওদাগরের গলায় প্রদান)

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। ওরে দুরাচার, বল্ কোথা চিন্তা মোর ?
বাহু। স্থির হও,
সত্য বল, কে তুমি ?
শ্রীবৎস। নরনাথ, শ্রীবৎস এ অভাগার নাম,
এই দুরাচার
সুবর্ণ-ইষ্টক ক'রেছে হরণ,
এই সে ইষ্টক।
সওদা। দোহাই মহারাজ, আমার ইট।
শ্রীবৎস। মহারাজ, নিবেদন মম,
যদি ইষ্টক ইহার,
হের যুক্ত আছে দুই পাটি,
কহ সওদাগরে খুলিবারে।
সওদা। মহারাজ, এর গড়নই এই, এ কি কেউ খুল্‌তে পারে ?
শ্রীবৎস। মহারাজ, আমি পারি খুলিবারে।
(ইট লইয়া) যদ্যপি শ্রীবৎস আমি হই,
হও তাল বেতাল উদয় !
হও গো সদয়, ওমা সুরভী-জননি,
খোল—খোল সুবর্ণ ইষ্টক।
(ইষ্টক খুলিয়া যাইল)

বাহু। অদ্ভুত !
বৎস, পরিচয় দাও নাই কি কারণ ?
বড় ভাগ্য মম,
তনয়া তোমারে দেছে মালা।
শ্রীবৎস। মহারাজ, এই দুরাচার
হরিয়াছে চিন্তারে আমার।
আরে নরাধম,
কোথা মম প্রাণের প্রতিমা ?
সওদা। আছে তরী'পরে,
দেহ মোরে প্রাণ দান।

বাহু। শীঘ্র মন্ত্রি, ল'য়ে এস পরম আদরে।

বাতুল। দেখ, আমার ওপর বেজার হ'ও না, সোণার ইটেরও দরকার দেখ্‌লে, আগু পাছু লোকও যাবে এখন, আমার যোটপাটের ক্রটী নাই, তবে রাজকন্যাটা তোমার বরাতে হ'লো না। আচ্ছা বলি, বেল্লিক হ'লেই কি এমনি বেল্লিক হ'তে হয়, রাজকন্যা তোকে স্বপ্ন দেখ্‌বে.—জলে জলে বেড়াও, মুখখানা কি দেখ্‌তে পাও না?

বাহু। বৎস, পিতৃ-সখা আমি তব।
তব বান্ধব-বচনে, মম প্রতিনিধি,
তব রাজ্যে করিতেছে রাজকার্য্য সমাধান,
নিভেছে বিদ্রোহানল।

শ্রীবৎস। পিতা, কেবা বান্ধব আমার?

বাতুল। বলি মহারাজ, এখন কি আমায় কিছু বড় লোক দেখ্‌ছেন, যে, বন্ধু ব'ল্‌তে ভরসা ক'চ্চেন না?
মহারাজ, ভুলেছ আমায়—
অন্নদাতা, প্রাণদাতা তুমি মম।

শ্রীবৎস। হে মহাত্মন্‌,
শুভক্ষণে তব সনে করেছি মিত্রতা।

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। কই, কই মম প্রাণনাথ?

শ্রীবৎস। এস প্রিয়ে, এস হে হৃদয়ে!

চিন্তা। নাথ, ছুঁয়ো না আমায়,
জরাগ্রস্ত আমি,
ত্যজি প্রাণ—
চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে তব,
দিনদেব, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ দাসীর!

(জ্যোতিঃ প্রকাশ—সূর্য্যদেবের প্রবেশ)
(চিন্তার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্তি)

সূর্য্য। হের, নাহি জরা তব আর,
পূর্ব্বকান্তি পাইয়াছ গুণবতি,
লহ পত্নী, নরনাথ!

সকলে। আহা, কিবা অপূর্ব্বা সুন্দরী!

শ্রীবৎস। প্রিয়ে, প্রিয়ে! (হস্ত ধারণ)

ভদ্রা। রাণি, আমি দাসী ভূপতির,
দাসী তব,
নমি পদে—কর আশীর্ব্বাদ।

চিন্তা। ভগ্নি, হও পতি-সোহাগিনী।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

বাতুল। বাবা, ফের যে ঠাকুর ঠাক্‌রুণ! এবার যেন আপোসে; ঠাকুর ঠাক্‌রুণ ঠিক কথা ব'ল্‌বেন, মাঝে মাঝে কি দর্শন দিয়েছিলেন? বলি ঠাক্‌রুণ, ধরা পড়্‌বার যে ভয় ক'চ্ছিলেন, এই যে ভোর মজ্‌লিসে ধরা প'ড়েছেন যে!

শ্রীবৎস। দেব, কর আশীর্ব্বাদ।
শিক্ষা মম ছিল বাকি,
দরিদ্রের দীনতা বুঝেছি এত দিনে,
সন্তানে রেখ মা পায়!

শনি। সুখে থাক নরনাথ!
শোন অম্বুসুতা, গুরু আমি,
শিক্ষা-অন্তে তব অধিকার।

লক্ষ্মী। এবে কোল দেহ সন্তানে আমার।

বাতুল। দোহাই ঠাকুর ঠাক্‌রুণ, বচসা বাড়াবেন না, আপোসে মেটান, আমি আর নাগরদোলায় ঘুরতে পার্‌বো না, আর নেহাত যদি কোঁদল করেন, এবার এই সওদাগর মহাশয়ের কাছে বিচারের জন্য আস্‌বেন।

লক্ষ্মী। চিন্তা, সুখে থাক পতি ল'য়ে,
সখী মম স্বপত্নী তোমার।
(ভদ্রার প্রতি) সখি,
চিনেছ কি মালিনী দূতীরে?
চিন্তা। ভগ্নী পাইয়াছি মাতা, তোমার কৃপায়।
ভদ্রা। অপরাধ কর মা, মার্জ্জনা।

বাতুল। দু' দুজন রাজা আছেন, দ্বি বচনে নিবেদন, সুখের দিন, সওদাগর মহাশয়ের গলার দড়িগাছটি খুলে দিই।

বাহু। যথা তব অভিরুচি।

বাতুল। সওদাগর মহাশয়, দড়িগাছটির দরকার বুঝেছেন, এখন বলেন তো ফেলে দিই।

যবনিকা

প্রভাস-যজ্ঞ



(পৌরাণিক নাটক)

[২১ শে বৈশাখ, ১২৯২ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নন্দ	... ...	গোপরাজ।
বসুদেব	... ...	শ্রীকৃষ্ণের পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ } বলরাম }		
আয়ান	... ...	জটিলার পুত্র।

মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, উদ্ধব, বেতাল, শ্রীদাম, সুবল ও রাখাল-বালকগণ, ব্রজবাসিগণ, দ্বাররক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

যশোদা	... ...	গোপরাণী।
রাধিকা	... ...	বৃষভানু-নন্দিনী।
জটিলা	... ...	ব্রজনারী।
কুটিলা	... ...	জটিলার কন্যা।
বৃন্দা	... ...	প্রধানা সখী।

সত্যভামা, অন্নপূর্ণা, পৌর্ণমাসী, বিদেশিনী, বিশাখা, ললিতা ও সখিগণ, ভৈরবীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—::○::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন-নিকটবর্ত্তী কানন

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। পিতঃ, রাধাকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ আর কত দিন দেখ্‌বো? বর্ষে একদিন বৃন্দাবন-দর্শনে আসি, এক বৎসর পর্ব্বতগুহায় ব'সে কাঁদি। পিতঃ, কি উপায় বলুন? যুগল-মিলন দর্শন ক'র্‌তে প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে; হায়! এ করুণা-পূর্ণ মানব-লীলায় শীলাও বিগলিত হয়।

ব্রহ্মা। রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মিলন দর্শন-ইচ্ছায় আমিও ব্যাকুল, কিন্তু কি ক'র্‌বো! শতবর্ষ পূর্ণ না হ'লে তো শাপ-বিমোচন হবে না। কৃষ্ণের খেলা কৃষ্ণই জানেন, দ্বারকা-লীলায় যেন বৃন্দাবন ভুলে আছেন; শীঘ্রই শাপান্ত হবে। শাপান্তে যদি শ্রীমতী না কৃষ্ণকে পান, তাঁর বিরহ-অনল

ব্রজে আর ধ'র্‌বে না; ত্রিভুবন দগ্ধ ক'র্‌বে। বৎস, তুমি এ কার্য্যের ভার নিতে পার? আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সফল হবে, তুমি অতি সুকৌশলী। যদি রাধা-কৃষ্ণের মিলন-সংঘটন ক'র্‌তে পার, তবেই তোমার কৌশল—কৌশল, তোমার কীর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ নামের ন্যায় অক্ষয় হবে। এ কার্য্য শ্রীমতীর প্রধানা দূতী শ্রীবৃন্দাই সমাধা ক'রেছিলেন। দেখ, ভাগ্যগুণে যদি তুমি পার, রাধাকৃষ্ণের মিলনে ত্রিভুবন আনন্দময় হবে।

নারদ। আমার কি শক্তি, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধার মনে যা ইচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু প্রাণে উৎসাহ হ'চ্ছে, রাইয়ের নাম নে দেখি, যুগলমিলন ক'র্‌তে পারি কি না।

ব্রহ্মা। বৎস! তোমার উৎসাহে আমার প্রাণও আশ্বাসিত হ'চ্ছে, আমার জ্ঞান হ'চ্ছে, ব্রজেশ্বরী রাই আপনি তোমায় ব'ল্‌ছেন, "নারদ! এবার মিলনে তোর কাছে ঋণী হব; ভয় নাই, ব্রজে আয়, ব্রজে এসে কৃষ্ণপ্রেম দেখে যা, নইলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ক'র্‌তে পার্‌বিনি।"

নারদ। তবে কি আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হব? রাধার চরণ-ধূলি ল'য়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'র্‌ব, রাধা-কৃষ্ণ-মিলন, শ্যামের বামে রাই কিশোরী! কি মাধুরী রে, প্রাণ ভ'রে যায়!

ব্রহ্মা। বৎস! তুমিই রাধাকৃষ্ণ-মিলনের যোগ্য, রাধা-কৃষ্ণ-মিলন কেবল ভক্তের কৃপায় দর্শন হয়, তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপায় যুগলমিলন দর্শন ক'রে তিন লোক পবিত্র হবে। বৎস, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কৃতকার্য্য হও।

নারদ। পিতঃ, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য! অনুমতি করুন, ব্রজে যাই। শ্রীরাধা আমায় প্রসন্ন হ'ন;—তাঁর আজ্ঞা বিনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ব না।

ব্রহ্মা। বৎস, শ্রীমতী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ব্রহ্মলোকে আমায় সংবাদ দিও, আমি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ ক'রে যাব। [ব্রহ্মার প্রস্থান।

নারদ। এই কি সে সুখ-বৃন্দাবন!

যথা—

মোহন বাঁশরী-সনে গুঞ্জিয়া ভ্রমরা
রাধানাম-গান শুনাইত নলিনীরে?
যথা পুষ্পপুঞ্জ ঈর্ষ্যায় ফুটিত,
লুটিতে ধরার পদতলে।
বনমালা গাঁথিত কি ব্রজবালা,
এই কুঞ্জবনে ফুল চয়ি?
দগ্ধ ব্রজ দগ্ধ কুঞ্জবন,
দগ্ধ ফুলকলি, সৌরভ-গৌরব হীন,
বিদগ্ধ বিদগ্ধ বৃন্দাবন—
ব্রজবাসী-দীর্ঘশ্বাসে!
শূন্য প্রাণ শূন্য ব্রজ,
প্রাণ আছে শ্রীকৃষ্ণের পদে,
অনিবার হাহাকার-ধ্বনি
বিরামবিহীন ব্রজে,
তাই শব্দ স্তব্ধ হয় জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রাণ কোকিল-কোকিলা,
ময়ূর-ময়ূরী, শুক-শারী
স্বকার্য্য পাশরি
রবহীন করিছে রোদন।
জলে বিমলিনী নলিনী কুমুদী,
কৃষ্ণ বিনা নীরব ভ্রমর,
ব্রজবাসিগণে দহে হুতাশনে,
কৃষ্ণধনে হৃদে ধরি রাখে প্রাণ;
হেন প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণ কে কিনে,—
বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ আনন্দ-আলয়!
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমায়,
দেখ হে, ভিখারী আমি কৃষ্ণপ্রেম আশে।
ওহে, পুণ্য-নিকেতন,
রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভবন তুমি!
কৃষ্ণরাধা বক্ষোপরে ধ'রে
মম হৃদাগারে বারেক বিলাস কর।
বৃন্দাবন-ছবি তোর,
অন্তরে রহুক আঁকা,
আয় বীণা আয়,—
একবার রাধা বলি।

না বীণা না, তোমার সুরে না, একবার বাঁশীস্বরে রাধা রাধা বল; ব'ল্‌চো পার্‌বে না? যতদূর হয়, এবার বাঁশী বাজ্‌লে শিখো, ব'ল্‌ছো হবে না? এখন পার্‌বো না ব'ল্লে

হবে না ভাই, একবার রাধা বল', দেখ্‌বি এখন কেমন দয়াময়ী সখী পাঠায়ে দিয়ে নে যাবে; কি বল, যদি না নে যায়, তোমায় আমায় গিয়ে খুব গালাগাল দিয়ে আস্‌বো এখন।

(গীত)

ইমন কল্যাণমিশ্র—কাওয়ালী।

বাজ্‌ রে বীণে, জয় রাধে শ্রীরাধে!
রাধা ব'লে বাজ্‌তো বাঁশী, মধুর নিনাদে।
মিশে বীণে প্রাণের তারে,
রাধা বল, বারে বারে,
ভাস্‌রে প্রেমের পাথারে;—
বাঁশীর মত মাত বীণে, রাধা নাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলে দে রাঙ্গা শ্রীপদে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাধাকুঞ্জ

(রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ও সখিগণের প্রবেশ)

রাধিকা। সখি, এই তমালতলে শ্যাম আমার ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতেন, আমি অনিমিষনয়নে দেখ্‌তেম; সই, সে কোথায়? আসি ব'লে গেছে, কই এল? কাল কি হ'ল না? কাল রজনী কি পোহাল না? কালাচাঁদ রাধা ব'লে বাঁশী বাজাত, ব'ল্‌তো—রাধা, রাধা, রাধা; বংশী-রব শুনে আমি উন্মাদিনী হ'তেম, বাঁশী নীরব—তবে কেন রাধা উন্মাদিনী?

(গীত)

সাওন মল্লার—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই!
এলে সখি, দেখা হ'ত, কালা এল কই?
যদি লো না দেখা হ'লো,
দেখা হ'লে ব'লো ব'লো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে,
জানি না যে কৃষ্ণ বই!
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে ব'লো গো বাঁশী, রাধা ব'লে রসময়ী!

ললিতা। হের বৃন্দা সই, রাই রসময়ী
পলে পলে চেতন হারায়;
হের কমলিনী, যেন ছিন্ন কমলিনী
লুটায় ধরণীতলে,
বল সখি, কি করি কি করি,
মরে প্যারী শ্যামচাঁদ বিনা!
বৃন্দে, দে গো এনে রমানাথে,—
আহা, রাজার নন্দিনী
কাঙ্গালিনী পথে পথে কেঁদে ফেরে!
এ দশায় হেরিয়া রাধায়,
প্রাণ আছে কায়—
তাই লো আশ্চর্য্য মানি।
আহা, কৃষ্ণপ্রাণা বিনোদিনী
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা,
নিঠুর মুরারি,
গোপনারী মজাইয়ে গেল চ'লে।
বৃন্দে,
উঠ গো ত্বরায় যাও দ্বারকায়,
সে ত আসিবার নয়,
ফিরে আন গোপীকার প্রাণ,
বুঝি লো বুঝি লো,
রাধা প্রাণে ম'ল এত দিনে।

বৃন্দা। সখি, শঠে স'পে প্রাণ,
অপমান হয় সার।
কপট নির্দ্দয়,
অবলায় মজা'য়ে রহিল কোথা;
হ'লো না এ বন সুখকুঞ্জবন,
ধরাসনে কনকবরণী রাই।
কঠিন জীবন, বেঁচে আছি তাই,
প্রাণে বাজে তাঁর শ্রীমতীর দশা হেরে!
নিঠুরে যগুপি সখি, পাই,
শ্রীমতীরে বারেক দেখাই,
দেখি তার কতই কঠিন প্রাণ!

(দূরে বংশীরব)

একি সখি, রাধা নাম কেন শুনি দূরে?
বীণা কি বাঁশরী বুঝিতে না পারি?
দূরে ধীরে করে রাধা-নাম-গান,
আচম্বিতে কে এল এ ব্রজে?

বিশাখা। সখি, বাঁশরী নিশ্চয়,
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী।
ললিতা। বুঝি সখি, এসেছে মাধব,
কুহুরব শোন কুঞ্জবনে,
শুন শুন ভ্রমর-গুঞ্জন,
কুঞ্জে ফোটে ফুলকলি;
বুঝি কানু
বেণু ত্যজি ধরিয়াছে বীণা,
বধিবারে ব্রজাঙ্গনা;
সখি,
এসেছে নাগর—সাজাও বাসর,
মালতী তুলিয়ে গাঁথ মালা,
কুঙ্কুম চন্দন রাখ সখি, থরে থরে,
শ্যাম-কলেবরে দিব সখী মিলি,
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরী রাই,
বুঝি এসেছে কানাই,
ওই শোন রাধা-নাম-গান,
মান ক'রে ব'সলো স্বজনি,
কথা ক'ও ধরাইয়ে পায়।
রাধিকা। কই—লো, কই—লো, দে লো—দে লো—
কৃষ্ণধন দে আমায়,
কই সই, মদনমোহন?
ললিতা। শোন হেমাঙ্গিনি! কি শুনি না জানি,
বংশীরবে রাধা নাম কেবা গায়?
ধরি মৃদু রোল গগনে মিশায়ে যায়,
বল সখি, কে এল এ বৃন্দাবনে?
রাধিকা। কই সই, বাঁশী এ তো নয়,
বীণা বাজে বংশীরবে;
যদি সই, বাঁশরী বাজিত,
গগন ভরিত,
মুঞ্জরিত রসহীন তরু;
বুঝি লো স্বজনি,
কোন্ ভক্তজন—
হেরি দগ্ধ বৃন্দাবন,
বীণাস্বরে স্মরণ করিছে মোরে।
বৃন্দা। হের চরে জটাজুট শিরে,
বীণা করে আসে কোন্ মহাজন,
বাজে মত্ত বীণা,—
রাধা নাম শুনে, আপনি উন্মত্ত ঋষি;
কে আসে লো দেখ লো কিশোরি!
রাধিকা। সখি, যাও ত্বরা করি,
আসিছে নারদ ঋষি ব্রজবাসী-দরশনে;
মম পদ বিনা অন্য নাহি জানে,
ভক্ত-চূড়ামণি মুনি।
আন শীঘ্র গিয়ে, ভক্তেরে হেরিয়ে—
স্নিগ্ধ করি দাব দগ্ধ হিয়া;
মধুর বচনে আনিবে এখানে,
ব'লো ব'লো ডাকিছে রাধিকা।

[বৃন্দার প্রস্থান।

সখি, আমি কি কৃষ্ণকে ভুলেছি, কৃষ্ণ বিনা নইলে কেমনে জীবিত আছি? আমার কালাচাঁদ কি কাছে ছিল? দেখ, আমি আর নেই, সকলি কৃষ্ণময়; রাধা আর কোথায়? এই যে আমার কৃষ্ণ, এই যে আমার কৃষ্ণ!

ললিতা। সখি, ঘোরতর বিরহ-বিকারে যে শ্রীমতী নিস্তার পান, এমন বোধ হয় না! হা নির্দ্দয়, কি ক'র্‌লে? কৃষ্ণ হে, তুমি কোথায়? ব্রজাঙ্গনা—তোমা বিনা আর কিছু ত জানে না। কুঞ্জবিহারি, কুঞ্জে প্যারী মরে, দেখে যাও। ছি ছি শ্যাম, জেনে শুনে ভুলে আছ!

বিশাখা। (গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

ধুলায় লুটায় সোণার কিশোরী,—
ভুলে আছ ভাল আছ, দেখিতে হ'লো না হরি!
কমলিনী সরল প্রাণা, কৃষ্ণ বিনা রাই জানে না,
চতুরে সরল প্রাণে, প্রাণ স'পেছে আহা মরি!
যদি শ্যামে না হেরিত, প্যারী কি প্রাণে মরিত,
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা, না বাজিলে বাঁশরী!

(নারদ ও বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। দেখ ঋষি, কিশোরীর দশা,
অচেতনে দিবানিশি কেটে যায়,
কমল আসনে
ব্যথা লাগে যে কোমল কায়,
হের মুনি, ধুলায় লুটায়,

কভু কৃষ্ণ ব'লে করে হাহাকার,
মৃত্যুর লক্ষণ কর দরশন—
পবন না বহে নাসিকায়,
দেখ—দেখ—
কি দশায় রেখে গেছে শ্যাম,
জেনে শুনে কেমনে র'য়েছে ভুলে!

রাধিকা। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

নারদ। (প্রণাম করিয়া) ব্রজেশ্বরি! কৃপা করি কিঙ্করকে চরণে স্থান দিন।

রাধিকা। ঋষিরাজ, আমি কৃষ্ণবিরহিণী দুখিনী গোপনারী;—আমায় নমস্কার ক'রে অকল্যাণ ক'র না। মুনিবর, শুনেছি, তুমি কৃষ্ণময়প্রাণ;—কৃষ্ণের কি সংবাদ জান? আমায় বল, অবলা ব্রজবালার প্রাণ রাখ।

নারদ। ব্রজেশ্বরি, মুরলীধর আপনার হৃদয়ে, কৃষ্ণের সংবাদ তোমা বিনা আর কে জানে? তত্ত্বময়ি, কৃষ্ণের তত্ত্ব আমি কেমন ক'রে জান্‌বো?

রাধিকা। ঋষিরাজ, আর কেন আমায় গঞ্জনা দাও? আমি শতবর্ষ কৃষ্ণহারা, আর কি সে আমার হবে?

(গীত)

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে, যদি সে আমার,—
কেন তবে কুঞ্জবনে, হেন দশা রাধিকার!
তরুলতা কেন শূন্য, বনপাখী শোক-পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, ওঠে কেন হাহাকার।
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা ব'লে শতবার।

বৃন্দা। দেখ মুনি, চৈতন্য-রূপিণী আবার চৈতন্য-হারা। আহা ঋষি, ব্রজের দশা একবার দেখ!—

রাধিকা। ঋষিরাজ, তোমার সঙ্গে কি আমার কৃষ্ণের দেখা হবে? তাঁরে ব'লো, একবার ব্রজে এসে ব্রজাঙ্গনার অবস্থা দেখে যা'ক, আমি ধ'রে রাখ্‌বো না—একবার দেখে যা'ক! ঋষিরাজ, আমি কৃষ্ণ বিনা জানি না,—আর কি তাঁরে দেখ্‌তে পাব না?

নারদ। আনন্দময়ি, কৃপা করুন,—আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে দ্বারকায় যাব মনে ক'রেছি, আমি সে নিঠুর নটবরকে ব্রজের দশা ব'লবো, দেখি তাঁর কঠিন প্রাণ বিগলিত হয় কি না? যদি আপনার চরণে আমার মতি থাকে, আমি রাধাকৃষ্ণ একত্রে দর্শন ক'র্‌ব।

রাধিকা। ঋষি, তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক্‌; আমি অন্য আশীর্ব্বাদ জানি না। শতবর্ষ নিরাশা সাগরে মগ্ন! তোমার বচনে আমার প্রাণ আশ্বাসিত হ'ল। ঋষিবর, সত্য কি আমার কৃষ্ণকে, এনে দেবে? সখি, তোমরা সকলে অতিথি-সৎকারের আয়োজন কর গে, কৃষ্ণপরায়ণ অতিথি কুঞ্জে উপস্থিত; যাও সখি, যাও, আমি ঋষিরাজকে দুটো দুঃখের কথা বলি।

[সখিগণের প্রস্থান।

নারদ। কৃপাময়ি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন, আমার সাধ ছিল, নির্জ্জনে আপনাকে দর্শন ক'র্‌বো; আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এসেছি, শতবর্ষ শীঘ্র অতীত হবে, কিরূপে যুগলমিলন সন্দর্শন ক'র্‌বো—দয়াময়ি, দাসকে বলুন।

রাধিকা। নারদ, তুমি কি কৃষ্ণকে আন্‌তে পার্‌বে না?

নারদ। দেবী আদ্যা প্রকৃতি, আমি কে? শক্তিরূপা, কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে—তোমা ভিন্ন কে আছে?

ভুলা'ও না কমলিনি,
কৃষ্ণপ্রাণা ব্রহ্ম সনাতনী—
রাধা বিনা কৃষ্ণ আর কার?
কৃষ্ণ জানে তোমা,
তুমি জান কৃষ্ণের মহিমা,
আমি কি কহিব?
শ্রীকৃষ্ণরে কেমনে আনিব,
রাস-রসময়ি, তুমি না সদয়া হ'লে।
কহ, কি কৌশলে যুগল-মিলন হবে?
কৃপায় তোমার মম কীর্ত্তি রবে,
পুলকে পূরিবে ত্রিভুবন।
কহ মোরে কেশব-মোহিনি,
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরিবে?

রাধিকা। শুন মুনি, যাও দ্বারকায়,
আছি যে দশায়,
বলো গিয়ে কালাচাঁদে;
দেখে এস নন্দালয়ে গিয়া,

শূন্য হিয়া নন্দ যশোমতী,
দিবারাতি নীলমণি ব'লে কাঁদে,
শোকে শীর্ণ সদা অচেতন,
দু'নয়নে বহে শতধারা!
গোঠে, ধটী ভ'রে তুলি বনফুল,
রাখালসকল ফুকারে কানাই ব'লে,
ব'লো তাঁরে এ সব সংবাদ।
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মনের কামনা তব,
কর ব্রজবাসিগণে নূতন জীবন দান।

নারদ।— (স্তব)

হরিপ্রিয়া হেমাঙ্গিনী, নিধুবন বিহারিণী,
রাসরসে রঙ্গিণী কিশোরী।
মোহন-মোহিনী রাই, পদে যেন স্থান পাই,
পদ-কোকনদ আশা করি॥

* * *

আদ্যাশক্তি সনাতনী, ব্রজেশ্বরী বরাননী,
প্রেমময়ী প্রাণময়ী রাধা॥
আত্মারূপা আহ্লাদিনী, বনচারী বিনোদিনী,
বিভূষণা বনফুল-হারে।
কৃষ্ণপ্রেম-আমোদিনী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী,
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমারে॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। রাধে, মুনিবরকে বলুন, আতিথ্য-স্বীকার করেন।

রাধিকা। ঋষিরাজ! চলুন, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'র্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

(রাখাল-বালকগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম। ভাই রে, এ কুঞ্জবনে আমি বাঁশীস্বরে রাধা নাম শুনেছি, কানাই কি এল? আয় দেখি ভাই খুঁজি; সে তো অমনিই লুকুতো, কানাই রে, তুই কোথায়? প্রাণ যায়, দেখে যা।

সুবল। চল ভাই, নন্দালয়ে যাই, যদি কানাই এসে থাকে ত মা যশোদার কাছে যাবেই। রাখালরাজ! রাখালরাজ! তুমি কি রাখালদের ভুলে গেলে? কানাই, তুমি তো নির্দ্দয় নও।

সকলে— (গীত)

পাহাড়ী—যৎ।

এস রে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল, দেখ না দেখ না।
আয় রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনা আর, কিছু তো জানে না॥
চারিদিকে ঘেরি দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী,
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে, আর কি পাব না।
হাম্বারবে ধেনু, ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায়, দূর যমুনায়;
তৃণ না পরশে, আঁখিজলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না॥

[রাখালবালকগণের প্রস্থান।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও লো, এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়,—ও লো, নন্দের বেটা জটা বেখেছে।

কুটিলা। ও মা, সে কি গো? সে যে চূড়োবাঁধা মিন্‌সে।

জটিলা। ও লো, না লো আমি দেখেছি, এখন আর বাঁশী বাজায় না, বীণা বাজায়, পাকা দাড়ী, পাকা জটা, বোয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছিল।

কুটিলা। তবে নন্দের ব্যাটা কেন? সে আর কে বুড়ো।

জটিলা। ও লো, না লো না, রাধা ব'লে বীণা বাজিয়ে এল, এখন বুড়ো হ'য়েছে, চুল পেকে গ্যাছে, তাই জটা ক'রেছে; এই আমরা বুড়ো হ'লেম না!

কুটিলা। ও মা, অনাসৃষ্টি কথা বলিস্‌নি! তুই যেন বুড়ো হ'লি হ'লি, আমি আবার বুড়ো হ'লুম কবে লা?

জটিলা। নে নে, তুই সন্ধান নে—নন্দের বেটাই বটে, ঐ বৃন্দে ছুঁড়ী—গেছো মাগী, তাকে খাওয়াবার জন্যে ফল পাড়্‌লে, সে মিন্‌সে রাধিকার পায়ে ধ'র্‌লে—নন্দের বেটা নয় ত কে? চল্ দেখি, দেখি গে।

কুটিলা। ও মা, সে আবার জটা পাকিয়ে এল, তবেই আর গোকুলে টেঁকালে। ছোঁড়া-বয়সেই এত ভিরকুটী, বুড়ো হ'য়ে কি আর দেশে মানুষ রাখ্‌বে?

জটিলা। ও লো, ওই লো—ওই, ও মা! রাধার পার ধূল' নেয় কেন?

কুটিলা। কই গো? ও মা, সেই বুড়ো মড়া মুনি গো—বুড়ো মড়া মুনি; পালাই চল্, মায়ে-ঝিয়ে এখনি কোঁদল বাধিয়ে দেবে।

জটিলা। আ ম'লো, ও আবার মুনি কোথাকার? মুনি তো, রাধিকার পায়ে ধ'র্‌লে কেন? ও সেই নন্দের বেটা।

কুটিলা। আ ম'লো, বুড়ো হ'য়ে কি চ'খের মাথা খেয়েছ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না, নারদমুনি।

জটিলা। এঁ্যা, নারদমুনি! রাধার পায়ে ধ'র্‌লে কেন?

কুটিলা। ও মড়া অম্‌নি মরে।

জটিলা। ও লো, রাধিকাকে তবে আর কিছু বলিস্ নি। কি জানি মা, মুনি-ঋষি পায়ে ধরে।

কুটিলা। তুমি একটু একটু বোয়ের চন্নামিত্তির খেও, আমি তা পার্‌বো না, পাড়া-জ্বলানী—ওর আবার পা আর মাথা।

জটিলা। না লো, কিছু বলিস্ নে, কি জানি, যদি ভস্ম ক'রে ফেলে।

কুটিলা। ভীমরথী মাগী! আমি পালাই,—মুখপোড়া মিন্‌সে এদিকে এলেই কোঁদল বাধাবে। [প্রস্থান।

জটিলা। ও কুটিলে! যাস্ নে—যাস নে, দাঁড়া লো—আমিও যাই, দাঁড়ালো—আমিও যাই; ও মা, ভস্ম ক'র্‌বে নাকি? [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দালয়

(যশোদা ও নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল—
কোথা তারে রেখে এলে?
কে রে কুহকিনি!
ভুলায়ে রেখেছে নীলমণি,
বাছা—কত কাঁদে আমা বিনে—
কে রে, ক্ষুধ' পেলে
সে চাঁদ-বদনে নবনী তুলিয়ে দেয়।
কোথা—কোথা আছ বাপধন,
মরে তোর দুখিনী জননী,
এস কোলে অঞ্চলের মণি,
ধড়া চূড়া পর যাদুমণি,
শোন্, তোরে ডাকিছে রাখাল।
আরে রে গোপাল,
গোঠে কি যাবি নে আর,
ক্ষীরসর ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
খেয়ে যা রে দুখিনীর ধন,
মরে তোর দুখিনী জননী।
দেখে যা রে দেখে যা গোপাল,
এখন' কি রয়েছে যামিনী!
নীলমণি যমুনার পারে
আন তারে—মা ব'লে সে কাঁদে কত!
আহা—
কোন্ প্রাণে ফেলে এলে তারে,
মা ব'লে সে কাঁদে বারে বারে,
ক্ষুধা পেলে ননী কেবা দেবে,
কোথা আছ গোপাল আমার,
দেখা দাও মায়ে যাদুমণি।

(গীত)

আলাহিয়া একতালা।

অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি,
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা ব'লে ডাক রে,
আয় রে করি কোলে, হেরি চাঁদ-বয়ান॥
তোমা বিনা আর কে আছে আমার,
শূন্য ব্রজপুরী নেহারি আঁধার,
শোন অনিবার, ওঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহে রে উজান॥

নন্দ। আরে রে গোপাল,
এত যদি মনে ছিল তোর,
কেন রে বহিলি বাধা,
না জানি রে কি পাষাণে প্রাণের গঠন
চূড়া ধড়া দিলি রে যখন—
কেন প্রাণ না ফাটিল,
দেহে প্রাণ কি হেতু রহিল,

ওঃ হো! আমি যে গোপাল-হারা!
বল্ রে আসিয়ে
কি বলিয়া রাণীরে প্রবোধ দিব,
সে তো জানে না রে তোমা বিনে!
যদি রে নির্দ্দয়,
আমারে না দেখা দেও,
রাণীরে ভুলাও,
দেখে যাও শবাকারে ধরাতলে!
আরে স্বর্ণব্রজ গেলি শূন্য ক'রে,
তবু—
প্রাণ ধ'রে আছি তোরে দেখিবার আশে,
ব্রজে আয় ব্রজের দুলাল।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নন্দ-যশোদা শোক-সাগরে নিমগ্ন ; বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ; কৃষ্ণময় প্রাণে কৃষ্ণ-ধ্যানে দিবা-রজনী যাপন ক'র্‌ছেন। বৃন্দাবন, কৃষ্ণপ্রেম জীবকে তুমিই শেখাবে, তোমার অপার মহিমা! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

নন্দ। কই, কে কোথায়—কৃষ্ণ ব'লে কে ডাকে? আরে রাখাল, গোপাল তো আমার ঘরে নাই।

নারদ। গোপরাজ!

নন্দ। গোপাল আমার গোপের রাজা, আমি ত নই? এ কি—মুনিবর! প্রণাম হই, কতক্ষণ আগমন? গোপাল আমার কোথা? মুনি! তুমি অনেক স্থানে যাও, আমার কৃষ্ণকে কি দেখেছ? দেখ মুনি, কৃষ্ণ বিনা আমার দশা দেখ, যশোদার দশা দেখ! মুনি, কি ব'লে ভোলাব? ও তো নীলমণি বিনা জানে না, সে তো আস্‌বে না, আমায় চূড়া-ধড়া দে ব'লেছিল,—

নারদ। রাজা, ধৈর্য্য ধর, তোমার কৃষ্ণধন তুমি ত্বরায় পাবে।

নন্দ। পাব আমার কৃষ্ণধন? যশোদা, যশোদা! কৃষ্ণধন পাব, মুনি ব'ল্‌ছেন।

নারদ। রাজা, শান্ত হও।

নন্দ। মুনিবর, নীলমণিকে কি পাব না?

নারদ। পাবে, অবশ্যই পাবে।

নন্দ। যশোদাকে কি ব'ল্‌বে না? মুনি, ওর অঞ্চলের ধন যমুনাপারে রেখে এসেছি।

নারদ। অবশ্যই পাবে, কৃষ্ণ কখন' তোমাদের ছাড়া নয়।

নন্দ। মুনি, পাব, কবে পাব? কোলে ক'রে যশোদার কোলে তুলে কবে দেব মুনি? গোপাল আমার পাদুকা মাথায় বইত, সে কৃষ্ণ আমার কোথায়?

নারদ। আহা! যশোমতীর কি দশা!

নন্দ। আহা! ও যে ওর নীলমণি-হারা, কৃষ্ণ রে! একবার দেখে যা।

নারদ। যশোমতি মা! ওঠো মা, ওঠো মা!

যশোদা। কারে মা ব'ল্‌লে?

নারদ। মা, মা!

যশোদা। ওরে, ও রব তো আমার পুরে নাই, নীলমণি, নীলমণি! মা রব বহুদিন শুনিনি।

নন্দ। রাণি! ওঠো, নারদমুনি এসেছেন।

যশোদা। নীলমণি, নীলমণি—কই?

নারদ। যশোমতি মা! আমি নারদ।

যশোদা। আমার নীলমণি কি এসেছে, এখন' কি গোঠের বেলা যায়নি?

নন্দ। মুনিবর, অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। রাণি, দেখ দেবর্ষি নারদ!

যশোদা। মুনি, প্রণাম করি। আমার গোপাল নাই, পুরী শূন্য হ'য়েছে! মুনি, আমার নীলমণিকে ভুলিয়ে রেখেছে, তুমি যদি ভুলিয়ে এনে দাও। মুনি, রাত কি পোহাল? প্রভাত হ'লে নীলমণি আমার ননী পাবে না, তিনবার ননী না দিয়ে গোঠে পাঠাব না; মুনি, আমার নীলমণিকে ভুলিয়ে রেখেছে, এনে দাও,—আমার নীলমণি ঘরে নাই, এতক্ষণ আমায় একশবার মা ব'লে ডাক্‌তো।

নারদ। মা গো—তোমার নীলমণি তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি, ভুলিয়ে রেখেছে, দাও, ওহো! সে বড় মায়াবিনী। মুনি, নীলমণি আমার এখানে নাচ্‌ত, এখান থেকে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আস্‌ত, এখানে ব'সে তার চূড়ো বেঁধে দিতুম, এইখানে ননী খাওয়াতুম; মুনি, ননীর তরে বেঁধেছিলুম, তাই কি গোপাল আমার রাগ ক'রেছে? দেখ মুনি, গোপালকে আমি এইখানে লুকুতুম, গোষ্ঠে যেতে দিতুম না। আজ

আমার গোপাল ঘরে নাই! ঋষি, দেখ, আমার প্রাণ শূন্য, পুরী শূন্য, ব্রজধাম একবার দেখে যাও।

দেখ গোপ-গোপী সবে শবাকার,
বিনা হাহাকার কিছু নাহি আর!
নাচে না নীলমণি—
নাহি সেই নূপুরের ধ্বনি,
গোঠে নাই আনন্দের রোল,
বাজে না মুরলী—
ধবলী শ্যামলি হাম্বারবে নাহি ডাকে,
শূন্যপ্রাণ ধেনু তৃণ না পরশে,
আঁখি ভাসে শূন্যপানে চায়।
শ্রীদাম সুদাম
অবিরাম ভাসে আঁখিজলে;
বাক্‌হীন কাঁদিছে রাখালগণে,
বিষণ্ণবদনে
পরস্পর চাহে মুখপানে,
কভু—
শূন্যপ্রাণে ধায় দূর যমুনার পারে;
সদা হায় হায়, বলে প্রাণ যায়,
কোথা রে কানাই ভাই?
কুঞ্জে নাহি ফুল, নীলমণি নাহি খেলে,
ব্রজ অন্ধকার—
আমার রতনমণি বিনা,—
কোথা, কোথা গোপাল আমার!

নারদ। নন্দরাণি, শান্ত হও, তোমার নীলমণিকে তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি, আমার নীলমণিকে কোথায় দেখে এসেছ? নীলমণি কি ননী খেতে পায়?

নারদ। তিনি ভাল আছেন—দ্বারকায় রাজা হ'য়েছেন।

যশোদা। রাজা না, রাজা না—আমার নীলমণি! আমার দুধের গোপাল নীলমণি, তাকে দেখে এস না।

নারদ। মা, কেঁদো না, তোমার নীলমণিকে এনে দেব।

যশোদা। কই?—দাও, বহুদিন আমি নীলমণিহারা।

নন্দ। মুনি, নীলমণি কবে আস্‌বে?

যশোদা। মুনি, নীলমণিকে আজ কি আন্‌বে?

নারদ। কৃষ্ণ অবশ্যই আস্‌বেন। আমি এক্ষণে আসি, সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত।

যশোদা। মুনি, গোপাল কবে আস্‌বে?

নন্দ। মুনি, গোপালকে পাব তো?

[নন্দ ও নারদের প্রস্থান

যশোদা। (গীত)

আশা-ভৈরবী—একতালা।

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়।
নইলে কোথায় রইল গোপাল,
মা বিনা সে সারা হয়।
কোলে নিতে দেরী হ'লে,
বাহু তুলে ও মা ব'লে,
ভেসে যেত নয়ন-জলে,
দেখিত সে শূন্যময়।
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে,
আসেনি কি অভিমানে,
মা ব'লে সে চাঁদ-বয়ানে,
আর কি জুড়াবে হৃদয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

——ঃ৹ঃ——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণের কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

কৃষ্ণ। দেখেছ নয়নে বৃন্দাবন,—
গোপ-গোপীগণে কি ভাবে আমারে ভাবে।
শোকে শীর্ণকায়,
দিবানিশি সমভাবে যায়,
আমারে ধিয়ায়, নাহি জানে অন্য কথা।
শতবর্ষ ত্যজে ব্রজধাম—
ক'রেছি পয়াণ,
তবু অবিরাম কৃষ্ণনাম বৃন্দাবনে;
শোকে বনপাখী সদা ঝরে আঁখি,
নিজস্বরে সকাতরে ডাকিছে আমায়!
সজল-নয়ন ধেনু-বৎসগণ,
হাম্বারবে ভেদিয়া গগন,
সঘনে আমারে ডাকে,—
তাই বৃন্দাবন স্মরি,
দিবানিশি প্রাণ মম কাঁদে।
উদ্ধব। চিন্তামণি, ব্রজ-হেতু যদি চিন্তা মনে,
কি কারণ ব্রজে নাহি যাও,
কিম্বা ব্রজবাসিগণে
কি কারণে দ্বারকায় নাহি আন?
কৃষ্ণ। কার্য্যসূত্রে—
কর্ম্মক্ষেত্রে আপনি হ'য়েছি বাঁধা,
পূর্ণ হবে শ্রীদামের শাপ,
দূরে যাবে পৃথিবীর তাপ;
হবে পুন ধর্ম্মের স্থাপন,
এই হেতু আগমন মম।
আমি একা,—একা আছে রাই—
দেখা নাই শতবর্ষ
কব কত কি বেদনা প্রাণে!
কিন্তু কি করিব,
নরলীলা করিব পূরণ,
যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গান,
করুণায় পূর্ণ হবে প্রাণ,
ভবমায়া ভেসে যাবে শোকের প্রবাহে।
সহি এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা
জীবের কল্যাণ হেতু।
উদ্ধব। প্রভু, সহ তুমি জীবের কল্যাণে,
কি কারণে সহে নন্দরাণী?
নন্দ কেন শোকে নিমগন?
কেন সহে ব্রজের রাখাল?
আহা!
রাই কমলিনী কি কারণে বিমলিনী?
কৃষ্ণ। ল'য়ে নিজগণ
আসিয়াছি লীলার কারণ,
স্বগণ-বিহনে কার সনে হবে লীলা?
ত্রিসংসারে কার অধিকার,
করে করে বাঁধে মোরে,
নাচায় আমায়,—
ধটী দিয়া আমারে সাজায়,
ক্ষীর-সর আমারে অর্পণ করে,
কেবা সাধ্য ধরে
স্কন্ধে ধ'রে মোরে,
এঁটো ফল তুলে দেয় মুখে?
আমি কার পায়ে ধ'রে সাধি,
কার মুখ না হেরিলে কাঁদি,
যোগী হই কার তরে,
গোলকের স্বগণ-বিহনে?
উদ্ধব। কিন্তু কি কারণ এ বিচ্ছেদ-জ্বালা,
শ্রীদামের অভিশাপ—
সেও তব সঙ্ঘটন, নারায়ণ!
কৃষ্ণ। গোলক-লীলায়,
নাহি ভরে ভক্তের পরাণ,
দেবদেবী-ক্রিয়া,

মানবের হিয়া ধারণা করিতে নারে,
নরলীলা বোঝে নরে,
দেখাই মানবে,
যে মায়ায় বদ্ধ আছ ভবে,
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর ;
নন্দ যশোদার প্রায়—
পুত্রভাবে বাঁধহ আমায়,
কিম্বা রাখালের সম—
সখ্য প্রেম কর দান,
হও যদি সখী, প্রাণ রাখি পদতলে ;
মধুরে মধুরে বাঁধরে আমারে,
মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী ;
ব্রজবাসী শিক্ষা দেয় নরে
কি প্রেমের তরে,
গোধন চরাই ব্রজে ;
পরীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতর,
বিচ্ছেদ-জ্বালায় কাঁদে নিরন্তর,
তবু শুদ্ধ-প্রাণে মনে মনে জানে
আমার আমার ধন।

উদ্ধব। প্রভু, যদি তব স্বগণ-বিহনে,
অন্য জনে না সম্ভবে হেন ভাব,
শিক্ষা তবে কোন্ প্রয়োজন ?

কৃষ্ণ। শিক্ষামাত্র ব্রজের এ ভাব দরশন,
যে শুনিবে মধুময় ব্রজের এ লীলা,
রসাপ্লুত হবে তার প্রাণ,
দ্রব হবে কঠিন পাষাণ হিয়া,
প্রেমে ধৌত বিশুদ্ধ অন্তরে
নিরন্তর এ লীলা হেরিবে,
রসের সাগরে সাঁতার খেলিবে,
সে রসের নাহি শেষ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (গীত)

কানেড়ামিশ্র—চৌতাল।

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র, মাধব মধুসূদন।
দীননাথ দেবকীসুত, দ্রৌপদীভয়বারণ॥
প্রেমপীযুষপূর্ণ মুরতি, জগদীশ্বর যাদবপতি,
করুণাময় কাতরপতি, কেশব কেশীমর্দ্দন॥

জয় গোবিন্দের জয়!

কৃষ্ণ। আসুন, দেবর্ষি, আসুন!

উদ্ধব। দেবর্ষি, প্রণাম।

নারদ। ইস্, আজ শিষ্টাচার বেশী! একবার দ্বারকায় এলেম, ঠাকুর, তোমায় দেখ্‌তে এলেম।

কৃষ্ণ। আমার প্রতি তোমার এমনি কৃপাই বটে।

নারদ। আমি কৃপাময়ের দাস। বলি ঠাকুর, তুমি কেমন ?

কৃষ্ণ। কি কেমন নারদ ?

নারদ। বলি, ব্রজবাসীদের কি একেবারে ভুলে গেছ ?

কৃষ্ণ। চুপ্, চুপ্, ওখানে সত্যভামা আছে।

নারদ। অ্যাঁ, শুন্‌তে পেয়েছেন নাকি ?

উদ্ধব। না ঋষিরাজ, কেউ কোথাও নাই।

কৃষ্ণ। তবে বলুন।

নারদ। তবে কি সত্যি আছেন নাকি ?

কৃষ্ণ। উদ্ধব, বল হে—

উদ্ধব। ঋষিরাজ, না—উনি ছল ক'র্‌ছেন।

নারদ। বটে, এমন ছল, আমি ব্রজের কথা আর কিছু ব'লব না।

কৃষ্ণ। ভাল ঋষিরাজ, কোথা হ'তে আগমন ?

নারদ। সত্যভামা ঠাকুরুণ! এই ব্রজের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আর নারদ মুনি ব্রজের কথা ব'লছেন।

নারদ। কেন ঠাকুর! তোমার এত কিছু খাইনি যে, তুমি অমন ক'রে চেঁচাও; বেড়িয়ে এলুম, একটু বসি, ও সত্যভামা ঠাকুরুণ আগুন হ'য়ে আছেন, সেই তুলট করা অবধি আমার উপর ঝেঁটা-হস্ত আছেন।

কৃষ্ণ। উদ্ধব, ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দাও।

নারদ। অত সম্মান রাখ না ঠাকুর! একটা কথা শোন বলি—এখানে কেউ নাই, একবার বৃন্দাবনে চলুন—তারা সেথা মারা গেল।

কৃষ্ণ। মারা গেল, মারা গেল শুনি, এসে দেখে যাক্ না।

নারদ। ঠাকুর, তোমার এমনি কথাই বটে।

কৃষ্ণ। এখন দ্বারকা ফেলে আমি গয়লার দলে মিশিগে!

উদ্ধব। প্রভু! একি, এইযে ব্রজের জন্য কাঁদ্‌ছিলে?

কৃষ্ণ। তা কি এমনিই কাঁদ্‌ছিলুম যে ব্রজে যাব, মুনি ব'লছেন ব্রজে চল, তাও কি হয়?

নারদ। প্রভু, তোমায় দয়াময় কে বলে? আমার ব্রজধাম দেখে শতধারে চক্ষে জল প'ড়লো, ভাব্‌লেম—একি স্বপ্ন, না সত্য!

সংশয় জন্মিল মনে,
এই কি সে মধুময় বৃন্দাবন,
যথা—
শরৎ বসন্ত সনে কেলি করে চিরদিন,
যথা নলিনী কুমুদী সনে হাসে,
এই কি সে ব্রজপুরী?
শুষ্ক তরু—
হাস্যহীন কভু ফোটে ফুল,
অলিকুল না চায় কুসুমে ফিরি,
আহা! দগ্ধপ্রায়
শূন্যময় জ্ঞান হয় সমুদয়,
ওই দূর গোঠে হাহারবে
কাঁদিছে রাখাল
বনফল ধটীতে বাঁধিয়ে;
গাভীগণ তৃণ নাহি খায়—
উর্দ্ধমুখে চায় দূর যমুনায়,
গাভী-বৎস দুগ্ধ নাহি করে পান;
ক্ষিপ্তপ্রায় দু' বাহু পসারি
ধেয়ে ধেয়ে শ্রীদাম ফিরিছে,—
কেহ ভূমে লোটে, কেহ ধেয়ে যায়,
তরু করে আলিঙ্গন,
হায়!
মানবলীলায় প্রাণ ফেটে যায়!
ডুবিল মেদিনী উথলি করুণা-রসে!
স্বর্গবৃন্দাবন, কণ্টক-কানন—
দগ্ধপ্রায় শ্রীমতীর বিরহ-অনলে—
দূরে নিধুবন,
দাব-দগ্ধ হরিণীর প্রায়
ব্রজাঙ্গনা করে ছুটাছুটি,
কেহ ধূলা-ধূসরিত কায়,
উন্মাদিনী ব্রজের কামিনী
হারায়েছে কৃষ্ণধন,
হ'য়েছে সর্ব্বস্বহারা;
নন্দরাণী নীলমণি-কাঙ্গালিনী—
ধূলায় লোটায় ক্ষীর-ননী ল'য়ে করে;
নন্দ ক্ষিপ্তপ্রায়,
কভু ওঠে, কভু পড়ে, কভু ধায়,
কভু বাহ্যজ্ঞানহীন!—
দগ্ধ বৃন্দাবনে, প্রবেশিতে ভয় হয় মনে,
হেন দশা তোমা বিনা সবাকার।

কৃষ্ণ। নারদ, মনে করি যাব, কিন্তু দ্বারকার মায়া কেমন ক'রে কাটাই?

নারদ। ঠাকুর, তোমার ও কি কথা?

কৃষ্ণ। না মুনি, বৃন্দাবনে যাওয়া হ'তে পারে না, বৃদ্ধ পিতা মাতা—

নারদ। দাঁড়াও, একটা উপায় করি। আচ্ছা ঠাকুর, যেতে হয় যাবে, না যেতে হয় না যাবে, আমি এখন চ'ল্লেম, আমার কাজ আছে।

কৃষ্ণ। ঋষিবর, আতিথ্যস্বীকার করুন।

নারদ। না, এখন ঢের কাজ আছে, আস্‌বার সময় দেখা যাবে।

কৃষ্ণ। এখন কোথায় গমন?

নারদ। ব'ল্‌বো কেন?

[প্রস্থান।

উদ্ধব। হৃষীকেশ, কহ সবিশেষ,
যেই বৃন্দাবন নামে,
শতধারা বহে দুনয়নে,
ব্রজের সে দুঃখের বর্ণনে
কেমনে রহিলে স্থির!—
বহুদিন পরে,
ব্রজের এ সমাচার আনিল নারদ,
কুশল না জিজ্ঞাসিলে কার!

কৃষ্ণ। হে উদ্ধব, ব্রজে একাকার,

সুখ দুঃখ জিজ্ঞাসিব কার,
সবে কৃষ্ণময়—দুখ সুখ লয়,
আত্মময় পরমাত্মা-ধ্যানে,
দিব্যজ্ঞানে যোগের নয়নে,
নাহি কালজ্ঞান র'য়েছে সমান,
শতবর্ষ যামিনী-সমান গত।
নিশা-অবসানে পূর্ব্বমত পাইলে আমায়
বাহ্যিক এ ক্লেশ,
এ প্রেমে কি আছে দুখলেশ,
মিলন-উদয় হ'ল প্রায়।
নারদের রাখিতে সম্মান
করি কঠিনতা ভাণ,
কৌশলে তাহার,
রাধা-সনে দেখা হবে,
গেছে ঋষি পিতার সদন,
যজ্ঞ আয়োজন হবে প্রভাস-তীর্থেতে।
চল, দেখি, মুনি করে কি কৌশল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বসুদেবের গৃহ

বসুদেব আসীন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) ব্রজবাসীদের ব'য়ে গিয়েছে আস্‌বার জন্যে, তোমার চরণের জোর থাকে তো দেখি, কার্য্য সম্পন্ন হয় কি না,—আর ঠাকুর, তুমি কি নিবারণ ক'র্‌তে পার? রাধা আমায় অনুমতি দিয়েছেন।

বসু। মুনি! আসুন, কতক্ষণ আগমন?

নারদ। বলি এলুম, বড় সূর্য্যগ্রহণটা ছিল, বলি কর্ম্ম-কাণ্ডর কথাটা তো বরাবরই শোনেন, কিন্তু কই, তেমন কর্ম্ম তো কিছু ক'র্‌লেন না।

বসু। ঋষি, সে অদৃষ্ট অপেক্ষা করে, চিরদিন পরাধীনে কেটে গেল।

নারদ। পরাধীন তো সে দু'দিন গেছে, এখন তো স্বাধীন। রাম-কৃষ্ণ পুত্র র'য়েছে, একটা ছোট খাট কাজ বলি—ক'রে ফেলুন।

বসু। কি রকম মুনি, কি রকম?

নারদ। এই আগামী গ্রহণের দিন কিছু দান।

বসু। তা আমায় ব'লে দিন, কি রকম যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন ক'র্‌তে হবে?

নারদ। তা ব'ল্‌ছি, বলি—দান-ধ্যানটা এখানে ক'র্‌বেন?—তীর্থস্থানে শতগুণ ফল।

বসু। তা কোন্ তীর্থে যেতে হবে বলুন?

নারদ। ব'ল্‌লেই কি পার্‌বেন?

বসু। তা পার্‌বো মুনি! রথে ক'রে যাব, আর কি!

নারদ। দেখ্‌বেন, তীর্থের নামটা মিছেমিছি না নেওয়া হয়, কি জানেন—নাম শুনে তীর্থ আশ্বাসিত হয়; বলে,—এইখানে দান-ধ্যান ক'র্‌বে।

বসু। না না, শতগুণ ফল, আমি অবশ্যই যাব।

নারদ। যাবেন প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেন, নাম করি—প্রভাস; প্রভাসে গিয়ে দান-ধ্যান ক'র্‌লে যজ্ঞের ফল, আর অধিক আপনাকে কি ব'ল্‌ব।

বসু। যজ্ঞ নয়, কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌বো বল্লেন।

নারদ। ওই হ'ল, প্রভাসে দান-যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌বেন।

বসু। দান-যজ্ঞ, এ কি কথা?

নারদ। কিঞ্চিৎ বিশেষ, কিঞ্চিৎ যজ্ঞের আয়োজন, তীর্থ-মাহাত্ম্যে সহস্রগুণে ফললাভ।

বসু। তা কি নিয়মে যজ্ঞ ক'র্‌তে হবে?

নারদ। তা এমন কিছু নয়, পরে ব'ল্‌ছি,—তবে গ্রহণের দিনই স্থির হ'ল?

বসু। তা আপ্‌নি ব'ল্‌ছেন।—

নারদ। তবে দিন সন্নিকট, নিমন্ত্রণ করি গে?

বসু। নিমন্ত্রণ ক'কে?

নারদ। বলি, ত্রিভুবন তো নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হবে?

বসু। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নারদ। বলি, যজ্ঞের যা প্রথা আছে, তাই ক'র্‌বেন না?

বসু। কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌ব অঙ্গীকার ক'রেছি।

নারদ। কিঞ্চিৎ দান নয় তো কি তোমার দ্বারকাপুরী কেউ নিতে আস্‌বে?

বসু। বলি, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ?

নারদ। তা আবার কাকে বাকী রেখে আস্‌বো বল ?

বসু। মুনি, তুমি কি ব'ল্‌ছ, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

নারদ। বলি, সূর্য্যগ্রহণে প্রভাস-তীর্থে যজ্ঞ ক'র্‌বেন, স্বীকার কর্‌লেন তো ?

বসু। দান-যজ্ঞ।

নারদ। তা না তো আর লাভযজ্ঞ কে করে বল ? আমি চল্লুম, আজ না বেরুলে কি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রে ওঠা যাবে ? তিন দিন মধ্যে আছে।

বসু। বলি, চ'ল্‌লেন কোথা ? আমায় কি আয়োজন ক'র্‌তে হবে ? ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ—এ কি কথা ?

নারদ। আয়োজনের কথা রাম-কৃষ্ণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, সকল লোককে না নিমন্ত্রণ দিলে হবে না ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নিমন্ত্রণ তো ক'র্‌তেই হবে।

বসু। সে কি কথা ? তিন দিনে কি আমি রাজসূয়-যজ্ঞ আয়োজন ক'র্‌বো না কি ?

নারদ। আপনাকে কেন ক'র্‌তে হবে ? রাম-কৃষ্ণ ক'র্‌বেন, এই যে রাম-কৃষ্ণ এই দিকেই আস্‌ছেন ;—ঠাকুর, বসুদেবের প্রভাসে যজ্ঞ ক'র্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, আমি নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে চল্লুম, উদ্যোগ যে রকম হয়, আপনারা করুন্।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

বল। প্রভাসে যজ্ঞ কিরে কানাই ?

কৃষ্ণ। কই, আমি তো কিছুই জানিনে।

নারদ। উনি সঙ্কল্প করেছেন, প্রভাসে সূর্য্যগ্রহণের দিন যজ্ঞ ক'র্‌বেন।

বল। সে কি পিতা, তিন দিন মাত্র সময় আছে।

বসু। বাপু, নারদ ব'ল্লে, কিঞ্চিৎ দান ক'র্‌তে হবে, আমি বল্লুম ভাল ; বল্লে প্রভাসে, আমি বল্লুম ভাল ; বল্লে—যৎকিঞ্চিৎ দান-যজ্ঞ ; এখন বলে—ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিগে।

নারদ। প্রভাসে গিয়ে যজ্ঞ ক'র্‌বে, কোন' রাজা কখনও সাহস করে নাই, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ না ক'র্‌লে হবে কেন ?

কৃষ্ণ। পিতা কি প্রভাসে দান যজ্ঞ ক'র্‌বেন অঙ্গীকার ক'রেছেন ?

বসু। হ্যাঁ বাপু, আমি ব'লেছিলুম।

নারদ। শুনুন না, আমি মিছে কথা ব'লবো কেন ?

কৃষ্ণ। দাদা, তবে আর বিলম্ব না ক'রে উদ্যোগ করুন্, মধ্যে তিন দিবস মাত্র সময় আছে।

বসু। বাপু, তা কেন ? অল্প স্বল্প কেন আয়োজন কর না।

কৃষ্ণ। আপনি প্রভাসে যজ্ঞ ক'র্‌বেন—ত্রিভুবন আশ্বাসিত হবে, তাও কি হয় ?

নারদ। তা সত্য তো, আমি তবে নিমন্ত্রণ করি গে ?

বল। দেবর্ষি, একটু অপেক্ষা করুন, কিরূপ আয়োজন ক'র্‌তে হবে, বলুন ?

নারদ। আয়োজন আর কি, তোমার বাপ যজ্ঞ ক'র্‌বেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজা দেখ্‌বেন।

বল। কৃষ্ণ, কি উপায় হবে ?

কৃষ্ণ। চলুন—উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করি গে। ঋষি-রাজ, একবার রুক্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যেও। পিতা, মাতাকে সংবাদ দিন, তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে।

নারদ। তবে আসি,—

[নারদের প্রস্থান।

বসু। দৈবকীকে আর কি সংবাদ দেব ? ওই আধা-আধি উৎসর্গ ক'র্‌বো এখন, তার জন্য স্বতন্ত্র উদ্যোগ আবশ্যক নেই।

কৃষ্ণ। না, তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে, উদ্যোগ করি গে, আপনি ব'লে পাঠাবেন।

বসু। তাই যাই বাবা !

[বসুদেবের প্রস্থান।

বল। কৃষ্ণ, একি তোর খেলা,
কি ঘটালি নারদে ডাকিয়ে !
তিনদিন আছে ব্যবধান—
আয়োজন পর্ব্বতপ্রমাণ,
অপযশ রাখিবি কি ত্রিভুবন-মাঝে ?

কৃষ্ণ। আমি কিছু নাহি জানি,
এল মুনি বৃন্দাবন হ'তে,
বৃন্দাবনে যেতে
আকিঞ্চন করিল আমায় ;
কহিলাম, এ নহে সম্ভব।

ভাল' ভাল' ব'লে মুনি গেল চলে ;
পরে শুনি এই সংঘটন।

বল। এতদিনে—
বৃন্দাবন পড়েছে কি মনে তোর,
কহ শুনি যজ্ঞ হবে কিরূপে সমাধা,
কেমনে করিবি আয়োজন ?

কৃষ্ণ। দাদা, দিন উপস্থিত,
ত্যজ ভয়,—
অন্নপূর্ণা করিব অর্চ্চনা,
যজ্ঞে আসি জননী বসিবে,
পিতার মনন—
নির্ব্বিঘ্নে হইবে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। যদুবংশের পুরী! ত্রিভুবন বেড়ানও যা, দ্বারকা বেড়ানও তা, ষোল হাজার অন্দর-মহল, ঠাকুর তাই ঠিকানা রাখেন, আর এই তো এই রুক্মিণীদেবীর ঘর, এই তাঁর উপবন, না, না, এ মুখো তো দোর নয় ? এই যা, সার্‌লে, এই যে সত্যভামা ঠাক্‌রুণ।—

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্য। সখি, সখি! ডাক্ তো ঐ পোড়ারমুখো ঋষিকে, ও মুনিঠাকুর!

নারদ। আর যাব কোথা ?—ধরেছে!

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! শোনোই না, বৃন্দাবনে তখন নে যেও।

নারদ। বলি না, না—আমি তো না।

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! আর লজ্জা কেন ?

নারদ। বলি তাই তো, তাই তো, সত্যভামা ঠাক্‌রুণ কতক্ষণ ? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

সত্য। বলি আমায়ও কি ব্রজে নে যাবে নাকি ? রাধিকার দাসী ক'র্‌তে।

নারদ। বলি কি কি ? রাধিকা কে গো ?

সত্য। ঐ যার ঘটক হ'য়ে এসেছ! ঐ বৃন্দাবনের রাধাঠাক্‌রুণ।

নারদ। হাঁ, হাঁ, ঐ গয়লা মাগী, যার জন্য ঠাকুর কাঁদেন ?

সত্য। ঠাকুর কাঁদেন, না তুমি বৃন্দাবনে নে যেতে এসেছ ?

নারদ। হাঁ গা, এ কথা কি তোমার মনে নেয় ? আমি যার তোমার জন্য কত বলি, রুক্মিণীর ঘরে যান ব'লে আমি যার কত দুঃখ করি।—

সত্য। বলি বটে, তাই তুমি আমার শুভ খুঁজতে এসেচ ; তাই বৃন্দাবনের কথা এনেচ ?

নারদ। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি, বৃন্দাবনের কথা বুঝেছি, বাপ্‌কে দেখে বড় যজ্ঞ করাচ্ছেন, প্রভাসে যজ্ঞ হবে, আমায় ব'লেছেন, বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে ; আমি বলেছি, তোমার উদ্ধবকে পাঠাও, আমি সত্যভামা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

সত্য। বটে, বটে—তোমায় কখন্ ব'লেছে বল তো ?

নারদ। কেন, আমি আস্‌তেই ; আমি তার পর বুড়ো বসুদেবের কাছে গেলুম, শুনছি, ভারি যজ্ঞ হবে, বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞ-স্থান নির্ম্মাণ ক'র্‌তে গিয়েছে, শুন্‌ছি, ব্রজবাসীদের জন্যে আলাদা যজ্ঞাগার নির্ম্মাণ হবে, সেই নন্দ যশোদার বাড়ী, সেই রাধাকুঞ্জ, তা বল্‌তে পারি না, বিশ্বকর্ম্মা আমায় ব'লে গেল।

সত্য। বটে বটে, আমি দেখে এসেছি, বিশ্বকর্ম্মা এসেছে বটে।

নারদ। আর উদ্ধব বেরুল যে ?

সত্য। কই, উদ্ধব তো বেরোয় নাই।

নারদ। হুঁ, এতক্ষণ সে ব্রজের কাছাকাছি পৌঁছেচে, উদ্ধবের যাবার কথা হয়েছে কি আজ, ব'সো ঠাক্‌রুণ,— আমি দেখে আসি। (স্বগত) পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

সত্য। শোন না ঠাকুর!

নারদ। আবার কেন, উদ্ধবকে দেখিগে না ?

সত্য। বলি, শুনেছি,—কে চন্দ্রাবলী আছে, সেও আস্‌বে ?

নারদ। আস্‌বে বই কি।

সত্য। তারও কুঞ্জ হবে ?

নারদ। তা হবে বই কি।

সত্য। তবে, তবে আজ চতুরালী বার ক'র্‌বো।

নারদ। আবার কি বিভ্রাট, দেখ, মধুসূদন আপনি উপস্থিত।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কি ঋষিরাজ, তুমি এখনও যাও নি?

নারদ। আমি তো ঠাকুর বলেছি,—আমি নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পারবো না।

কৃষ্ণ। সে কি? তুমি আপনি যজ্ঞের কথা উপস্থিত ক'র্‌লে, নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে তুমি আপনি বেরিয়ে এলে।

সত্য। কোথায় যজ্ঞ হবে গো? শুনছি নাকি প্রভাসে, তা ব্রজবাসীদের ঘর-দোর তৈয়ের হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। ব্রজবাসীদের ঘর-দোর কি? যজ্ঞাগার তৈয়ের হবে।

সত্য। বিশ্বকর্ম্মা গেল না?

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত এক দিনে যজ্ঞাগার কে নির্ম্মাণ ক'র্‌বে?

সত্য। এক দিনে দুটো যজ্ঞাগার?

কৃষ্ণ। দুটো যজ্ঞাগার কি?

সত্য। সে তুমিই জান, উদ্ধবকে পাঠান হ'ল ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে।

কৃষ্ণ। এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দিলে?

সত্য। সকল কথা মিলিয়েও পাচ্ছি, আর সংবাদ কে দেবে? নারদ তোমায় বৃন্দাবন যেতে ব'ল্‌ছিল না?

কৃষ্ণ। মুনি, তুমি আমায় বৃন্দাবন যেতে ব'ল্‌ছিলে না?

নারদ। বলি ঠাকুর, মিছে কথা কেন বল, বল তো? তোমার রাধা আছে, তোমার আছে,—আমার কি মাথা কিনেছ?

কৃষ্ণ। বটে, তুমিই এইখানে এই সব কীর্ত্তি ক'রেছ?

সত্য। তুমি যজ্ঞ ক'র্‌বে আর মুনি কীর্ত্তি ক'র্‌লে?

কৃষ্ণ। ঐ মুনিই তো পিতাকে যজ্ঞের কথা ব'লেছেন।

নারদ। আমার কোনও পুরুষে অমন রোগ নেই, যার ইচ্ছা হয় যজ্ঞ ক'র্‌বে, আমি কেন যজ্ঞ ক'র্‌তে ব'লে লোকের মন্নি কুড়োব?

সত্য। তা যেই বলুক, আমি তো আর যজ্ঞে যাচ্ছিনি, আমি দ্বারকা ছেড়ে যেতে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। সে কি প্রিয়ে, পিতা যজ্ঞ ক'র্‌বেন, তিন লোক যজ্ঞে উপস্থিত হবে, তুমি দ্বারকায় থাক্‌বে, সে কেমন কথা?

সত্য। কেন, তোমার রাধার দাসী হ'তে যাব না কি?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, সে কি? রাধা বৃন্দাবনে; প্রভাসে রাধা কোথা?

সত্য। শুনেছি, তিনি কৃষ্ণপ্রাণা, উদ্ধব রথ নিয়ে গেলেই আস্‌বেন এখন।

কৃষ্ণ। বৃন্দাবনে আমার কি সুবাদ? শত বর্ষ বৃন্দাবন-ছাড়া!

সত্য। তাই সে কালের রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে, ছি! ধিক্! তা একজনের নামে লাগান কেন? বৃন্দাবনে যাবে যাও, নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বে, আন।

নারদ। তবে আমি এখন আসি।

সত্য। মুনি, ভয় কি? বল না, তোমায় কোথা পাঠাতে চাচ্ছিলেন বল না? আর বিশ্বকর্ম্মার ঠেঙে কি শুনেছ, বল তো বল তো—মুখটো কোথা থাকে!

নারদ। ঠাকুর তখন বল্‌ছিলেন বৃন্দাবন যেতে, আমি বল্লুম, পার্‌বো না, হয় নয়—বলুন ঠাকুর?

কৃষ্ণ। সে কি মুনি! তুমিই ব'ল্‌লে ব্রজে চল, বৃন্দাবনে সব হাহাকার ক'র্‌ছে?

নারদ। ঠাক্‌রুণ, বুঝুন, ব্রজের কথা হ'য়েছিল কিনা?

সত্য। আমি সব বুঝেছি, তোমরা দু'জনেই এতে আছ, আমার আর কথায় কাজ নেই, আমি চল্লুম।

কৃষ্ণ। না প্রিয়ে, আমি শপথ কর্‌ছি, ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব না।

সত্য। তোমার আবার শপথ—

কৃষ্ণ। আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পাঠাব না,—নারদ, তুমি বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'র না।

নারদ। হাঁ, আমি বৃন্দাবনমুখো হই,—পাঠাতে হয়, আপনার অক্রূর আছে, উদ্ধব আছে যাবে।

সত্য। তুমি শপথ কচ্চো, ব্রজে নিমন্ত্রণে যাবে না?

কৃষ্ণ। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, ব্রজবাসীদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো না। এস, আজ রাত্রে বিশেষ কার্য্য আছে, রুক্মিণীর সহিত অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা কর, আমি কৈলাসে যাব, অন্নপূর্ণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, চল—পূজাগৃহে যাই। মুনি, তোমায় রুক্মিণী ডেকেছেন।

নারদ। ঠাকুর! এগুন, আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। আজ তোমায় নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে যেতে হবে, জান?

নারদ। তা জানি, আপনি এগুন না।

[শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রস্থান।

নারদ। ভোজরাজার কন্যা কি না, এখনই ভোজবাজী দেখিয়ে দিয়েছিলো বা, বড় তো কৌশল ক'রে গেলুম, ব্রজে নিমন্ত্রণ দেবো না? বলি, এই ঠাকুরকে বেদে দয়াময় বলে, বৃন্দাবনে মানুষ হ'লো, বলে 'নিমন্ত্রণ করো না! তোমার যা কর্ত্তব্য ক'র্‌লে, এখন রাইরাজার নামে আমার যা কর্ত্তব্য তা ক'র্‌বো; ওদিকে যেমন সত্যভামা রুক্মিণী, এদিকে তেম্‌নি নারদ মুনি! কোঁদল বাধ্‌বে বই তো না; র'স র'স, যদি রাইকে অনাদর করে? ফলথেকো বুঝি কি না?—রাইকে অনাদর ক'র্‌বে? যাই, পিতাকে সংবাদ দিয়ে যাই, ব্রজে যাব না, ব্রজের জন্যই যজ্ঞ, ব্রজে যাব না!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পর্ব্বত

মহাদেব ও অন্নপূর্ণা।

মহা। অন্নপূর্ণা, শোন—
শতবর্ষ পূর্ণ হ'লো এতদিনে,
রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলন
যাব দোঁহে করিতে দর্শন—
দিতে নিমন্ত্রণ
হৃষীকেষ আপনি আসিবে,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।

অন্ন। কহ ত্রিলোচন,
রাধাকৃষ্ণ ভেদ কি কারণ?
শুনে হয় খেদ, কেন এ বিচ্ছেদ,
নরলীলা, মর্ম্ম কিবা তার?

মহা। শুন বিবরণ,
গোলকে পুলকে,
একদিন গোলোকবিহারী
রাধা-সনে করেন বিহার,
দৈবযোগে শ্রীদাম আইল,
কৃষ্ণ-দরশন-আশে;
সখ্যপ্রেমে—
'কৃষ্ণ' বলি ডাকিল শ্রীদাম,
চঞ্চল শ্রীনাথ শুনি,
ত্যজি কমলিনী
আসিলেন শ্রীদামের পাশে,
বিহারে ব্যাঘাত, ক্রোধে অকস্মাৎ
শ্রীদামেরে অভিশাপ দেন রাই,—
"শতবর্ষ হও কৃষ্ণহারা।"
শাপ শুনি শ্রীদাম রুষিল,
রাধারে কহিল,—
"বিনা দোষে দিলে মনস্তাপ,
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে একা না দহিব,
শতবর্ষ কৃষ্ণ বিনা তুমিও কাঁদিবে।"
সেই হেতু এ বিচ্ছেদ,
শাপান্তে শ্রীহরি,
যজ্ঞ করি মিলিবেন রাধা-সনে।
যজ্ঞদিন এবে উপস্থিত,
বন্দিবারে তোমায় আমায়
আসিছেন যদুরায়।
শুন,—

বেতাল ভৈরবে পূজিছে কেশবে,
হরিধ্বনি করিছে ভৈরবী—
মত্ত মম প্রাণ হরিগুণগান শুনি,
হরি বোল হরি বোল ভোলা!

(বেতাল, ভৈরব-ভৈরবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত ।

আলাহিয়া—একতালা ।

পুরুষ । দর্পহারী দানবারি জয় জয় গিরিধারী ।
স্ত্রী ।— মুরলীবদন মদনমোহন, গোপনারী-মনোহারী ॥
সকলে । হরি হে, হরি হে !
পুরুষ ।— জয় গোপাল নন্দলাল গোচারণ রঙ্গ,
স্ত্রী ।— দুটি আঁখি বাঁকা, হেলা শিখি-পাখা,
কুলশীল-মান ভঙ্গ ;
পুরুষ ।— যমলার্জ্জুনভঞ্জন,
স্ত্রী ।— রাধা-হৃদি-রঞ্জন,
পুরুষ ।— কেশীসূদন কংসধ্বংসকারী ।
স্ত্রী ।— চিত্তচোর রসবিভোর রাধাকুঞ্জদ্বারী ॥
সকলে ।— হরি হে, হরি হে !

কৃষ্ণ । ওহে পশুপতি,
ধর দেব, ভক্তের মিনতি,—
যেতে হবে প্রভাস-তীর্থেতে ;
ও মা অন্নপূর্ণা,
যজ্ঞ পূর্ণ হয় যেন যজ্ঞেশ্বরি !
কৃপাময়ি, তনয়েরে হেরি,
ল'য়ে দিগম্বরে,
প্রভাসে হ'ও মা অধিষ্ঠান !—
ত্রিলোচন—রেখো রেখো ভক্তের বচন ।

মহা । কেন এত মিনতি তোমার হরি,
যেদিন কহিবে—
যেপী যাবে তবালয়ে ।
জান আমি—
পঞ্চমুখ ভরি দিবস-শর্ব্বরী
করি, হরি, তব গুণগান !
তব যজ্ঞে হব অধিষ্ঠান,
এ হেন সম্মান, কবে আর হবে মম ?

অন্ন । আমি তোর জননী, কেশব,
তোর যজ্ঞে আমি অধীশ্বরী,
ভাণ্ডারে বসিব, অন্ন দিব ত্রিভুবনে,
সুখে কর যজ্ঞ সমাধান,—
এই হেতু এত কেন স্তুতি !

কৃষ্ণ । মাতা, সন্তানের স্নেহ তুমি জান,
ভগবতি, হৈমবতি,—
রেখ দাসে রাঙ্গা পায় ।

মহা । হরি, হরি, বহুদিন পরে—
এস এস আলিঙ্গন করি ।

কৃষ্ণ । দেবদেব, আমি দাস তব ।

(পরস্পর আলিঙ্গন)

মহা । অন্নপূর্ণে, পূর্ণ মম প্রাণ !—
হরিনামধ্বনি তোল গগন ভেদিয়ে,
মত্ত হ'য়ে কর সবে নাম গান ।

(বেতাল ও ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত)

লুমখাম্বাজ—একতালা ।

পুরুষ ।— পরমাত্মন, পীতবসন, নবঘন-শ্যামকায় ।
স্ত্রী ।— কালা ব্রজের রাখাল, ধরে রাধার পায় ॥
সকলে ।— হরিনাম বল বদনে !
পুরুষ ।— বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল, নম নম পদপঙ্কজে,
স্ত্রী ।— মরি মরি বাঁকা নয়ন, গোপীর মন মজে ;
পুরুষ ।— পাণ্ডব-সখা সারথি রথে,
স্ত্রী ।— বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে ;
পুরুষ ।— যজ্ঞেশ্বর ভীত-ভয় হর যাদব রায় ।
স্ত্রী ।— প্রেমে রাধা বলে—বদন ভেসে যায় ॥
সকলে ।— হরিনাম বল বদনে !

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পৌর্ণমাসীর মন্দির সম্মুখ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। এখন কি করি? এখন কৌশল তো সব তল হ'লো। বীণা, আর কৌশলের দর্প ক'র্‌বি? না, না, এই কাণ মল্, চক্রীর কাছে চক্র? বলি বীণা, তোর লজ্জা হ'চ্চে না? আবার ব্রহ্মমুখো হ'য়েছিস্? কি কৃষ্ণই এনে দিলি? মাথা খেয়ে নিমন্ত্রণটা বারণ? আমি তো নিমন্ত্রণ করি, না বীণা! বোঝ না, আর কৌশল করো না, সে সব পারে, এই ব্রজের পথে সত্যভামাকে আন্‌তে পারে। দেখ না, কোথা যাব রুক্মিণীর মন্দির, না নারদমুনির সত্যভামার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ,—এক্ষণে তো পৌর্ণমাসীর মন্দিরে প্রবেশ। বীণা, ঠিক হ'য়েছে, এই পৌর্ণমাসী দেবী যা ব'ল্‌বেন; বীণা! খুব কেঁদে মাকে জানাবি, বল্‌বি,—"মা! যা হয় কর; এ বুড়ো বসুদেবকে যজ্ঞে নামিয়ে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত।"

(স্তব)

কিঙ্করের বাণী, শুন মা শিবানি,
হররাণি হও সদয়া।
ঠেকে গেছি দায়, কর মা উপায়,
শরণ ও পায় অভয়া॥
চরণ-নলিনী, দে গো মা জননি,
লজ্জা-নিবারিণি বরদে।
ঠেকেছি দুস্তার, কর মা নিস্তার,
কর তারা পার বিপদে॥
ব্রজে নিমন্ত্রণ, হ'লো নিবারণ,
করি মা কেমন বল না?
কৃষ্ণ দিব কালি, বলে গেছি কালি,
বনমালী করে ছলনা॥
বড় ছিল মন, যুগল-মিলন,
করি দরশন নাচিব।
পূরাও মা সাধ, রাধা কালাচাঁদ,
মিলনের ফাঁদ পাতিব॥

(দৈববাণী) কে তুমি?—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

নারদ। "কে তুমি?"—অমন দৈববাণী, আমি নারদ মুনি, শুনিনি।

হেথা মাতা ভাণ্ডাবে আমায়?
প্রস্তর-মূরতি বলি—
পাষাণের মেয়ে পাষাণ দেখায়ে
ছলনা আমার সনে!
কথা কও অভয়া প্রস্তরময়ী,
নহে তুমি বুঝিব কেমন
কৈলাস পুরীতে গিয়ে!
দৈববাণী শুনি
ভাগ্য মানে অন্য জনে,
আমি দরশন মাগি।
কথা কও বা না কও,
সমাচার লও,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।
শুনেছ পাষাণ কাণে—
আসিবেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে,
সমাচার দিও হে ব্রজবাসিগণে।
কি বলিব "নিমন্ত্রণ"—
নিমন্ত্রণ হয় নয় জান কাত্যায়নি,
এখন' পাষাণ ভাণ!
চলিলাম কৈলাস-আলয়ে।

পৌর্ণ। বৎস! যাও, তব বাসনা পূরিবে,
রাধাকৃষ্ণ-মিলন হেরিবে,
আমিও যাইব মম ব্রজবাসী ল'য়ে।
সন্দেহ তোমার না জানি কেমন,
গেছ শ্রীমতীর অনুমতি ল'য়ে,
স্থির কর হিয়া—
রাধিকার আশীর্ব্বাদ বিফল কি হয়?
কীর্ত্তি তোর রহিল অটল।

নারদ। আর কীর্ত্তিতে কাজ নেই মা, আমি বুঝেছি,

তোমাদের কীর্ত্তি তোমরা কর, আমি হরিগুণ গেয়ে বেড়াই গে মা—চল্লুম ; ব্রজবাসীকে মুখ দেখাতে পারবো না, কাল কৃষ্ণ এনে দিই ব'লে গেছি। বীণা, মা ব'লেছেন, আর ভয় কি? না, না, আর সন্দেহ করিস্‌নে? প্রভাসে কে এল না এল, চল দেখি গে।

[নারদের প্রস্থান।

(বিদেশিনী-বেশে পৌর্ণমাসীর বাহির হওন)

বিদে। যাই আমি বিদেশিনী-বেশে
ব্রজে দিতে সমাচার,
শক্তিহীন ব্রজবাসী।
শত বর্ষ উপবাসী সবে,
শক্তি দিব প্রভাসে যাইতে।
মম বাক্য বিনা অভিমানে,
শ্রীমতী না প্রভাসে যাইবে।
ছদ্মবেশে যাই,
বিনা রাই কেহ না জানিবে।

(ফুলের সাজি হস্তে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। হাঁ বাছা, তুমি কে গা?

বিদে। ও গো, আমরা গো আমরা পাহাড়ী।

জটিলা। পাহাড়ী হও আর যে হও বাছা, মন্দিরের সাম্‌নে থেক না বাছা, এখানে পূজো-আচ্ছা হয় বাছা!

বিদে। কেন বাছা, মন্দির তো তোমার নয়, ঠাকুরও তোমার নয়। যার খুশী সে পূজা ক'র্‌বে।

জটিলা। এ ব্রজের মন্দির বাছা, এ বাছা, যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা।

কুটিলা। যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা।

বিদে। কেন গা বাছা, যে সে পূজা ক'র্‌তে পায় না বাছা?

জটিলা। ভেংচোচ্ছ বাছা? নাক ঘ'ষে দেব, ভাল চাও তো স'রে যাও বাছা!

কুটিলা। ভাল চাও তো স'রে যাও বাছা!

বিদে। কেন গা বাছা? দুটো ফুল দাও না বাছা।

জটিলা। হাঁ লো কুটিলে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শুন্‌ছিস্? মাগীর নাকে ঝামা ঘ'ষে দিলি নে?

বিদে। দে না বাছা দুটো ফুল, আমি সাজি; পাথরের পায় দিবি বই তো না, আমি বড় সাজ্‌তে ভালবাসি, দে

জটিলা। ও লো কুটিলে, ধর্‌তো লো এই ফুলের সাজি।

কুটিলা। দে ত লো, ওমা দেখ্ দেখ্, মাগী ফুল তুলে নে প'র্‌লে, ও দাদা, দাদা!

জটিলা। ও রে—আয়ান রে, পেত্নী রে!

কুটিলা। দাদা গো! ফুল প'রেছে গো।

জটিলা। ওরে আয়ান রে! রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী রে, শাঁখচুন্নী রে!

কুটিলা। দাদা গো! মাথা ভরা সিন্দুর গো! নাচেগো!

জটিলা। ওরে আয়ান রে! মাল্লে রে!

কুটিলা। দাদা! গেলুম গো!

বিদে। বাছা, তোমাদের শুভ-সংবাদ দিই, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন।

জটিলা। ও মা, কি বলে গো!—নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

কুটিলা। নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

বিদে। তিনি আসবেন না,—তোমরা যাবে, শ্রীরাধা যাবেন।

জটিলা। ওলো, তাই লো তাই, তাই অত সজ্জা-গজ্জা, কোথায় যাবে বাছা?

বিদে। প্রভাসে।

জটিলা। ওলো—তাই লো তাই, তাই এত ফুল তুলে-ছিলো, দেখি গে চ লো, দেখি গে।

[জটিলা ও কুটিলার প্রস্থান।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কোথায় নারদ,
আর কি সে নিঠুর আসিবে এ বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ আনে নারদের হেন শক্তি কিবা?
আমি মথুরায় আপনি গিয়েছি,
ব'লেছি রাধার দশা;
সেধেছি—কেঁদেছি—
পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রেছি কত।
তবু সে ত এল' না,
হায়!—
উৎসাহে সাজায়ে কৃষ্ণ আছেন শ্রীরাধা,

না এলে মাধব,
শবসম পড়িবে ভূতলে—
পুন এ নৈরাশে—
রাধার কি রবে প্রাণ ?

বিদে। অন্বেষণ কর মা গো কার,
শুন শুভ সমাচার,
শ্যামধন ব্রজের রতন
পাবে পুন ব্রজবাসী।
ধরহ বচন,
প্রভাসে গমন করহ সত্বর সবে,
কালাচাঁদ প্রভাসে উদয় হবে।
শুন সুবদনি, বিলম্ব না কর,
বার্ত্তা দেহ রাধারে ত্বরিতে।
নন্দ উপানন্দ আদি গোপ-বৃন্দে
সবে কথা করিও জ্ঞাপন—
যশোদারে ব'লো গোপাল আইল—
চল যাবে দেখিবারে;
নীলমণি নবনী চেয়েছে।

বৃন্দা। কে মা তুমি সুভাষিণী ?
অভিমানী রাধা বিনোদিনী,
সে কি বরাননি, প্রভাসে কখন যাবে ?
গেলে পরে সে কি, মা, চিনিবে ?
হবে দায় রাধায় লইলে তথা,
শোকে নন্দরাণী নাহি সরে বাণী,
সে কেমনে প্রভাসে যাইবে ?
শুন সুবদনি, তারে আমি জানি,
সে বড় কঠিন শঠ,
মথুরায় গিয়া,
ফাটে হিয়া স্মরিলে সে কথা,
যে ব্যথা পেয়েছি, সুকেশিনি,
কব কি তোমারে !

বিদে। রাধা-কৃষ্ণ-সম্মিলন হইবে প্রভাসে,
সংশয় না ভাব, বৃন্দে, যাও নিজ বাসে।

(বিদেশিনীর অন্তর্দ্ধান)

বৃন্দা। শুন শুন, বুঝিতে নারিনু
তব কথার আভাস।
একি ! কোথা গেল সে রমণী !
কাত্যায়নী ক্ষম মা জননি,
চিনিতে নারিনু তোমা।
আমি মূঢ়মতি কিঙ্করী তোমার,
তব—
আজ্ঞামত শ্রীরাধায় দিব সমাচার।
ভাল মন্দ ভার তবোপরে,
যাই মা সত্বরে,
তব বরে হেরিব মা যুগল মিলন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা, ললিতা ও সখিগণের প্রবেশ)

রাধিকা।— (গীত)

কানেড়া—কাওয়ালী।

কেমনে বল স্বজনি, আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি ব'লে সে গিয়েছে, আশায় আছে এ জীবন॥
আমা বিনা সে কি জানে, ভুলেছে সে, প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণধন।
সে যদি সই, নয় গো আমার, কে আর বল আছে রাধার ?
এমন কি হয় সে আমার নয়, সঁপেছি তায় প্রাণ-মন॥

সখি, আসিবে সে মনোচোর,
প্রত্যয় করলো কথা,
মনোব্যথা জানে সে আমার,
সে তো নয় নিদয় স্বজনি !
পায়ে ধ'রে সেধেছিল—
আমি সই ম'জে ছার মানে
কুঞ্জ হ'তে বিদায় দিয়েছি তারে,
বুঝি, যমুনার ধারে,
ফিরে বঁধু কেঁদে কেঁদে,
যাও সখি, ডেকে আন তারে।
বুঝি, কুঞ্জদ্বারে আছে সে দাঁড়ায়ে,
আমা ছেড়ে রহিতে না পারে !

যদি কভু বিরস হেরিত
শ্যাম আমার,
কাঁদিয়ে ভাসাত পীতধটী,
মনোদুখে সে কত কাঁদিছে সই !
ভাবি দিবা-নিশি মম কালশশী,—
আমা বিনা যতন কে জানে ?
সখি, শুন বুঝি বাজে লো বাঁশরী !

ললিতা। শুন কমলিনি !
বৃথা আশা ক'র না স্বজনি,
আশায় নিরাশ কেন হবি ?
কেন লো মজিবি—
কৃষ্ণ তোর আর কি আসিবে ব্রজে ?

রাধিকা। সখি, আশা ছেড়ে কেমনে রহিব,
আশায় রেখেছি প্রাণ,
দুরূহ বিরহ সাধে কি গো সই !
কৃষ্ণে পাব জানি মনে মনে,
তাই প্রাণ বেঁধে রাখি প্রাণে !
নয়ন মুদিলে কে আমারে বলে,
'পাবে কৃষ্ণধনে ভেব না বিষাদ, রাই !'
তাই নারদের বাণী,
স্বজনি, প্রত্যয় করি।
বড় সাধে আছি সই, সাজায়ে বাসর,
আসিবে নাগর ; দেখ বুঝি এল, এল—

(বৃন্দার প্রবেশ)

কই, কৃষ্ণ কই ? বল বৃন্দে, বল মোরে।

(গীত)

পাহাড়ী খাম্বাজ - মধ্যমান।

মরি লো প্রাণসই, জানিনে কৃষ্ণ বই,
যা গো যা, প্রাণধনে আন না।
সই লো সই, কালা বিনে, বাঁচিনে, বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখি, জান না।
আমার সে কালাচাঁদ, দেখবো বড় সাধ,
ম'লে সই, আর তো দেখা হবে না ॥
যা লো যা ত্বরা করি, আন লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না ॥

বৃন্দা। শুন কমলিনি,
প্রভাসে এসেছে শ্যামচাঁদ।
চল রাই, প্রভাসেতে যাই,
দেখা যদি পাই তার।

রাধিকা। সখি, আশা বাসা ফুরাইল এতদিনে,
বৃন্দাবনে দাঁড়াইব বামে !
মনে মনে ছিল সাধ,
সাধে বাদ সাধিলেন কালাচাঁদ।
আছে মনে কালশশী বারেক হেরিব,
সাধ করে প্রভাসে যাইব,
প্রাণ দিব চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে।
না জানি স্বজনি, আমি অভাগিনী,
বিধি যদি তাহে সাধে বাদ,—
কুলবধূ কেমনে যাইব,
আয়ানের আজ্ঞা বিনা ?

বৃন্দা। কৃষ্ণবিলাসিনী,
আয়ান-ঘরণী হ'লে তুমি কত দিন ?
যার তরে
কলঙ্কের পসরা ধ'রেছ শিরে,
যার তরে শতবর্ষ ভাস আঁখিনীরে,
যাবে সখি, হেরিতে তাহারে,—
আয়ান কি বাধা তায় ?
ছিলে কৃষ্ণময়,
কত দিন আয়ানেরে হ'য়েছ সদয় ?
শুনিতে বাসনা হয়, রাই !

রাধিকা। শুন সই,
এতদিনে পূর্ব্ববিবরণ হ'তেছে স্মরণ,
আয়ান পরম ভক্ত মম ;
কত জন্ম করি তপ জপ—
আমারে এনেছে ঘরে ;
পরকীয়া-আস্বাদের তরে,
এ রঙ্গ করিল হরি।
যাব সখি, ব্রজে আর না ফিরিব,
আয়ানেরে ব'লে যাব তাই,
সখিগণ, হও ত্বরান্বিত,

চল সবে যাইব প্রভাসে,—
কৃষ্ণ-আশে আছে প্রাণ।

(বিশাখা ও সখিগণের গীত)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

চল লো বেলা গেল লো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে।
দু'কথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে॥
ব'লবো কি পড়ে মনে, ননী-চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল, এম্‌নি কি গুণ কৃষ্ণ নামে॥
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই, প্রাণের জ্বালা,
মোহন-ছাঁদে রূপের ফাঁদে, কাঁদবে প'ড়ে রতি-কামে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দালয়

(নন্দ ও যশোদার প্রবেশ)

নন্দ। শুন রাণি, শুনি লোকমুখে—
নীলমণি এসেছে প্রভাসে,
শুনি, বিদেশিনী দেছে সমাচার;
ব্রজবাসী যেতে চায় কৃষ্ণ-দরশনে।
যশোদা। বল' ব্রজবাসিগণে,
কৃষ্ণধনে নারদ আনিবে ব্রজে,
তাই করে নবনী লইয়ে
আছি দাঁড়াইয়ে,
এলে নীলমণি সবারে দেখাবে ডেকে।
নন্দ। রাণি, মুনির বচনে
বৃথা কেন কর আশা?
বৃন্দাবনে নীলমণি যদ্যপি আসিবে,
যজ্ঞ তবে কি হেতু প্রভাসে?
কৃষ্ণ আর তোমার তো নয়
বসুদেব দৈবকীর,—
ভাবি তাই, কি বলিব ব্রজবাসিগণে!
যশোদা। চল তবে প্রভাসেতে যাই,
মায়াবিনী সে দেবকী,
ভুলায়ে' রেখেছে গোপালেরে;
দেখিলে আমায়,
মা ব'লে আসিবে ধেয়ে,
ননী দিয়ে,
কোলে ল'য়ে পলায়ে আসিব।
নন্দ। যশোমতি! তুমি বুদ্ধিমতী,
হেন কথা নাহি বল,
কোথা যাবে,
গোপাল কি চিনিবে তোমায়?
মনে হ'লে বিদরে হৃদয়,
মথুরায় কত কথা কহিল নিদয়!
কেঁদে সারা ব্রজের বালক,
তবু সে তো না আইল ফিরে;
গিয়ে প্রভাসের তীরে
পুনঃ কেন হব অপমান?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ও মা নন্দরাণি! শুন মা কাহিনী,
নীলমণি প্রভাসে এসেছে,
তাই ব্রজবাসী হইয়ে উল্লাসী
হেরিবে মাধব—করিতেছে কলরব!
চল নন্দরাণি,
কোলে পাবে নীলকান্ত-মণি,
দুঃখের রজনী অবসান।
নন্দ। বৃন্দে, নিমন্ত্রণ নাই—যেতে ভয় পাই,
কি জানি কি বলিবে গোপাল?
হবে গো জঞ্জাল রাণীরে লইয়ে তথা;
আমারে সে যে কথা ব'লেছে,
বলে যদি যশোদার কাছে,
প্রাণে বাঁচে রাণী—
হেন বুঝি নাহি অনুমানি।
বৃন্দা। কৃপাময়ী কাত্যায়নী
বিদেশিনী বেশে,
দাসীরে দেছেন সমাচার,
আজ্ঞা তাঁর—
প্রভাসেতে হ'তে আগুসার;

মিথ্যা নহে বাণী শুন নন্দরাণি,
ক্ষীর-ননী ল'য়ে, চল গো চল গো ত্বরা !
যশোদা। চল, শীঘ্র চল যাই প্রভাসেতে,
নীলমণি বিনা গো পথের কাঙ্গালিনী,
মান অপমান কিবা,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন ?
বৃন্দা। আত্মজনে পাঠায় সংবাদ,
নিমন্ত্রণ নাহি করে।
নন্দ। হও প্রস্তুত সকলে,
মিছা আর বিলম্বে কি ফল ?

(যশোদার গীত)
সুরট-মিশ্র — একতালা

কোথায় গোপাল, আছি পথ চেয়ে।
কোথা রে নীলমণি, আমায় মা ব'লে আয় ধেয়ে ধেয়ে!
পাগলিনী তোর জননী, তোমা বিনা রতনমণি,
এস গোপাল! খাও রে ননী, কোলে ওঠো অঙ্গল বেয়ে।
বেঁধেছিলাম করে করে, আছ কি তাই রোষ ভরে ?
ঘর-আলো ধন এস ঘরে, মা ব'লেছ কারে পেয়ে ?

চল তবে,
গোপাল আমার, গোপাল আমার !
নন্দ। দেখি ধায় পাগলিনী প্রায়,
নাহি জানি প্রভাসে কি হবে ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আয়ানের বাটী

(আয়ান ও রাধিকার প্রবেশ)

আয়ান। তবে যে কুটিলে ব'লছিল, তুমি প্রভাসে যাবে ?

রাধিকা। আমি তোমার কাছে বাঁধা, কোথায় যাব ?

আয়ান। দেখ, পালিয়ে যাও তো দেখ্‌তে পাবে।

রাধিকা। ভক্তি-ডোরে বেঁধেছ আমায়,
কোথা যাব সে ডুরী ছেদিয়ে ?
দিব্য চক্ষু করিনু প্রদান,
হের বিদ্যমান
আদ্যাশক্তি আমি সনাতনী,
বিশ্বময়ী বিষ্ণু-প্রসবিনী,
আছি কৃষ্ণহারা, আমারে বিদায় দেহ।
যুগ যুগান্তর, করিয়া কঠোর
আমারে কিনেছ তুমি,
তাই যেতে নারি, তাই হরি পরিহরি,
বাঁধা আছি তোমার আবাসে ;
ভ্রমে আছ ভুলে মোরে না চিনিলে,
রমণী না ভাব আর।
আয়ান। অবোধ অজ্ঞানে—
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি,
কি হেরি কি হেরি ব্রহ্মময়ী রাধা,
বাঁধা আছ আমার দুয়ারে !
অপাঙ্গে নেহার — কিঙ্করে নিস্তার
পরমা প্রকৃতি সতি !
ভবভয়হরা, তুমি সারাৎসারা,
বিরাজিত সূক্ষ্মস্থূলরূপে।
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড তোমার,
ইচ্ছায় সংসার—ইচ্ছায় পালন লয়,
স্তুতি নাহি জানি, ওগো বাগ্‌বাণি !
দেহ বাণী করি গো বর্ণনা ;
পুরাইতে ভক্তের বাসনা,
সেজে গোপাঙ্গনা
বিরাজ গোপিনী-মাঝে ;
তুমি কালী কপালমালিনী,
অসুরমর্দ্দিনী,—
তুমি সীতা রাবণ-নিধনে,
অলৌকিক লীলা বৃন্দাবনে—
মূঢ় আমি, কি বুঝিব !
যাও দেবি ! যথা অভিলাষ,
দাস বলি রেখ' মনে।

(বৃন্দা ও সখিগণের প্রবেশ)

বৃন্দা। পরমাপ্রকৃতি রাধা নেহার নয়নে,

রাজীব-অঞ্জলি দেহ রাজীব-চরণে।

আয়ান। ব্রহ্মময়ি, আমার কুসুমাঞ্জলি নাও।

সকলে।— (গীত)

পঞ্চম বাহার—একতালা।

নীলাম্বরে স্থিরদামিনী, ব্রজবিলাসিনী রাই।
পদ্মভ্রমে পদতলে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাই॥
আমরা যত ব্রজবাসী, রাধা নাম ভালবাসি,
মুখে বলি রাধা রাধা, রাধা গুণ গাই॥

বৃন্দা। শ্রীমতি, আর বিলম্ব কেন? তোমার শ্যামচাঁদ-দরশনে চল, যুগলমিলন দেখে আমরা পরাণ জুড়াব।

আয়ান। কিঙ্করকে কি মনে থাক্‌বে?

রাধিকা। তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার হৃদয়ে আমি চিরদিন বিহার ক'র্‌বো।

সকলে।— (গীত)

ভেটিয়ার-মিশ্র—তেয়রা।

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণবঁধুয়া আশে।
প্রভাসে যায় বিরসে, আঁখি দুটি ভাসে॥
চলে রাই কমলিনী, সিন্ধু-মুখে তরঙ্গিণী,
কৃষ্ণপ্রমোদিনী রাধা, কৃষ্ণ ভালবাসে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(বলরাম ও নারদের প্রবেশ)

বল। সত্য বল নারদ আমায়
জীবিত কি ব্রজবাসিগণ?
কিম্বা সুখবৃন্দাবন,
প্রাণীশূন্য গহন-কানন
শ্বাপদ সঙ্কুল ভয়ঙ্কর;
বুঝি নন্দরাণী
বিনা তাঁর অঞ্চলের মণি,
ঝাঁপ দেছে যমুনা-সলিলে?
নন্দ উপানন্দ হারায়ে গোবিন্দ
অনলে ত্যজেছে দেহ;
কানুহারা রাখাল সকলে,
বুঝি অনশনে অকালে ত্যজেছে প্রাণ।
বুঝি বিরহ-বিকারে সুখের বাসরে
কৃষ্ণনাম ক'রে শুকায়েছে কমলিনী;
হতাশ-হুতাশে ব্রজবাসী
বেঁচে বুঝি নাহি আর।

নারদ। মৃতপ্রায়,—
মরে নাই ব্রজবাসিগণ।

বল। মৃতপ্রায়!
বুঝি তাই আসে নাই নিমন্ত্রণে!
ছি ছি তপোধন,
এ সংবাদ অগ্রে পাই নাই,
কিম্বা তুমি ব'লেছ কৃষ্ণেরে
প্রেরণ ক'রেছ রথ আনিতে সকলে?

নারদ। রথ কোথা করিবে প্রেরণ?

বল। কেন, ব্রজে যায় নাই রথ?

নারদ। হেতু কিবা তার ?
বল। শোকে শীর্ণ ব্রজবাসিগণ
আসিতে অশক্ত সবে,
রথ বিনা কেমনে আসিবে ?
নারদ। কে পাঠাবে রথ ?
বল। কৃষ্ণ ?
নারদ। হরি ! হরি !
নিমন্ত্রণ ব্রজে দিতে মানা।
বল। নিমন্ত্রণ মানা ব্রজে,
ব্যঙ্গ কর তপোধন !
নারদ। জান না কি কনিষ্ঠের রীতি ?
ব্রজে যেতে বিশেষ নিষেধ মোরে,
নিঠুর নির্দ্দয় এমন কি হয়
নন্দালয়ে নিমন্ত্রণ মানা ;
আঁখিজলে ভাসি ব্রজ হ'তে আসি,
আহা ! কি দশায় আছে সবে,
নিরানন্দ মধু-বৃন্দাবন—
পশুপক্ষী করিছে রোদন,
ফলে ফুলে নাহি সাজে তরু-লতা,
কুহকে আচ্ছন্ন,
প্রাণশূন্য গোপ-গোপী যেন,
বিরহ-অনলে
দহিছে কোমল ব্রজাঙ্গনা,
যশোদার দশা কিবা কব,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
নিশ্বাস সঘন,
কভু রাণী গোঠে ধেয়ে যায় রড়ে,
কভু যমুনায় উর্দ্ধশ্বাসে ধায় ;
ধূলায় লুটায় কভু,
কভু আছে শ্বাস না হয় বিশ্বাস
পড়ে রাণী মৃতপ্রায় !
নন্দ ক্ষিপ্ত সম
শূন্যদৃষ্টি শূন্যপানে চায়,
শোকে ক্ষণ অচেতন, ক্ষণ বা চেতন !
কি কহিব কৃষ্ণের চরিত,—
এ সকল শুনিয়া বর্ণনা, অপার করুণা,
কহিলেন—
'মুনি ! কেবা মরে কার তরে,
সুখে আছি দ্বারকায়,
কেবা যায় নন্দালয়—
যজ্ঞে কাজ নাই গোপগণে নিমন্ত্রণে,
সভাস্থলে কিরূপে বসিবে,—
কবে মোরে চরাইতে ধেনু,
ও জঞ্জালে কাজ নাই মুনি !
বৃন্দাবনে নাহি দেহ নিমন্ত্রণ।'
বল। ধন্য তোরে ধন্য রে কানাই—
কেমনে সমাজে আর দেখাব বদন,
নিমন্ত্রণ ব্রজে মানা ;
ছি ছি, নাহি মায়া, যার অন্নে কায়া,
তারে বলে জঞ্জাল এখন !—
না জানি কেমন
গোবিন্দের মনের গঠন,
বৃন্দাবন পাসরিল, মম কলঙ্ক রহিল,
জ্যেষ্ঠ আমি—কনিষ্ঠের নাহি দোষ।
তব বাক্যে হ'তেছে প্রত্যয়,
তাই কৃষ্ণ কহিল আমায়,
নিমন্ত্রণ-ভার অর্পিয়াছি যোগ্য জনে,
সে কারণ উদ্বিগ্ন হ'ও না।
নাহি কর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম, নাহি লোকভয়,
কদাচ উচিত নয় রহিতে এ স্থানে।
যাও তপোধন,
বল গিয়ে কৃষ্ণেরে তোমার,
আজি হ'তে নাহিক সুবাদ—
চলিলাম তীর্থ-পর্য্যটনে পুনঃ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দাদা, হেথা তুমি ?
যজ্ঞে সবে উপস্থিত।
বল। দেখিয়াছি যজ্ঞ-আয়োজন তব,
প্রশস্ত নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মার গঠিত,
মণি-কাঞ্চন-খচিত,
ঝলসে রতন-রাজি রবিকর ধরি,

সুসজ্জিত তিন লোক ব'সেছে আসনে,
দেববৃন্দ-সনে দেবেন্দ্র দেছেন বার,
নাগ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, বিদ্যাধর সুশোভিত যথাস্থানে;
অন্নপূর্ণা ঘরে, বিধি দেন বিধি,
পঞ্চানন যজ্ঞের রক্ষণে।
কৃষ্ণ। দাদা, জ্যেষ্ঠ তুমি,—
তব যজ্ঞভার,
মহিমা তোমার—
যজ্ঞে হেন সমাগম।
বল। কিন্তু কানু, অপার মহিমা তব,
ব্রজে নিমন্ত্রণ মানা—
যজ্ঞ হেথা—
ব্রজবাসী জানে না সংবাদ,
কবে দাদা ব'লে চিনিবি না মোরে।
কেন প্রাণ ত্যজিব তখন—
সুযোগ থাকিতে যাই তীর্থ-পর্য্যটনে।
কৃষ্ণ। নিমন্ত্রণ যশোদা মায়েরে,
পিতা নন্দে নিমন্ত্রণ—
নিমন্ত্রণ রাখাল-সখায়?
দাদা, নিশ্চয় ভুলেছ ব্রজ,
পর যেই, তারে করি নিমন্ত্রণ।
নারদ। বোঝা গেছে মাতৃপিতৃস্নেহ,
বোঝা গেছে সখার যে মোহ।
কৃষ্ণ। হে নারদ, ঋষি তুমি,
কিবা জান গৃহীর ব্যবহার,—
হ'লে নিমন্ত্রণ,
ব্রজবাসিগণ জীবন ত্যজিত সবে—
মনে হ'তো কৃষ্ণ ভাবে পর!
কে কোথায় পিতায় মাতায়—
নিমন্ত্রণ করি আনে?
হেন তব লয় কি হে মনে,—
দাদা আমায় হবে নিমন্ত্রণ?
কোঁদল বাধান তব রীতি,
দাদা রাম অন্তর সরল,
কুটিল-কৌশল ভেদিতে তোমার নারে।
শুন মুনি, কহ সত্যবাণী,
সংবাদ পেয়েছে কি হে ব্রজবাসিগণে?
নারদ। নহে সে তোমার গুণে,
আমি ব্রজে দিয়েছি সংবাদ।
কৃষ্ণ। গুণ সকলি তোমার ঋষি,
নহে সহোদরে কোঁদল বাধাও?
বুঝ দাদা, জানে বা না জানে—
ব্রজে যজ্ঞের সংবাদ।
বল। অবিচার কৃষ্ণে কি সম্ভব?
শুন মুনি! সারগর্ভবাণী,
পরে করি নিমন্ত্রণ,
আত্মজনে নিমন্ত্রণ কিবা!
রথ গেছে ব্রজে?
নারদ। ভাল ভাল, বলাই ঠাকুর,
তবু বুদ্ধি আছে ঘটে।
কৃষ্ণ। দাদা,
কিবা তুচ্ছ রথ,
ভুলেছ কি শকট ব্রজের?
মনে কর পৌর্ণমাসী নিশি,
আমা দোঁহা বসি,
প্রাণপণে রাখাল শকট টানে,
হ'য়ে উতরোলি 'শীঘ্র চল' বলি,
সখাগণে করিতাম কৃত্রিম তাড়না,
কভু রাখালে তুলিয়ে টানিতাম দুই জনে,
দাদা, সে শকট দেখিতে কি হয় সাধ?
পথে পথে আসিতে রাখাল,
বনফল আনিবে ধটীতে বাঁধি;
ল'য়ে ক্ষীর ননী আসিবে জননী,—
গোঠে মাতা ধাইত যেমন;
ব্রজবাসী যার যেই ভাবে,
প্রভাসে আসিবে—
ব্যগ্র প্রাণ হেরিতে সে ছবি!
আনিয়াছি ধটী, আনিয়াছি চূড়া,
ব্রজবাসী রাজবেশে না হেরিবে;
মম ব্রজবাসী—
জানে মোরে ব্রজের রাখাল,

জ্ঞানে মনে, আজও ধেনু ল'য়ে ফিরি বনে,
প্রেমের স্বপন—
ভঞ্জন করিব দাদা, রথ পাঠাইয়ে ?

নারদ। প্রভু,
ব্রজলীলা বুঝিব কেমনে ?
অবোধ অজ্ঞান মূঢ় আমি।

বল। ব'লেছি নারদ, কানাইয়ের নাহি অপরাধ।

কৃষ্ণ। দাদা, চল যজ্ঞস্থানে,
অভ্যর্থনা-ভার তবোপরে।

বল। ভার তোর—
আমি গঙ্গাতীরে করি গিয়ে মধুপান।

কৃষ্ণ। দাদা, পঞ্চানন করিছেন আবাহন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

দ্বার-রক্ষকগণ।

১ম-দ্বারী। বলি দেখ্‌ছিস্, কাঙ্গালীর ভিড়, দু' এক ঘা না দিলে কি দোর রাখ্‌তে পারবি ?

২য়-দ্বারী। ওরে, দ্বারিকানাথ রাগ ক'র্‌বেন।

১ম দ্বারী। রাগ ক'র্‌বেন, তবে তুই সাম্‌লা, আমার ব'কে ব'কে মুখে ফেকো প'ড়ে গেল, ঐ দ্যাখ, একদল কাঙ্গালী ঝাঁপিয়ে আস্‌ছে।

(রাখালবালকগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম। কোথা রে রাখালরাজা ভাই,
দেখা দে কানাই,
আয় ধেয়ে চরা'বি গোধন,
রাখালের জীবনের ধন,
কোথা ভাই আছ ভুলে ?
আয় ভাই, গোঠে মাঠে যাই,
আয় বনে ধবলী চরাই,
কানু, তোর বেণুরব বিনে,
ধেনুগণে তৃণ না পরশে,
বনফল ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
বহুদিন দিই নাই মুখে তুলে—
আকুল রাখাল এস রে গোপাল,
কত কাল সহে আর প্রাণ ?
কেন ভাই হ'লি রে নিঠুর—
দুঃখ কর দূর,
আয় ধেয়ে বাঁশরী বাজা'য়ে।

১ম-দ্বারী। বলি, তুমিও যে বাঁশী বাজিয়ে ধেয়ে ধেয়ে আস্‌ছ দেখ্‌ছি,—এখনই কান্না সুরু ক'রেছ কেন ? একটু থাম না, যজ্ঞ হোক, খেতে পাবে, কাপড় পাবে, ধন পাবে,—আঃ ম'লো, এ দিকে কোথা আস্‌ছিস্ ?

শ্রীদাম। দ্বারি !

১ম-দ্বারী। আ মরি ! প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌লে আর কি, যা যা, স'রে যা।

শ্রীদাম। আমাদের রাখালরাজকে দেখ্‌তে যাব, মানা ক'র না।

১ম-দ্বারী। বলি, তোমার রাখাল কি যজ্ঞের ভেতর গরু চরাচ্ছে নাকি ?

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজেশ্বর ভাই কানাইকে দেখ্‌তে যাব।

১ম-দ্বারী। বলি, কেন পাগলামী ক'র্‌চো, পাগ্‌লামী ক'র্‌লে কি কিছু বেশী পাবে ? তোমার কানাই ভাই কি রাজবাড়ীর ভেতরে ?

শ্রীদাম। ওরে, আমাদের রাখালরাজা কৃষ্ণ; কৃষ্ণ প্রভাসে এসেচেন, কৃষ্ণ দরশনে বাধা দিও না।

১ম-দ্বারী। ওই শোন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণ ওদের রাখাল-রাজ ! এ আব্‌দার কথায় যাবে না, দু'ঘা ওদের দিতে হবে, আ রে—ব'স্ ব'স্, এখন দেয়ালা করিস্‌নি।

শ্রীদাম। দ্বারি ! তোমায় বিনয় ক'চ্ছি, আমরা ব্রজবাসী, আমাদের ভাই কানাইকে একবার দেখ্‌বো; দোর ছেড়ে দাও।

২য়-দ্বারী। ওরে, তুই পাগল নাকি ? তোর ভাই কানাই এই রাজা-রাজড়ার সভায় ? চুপ্ ক'রে ব'স্ গে যা—যা চাস্, পাবি এখন।

১ম-দ্বারী। ভাই কানাই হেথা কোথা ? মাঠে দেখ্‌গে না?

শ্রীদাম। দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দাও, আমরা ধন-রত্ন চাই

নে, কৃষ্ণহারা—আমরা শতবর্ষ কৃষ্ণহারা হ'য়েছি, আমাদের প্রাণকানাইকে দেখ্‌বো।

১ম দ্বারী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'র্‌ছিস, কৃষ্ণ কে রে? কৃষ্ণ তো দ্বারকানাথ।

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজের রাখাল।

১ম-দ্বারী। দূর্‌, দূর্‌, দূর্‌, এখনি খুন ক'র্‌বো।

শ্রীদাম। শুন দ্বারি! করি হে মিনতি,
ব্রজেতে বসতি,
বহু ক্লেশে কৃষ্ণধন-আশে,
প্রভাসে এসেছি সবে;
কৃষ্ণ নাহি হেরে পরাণ বিদরে,
আছি প্রাণ ধ'রে,
দেখা পাব ব'লে তার;
সে যে নন্দের গোপাল,
ব্রজের রাখাল,
গো-পাল চরাত সাথে,—
সে যে বেণু বাজাইত,
গোঠে মাঠে নাচিয়া খেলিত,
নয়ন জুড়াত হেরে;
সে যে রাখালের প্রাণ, রাখালের জ্ঞান,
রাখালের সর্ব্বস্ব-রতন;
বনফল তুলে,
মিষ্ট হ'লে দিতাম বদনে তার,
বিরহে তাহার দেখ রে আকার,
একাকার ব্রজপুরী!
দ্বার ছাড় দ্বারি! হেরি সে ব্রজের ধন।

১ম-দ্বারী। বলি ওই, এ কি বলে রে?

শ্রীদাম। পথে পথে তুলি বনফল,
রাখাল সকল এনেছি রে ধটী ভ'রে,
এঁঠো ফল মেঠো ব'লে খায়,
ছাড় দ্বারি, যজ্ঞস্থানে যাব,
এখনি আসিব ব্রজরাজে সাথে ল'য়ে,
হেঁটে যেতে কোনমতে দিব না রে তারে,
স্কন্ধে ক'রে ল'য়ে যাব ব্রজধামে;
দ্বারি, ছাড় দ্বার, রাখাল আমার—
দেখিব কেমন আছে।

১ম-দ্বারী। পাগ্‌লা ব্যাটা, সর্‌, নইলে গলা ধাক্কা দেব।

শ্রীদাম। আরে রে কানাই!
এই কি রে মনে ছিল তোর?
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখিলি জীবন,
বিষপানে দিলি প্রাণ,
দেখ এসে মরি রে প্রভাসে,
দেখ এসে রাখাল সকলে,
প্রাণ দিবে কুতূহলে,
তুমি যদি ঠেলে থাক পায়,
কানু দেখা দে রে প্রাণ যায়।

সকলে— (গীত)
টোরী-ভৈরবী—যৎ।

প্রভাসে তোর রাখাল মরে,
কোথা রাখালরাজা ভাই।
আয় রে তোরে দেখে মরি, এস রে এস কানাই।
ব্যাকুল হ'লে এস ধেয়ে,
ব্যাকুল রাখাল দেখ চেয়ে,
এস রে এস রে কানু, বারেক দেখে যাই।
হের গোধন তোমার তরে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
আছে পথ চেয়ে আকুল হ'য়ে,
হাম্বারবে ডাকে তাই॥

১ম-দ্বারী। (নেপথ্যে চাহিয়া) ছ্যাখ্‌, ছ্যাখ্‌—মাগী যেন মিন্‌সেকে টেনে আন্‌ছে।

২য়-দ্বারী। ও রে, মাগী বুঝি পাগল রে! দেখ্‌, দেখ্‌, আকুল হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে, যেন বৎসহারা গাভী।

১ম-দ্বারী। মাগী বড় কাঙ্গাল, শুনেছে এখানে বেশী দান—

(যশোদা ও নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। দ্বারি! ছাড় দ্বার, নীলমণি নেব কোলে,
শতবর্ষ দেখি নাই তারে, দেখিব তাহারে,
প্রাণে আর প্রাণ নাহি ধরে;
দে রে দ্বারি! ছেড়ে পথ,
সে যে গোপাল আমার,
বহুদিন মা ব'লে ডাকে নি।

২য়-দ্বারী। আহা! আহা! মাগী কি বলে রে?

নন্দ। শুন দ্বারি! গোপাল আমার
মাথায় বহিত বাধা,
বাবা ব'লে
উঠে কোলে আঁটিয়ে ধরিত গলা;
শতবর্ষ সে গোপাল-হারা;
তাই, প্রাণপণে এসেছি দু'জনে
গোপালে লইতে কোলে;
কৃষ্ণ বিনা কিছু আর নাই।

১ম-দ্বারী। দেখ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'র্‌ছে, বলি তোর বাড়ী তো ব্রজে?

নন্দ। হাঁ বাপু!

প্র-দ্বারী। বলি শুন্‌ছো, ওরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধুয়ো তুলে এসেছে; আমি জানি, ব্রজের কাঙ্গাল ভারি কাঙ্গালী; ওরা কি কথায় ফির্‌বে?

যশোদা। দ্বারি, দোর ছাড়।

২য়-দ্বারী। বাছা, তোমার গোপাল কে বাছা?

যশোদা। আমার নীলমণি! দেখ দ্বারি, তার তরে স্তনে ক্ষীর আর ধরে না।

নন্দ। দ্বারি! ও জানে না, গোপাল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের দ্বারকানাথ।

যশোদা। গোপাল আমার নীলমণি! পীতধটী পরায়ে মোহন-চূড়া বেঁধে দিয়ে, গোপালকে আমার রাখালদের সঙ্গে গোঠে পাঠাতুম।

২য়-দ্বারী। বলি বাছা, তোর সে মেঠো গোপাল এ বাড়ীতে থাক্‌বে কেন?

১ম-দ্বারী। মিন্‌সে! তোর আক্কেল নাই, এসেছিস্ ভিক্ষা ক'ত্তে, আর বল্‌ছিস্, দ্বারকানাথ তোর ছেলে; কি ব'ল্‌বো, মার্‌বার হুকুম নাই, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌তুম।

নন্দ। দ্বারি, কৃষ্ণ নাম দিল গর্গমুনি,
আমি বলি নীলমণি;
কৃষ্ণ আছে পুরে,
দ্বারি, ছাড় দ্বার কৃষ্ণেরে দেখিব।

১ম-দ্বারী। ওই দ্যাখ্‌ মাগী ভুলে গিয়েছিল, দুটো কথার শাটে সাম্‌লে নিলে।

২য়-দ্বারী। এ ঢং নয়, বুঝি মাগী পুত্রশোকে পাগল।

নন্দ। দ্বারি, ছাড় দ্বার।

যশোদা। দ্বারি, পলকে প্রলয় হয় জ্ঞান,
দ্বার ছাড় দ্বারি!—
মরি আমি কৃষ্ণ বিনা।

২য়-দ্বারী। ও গো বাছা, বোঝ না, কাঙ্গালী কি যজ্ঞে যেতে পায়?

যশোদা। কৃষ্ণধন বিনা আমি কাঙ্গালিনী,
কৃষ্ণধন পাব, হব নন্দরাণী;
তাই দ্বারি, মিনতি তোমায়,
বাঁচাও বাঁচাও, দ্বার ছেড়ে দাও,
কৃষ্ণহারা আমি পাগলিনী।

১ম-দ্বারী। না না, মাগী সর্ সর্!—

যশোদা। কোথা কৃষ্ণ, কোথা রে নীলমণি!
মরে নন্দরাণী—দেখে যাও বাপধন,
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তোমা বিনা আর নাই,
জান তো জান তো—দুখিনী জননী
তোমা-হারা কাঙ্গালিনী!
কোথা যাদুমণি,
কোথা আছ মাকে ভুলে?
এস কোলে, ডাকরে মা ব'লে,—
আয় তোর ধটী বেঁধে দিই,
খেলায় ধুলায় ভুলে কি র'য়েছ?
আছি আমি পথপানে চেয়ে,
এস ধেয়ে গোপাল আমার,
অঞ্চল ধরিয়ে
ঘুরে ঘুরে দে রে করতালি,
অন্তরের কালি ধুয়ে যাক্ যাদুমণি!
আয় তোর মুখে ননী দিয়ে
বিভোর হইয়ে,
শতবর্ষ ভুলি পল সম,
আয় তোরে শোয়াই অঞ্চলে,
হেরি মুখখানি
বদন মুছায়ে চাঁদমুখে শত চুম্ব দিয়ে,
কাঙ্গালিনী পুন হই নন্দরাণী!

আয় কৃষ্ণ -আয় রে নীলমণি !

১ম-দ্বারী। চোপ্ !

২য়-দ্বারী। ও রে মাগী, থাম্ না, তোরে অনেক ক'রে দান দেবে, এখন পাঁচবৎসর ব'সে থাবি।

যশোদা। চাই কৃষ্ণধন,
নহি অন্য ধনে কাঙ্গালিনী,
দ্বারি, করে ধরি—ছাড় পথ,
কৃষ্ণগত প্রাণ যশোদার,
কৃষ্ণ বিনা রয় বা না রয়—
তাই কৃষ্ণে বারেক দেখিব,
তাই কৃষ্ণধনে নবনী খাওয়াব,—
প্রাণ দেব, মা যদি না বলে।
বসুদেব দৈবকীর নয়,
আমার তনয়,—
খেলিত অঞ্চল ধরি।
ছাড় পথ, মৃতবৎ হ'য়েছি গোপাল বিনে,
শতবর্ষ আশায় কেটেছে,
এ আশায় ক'র না নিরাশ।
পথ ছেড়ে দাও, কৃষ্ণেরে দেখাও,
দ্বারি, তোর হবে রে কল্যাণ,
পুত্রদান কর রে প্রভাসে।

১ম-দ্বারী। বলি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'ল্‌ছিল, আবার বসুদেব দৈবকী তুল্‌লে, বেরো মাগী! দ্বারকানাথ তোমার ছেলে, খুন ক'র্‌বো মাগীকে।

যশোদা। দ্বারি, ব'ধো না রে,
কৃষ্ণ হেরে ত্যজিব জীবন;
কৃষ্ণ অদর্শনে এ তাপিত প্রাণ,
শতবর্ষ রেখেছি বাঁধিয়ে—
নীলমণি পাব ব'লে;
কোথা কৃষ্ণ, কোথা রে নীলমণি!

গীত

শ্রীমল্ল-কৌশিকী—আড়াঠেকা।

আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল,
কোথা রে অঞ্চলের ধন?
মা ব'লে আয়—আয় নীলমণি,
দেখে মরি চাঁদবদন।
(হাঁ রে) বহুদিন তো খাওনি ননী,
কোথায় আছ যাদুমণি,
এস গোপাল মা ব'লে যা,
শুনি এ জনমের মতন।
(ওরে) ছিলিনে ত নিদয় এত,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি কত,
(পথের) কাঙ্গালিনী তোর জননী,
দেখে যারে নীলরতন।

নন্দ। যশোমতি, যবে বৃন্দাবনে—
বেলা যেতো গোপাল খেলিতে গোষ্ঠে,
ব্যগ্র হ'য়ে, ক্ষীর-সর ল'য়ে—
ডাকিতে গোপাল ব'লে;
সেই মত ডাক নন্দরাণি,
নীলমণি যদি আসে ধেয়ে।

যশোদা।— (গীত)

ভৈরবী—মধ্যমান।

গোপাল আয়, গোপাল আয়, নেচে আয় নীলমণি।
আছি রে দাঁড়ায়ে পথে, ল'য়ে ক্ষীর-নবনী।
নয়ন-তারা হ'য়ে হারা, দেখ রে হ'য়েছি সারা,
তোমা বিনা রতনমণি, পাগলিনী তোর জননী।
(ওরে) কোথায় গোপাল আছ ভুলে, মা ব'লে ডাক্ বদন তুলে,
মা'রে ভুলে থেক না আর, মা তোর অতি দুখিনী।
গোপাল আয়, নবনী খেয়ে যা আয়—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা—মা!—

যশোদা। গোপাল, মা বল্, মা বল্, শতবর্ষ চাঁদমুখে মা বল' নি!

কৃষ্ণ। মা—মা!—

নন্দ। গোপাল, গোপাল, বাবা ব'লে ডাক্, আমি তোর পিতা—নন্দ।

কৃষ্ণ। বাবা—বাবা!—

শ্রীদাম। ভাই কানাই! একবার কোল দে।—

কৃষ্ণ। সখা—সখা!—

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ভুলেছিলি?

কৃষ্ণ। কারে ভুলব' ভাই? আমি যে তোমাদের রাখাল-রাজা। মা—মা, শতবর্ষ নবনী খাইনি মা, ননী দে।

যশোদা। নীলমণি! মাকে ভুলে কেমন ক'রে ছিলি? আমি যে তো বিনে মরি! গোপাল, আমায় ছেড়ে তুই থাক্‌তে পারিস? হাঁ রে, তুই কি চূড়ো-ধড়া ফিরিয়ে দিয়েছিলি? তুই কি ব্রজরাজকে বিদায় দিয়েছিলি? তুই কি রাখালকে ব'লেছিলি, আর ব্রজে যাবিনি?

কৃষ্ণ। না—মা!

রাখাল-বালকগণ। (গীত)

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই!—
বৃন্দাবনে বনে বনে, কানু নিয়ে চল যাই।
দাঁড়াবে কদম-তলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে,—
রাখালের আর কেউ তো নাই!
আবার গোঠে বাজ্‌বে বেণু, আবার গোঠে নাচ্‌বে ধেনু,
আবার গোঠে খেল্‌বো কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌বো ভাই!

কৃষ্ণ। বাবা, যজ্ঞস্থলে চলুন, মা এস,—আয় ভাই তোরা।

যশোদা। মা বল, গোপাল, আমার প্রাণ ভরেনি।

কৃষ্ণ। মা—মা!

[নন্দ, যশোদা, রাখালগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

নেপথ্যে। দ্বারি, দ্বাররক্ষার প্রয়োজন নাই।

১ম-দ্বারী। আমার আক্কেল ছেড়েছে,—আরে, চূড়ো-ধড়া-বাঁধা কৃষ্ণই তো বটে, তুই বুঝ্‌লি কি বল্ দেখি?

২য় দ্বারী। আর তুইও যেখানে, আমিও সেখানে, কি ব'ল্‌বো বল্?

১ম-দ্বারী। মাগী মিন্‌সে যা ব'ল্‌লে, তা ফলালে, বাবা! এ কি প্রেমের তার বাঁধা? সাত মহল বাড়ীর ভিতর থেকে মা ব'লে দেয়ে এল ভাই! ওদের গদ্দানা নিতে গেছলুম, কি হবে?

২য়-দ্বারী। আমি তোকে বারণ ক'রলুম, কিছু বলিস্ নি।

১ম-দ্বারী। আমার অপরাধ কি? কাঙ্গালীকে রাজা মা বলে, আমার চোদ্দ পুরুষে জানে না! চল্ ভাই, ওদের পায়ে-হাতে ধরি গে, কিছু না বলে।

২য়-দ্বারী। তারা কিছু ব'ল্‌বে না, তাদের যে আনন্দ দেখ্‌লুম;—তারা কারেও কি নিরানন্দ করে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপর তোরণ

দ্বার-রক্ষকগণ।

(রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ)

রাধিকা। যা লো ব্রজে ফিরে,
কৃষ্ণ ব'লে বসিলাম তরুমূলে,
ছিঃ ছিঃ, ধিক্ প্রাণ!
শতবর্ষ রহিলাম কৃষ্ণ বিনা,
তাই সখি, পাই মনস্তাপ!
সখি, যে আশায় রেখেছিনু প্রাণ,
আশা সমাধান
হ'লো এ প্রভাসে এসে;
বিফল বাসনা, বিফল যন্ত্রণা,
দেখা ত হ'লো না, কেন দেহ ধরি আর?
সখি, হ'ল না মেলানি,
ব্রজে যাও ফিরে,
কভু মনে ক'র রাধিকারে।
সখি, যে জ্বালা সয়েছি
জান তো স্বজনি,
আর কেন আশার ছলনে ভুলি?
কোথা কৃষ্ণ, কোথা রাধানাথ!
কোথা মোর বংশীধর!
রাধার জীবন,
কোথা মদনমোহন শ্যাম!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এত কি রাধার সয়?

গীত

কুকুভা—ত্রিতালী।

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়?
প্রাণ মন সমর্পণে, এতই কি সে দোষী হয়?

ছি ছি সখি, কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা ?
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ত যাবার নয় !
ছি ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় !

বৃন্দা। আরে দ্বারি, ছাড় দ্বার।
রাজা তোর—রাইরাজার প্রজা,
কোটালি ক'রেছে ব্রজে ;
সাক্ষী—সখিগণ,
দাস-খৎ লিখে দেছে পায় ;
রাধা ব'লে বাজাত বাঁশরী,
কাঁদিত রাধার পায়ে ধরি,
ফিরিত কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে—
তার দ্বারী রাধিকারে বল কুবচন ?
দ্বারি, চক্ষু নাই, আদ্যাশক্তি রাই—
ব্রজেশ্বরী—মুরারি-মোহিনী,
তোর রাজা চোর—এত কিসে জোর,
ব্রজে খেত ননী চুরি ক'রে ;
গোপিকার প্রাণ মন হ'রে
মথুরায় পলায়ে আইল।

১ম-দ্বারী। হাঁ বাছা ব'স তুমি, ওরে পাগল, কিছু বলিস্ নি।

বৃন্দা। হা নিষ্ঠুর! হা কপট!
দ্বারে এনে এত অপমান!

রাধিকা। রাধানাথ! কোথা তুমি?
ওষ্ঠাগত প্রাণ!—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। রাধে!—রাধে, রাখ পদে, কিঙ্কর তোমার।

ললিতা। কালাচাঁদ, কাজ নেই আর!

বৃন্দা। ছি ছি, কি কঠিন তুমি শ্যাম!
জান ত রাধায়, তোমা বিনা রয় মৃতপ্রায়,
এ দশায় শতবর্ষ রেখে এলে ?
ধিক্ ধিক্ ক্রূর, কপট, নিঠুর,—
তোমা বিনা যেই নাহি জানে,
হেন দুখ দেহ তারে ?
দিন দিন সাজা'য়ে বাসর,
তৃষিত চকোর,
যামিনী যাপিল তোমা স্মরি,—
তুমি রাজকন্যা সনে
স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ধরাসনে লুণ্ঠিত হইত রাই ;
তুমি হে রাখাল, হইলে ভূপতি,
কাঙ্গালিনী শ্রীমতী উন্মত্তা ব্রজে।
ছি ছি শ্যাম!
দয়াময় কি গুণে তোমায় বলে ?
যার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে যেই—
বল' তারে বধিলে কি ফল ?
প্যারী মানা না শুনিল,
রাখালেরে দিল প্রাণ,
তাই এত অপমান—
কত সহে রাজার নন্দিনী।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! যে জ্বালা অন্তরে,
জানাইব কারে,—
কি করিব দারুণ কঠিন অভিশাপ,
এ হেন সন্তাপ যেন কভু নাহি হয় কার!
রাধা বিনা যে যাতনা প্রাণে,
রাধা জানে প্রাণে প্রাণে,—
বচনে কহিব কত!
রাধে! ক'র না লো মান, ঢেক' না বয়ান,
শতবর্ষ সয়েছি বিচ্ছেদ!—
যে জ্বালায় দিবানিশি জ্বলি,
কারে বলি তোমা বিনা ?

বৃন্দা। ভালয় ভালয়, পায়ে ধর' শ্যাম!—নইলে কি আবার যোগী হ'য়ে কাঁদবে ?

কৃষ্ণ। বৃন্দে, আমার পক্ষ তুমি ;—
মানময়ী, কমলিনি,
পায়ে ধরি—মান ভিক্ষা দাও।

রাধিকা। ছি ছি শ্যাম, ধ'র না চরণ,
মান-বিসর্জ্জন দিছি, শ্যামধন,
শ্রীচরণ কেন নাহি পাব ?
তুমি ছিলে ভুলে,

রাধা কভু ভোলে নাই রাধানাথে,
ব্রজগোপিকার—
মান, প্রাণ কিবা আছে আর,
মান এবে বলি,
মানে মানে যাও তুমি চলি,
বিনা বনমালী রাধার কি মান আছে ?
দেখ চেয়ে তোমা হারা হ'য়ে,
আজও আছে ছার প্রাণ !

কৃষ্ণ। মান পরিহরি
প্রাণ দিয়ে বুঝ প্রাণপ্যারি !
তোমা বিনা আমি আর কার ?

(দেবদেবীগণের গীত)

দেওগিরি-মিশ্র—একতালা।

পুরুষ।—প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
স্ত্রী।—চাঁদে ফাঁদে, চাঁদে বাঁধে,
চাঁদে চাঁদে ধরাধরি ॥
সকলে।—আমরা যুগল ভালবাসি !
পুরুষ।—চোকে চোকে মেশামিশি,
ঢ'লে পড়ে প্রেমের ভরে,
স্ত্রী।—ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে ;
পুরুষ।—মরি মরি যুগল মাধুরী,
ব'য়ে যায় সুধার লহরী।
স্ত্রী।—সখি, কি দেখি কি দেখি, আপনা পাসরি ॥
সকলে।—আমরা যুগল ভালবাসি !

যবনিকা

আনন্দরহো



(ঐতিহাসিক নাটক)

[৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আকবরসাহ ... দিল্লীর সম্রাট্।

রাণা প্রতাপ ... উদয়পুরের রাণা।

সেলিম ... আকবরের পুত্র।

মানসিংহ ... আকবরের সেনাপতি।

নারায়ণসিংহ ... মৃত ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র।

ভামশা ... রাণা প্রতাপের মন্ত্রী।

আকবরসাহের মন্ত্রী

বেতাল

ওমরাহগণ, নায়কগণ, সভাসদগণ, দূত, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়কদ্বয়, কোতোয়াল, গুপ্তচর, রাজপুত ও মুসলমানগণ, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, প্রজাগণ, বালক, ঘাতক, রক্ষকদ্বয়, অনুচর, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী

মহিষী ... ... (রাণা প্রতাপের)

লহনা ... ... মানসিংহের কন্যা।

যমুনা } ... মানসিংহের ভাগিনেয়ী।
কাম্নন

সখিগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল——দিল্লী ও আরাবল্লী পর্ব্বত।

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ পথ

(অদূরে কুঞ্জসংলগ্ন কালী-মন্দির)

আকবর ও মানসিংহ।

আক। রাজ-করও তো আবশ্যক—

মান। সত্য; কিন্তু যে দীন প্রজা, তীর্থদর্শনে মানস ক'র্‌বে, এই কর যে তার সুমতির প্রতিরোধক হবে, তার সন্দেহ নাই।

আক। তীর্থযাত্রীর কর এক পয়সা মাত্র, মহারাজ কি মনে করেন, এক পয়সা সুমতির প্রতিরোধ করে?

মান। জাঁহাপনা, তথাপি সে সুমতি—

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। এমন দীন প্রজাও কি দিল্লীতে আছে?

মান। জাঁহাপনা, ইহা অপেক্ষাও দীন প্রজা দিল্লীতে আছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। যদি আপনাকে আমি বিলক্ষণরূপ না জান্‌তেম, আপনাকে মিথ্যাবাদী ব'লতেম। আমার সন্দেহ, ক্ষমা

করুন, আপনি কি যথার্থই জেনে ব'লছেন যে, এরূপ দীন প্রজা দিল্লীতে আছে? বিশেষ তত্ত্ব নিয়েছিলেন কি?

মান। বিশেষ তত্ত্ব না নিলে এক পয়সার কথা জাঁহাপনার সম্মুখে নিবেদন ক'র্‌তে সমর্থ হ'তেম না।

আক। ওঃ!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। মহারাজ, আপনার বাহুবলে আমি দিল্লীশ্বর। আপনার দেবতুল্য বাক্যে আজ জানলেম, আমি দিল্লীর ঈশ্বর—বলে, প্রজার প্রেমে নয়। আমি ভোজনান্তে সুখ-শয্যায় শয়ন ক'রে মনে ক'র্‌তেম যে, আমার রাজ-নিয়মে প্রজাগণ সকলেই সুখী; অতএব কিঞ্চিৎ বিরামে হানি নাই, কিন্তু অদ্য আমার ধারণা হ'লো যে, অন্য বিষয় জানি না জানি, প্রজার বিষয় জানিনা, এ কথা নিশ্চয়।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। মহারাজ, প্রজাদের অন্য কি অভাব ব'লতে পারেন?

মান। জাঁহাপনা, আমি সেনাপতি মাত্র, তবে আমি হিন্দু, এই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর অভাব ব'লতে পারি। কিন্তু, দীনতার অভাব সম্বন্ধে দীন ব্যক্তি প্রকৃত উপদেষ্টা।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মান। কিরে বেতাল, তুই এখানে যে?

বেতাল। দেখ্‌চি।

আক। মহারাজ, ওর নাম কি ব'ল্লেন?

মান। বেতাল।

আক। এ ত বড় আশ্চর্য্য নাম—এমন নাম তো কখন শুনিনি।

বেতাল। ঢের শুনেছ—ভুলে গেছ। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মান। ওর নাম কি তা জানি না, যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা ক'য়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।

আক। ওহে বাপু আনন্দ রহো! মুসলমানের রাজ্যে কেমন আছ ব'লতে পার?

বেতাল। রাজারাজড়ার কথাতে আমি থাকিনি বাবা। একটা পয়সা দাও, গাঁজা খাই।

মান। তোমার একটা পয়সার সংস্থান নাই, তুমি ব'লচো 'আনন্দ রহো'?

বেতাল। এক টান হ'লেই, 'আনন্দ রহো'।

(বাদশাহের একটী মোহর প্রদান)

পয়সা কই—এতে গাঁজা দেবে?

মান। দেবে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গমনোদ্যত)

মান। জাঁহাপনা! দেখুন মুদ্রা চেনেনা, এমন দীন প্রজাও আছে।

আক। অদ্যই আমি যাত্রী-কর নিবারণ ক'র্‌বো। আনন্দ রহো, গেলে নাকি?

বেতাল। পয়সা খুঁজে পেয়েচিস না কি? এই নে। (মোহর দিতে উদ্যত)

আক। না আমি অন্য কথা ব'ল্‌চি।

বেতাল। ওঃ!

আক। তোমরা সুখে আছ না দুঃখে আছ?

বেতাল। একটা পয়সার সঙ্গে খোঁজ নেই, বেটার লম্বা চওড়া কথা দেখ না। না—তোর ফিরে নে। (মোহর ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [প্রস্থান।

মান। বেতাল দেখ্‌লেন?

আক। রাণাপ্রতাপ এখন কি অবস্থায় আছেন, ব'লতে পারেন?

মান। রাণা প্রতাপ কি অবস্থায় আছেন, আমি বিশেষ অবগত নই; জাঁহাপনা, দীন প্রজাদের কথা হ'চ্ছিল।

আক। আমিও প্রজার কথা তুলেছি।

মান। জাঁহাপনা, রাণা বিদ্রোহী।

আক। মহারাজ! প্রজার অধিক আর কিছু পরিচয় দিলেন না; আপনি যাহাকে দীন বলেন, সে আপনার সম্মুখেই আমাকে তাচ্ছিল্য করে,—এক পয়সার প্রার্থী, মোহর দিলেম, ফিরিয়ে দিলে। আর, রাণা কিছুই প্রার্থনা করে না, কেবল আপনার সম্পত্তি ভোগ ক'র্‌তে চায়; আমার বল আছে, বল পূর্ব্বক সেই সম্পত্তি হ'তে তাকে আমি বঞ্চিৎ ক'রবো।

মান। রাণা দাম্ভিক।

আক। অথচ আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বল। প্রজা

সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আজ আমার ধারণা হ'য়েছে ; নতুবা ব'লতেম,—রাণা একজন দীন প্রজা।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো ! !

মান। বেতাল বেটা। (উভয়ের প্রস্থান)

(নারায়ণসিংহ, লহনা, যমুনা, কাঞ্চন ও সখিগণের প্রবেশ)

লহনা। নারায়ণসিংহ, আর কতদূর যেতে হবে ?

নারা। নিকটেই।

লহনা। আর কত দূর ?

নারা। দেখতে পাচ্ছনা, ঐ কুঞ্জের আড়ালে।

লহনা। উঃ—কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তী !

নারা। আহা, প্রতিমা যেন হাস্‌ছে ! এ কল্পতরু-পদে সচন্দন রক্তজবা দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার আশ্চর্য্য কি ! গুরুদেব, যথার্থই ব'লেছ, আহা ! এমন ঠাম কখন' দেখিনি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো !!

নারা। লহনা, যাও, দেবী পুজা কর—মনের মানস ব্রহ্মময়ীকে জানাও।

লহনা। যমুনা, কেবল জবাই দিলে পুজা ক'র্‌বে, অমন গোলাপগুলি দাও নি ?

নারা। (যমুনার প্রতি) তুমি ফুল রাখ্‌লে না ?

যমুনা। আমি একটী রেখেছি ; রাজ কন্যা যে নিলেন, তাঁর সাজাতে সাধ হ'য়েছে।

নারা। ভাই, এ বনে ফুলের অভাব কি ?—এই দিকে এস, যত ফুল নেবে এস, ভাল ভাল পদ্ম ফুটে র'য়েছে, তোমরা সকলেই এস, যার যত ইচ্ছা ফুল নেবে এস।

[লহনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লহনা। মাগো ! আমার দুরাশা কি পূর্ণ হবে ? সতীত্ব নারীর পরম ধর্ম্ম, যেন মনে থাকে মা ! যদি মনস্থির না ক'র্‌তে পারি, ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে।

(নেপথ্যে—গীত)

ছায়ানট—খেমটা।

তুলেনে রাঙ্গা কমল, রাঙ্গা পায়ে সাজ্‌বে ভালো।
চল ত্বরা পূজ্‌বো তারা, থাকবে না আর মনের কালো ॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃদ্‌কমলে, ধোব চরণ নয়ন-জলে,
বদন ভ'রে ডাকবো, ওমা, মায়ের রূপে জগৎ আলো ॥

(নারায়ণসিংহের প্রবেশ)

লহনা। তোমরা আমাকে একলা রেখে কোথায় গিয়েছিলে ?

(সখিগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(তুলেনে রাঙ্গা কমল ইত্যাদি)

ভাই, পূজা ক'রতে এসে এখন গান কেন ? পুজা ক'রে নাও, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী চল।

[সখিগণের পূজা করিতে গমন।

(নারায়ণসিংহের প্রতি) পদ্ম ফুল দে বুঝি আমার পূজা ক'রতে সাধ যায় না ?

নারা। পূজা করুন না—আরও ভাল ভাল পদ্ম র'য়েছে, ওঁরা তো সব তুলতে পারলে না, আমি এনে দিচ্ছি।

যমুনা। এই যে রাজ-কন্যা, আমার কাছে অনেক আছে।

কাঞ্চন। (একটি ছোট ফুল লইয়া) আমি কিন্তু ফুলটি দেবো না।

লহনা। কুঁড়িতেই এত মায়া, না জানি ফুটলে কি ক'রতিস্‌ ?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

লহনা। (নারায়ণের প্রতি) ও মিন্‌ষে কে ? ওকে ডাক্‌তে পার, কত আনন্দ দেখি।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

নারা। ভাল বাপু, তুমি 'আনন্দ রহো' বল' কেন ?

বেতাল। আরে সে মজার কথা—আমায় একজন শিখিয়ে দিয়েছে। গাঁজা খাইনি—পেট দমদম। আর এ রোদ তো জান—জিভ্‌ শুকিয়ে গেছে—মাঠের মাঝখানে প'ড়ে আছি, আর বেটা এলো।

নারা। এলো কে ?

বেতাল। আরে তোফা একেবারে পাতি বেছে গাঁজাটি সেজেছে ! গন্ধ পেয়ে উঠে ব'সে দেখি, আমার পাশেই ব'সে ! দপ্‌ ক'রে ক'ল্‌কে জ্ব'লেছে। আমার হাতে দিলে, ক'সে দম—ভ'রপুর নেশা ! আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !! তেমনটি হয় না ; আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

[প্রস্থান

(নেপথ্যে—"চুপ—আস্তে !")

লহনা। ওমা, কে করে 'চুপ' !

কামুন। রাজকুমারী বাতাসে বাতাসে শিউরে উঠ্‌ছে।

নারা। সব ঠিক্‌, সব ঠিক্‌।

লহনা। না ভাই, তোমাদের সখের বনে তোমরা দাঁড়াও। কেউ ক'রছেন 'চুপ' ! কেউ ক'রছেন 'আনন্দ-রহো' !! আবার নারায়ণও স্বর ধরেছেন, 'সব ঠিক্‌'।

নারা। (হাসিয়া) আমি ব'লছিলেম, পূজা হ'য়ে গেছে—বাড়ী চলুন।

(নেপথ্যে)—কোন দিকে ? চুপ !

লহনা। ঐ দেখ ভাই ! এই জন্যই এখানে আস্‌তে চাই না ; মাগো !

যমুনা। তোমার ভয় দেখে যে বাঁচিনি ; নারায়ণ র'য়েছে, ভয় কি ?

লহনা। তুমি তো সব খবরই রাখ ; এমন জায়গা নাই যে রাণা প্রতাপের চর নাই, তা এতো বন। নারায়ণ একলা কি ক'রবে বল তো ?

নারা। যদি কেউ বিরোধী হয়, তোমাদের জন্য— তোমার জন্য প্রাণ দেব।

লহনা। ইস্‌—এতও পারবে ! তার পর আমাদের বেঁধে নিয়ে যাক্‌।

কামুন। কার সাধ্য ! [সকলের প্রস্থান।

(দুই জন সেনানায়কের প্রবেশ)

উভয়ে। মা, রণরঙ্গিনী মা।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

(রাণা প্রতাপের গুণ-গান করিতে করিতে কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ)

(গীত)

সারঙ্গ—তেওরা।

দুর্দ্দম শাসন, রিপু-কুল নাশন,
পবন গমন, নীল হয় বাহন,
নিবিড় জটাজুট, শির বিভূষণ।
আধ চাঁদ ভালে, তিলক ঝলক,
বিমোজ্জ্বল জ্বালা নয়ন পাবক,
দিনকর হর বর, কৃপাণ ঝক ঝক,
পীন বাহুমূল, বিশাল বক্ষস্থল,
দুর্ব্বল প্রবল ত্রাসিত দুর্জ্জন।

১ম নায়ক। কোথা যাব ?

১ম সৈন্য। পদ্ম-কুণ্ডুতে আমরা খাওয়া দাওয়া ক'র্‌বো।

২য় নায়ক। কাল তুমি কি সাজ্‌বে ?

২য় সৈন্য। আজ্ঞে, আমি ভাল্লুক সাজ্‌বো।

১ম নায়ক। তুমি কি সাজ্‌বে ?

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমায় মশাই যা অনুমতি ক'র্‌বেন তাই সাজবো ; তা মশাই, নূতন পোষাকটা পরে এসেছি, কোথায় রাখ্‌বো ?

১ম নায়ক। আর বাপু ! ক্ষমা দাও—বিস্তর হ'য়েছে।

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে রাগ করেন তো বলি—

১ম নায়ক। বাপু, তুমি যে উৎপাতে ফেল্লে। রাগ করি তো ব'লবে ; আর যদি না রাগ করি, তো আস্তে আস্তে চ'লে যাবে, রাগ করিনি বাপু—যাও।

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে, আমার এ স্থানে আসাটা ভাল হয় নাই।

১ম সৈন্য। আরে এসনা এ দিকে।

৩য় সৈন্য। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না—

১ম সৈন্য। আরে চলোনা—চলোনা (মস্তকে চপটা-ঘাত)

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

২য় নায়ক। তোমার সেনাদের তর বেতর ভাণ।

১ম নায়ক। ও বেশ লোক, ওর মজা দেখ্‌বে তো চল। পদ্মকুণ্ডে কেউ নাচ্ছে, কেউ পদ্ম তুল্‌ছে, ও দেখ্‌বে যে চুপ করে পোষাকটী আগ্‌লে ব'সে আছে, আর এক একটী ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্চে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। হাস্‌ছিস কেন রে শালা ?

(২য় নায়ক—মারিতে উদ্যত)

১ম নায়ক। আরে মেরোনা—মেরোনা—

বেতাল। সেই চোক্‌ জ্ব'লছে, কি বল্‌তো ? ঐ যে— নীল ঘোড়া—না কি ব'ল্‌ছিলি, এখন আর বাক্যি সরেনা,— অ্যাঁ ?

১ম নায়ক। সে গান শুনে তোর কি হবে ?

২য় নায়ক। তুমিও যেমন পাগলের সঙ্গে ব'কৃছো, চল যাই, স্নান হয়নি আহার হয়নি।

বেতাল। সেই শালারও চোক জ্ব'লেছিল, একটা

চোক ছিল। সে শালারও একটা কি ঘোড়া, কিন্তু তার পোষাকটা কাবুলের ধরণ; তুই পোষাকটা কি রকম বল্লি?

১ম নায়ক। ওহে শুনছো! কর্ত্তাটি নিজে 'কাবুলে' সেজে এধার দে হ'য়ে গেছেন। তার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল কোথায়?

বেতাল। আচ্ছা, তোরা ও গানটা গাস কেন?

২য় নায়ক। ও গানটা গাইলে আমরা খুব ল'ড়তে পারি।

বেতাল। কই কেমন লড়িস্ দেখি; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গণ্ডে চপটাঘাত)

(২য় নায়ক বেতালকে কাটিতে উদ্যত ও ১ম নায়কের বাধা প্রদান)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (১ম নায়কের গণ্ডে চপটাঘাত ও ২য় নায়ক বেতালকে মারিতে উদ্যত)

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! গান ধর্, তোরা গান ধর্—দুর শালা! গান ভুলে গেলি, আমি ও গান শিখ্‌বো না। দুয়ো—হেরে গেলি! দুয়ো—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গমনোদ্যত)

২য় নায়ক। ধ'রলে কেন? আমি ওর পাগলামি বার ক'রে দিতুম।

বেতাল। ধ'রলে তো আমার বাবার কিরে শালা? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (প্রস্থান)

১ম নায়ক। পাগল, ওর হাত দুটো ধ'রলে হ'তো;—তুমি তলোয়ার খুলে ব'স্‌লে।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। গাঁজা আছে?

২য় নায়ক। দাঁড়া শালা, তোকে গাঁজা দিচ্চি আমি—(মারিতে উদ্যত)

বেতাল। আমি খাবো না; তুই বড় মার খেয়েছিস, একটান টান। (গাঁজা ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মন্দিরে প্রবেশ)

২য় নায়ক। বেটা পাগ্‌লা কোথাকার!

১ম নায়ক। গাঁজা ছিলেমটা কুড়িয়ে নিলে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেতাল। বলতো—উঃ! কত ফুল দেখ রে! আজ যেন আমি বাসর ঘরে এসেছি! না—ফুল-শয্যা। (কালীর পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিনী নাগধ্বনি—তাল আড়াঠেকা।

ঊর্দ্ধ জটা-জুট, গভীর নিনাদিনী।
উগ্রচণ্ডা ভীমা, অশিব বিমর্দ্দিনী॥
দনুজ হ্রাস, ত্রাস লক লক রসনা,
অসুর শির চূর, ভীষণ দশনা;
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী,
নর-কর-বেষ্টিত, কপাল-মালিনী;
রুধির অধরা তারা, শিশু-শশী ভালিনী।
নয়ন-জ্বলন জ্বালা, হর-হৃদি রঙ্গিনী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

লহনা, যমুনা, কাঞ্চন, সখিগণ ও নারায়ণসিংহ।

যমুনা। ভাই, তোমার যে অত ভয় হ'য়েছিল, তা কি আমি জান্‌তেম?

লহনা। তোমাদের ভাই, পাহাড়ে সাহস, আমায় মাপ কর।

যমুনা। নারায়ণসিংহ তো পাহাড়ে নয়।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। ও আবার পাহাড়ে নয়; কিহে নারায়ণ! তোমার বাড়ী না আরাবলী পর্ব্বতে?

লহনা। (কাঞ্চনের প্রতি) ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটে যেন সাত রাজার ধন; এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, তোর মন ওঠেনা বুঝি, ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটা হাতে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছিস্?

কাঞ্চন। হ্যাঁ ভাই যমুনা! বাসি তোড়াগুলো জলের উপর বসিয়ে রাখ্‌লে অনেকক্ষণ থাকে—না?

লহনা। দেখ্‌লি ভাই, ন্যাকাম দেখ্‌লি? তোড়াগুলো জলে বসিয়ে রাখে, বলে—উনি শুক্‌নো কুঁড়িটা জলে বসিয়ে রাখ্‌বেন। তুমি ভাই, আমার তোড়ার সঙ্গে

রেখনা, রাখ্‌তে হয় তোমার ঘরে ভাল ক'রে জল দে রাখ গে।

কাঙ্গন। আমার রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বো, ফেলে দিতে হয় দেবো; তোমার কি?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। প্রহরীরা সব ঘুমুচ্ছে না কি? তুমি বল ভাই, 'রাগিস্ কেন', বাগানে বসিছি, দু'দণ্ড কথা কব, না, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! (সেলিমের প্রতি) তুমি 'চুপ চুপ' কর, আর নারায়ণসিংহ বলুগ, 'সব ঠিক' তা হ'লেই হ'য়েছে।

যমুনা। আমি সাধে বলি, 'তুমি রাগ কেন'—রাস্তায় কে ক'চ্চে 'আনন্দ রহো'! তা প্রহরীরা কি ক'রবে?

নারা। ঠিকই তো।

লহনা। তুমি কর 'চুপ, চুপ'।

নারা। আচ্ছা, না রাজকুমারী আমি কথা কব না।

যমুনা। আচ্ছা, ভোম্‌রাগুলো কেমন ক'রে মধু খায়?

লহনা। এই নাও—ওকে ব'লে দাও, বলি আমর সঙ্গে নাই বা কথা কইলে? যমুনাকে বুঝিয়ে দাও না,—ভোম্‌রা কেন মধু খায়—কাটঠোকরা কেন কাটে ঘা মারে, পাপিয়া কেন ডাকে, পাথরে পাথরে কেন আগুন ওঠে?

কাঙ্গন। না ভাই, আমি একখানা পাথরে জল বেরুতে দেখেছিলেম, মস্ত পাহাড়—ঝর্ ঝর্ ক'রে, জল গড়িয়ে প'ড়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। ওই নাও ভাই।

সেলিম। তুমি ব'সো, আমি প্রহরীদের ব'লছি—ওকে পাগ্‌লা-গারদে দিতে। [প্রস্থান।

নারা। ওতো পাগল না, রাজকুমারি! ওকে গারদে দিতে মানা করুন।

লহনা। না, পাগল না, ও সাধুপুরুষ! সাধুপুরুষ তো গারদে গিয়ে 'আনন্দ রহো' করুগ না;—সেইখানে ওর 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যাবে।

যমুনা। আহা! ও পাগল হোক, যা হোক, ওতো কারু কিছু করে না।

কাঙ্গন। আমায় ফুলটি হাতে দিয়ে বল্লে, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

লহনা। ভাই, অত সোহাগ যদি আমার ভাল না লাগে; তোমাদের দয়ার শরীর, তোমরা এখান থেকে উঠে যাও।

কাঙ্গন। তুমি ভাই, যখন তখন উঠে যাও বলো, সে দিন অম্‌নি যমুনা-দিদি কাঁদ্‌ছিল।

লহনা। তোমার যমুনা দিদিটি কেমন! সে দিন নারায়ণসিংহের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ওঁর আর প্রাণে সইলো না,—মাঝখান থেকে এক কথা তুল্লেন; তাই একটা কথার মতন কথা হ'ক, না 'ফুলগুলি আর পাখিগুলি ঠিক এক', ওঁদের পাহাড়ে দেশে বুঝি পাখী পুঁতলে ফুল ফোটে? দেশ তো নয় যেন মরুভূম!

যমুনা। ভাই, আমার পাহাড়ে দেশ, আমারই ভাল; তোমার দিল্লী সহরে ভাই, আমার কাজ নাই।

[যমুনার প্রস্থান।

কাঙ্গন। তা সত্যি তো, যার যে দেশ, তার সে ভাল। এই যে তোমার এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, আমি কি তা নিচ্চি? আমার এই শুক্‌নো কুঁড়িটিই ভাল।

[কাঙ্গনের প্রস্থান।

লহনা। না, তোমার জন্য এই যে ফুল তুল্‌তে উঠিছি, দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলে না?

নারা। রাজকুমারি! রাজপুতানার নিন্দা কল্লেন! আপনি দিল্লীতে এই কুসুম-কাননে ব'সে আছেন, আপনার পিতা বাদ্‌সার সেনাপতি, বাদসা কর্ত্তৃক রাজা। আরাবল্লী পর্ব্বতের দীন প্রজাও, সে সম্মানের প্রার্থনা করে না—হিন্দু-কুল-ভূষণ প্রতাপ ব্যতীত কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না, স্বয়ং বাদসাও তাঁর সৌহার্দ্দ্য প্রার্থনার পত্র লিখেছেন।

লহনা। নারায়ণ, তোমার যে বড় বাড়!

নারা। না, বড় ন্যূনতা! আপনি স্ত্রীলোক,—

[নারায়ণসিংহের প্রস্থান।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। লহনা! তুমি এক্‌লা আছ, ভাল হ'য়েছে। আমি শীঘ্র বাদসা হব, তার সন্দেহ নাই; আমার আক্ষেপ কিছুই নাই—কিছুই বাকি থাক্‌বে না; কিন্তু কার কাছে প্রাণ জুড়াবো—এমন কেউ নেই। লহনা, তোমায় ভাল-বাসি, কিন্তু,—

লহনা। আপনি কি ব'লছেন ?

সেলিম। এই ব'লছি, আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। তোমায় আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—তোমায় আর দেখ্‌বো না। হায়! হায়! যদি প্রস্তর হ'তে বারি নির্গত হলো, সে বারি মরুভূমি ব'য়ে যাবে ?

লহনা। আপনি কি আমায় ভালবাসেন ?

সেলিম। না, ভালবাসিনি, কে না ভালবাসে ? তুমি দেবী নও, তুমি রাক্ষসী—একবার হারটা পর, আমি দেখি, আমার যত্নের সামগ্রী নিতে বিলম্ব ক'চ্চো ? বহুমূল্য হার, বড় সাধ ক'রে কিনেছিলেম, আমার যে বেগম হবে, তাকে পরাব।

(রুধিরাক্ত কলেবরে বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক' 'হর হর হর হর হর হর'!

লহনা। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। বলি হ্যাঁ রে, তুই আমাকে গারদে দিতে বল্লি কেন ? তাইতে তো রক্তারক্তি হ'য়ে গেল, তুই পালা, তোকে ধ'ত্তে আস্‌ছে, কেটে ফেল্‌বে।

সেলিম। প্রহরি! প্রহরি! ওরে কে আছিস্ রে ?

বেতাল। আবার বুঝি একটা খুনোখুনি ক'র্‌বি, আমি যাই, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক'! 'হর হর হর'!

বেতাল। ওই শোন 'সব ঠিক' আসছে, পালা—পালা, আমি বলি উল্লুক ভাল্লুক সং সেজেছে; তা নয়, কাটাকাটি ক'ত্তে সেজেছে; তাই কাল বনের ভিতর ছিল, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

সেলিম। (স্বগত) এই তো সুযোগ, এখানে কেউ কোথাও নেই—এমন সময় আর হবেনা! সম্মত হোক, বা না হোক—মূর্চ্ছা, এখন তো আর বল ক'র্‌তে পারবেনা—এ সুযোগ ছাড়া নয়।

(দুইজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এইখানেই সেই বেটা আছে, এইখানেই 'আনন্দ রহো' ডেকেছে।

সেলিম। তোমরা সে পাগ্‌লাকে ছেড়ে দিলে কেন ?

২য় সৈন্য। সাহাজাদা! আমাদের কোন অপরাধ নাই, এমন ইদের দিনে যে সর্ব্বনাশ হবে, কে জান্‌তো!

১ম সৈন্য। আমরা মনে ক'ল্লেম যে, ইদের দিন, তাই সং সেজে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে। পাগ্‌লটাকে নিয়ে আমরা গারদের দোর গোড়ায় গিয়েছি, আর 'সব ঠিক' ব'লেই কোপাতে আরম্ভ ক'ল্লে।

২য় সৈন্য। শুন্‌লেম—জেলের প্রহরীদেরও মেরে ফেলেছে, দুশো সৈন্য কেটে ফেলেছে। সহরে হুলুস্থূল! আর কোথাও কিছু নাই।

১ম সৈন্য। সাহাজাদা! ব'লতে ভয় হয়, আপনার এ তলোয়ার কোথা পেলে, ভাঙ্গা রাস্তায় প'ড়েছিল।

সেলিম। এ তলোয়ার আমি নারায়ণসিংকে দিয়েছিলেম।

লহনা। (উঠিয়া সেলিমকে ধরিয়া) নারায়ণ! আমার ভয় ক'চ্চে!

সেলিম। এই যে আমি, লহনা!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

ওকে ধর, রাণা প্রতাপের চর।

[সৈনিকগণের প্রস্থান।

লহনা। আমায় কোলে ক'রে নাও, আমি চ'ল্‌তে পাচ্চিনি।

সেলিম। ভয় কি ? (চুম্বন)

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাণা প্রতাপের শয়ন-কক্ষ

রাণা প্রতাপ ও মহিষী।

মহিষী। হ্যাগা, জটাগুলো কাট্‌বে না?

প্রতাপ। হ্যাগা, চিতোর পাবনা?

মহিষী। চিতোর বুঝি আমার হাতে?

প্রতাপ। জটা বুঝি আমার হাতে?

মহিষী। না তোমার মাথায়, তাই কাট্‌তে ব'ল্‌ছি। আমি একদিন কেটে দেবো, ঘুমিয়ে থাক্‌বে, আর একদিন কেটে দেবো।

প্রতাপ। আর তুমি ঘুমবে না?

মহিষী। হাঁ, ও সাজাটা আর বাকি রাখ কেন? চুলগুলো কেটে দিয়ে বাঁদী সাজিয়ে দাও!

প্রতাপ। রাজরাণী বুঝি তোমার চুলগুলি?

মহিষী। দেখ দিকি, কি কথায় কি কথা তুল্‌ছো, চুল্‌গুলি বুঝি রাণী?

প্রতাপ। দেখ দিকি, তুমি কি কথায় কি কথা তুলছো, জটাগুলো বুঝি খারাপ?

মহিষী। খারাপই তো!

প্রতাপ। চুল্‌গুলো রাণীই তো!

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ দানসিং?

দূত। রাজসভায় যেতে অনুমতি হয়।

প্রতাপ। আমি যাচ্ছি, চল।

[দূতের প্রস্থান।

মহিষী। যাচ্চো—যাও, কিন্তু যমুনা কোথা, খবর দিতে হবে। দেখ দেখি, তার বাপ তোমার জন্য মারা গেল!

প্রতাপ। প্রিয়ে! কেন আর আমায় লজ্জা দাও? আমি কোন্ কর্ত্তব্য সাধন ক'র্‌তে পেরেছি,—যবনকে সিংহাসন দিয়ে আপনি কুটীরবাসী, আমার রাজ-রাণী ভিখারিণী, আত্মীয় হত, সৈন্য-সামন্তের পরিবার অনাথা! প্রিয়ে, তবুও তুমি আমায় জটা কাট্‌তে বল? জটা কাট্‌বো, সে দিন আছে—তোমায় যবে রাজ্যেশ্বরী ক'রবো, তবেই জটা কাট্‌ব'!

মহিষী। নাথ, তোমার প্রেমে আমি রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক।

প্রতাপ। তাইতো আমি ভুলে থাকি, আমি চিতোর-হারা!

[প্রতাপের প্রস্থান।

মহিষী। (স্বগত) হায়! চিতোর যদি পাই, তোমায় সুখী দেখি। [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ ও মন্ত্রী।

১ম সভা। সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহই হয়।

২য় সভা। বাদসাহ তো কম লোক নন।

মন্ত্রী। এ সন্ধির প্রস্তাবে যে রাণা সম্মত হবেন, এমন তো বোধ হয় না।

৩য় সভা। আমার বিবেচনায় এ সন্ধিতে সম্মত হওয়াই উচিত, বল প্রকাশের তো ত্রুটি হয় নাই।

মন্ত্রী। আপনার বিবেচনার সময় মহারাণা এলেই হবে, এক্ষণে আসুন, অপর বিষয় পরামর্শ করা যাক্; সন্ধি তো হবেই না; বোধ হয়, যবন জয়ী হ'লো।

৪র্থ সভা। কেন, রাণার সন্ধিতে অমতের কারণ? বাদসাহ তো অতি বিনীত ভাবে পত্র লিখেছেন।

মন্ত্রী। মহাশয়, সে বিষয়ে তর্ক ক'র্‌ছেন কেন? আপনারা কি এখন' বুঝ্‌তে পারেন নি যে, বাদসাহ অতি বিচক্ষণ।

১ম সভা। অতি বিনয়ী, অতি বিনয়পূর্ব্বক পত্র লিখেছেন, 'মহারাণার সৌহার্দ্দ্য যাজ্ঞা করি'; বাদসাহ অপরের নিকট কখন' কোন প্রার্থনা করেন নাই।

৩য় সভা। রাণা পত্র পেয়েছেন কি?

মন্ত্রী। পেয়েছেন, কপট বিনয়ে দ্বিগুণ অগ্নিবৎ জ্ব'লে উঠেছেন।

২য় সভা। কপট বিনয় কেন?

মন্ত্রী। আপনি কি জানেন না, রাণা সকল সহ্য ক'র্‌তে পারেন, মুসলমান আকবর হীন বিবেচনায় দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে, এ তাঁর অসহ্য। (রাণাকে দেখিয়া) এ কি মূর্ত্তি!

সকলে। কি ভয়ঙ্কর!

(রাণাপ্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। কখন যুদ্ধে যাত্রা ক'রবে স্থির কল্লে? আমি প্রস্তুত,—চৈতক নাই, হল্‌দি-ঘাটে চৈতককে হারিয়েছি; কিন্তু যে সকল অস্ত্রাঘাতে চৈতকের প্রাণনাশ হ'য়েছে, তার প্রতিফল দিতে পেরেছি কিনা জানি না। এইবার যুদ্ধে—কখন যাত্রা—

মন্ত্রী। মহারাণা!

প্রতাপ। আমার মতে শুভ কর্ম্মে আর কালবিলম্ব কি? রাজপুত রমণীতো সকলই জানে যে, স্বামী যুদ্ধ-মৃত্যু প্রার্থনা করে।

মন্ত্রী। আর বল-ক্ষয়ে আবশ্যক কি?

প্রতাপ। মন্ত্রি, আমি যদি স্বয়ং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নরাধম না হতেম—তোমার উচিত আমায় উত্তেজনা করা, রাজপুতের অসি—বাঁশী নয়।

মন্ত্রী। সভাসদ্গণ সকলেরই মতে—

প্রতাপ। কি?

মন্ত্রী। একবার এ বিষয়ে বিচার করা উচিত।

প্রতাপ। মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ বিচার—স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা বিচার ক'রে গিয়েছেন—আমাদের আর আবশ্যক নাই। চল—ওঠ—আবার রণরঙ্গে মাতি! চৈতক—কি আমার এক চক্ষু, তাও অন্ধ হলো নাকি? যথার্থই তোমরা উঠ্‌লে না? ভাল, ভাল মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিব যে, আমা অপেক্ষা হেয় রাজপুত আছে। আকবরসাহ, তুমি ধন্য! তুমি সিংহের নিকট শৃগালের ভক্ষ্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রইলে। হা! এত অপমান জন্মেও সহ্য করিনি। রণস্থলে কি শত্রু, কি মিত্র, সহস্র সহস্র বীরপুরুষ—বীর-পুরুষের ন্যায় প'ড়্‌তে দেখেছি। হা! সে রণ-উল্লাসে আমার মৃত্যু হ'লো না; আমায় কেউ গুরু বল, কেউ প্রভু বল, কি মোহিনীতে আমার এই বুকের শেল তুল্‌তে হস্ত প্রসারণ ক'চ্চো না? আকবরসাহ! ধন্য তোমার মোহিনী—দেখ দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হ'চ্চে, আমার বীর-হস্ত হ'তে তরবারি খ'সে প'ড়ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। হা! আজ আমায় ধর—এ কথা ব'লবার ইচ্ছা হ'লো, প্রাণ কি বজ্র হ'তে কঠিন, যেন ফুলের ন্যায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড খ'সে প'ড়্‌ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। হ্যাঁরে! রাগ ক'রেছিস্? তুই গাঁজা ছিলেমটা ফেলে এলি কেন রে?

সভা। কে এ বেটা, মেরে তাড়াও একে। (প্রহার)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! কিন্তু গাঁজা দিতে হবে, আমিও মেরেছিলুম, গাঁজা দিয়েছিলুম।

(প্রহরীগণের দূরীকরণের চেষ্টা ও প্রহার)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! এইবার তার মতন হ'য়েছে, তবে না শালা! তার মতন ব'লতে পারব না?

প্রতাপ। উত্তম, উত্তম, রাজপুত-বাহু—দুর্ব্বল পীড়নের নিমিত্তই বটে; রমণী বলাৎকার, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত এখন দেখ্‌তে বাকি।

বেতাল। আরে কথা শোনেনা! আর কি আমায় মারতে পারবি? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

মন্ত্রী। প্রহরী, এ পাগলাটা কোথা থেকে এল?

প্রতাপ। মন্ত্রি, ও পাগল, ও এই নিরানন্দ-ধামে আনন্দ রব তুল্‌তে এল, তোমরা ওকে মেরে তাড়ালে—আবার 'আনন্দ রহো' ব'লতে ব'লতে চ'লে গেল।

(নেপথ্যে)—হি হি হি হি, আমি আবার আসবো, আজ নয়—গাঁজা ছিলেম্‌টা খেলেনা কেন দেখিগে।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। মনটা কেমন খুঁত খুত ক'চ্চে, কেন খেলেনা জিজ্ঞেস ক'রে আসি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[বেতালের প্রস্থান।

প্রতাপ। মন্ত্রি, কে ও? আমার এ অবস্থায় বল্লে 'আনন্দ রহো'! ওকে ওর আনন্দ-গান ক'ত্তে বল।

(মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। ওরে, সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রতাপকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। কই, কেউ কোথাও যে নেই?

(কাঁদিতে কাঁদিতে একজন মল্ল ও একজন খঞ্জের প্রবেশ)

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। নিশ্চয় বেটা যাদুকর, বাঁধ বেটাকে।

খঞ্জ। না, সন্ধান নাও, ও বোধ হয় আকবরের কোন চর হবে, তারপর ধ'র্‌লে—বুঝ্‌লে কিনা?—

মল্ল। ঐ দেখ ভাই, তোকেও যাদু করে—করে—ক'রেছে, তুই কি আবল-তাবল ব'ক্‌চিস্?

খঞ্জ। ওরে, নারে, কই দেখ্‌না—জিজ্ঞেস করনা—খবর দেবো? টাকার আণ্ডিল।

মল্ল। ওই!

খঞ্জ। আরে, মজা হবে এখন। জিজ্ঞেস কর্‌না, মুসলমান—টাকা—চর—চর।

মল্ল। তুই বেল্‌কোপনা ছাড়তো, আমার একে ভয় ক'চ্চে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে পাগল কে, পাগল নাকি? ওরে ধর্‌রে—ধ'র্‌লে মজা আছে।

মল্ল। না ভাই, অমন কর তো তোমার সঙ্গে দাঙ্গা হবে। তুমি যে, সে দিনে অশ্বত্থ-তলায় ভয় পেয়েছিলে, আমি কি তোমায় অমনি ক'রে ভয় দেখিয়েছিলুম?

খঞ্জ। আরে সে নয়, এ ঢিল পড়েছিল—মুসলমান—পা খোঁড়া ধর ভাই—জিজ্ঞাসা কর--পালাবে! ভয় পাইনি—অনেক টাকা, পা খোঁড়া—বুঝ্‌লিনি?

মল্ল। ওমা, বলে কি গো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। বাবা রে!

খঞ্জ। ওরে ধর রে—কি ক'রবো—পা খোঁড়া, ওরে ধর্‌রে—ওরে যায়রে—ওরে মুসলমান—ওরে যায়রে!

মল্ল। ও বাবারে!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ওরে—গেলুমরে। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। (খঞ্জের নিকট গিয়া) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। (বেতালের হস্ত ধরিয়া) এইবার পেয়েছি।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

খঞ্জ। আরে পা খোঁড়া, দাঁড়া।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[খঞ্জকে ফেলিয়া প্রস্থান।

খঞ্জ। ওরে, আমিও প'ড়ে গেছি, ওঠ্‌না; গেলরে—বড় কোমরে লেগেছে।

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা-না। আহা, বীরের হাতের অসি বুঝি এত দিনে খ'স্‌লো।

২য় সেনা-না। আকবর! তুই সুধা-পাত্রে গরল পাঠিয়েছিলি।

১ম সেনা-না। ফুলের দ্বারা যে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব, তা আজ আমার ধারণা হ'লো। আহা! যে সংবাদে রাজ্যে আনন্দ-উৎসব হ'য়েছিল, সে সংবাদে এত নিরানন্দ হবে, কে জান্‌তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐরে—ধর রে—কোমরে ব্যথা রে—প'ড়ে গেছি রে।

২য় সেনা-না। আহা, রাজপুতসভায় কি একজন ব'লতে পাল্লেনা যে 'মহারাজ যুদ্ধে চলুন, আমি আপনার সাথি'। আহা, তা হ'লে সে ভস্ম-হৃদয়ে এক বিন্দু বারি প'ড়তো।

১ম সেনা-না। আমি এই অশ্রুবারি দিই, যদি কিছু শীতল হয়; ভাইরে, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে রাণা-শিরোলক্ষিত তলোয়ার আমার ললাটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছি; ভাইরে, সে রাজাকে কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাব না!

খঞ্জ। আরে বলি শোন্‌না, সে যা হবার তা হবে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে বলি, শোন্‌না, এখনও যায়নি।

২য় সেনা-না। একি, তুমি এমন ক'রে প'ড়ে র'য়েছ কেন?

খঞ্জ। কোমর ভেঙ্গে গেছে, ধর।

১ম সেনা-না। মন্ত্রী মহাশয়কে বলা যাক—'আসুন, যুদ্ধ ঘোষণা দিন। আমরা দিল্লীতে যুদ্ধে যাই,' এ সংবাদে রাণা আরোগ্য লাভ ক'ল্লেও কত্তে পারেন। সে বজ্র-হৃদয় যখন ফুলে ভেঙ্গেছে, তখন ঘোর রণরঙ্গে সিংহনাদ, বজ্রনাদে তূর্য্যনাদ, অরির হৃদিভেদি আর্ত্তনাদ, রাজপুতের ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদী সিংহনাদ, শৃগাল-ত্রাসক রুধির স্রোত, ঘূর্ণবায় স্তম্ভিতকর অরির হাহাকার-ধ্বনি-মিশ্রিত দুন্দুভি নিনাদে আসন্ন জয়োল্লাস; আকবর যদি পুনর্ব্বার সিংহের নিকটে সিংহের ভেট পাঠায়—তা হ'লে বজ্র জোড়া লাগে, নচেৎ বজ্র কুসুমেই ভেদ হবে। রাণা প্রতাপকে দয়া প্রকাশ! বজ্র ভেদ হবেই তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐ যে মশাই, ধরুন, ঢের টাকা—রাণা প্রতাপ ম'লোই বা—ঢের টাকা।

২য় সেনা-না। হা অভাগা পাগল! এ পাগ্‌লাটা ব'লছে দেখ্‌ছো? বলে রাণা প্রতাপ মরে মরুক।

১ম সেনা-না। ওকে কেটে ফেল, হ'লোইবা পাগল; রক্ষি, একে গারদে নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে)—'না না, মরেনি'!

২য় সেনা-না। আর এদিকে এক কাপ দেখ।

[খঞ্জের প্রস্থান।

মল্ল। ও বাবারে—একটা নয়, দুটোরে!

(নেপথ্যে খঞ্জ)—ভয়—গেল—ধ'রেছিলুম—প'ড়ে গেলুম—টাকা!

২য় সেনা-না। একি! এ মূর্চ্ছা গেছে নাকি!

১ম সেনা-না। আহা যাবেইতো, রাজপুতের প্রাণ!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

খঞ্জ, মল্ল ও প্রজাগণ।

১ম প্রজা। হায় হায়! কি হ'লো!

২য় প্রজা। গরীবের মা-বাপ গেল!

৩য় প্রজা। পৃথিবী বীরশূন্য হ'লো, শিব! শিব! শিব!

বালক। ওমা, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন?

১ম স্ত্রী। ওরে বাবা, আমার বাবা বুঝি যায়!

বালক। তোর বাবা কে মা?

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ওরে ধর—টাকা—ধর, আর গারদে পুরিসনে, আর গারদে পুরিসনে, আমি পালিয়ে এসেছি, টাকা—টাকা—কাম্‌ড়ে ধ'র্‌লে হ'তো। (নিজহস্ত দংশন)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ও বাবারে, একটা নয় দুটো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। (মূর্চ্ছা)

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা-না। কি ব'ল্লে—দেখ্‌তে পাই কিনা? ও বীরকুল-চূড়ামণি!

বেতাল। ওরে গাঁজা খাস্‌নে কেন?

১ম সেনা-না। স'রে যা!

বেতাল। না তুই না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

২য় সেনা-না। বেল্লিক বেটা, আবার সাম্‌নে পড়ে। (বেত্রাঘাত ও প্রস্থান)

বেতাল। না তুইও না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! উঃ বড় জ্ব'ল্‌ছে! তা মারলুম না কেন?—এবার চড় মেরে তো দেশে দেশে গাঁজা নে বেড়াচ্ছি; ওদের দু'জনকে নিদেন পক্ষে কত মার্‌তে হ'তো,—অত ঘুর্‌তে পারিনে—পা ধ'রে গেছে। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ঐ নাও, আনন্দ রহো! খারাপ হ'য়ে গেছে, ব'স্‌তে দিলে না; চল্লুম—জিজ্ঞাসা করিগে, কেন গাঁজা খেলেনা।—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মঞ্চ

প্রতাপসিংহ, মহিষী, নারায়ণসিংহ, যমুনা ও কাঙ্গন।

প্রতাপ। (নারায়ণসিংহের প্রতি) তোমার পিতা, আমার মস্তক হ'তে ছত্র নিয়ে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পারি নাই; আর তুমি আমার নিমিত্ত মানসিংহের দাসত্ব স্বীকার ক'রেছ, তুমি আমার সম্মুখে থেকো; তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি বল্লে—যে দিন সন্ধিপত্র রওনা হ'লো, সেই দিন দিল্লীতে মোগল সেনা আক্রমণ ক'রলে? ক্ষত্রকুলোত্তম মহাত্মা রাণার হাত থেকে অসি খ'সে গিয়েছে, রাণা বনবাসী!—এ রাজপুত দস্যুর আর কি আছে? তুমিও একজন রাজপুত দস্যু। আমার বল নাই, তুমি এসে কোল নাও।

নারা। প্রভু, আমার আর কেউ নাই, কোল দিলেন, পদধূলি দিন; যেন এ ঋণ শোধ দিতে পারি।

প্রতাপ। তোমার পিতার ন্যায় তোমার গৌরব আরাবল্লির প্রতি প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হউক।

নারা। প্রভু-প্রদত্ত এই অসি হস্তে মৃত্যু, গুরুর চরণে লহরীমোহনের এই প্রার্থনা।

প্রতাপ। তোমার বীর বাসনা পূর্ণ হউক। যমুনা, তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছো? তোমার মাতুল তো রাগ ক'র্‌বেন না? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে তোমার মাতুল আমার বক্ষে ভল্ল লক্ষ্য ক'রেছেন, তোমার পিতা বুক পেতে নিয়েছেন, সে ঋণ যতদূর পারি—পরিশোধ করি, তোমার পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেম না; কিন্তু নব-অর্জ্জিত ঘোলা সহরে তুমি অধিশ্বরী হও, অন্য আশীর্ব্বাদ কি ক'রবো, তোমার পিতার ন্যায় তোমার পুত্র হউক।

যমুনা। আর আশীর্ব্বাদ করুন যে, সূর্য্যবংশীয় রাণার কার্য্যে প্রাণদানে পরলোক গমন করে।

প্রতাপ। মা, তুমি বীরাঙ্গনা! বীর-প্রসবিনী হও। মা কাঙ্গন, তুমি তোমার দিদির কাছে থেকো, আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত স্বামী হউক, উপযুক্ত পুত্র হউক, অধিক আর কি ব'ল্‌বো!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। ওকে কেউ ডাক; দেখ, যদি কোন রকমে আন্‌তে পার; ও আমায় 'আনন্দ রহো' শোনায় কেন? প্রিয়ে! তোমায় কিছু ব'ল্‌বো না, তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবার নয়; তোমার মুখখানি আমার হৃদয়ে ফুরাবার নয়, ও মুখখানি আমি রণে বনে অন্তরের অন্তরে দেখেছি, ভোজনে দেখেছি, সুখশয্যায় শয়নে দেখেছি, এখন দেখ্‌চি, প্রিয়ে, কথা ফুরাবার নয়।

মহিষী। নাথ, এমনি ক'রে চুল কেটে আমায় দাসী ক'ল্লে।

প্রতাপ। প্রিয়ে, তবু জটা মুড়াতে পার্‌লেম্ না। আত্মীয় স্বজন আমি যারে যারে দেখিনি—আমার সম্মুখ দিয়ে যাও, আমি দেখি; শক্তি নাই, কোল দিতে পার্‌বোনা, জান ত—হাত থেকে অসি পড়ে গিয়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

ওকে ডাক্‌তে গিয়েছে?

মহিষী। আমি পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। মহিষী, তুমি কে? আমি যুদ্ধে উঠ্‌তে বলিছি—যারা আমার জন্য অকাতরে শোণিত ব্যয় ক'রেছে, তারা উঠ্‌লো না—মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হলদিঘাটের পর অর্থহীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে? ওঃ! রাণাবংশে তাচ্ছিল্য, যবনের—যবনের তাচ্ছিল্য! কেন হল্‌দি ঘাটে কি ভল্লের পরিচয় দিইনি?

মন্ত্রী। মহারাণা! ক্ষান্ত হউন, অপরাধীর শাস্তি দিন, আবার উঠে বলুন যুদ্ধে চল,—দেখুন আপনার সভাসদ যুদ্ধে যায় কিনা! সে দিন আপনার ভৈরব মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম, তাই উঠ্‌তে পারি নাই; কিন্তু যখন এ মূর্ত্তি দেখে এখনও দাঁড়িয়ে আছি, তখন অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাক্‌লে আপনার সভাসদ্ ভয় পাবে না; মন্ত্রীর সতর্কতায় ভয় পায় কিনা জানি না। হায়! হায়! সতর্ক হ'য়ে কি রাজশ্রীই দেখ্‌লেম।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। (দ্বিতীয় নায়কের প্রতি) ওরে, তুই এখানে এসেছিস্? আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস্, ভাগ্যিস্ রাস্তায়

ব'সে নেই, তা হ'লে তো তোর সঙ্গে দেখা হতোনা। আমি যার তোর জন্যে এই দেখ গাঁজা ছিলিমটা নিয়ে বেড়াচ্চি—বড় লেগেছিল, না? তা গাঁজা ছিলিমটা খেলিনে কেন?

২য় নায়ক। তা দে।

বেতাল। (গাঁজা প্রদান করিয়া) দু'জনে খাস, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! তোরে ক ঘা চড় মেরেছিলুম, মার্‌বি, আমি 'আনন্দ রহো'! ব'ল্‌বো এখন; রাগ করিস্ নে—ও একটা হ'য়ে গেছে—মারিস্ তো মার, নইলে যাই।

প্রতাপ। আনন্দ রহো, তুমি এ দিকে এস, তোমার আনন্দ আমায় একটু দাও, আমি এই নিরানন্দ রাজপুতধাম আনন্দময় করি।

বেতাল। (প্রতাপের প্রতি) ওরে তুই যে রে? (রাণীর প্রতি) তোমায় আমি চিনিনে। (প্রতাপের প্রতি) তোর সে কাবুলের পোষাকটা কোথায়—তোর মনে আছে তো—পেট দম্ সম্ হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছি, তুই আমায় গাঁজা খাওয়ালি, বল্লি—ভুলিয়ে দিলি কেন? আঃ!—আনন্দ রহো!

প্রতাপ। তুমি সামনে এস না?

বেতাল। তোর মুখ দেখ্‌লে আহ্লাদে 'আনন্দ রহো' ভুলে যাই; দাঁড়া, আমি 'আনন্দ রহো' একশোবার—দুশোবার—হাজার বার বলি, তার পর তোর সাম্‌নে যাই।

প্রতাপ। না ভুল্‌বে না, মনে ক'রে দেব এখন।

বেতাল। আরে না, ভুল্লে মুস্কিল হবে ব'ল্‌ছি।

প্রতাপ। আমি মনে ক'রে দেবো।

বেতাল। আচ্ছা, কি ব'লবি বল; আচ্ছা বল দেখি—আনন্দ রহো!

প্রতাপ। আনন্দ রহো!

বেতাল। হাঁ হাঁ বেশ, বেশ, কিন্তু তেমনটি হ'লো না। ওরে, তোর এমন চেহারা হ'য়ে গেছে কেনরে? তুই 'আনন্দ রহো' বল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল—চেঁচিয়ে না ব'লতে পারিস্—মনে মনে বল।

প্রতাপ। প্রিয়ে, তোমার মুখখানি নিচে আন, আর অত দূর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

বেতাল। ও তোর কে? তুই 'আনন্দ রহো' বল।

প্রতাপ। ভাই! তুমি বল, আমি শুনি।

বেতাল। আস্তে বলি—কেমন? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। আচ্ছা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি 'আনন্দ রহো' বল কেন?

বেতাল। তুই যে শিখিয়ে দিয়েছিলি।

প্রতাপ। যদি আমি তোমায় 'আনন্দ রহো' শিখিয়ে থাকি, তুমিও আমায় 'আনন্দ রহো' একবার শোনাও। হায়, আমি কি দয়ার পাত্র! আকবরের দয়ার পাত্র! বাহু, তুমি আর উঠ্‌বে না! সেই দিনের শেলাঘাতে তো পদ অকর্ম্মণ্য। প্রিয়ে, এ যাতনাতেও সে যাতনা মনে প'ড়ছে; কাণের কাছে মুখ আন, কাণের কাছে মুখ আন, জিভও বুঝি যায়! ভাই 'আনন্দ রহো'!—প্রিয়ে! এইবার—

বেতাল। ওরে তুই যেই হোস্ 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌তে বল্, নইলে আমি বলি, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

প্রতাপ। প্রিয়ে, তৃণে বজ্র ভেদ হ'লো।

মহিষী। তাই কি, এই তৃণের উপর বজ্রাঘাত ক'র্‌ছো?

প্রতাপ। প্রি—ই—ই—ই—য়ে—য়ে— (মৃত্যু)

বেতাল। 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌তে বল্, বল্লিনে?

সকলে। ওঃ!!! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বেতাল। আচ্ছা—'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

তৃতীয় অঙ্ক

—::•::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরবার

আকবর, মানসিংহ, নারায়ণসিংহ, ওমরাওগণ, মন্ত্রী ইত্যাদি।

আকবর। মহারাজ মান! আপনার ভুজবলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত আবদ্ধ, আপনার মন্ত্রণা-কৌশলে আমি সেই শৃঙ্খল অনায়াসে ধারণ ক'রে আছি, যোগ্য পুরস্কার আমি কি দিব?—আপনার শারদ-কৌমুদীর ন্যায় বিস্তৃত গৌরবে সহস্রবদনে উল্লাস-ধন্যবাদই আপনার পুরস্কার। এই তরবারি আপনি গ্রহণ করুন, আমি এ তরবারি নিত্য পূজা করি।

মান। শিরোপা শিরোধার্য্য! আমার হস্তে এ ভুবন-পূজ্য তরবারি, বাদসাহের রিপুর ভয় বর্দ্ধন ক'র্‌বে সন্দেহ নাই; রাণা জীবিত থাক্‌লেও সতর্কে এ অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌তেন।

নারা। শৃগাল! কুলাঙ্গার! যবনভৃত্য! যবন-শ্যালক! গুরুদেবের নিন্দা! (অসি নিষ্কাসন)

(চতুর্দ্দিক হইতে নারায়ণসিংহকে মারিতে অসি উত্তোলন)

আকবর। স্থির হও রাজপুত, নিদ্রিতের প্রতি অস্ত্রাঘাত কি তোমার গুরুদেবের শিক্ষা? মানসিংহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়।

নারা। মানসিংহ কুলাঙ্গার!

আকবর। অস্ত্র-প্রভাবে রাজপুত পরিচয় দিতেও পরাঙ্মুখ নন।

১ম-ওম। আপনার গুরু জীবিত নাই, নচেৎ হল্‌দিঘাটে—

আকবর। অনধিকার চর্চ্চায় প্রাণদণ্ড হবে। রাজ-পুত, যদি ইচ্ছা হয়, আমার বক্ষে তুমি অস্ত্রাঘাত কর, রক্ষার্থে একটি অসিও নিষ্কাসিত হবে না।

নারা। আমি যোদ্ধা, নরঘাতী নই।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

আকবর। তবে আমার সঙ্গে এস।

[নারায়ণসিংহ ও আকবরের প্রস্থান।

২য়-ওম। মহারাজ মান, আপনার ভৃত্য না?

মান। বাদসাহের তো পরিচিত দেখ্‌লেম।

১ম-ওম। অতিথির প্রতি রূঢ় বাক্যও নিষেধ।

(কতিপয় প্রহরী-বেষ্টিত বেতালের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। মহারাজ মান, গত বৎসর যে প্রতাপের সৈন্য দিল্লীতে উৎপাত ক'রেছিল, এই ছদ্মবেশী 'আনন্দ রহো' তার মধ্যে একজন।

১ম-ওম। প্রহরি তোমরা তো খুব সতর্ক! অনধিকার চর্চ্চা করনি, বিদ্রোহী জেনেও বাঁধোনি।

২য় প্রহরী। রাণা প্রতাপের লোককে বাদসার আজ্ঞায় পীড়ন নিষেধ।

১ম-ওম। অনধিকার চর্চ্চা—

মান। এরেও বা খাসমহলে নিয়ে যাবার আজ্ঞা হয়।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। বাদসার আজ্ঞায় দরবার ভঙ্গ হয়।

মন্ত্রী। আচ্ছা, একে এখন গারদে রাখ, পীড়ন ক'রোনা; কি জানি, যদি বাদসার পরিচিত হয়! আমি বাদসাকে সংবাদ পাঠাই, পরে যেরূপ আজ্ঞা হয়—সেইরূপ হবে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও নারায়ণসিংহ।

আক। আপনি যদি অনিচ্ছুক হন, আপনার পরিচয় আমিই দেব। আপনি মৃত বীরপুরুষ ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র, আপাতত মানসিংহের দাস—এ কথা ভাণ; যমুনা বা লহনার প্রেমে আবদ্ধ—আপনার চিত্ত আপনিই জানেনা, আমি জান্‌বো কি ক'রে—এক্ষণে বাদসা আকবরসার সম্মুখীন,—যদি ইচ্ছা করেন, বাদসার সহোদরের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ব'স্‌তে পারেন।

নারা। সে সম্মান প্রার্থী নই ; আচ্ছা আমার পরিচয় আপনি কিরূপে অবগত হ'লেন ?

আক। যদি ইচ্ছা করেন তো রাণা মৃত্যুকালে যে কথা ব'লেছেন, আমার সংবাদদাতার নিকট শুনতে পারেন।

নারা। যদি অনুগ্রহ ক'রে সংবাদ-দাতাকে ডাকান, সে কুলাঙ্গারের মূর্ত্তি আমি একবার দেখ্‌তে চাই।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। ওই আমার সংবাদদাতা।

নারা। ওই পাগল আপনার চর ?

আক। আপনিও আমার একজন চর।

নারা। বাদসাহের ভ্রম হ'চ্চে।

আক। না, গত বৎসরের কথা মনে ক'রে দেখ, যে দিন তোমার সেনারা দিল্লী আক্রমণ করে, বাদসার প্রাণ রক্ষা কিরূপে হ'লো ব'ল্‌তে পার ? পার্‌বে না—আমিই ব'ল্‌ছি ; রেসবৎ সিংহকে চেন ? সে দিন স্বয়ং আকবরসাহই রেসবৎসিংহ। মানসিংহের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই ভাণ ; মানসিংহের দাসীর ভ্রাতাকে মনে আছে ? (দাড়ি গোঁপ পরিয়া) এই দেখ কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বাকি।

নারা। বুঝ্‌লেম, আপনি বহুরূপী, কিন্তু মানসিংহকে বধ ক'রবার আপনার অভিপ্রায় কেন ?

আক। আপনি যেরূপ বীরপুরুষ—চিত্তচর্চ্চায় সেরূপ দক্ষ নয়। যখন রাজা মানকে আমি তরবারি দিলেম, রাজা মান কি উত্তর ক'ল্লেন স্মরণ আছে; সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন পরাজয় ক'রবেন। অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হয় নাই—বাদসাহও সম্মুখীন হ'তে সাহসী হবেন না।

(প্রহরীর সহিত বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। আজ অবধি এ ব্যক্তির কোন স্থানে যাবার বাধা নাই, এ কথা যেন দিল্লীর সকলেই অবগত থাকে। (প্রহরীদের প্রতি) তোমরা যাও। আনন্দ রহো, ব'সো।

বেতাল। ওরে দাঁড়া, তোর যে বেশ ঘর রে, আমি দেখি দাঁড়া।

নারা। ভাল, বাদসাহের প্রয়োজন কি, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

আক। তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য।

নারা। তাতে ফল ?

আক। তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার, তোমার ন্যায় সাহস ছিল, তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিলনা ; প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।

নারা। কি কার্য্যের অনুমতি করেন ?

আক। মানসিংহ তোমার শত্রু, সম্মুখ-যুদ্ধে বধ কর।

নারা। আকবরসাহ, আমি আপনার কৃতদাস, হৃদয়-বন্ধু! ভাল, সম্মুখ-যুদ্ধ কিরূপে ঘটনা হবে ?

আক। আমি সভায় তোমার পরিচয় দিয়ে প্রচার ক'র্‌বো যে, মানসিংহের কন্যার নিমিত্তে তুমি বাতুল, দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রেছ ; লহনাও তোমায় ভাল বাসে, কেবল মানসিংহ সে বিবাহে প্রতিরোধী,—এই নিমিত্ত তুমি মানসিংহকে সম্মুখ-যুদ্ধে চাও। প্রাণভয়ে ভুবন-বিজয়ী রাজা মান—তোমার সম্মুখীন হয় না।

নারা। যদি পাগলই ঘোষণা ক'র্‌লেন, তবে যুদ্ধ হবে কেন ?

আক। আমি পাগল ব'ল্‌বো, কিন্তু সংঘটন বড় পাগলামি নয়। সকলেই অবগত আছে যে বিনা রক্ষকে তোমার সহিত লহনা কালী দর্শনে গিয়েছিল, নারায়ণসিংহ রাজপুতনায়—লহনা ও যমুনাকে আন্‌বার নিমিত্ত রাজপুতনায়। এ পাগল ঝাল্লার বংশধরের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অসি মোচন ক'র্‌তেই হবে।

নারা। আপনার মিথ্যার জন্য আপনি দায়ী।

আক। মিথ্যা নয়, একটা ভুল মাত্র, লহনা অর্থে যমুনা।

নারা। আপনি কি পিশাচ-সিদ্ধ ?

আক। হাঁ, মানসিংহ আমার গুরু।

নারা। সে কিরূপ ?

আক। মানসিংহই আমাকে উপদেশ দেন যে, প্রজার বিষয় আমি কিছু জানিনা। পরে প্রথম শিক্ষা পেলেম্ যে, আমি বাদসা—তাঁর ভুজবলে। মূর্খ, দাম্ভিক, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের পাঠান-বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা যদি দেখ্‌তিস্ তো এ দম্ভ তোর হৃদয়ে স্থান পেতো না।

নারা। ভাল, আমায় আপনি বিশ্বাস ক'র্‌লেন, আমি যদি এ কথা প্রকাশ করি ?

আক। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', তিনি কি এ কাজ ক'র্‌তে পারেন? রাণা প্রতাপের অনুচর, রাজা মানের সহিত বিচ্ছেদ ঘটনার অভিপ্রায়ে এই ঘোষণা ক'রেছে। বাদসা কি দয়াশীল! এখনও তার প্রাণ বিনাশ করেন নাই। হা! হা। দয়ার প্রভাব, দাম্ভিক রাণা পর্য্যন্ত অনুভব ক'রে গিয়েছে!

নারা। কি?

আক। ক্রোধের প্রয়োজন নাই, আপনি কি যুদ্ধ চান না?

নারা। ভাল, যুদ্ধ সংঘটন হউক, পরের কথা পরে।

আক। দিল্লীর সুখভোগ।

নারা। (হঠাৎ নিম্নে অবতরণ) এ কি!

আক। আপাতত বন্দী।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। দেখ, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যেও। সেই তোমায় যে 'আনন্দ রহো' ব'লেছিল, সে অমনি শুয়ে প'ড়ে রইলো—আর তুমি 'আনন্দ রহো'! ব'ল্‌তে লাগ্‌লে!

বেতাল। আমার আবার কান্না পায়, তুই ও কথা বলিস্‌নি, কান্না যদি না পেতো, আমি 'আনন্দ রহো' ব'লতুম, সে শুন্‌তে পেতো।

আক। তুমি এই আংটীটি নাও, যেখানে যাবে—এই আংটীটি দেখালে কেউ কিছু ব'ল্‌বে না।

বেতাল। দে তো, (আংটীটি লইয়া) এ রাখ্‌বো কোথা?

আক। আঙ্গুলে পর;—দেখ, রোজ তুমি সকালবেলা এসে, যেখানে যা শুন্‌বে—ব'লে যাবে।

বেতাল। আর আমি 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌বো, আর তুই বল্‌বি 'আনন্দ রহো'। হাঁ, হাঁ, বেশ মজা হবে, দেখ্‌, তুই একবার ওঠ্‌তো, আমি ঐখানে বসি।

(আকবরের উত্থান)

বেতাল। (আংটী দেখাইয়া) এটা কি ভাই? এ কার ভাই? (অন্য মনে সিংহাসনে পদ উত্তোলন)।

আক। কেন? এই যে আমি তোমায় দিলুম।

বেতাল। না ভাই, আমি নেবো না,—আমার বড় ভাবনা হ'চ্চে, (আংটী ফেলিয়া দিয়া) আমায় কেউ কিছু ব'লো না—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! [প্রস্থান।

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। যোধা বাইয়ের চরকে মেরে ফেলেছি।

আক। মোহর কই?

ঘাতক। জাঁহাপনা! (নিম্নে গমন করিতে করিতে) আমার অপরাধ নাই, আমার অপরাধ নাই।

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনু। যে স্থান পুড়িয়ে দিতে ব'লেছিলেন, তা দিয়ে এসেছি।

[প্রস্থান।

(কোতোয়ালের প্রবেশ)

কোত। এ ঘর জ্বালান-অপরাধে কোন্ কোন্ বন্দীর দোষ সাব্যস্ত হবে?

আক। (পরিচ্ছদ দেখাইয়া) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়; সংখ্যার সময়ে, তাদের এই এই পরিচ্ছদ ছিল—যেন সাব্যস্ত হয়।

[কোতোয়ালের প্রস্থান।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মোহর দেখাইয়া) এটা কার ব'ল্‌তে পারিস্?

আক। ও আমার, দাও; তুমি এ পেলে কোথায়?

বেতাল। রাস্তায় একজন শুয়েছিল—গাঁজা খেতে পায়নি, আমি গাঁজাটী সেজে 'আনন্দ রহো' ব'লে, তার কাছে গেলুম—আর উঠে দৌড়। দেখি, সে এইটে চেপে শুয়েছিল।

আক। (ইঙ্গিত করণ, ও কোতোয়ালের প্রবেশ)

যোধা বাইয়ের দূত মরে নাই, প্রাতঃকালে ধৃত হ'য়ে যেন খুনী অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

আক। এতেই বলে বেতাল।

(লহনার প্রবেশ)

দেখ লহনা, তোমায় আমি ভালবাসি কিনা, বল দেখি?

লহনা। জাঁহাপনার অনুগ্রহে আমার সবলই।

আক। তুমি যা ব'লেছ, আমি তাই শুনেছি, সে কথার পরিচয় দেবে ব'লে ডাকিনি; তোমায় ভালবাসি কিনা পরিচয় দাও।

(লহনার—নীরবে অবস্থান)।

আক। কিন্তু এক বিষয়ে তোমায় অসুখী ক'রেছি—আমি যে তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি—এ কথা জানিয়েছি, তুমিও—আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবো ব'লে, তুমি কার প্রেমে আবদ্ধ জানাও নি—তাতে আমি দুঃখিত,—আবার আহ্লাদিত এই যে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতারণা শিক্ষা হ'লো। নারীর ছলই বল, আজ এই শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই কথাটি যেন মনে থাকে, আজ স্বাধীন, ভাণ্ডার হ'তে তিনলক্ষ মুদ্রা তোমার মাসিক বরাদ্দ, অট্টালিকা বাগিচা তোমার জন্য রেখেছি, আজ হ'তে তুমি তার অধিকারিণী; তোমার প্রণয়ীকেও আমি ভুলি নাই, আমি জানি যে, আমার মত বৃদ্ধকে তোমার ন্যায় রূপবতী যুবতী ভালবেসে তৃপ্তি লাভ ক'র্‌তে পারে না। এখন তুমি স্বাধীন,—কথাটী মনে রেখো, 'নারীর ছলই বল', এমন কি—সতীত্বও কথা মাত্র।

লহনা। আমি জাঁহাপনা ভিন্ন, আর কাকেও জানিনা।

আক। প্রাণ অত সরল ক'রোনা, চল, তোমার প্রণয়ীকে দেখাইগে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

চতুর্থ অঙ্ক

——:০:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

দুইজন প্রহরী ও কারাগার মধ্যে নারায়ণসিংহ।

১ম প্রহরী। ভাই, মিছি মিছি কেন রাত জাগ্‌বি, তুইও ঘুমুগে—আমিও ঘুমুইগে, সাত তলা মাটীর নিচে কয়েদখানা, তার ভিতর থেকে কি মানুষ বেরুতে পারে?

২য় প্রহরী। রাতও দুপুর বেজে গিয়েছে, শুইগে।

১ম প্রহরী। সেই ভাল।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

২য় প্রহরী। ভাই, ও কি শব্দ হ'লো?

১ম প্রহরী। কোন কয়েদখানায় কে না খেয়ে শুকিয়ে ম'র্‌ছে।

২য় প্রহরী। খাবার জন্য তত নয়, জলের জন্য যে করে রে—দেখ্‌তে ভারি তামাসা;—বলে, দে দে—এক ফোঁটা দেরে, আমার যে ভাই হাসি পায়।

১ম প্রহরী। এর চেয়ে আবার ঢের ঢের মজা আছে রে; পেরেকে শোয়া, মাথায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল,—চল শুইগে।

২য় প্রহরী। তামাসা গুলো জেলের ভেতর হয় ব'লে,—তা নইলে একজন কয়েদীর চীৎকারে সহর পূরে যেতো।

১ম প্রহরী। বলিস কি, সামান্যি মজা, নিচে আগুন রেখে—ওপরে তাত দেওয়া। [উভয়ের প্রস্থান।

নারা। অদ্ভুত চরিত্র, আমি কোন্ পথ অবলম্বী, গুরুদেব! আমি যথার্থই বালক, আর আমায় কে উপদেশ দেবে? আমি বালক নই, পরিচয় দিবার জন্য কার নিকট অভিমান ক'র্‌ব? রাজপুতনার মৃত্তিকা ভিন্ন—অপর মৃত্তিকাই অপবিত্র। আমি কারাগারে বালকের ন্যায় কাঁদ্‌তে ব'সেছি, অপদার্থ ক্ষুদ্র প্রহরীতেও রাজপুত ভীত বলুক।

(সহসা একপার্শ্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন ও লহনার প্রবেশ)

নারা। কি লহনা, তুমি হেথা ?

লহনা। নারায়ণ, এতেও কি তুমি আমায় ভালবাস্‌বে ? কথার উত্তর দিলে না ?

নারা। দেখুন, আমি নারায়ণ কিনা, আমার সন্দেহ হ'চ্চে।

লহনা। সন্দেহের কারণ—তোমার কঠিন প্রাণ, আমি কি মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত কালী-মন্দিরে গিয়েছিলেম জান ? যাতে তোমায় পাই, সেই জন্যই কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম। ভাল, কঠিন হও আর যাই হও, লহনা থাক্‌তে তুমি এ স্থানে কেন ? আমার সঙ্গে এস, আবার রাজপুতনায় যাও, যমুনার পাণি গ্রহণ কর।

নারা। লহনা !

লহনা। কি ?

নারা। লহনা, তুমি যথার্থ ই কি আমাকে ভালবাস ?

লহনা। ক্ষমা কর, তোমায় এ অবস্থায় পরিহাস ক'রে ভাল করি নাই, আমার অনুরোধ বা আদেশ—যে কথায় বোঝ—আমার সঙ্গে এস।

নারা। লহনা, যদি যথার্থ ই ভালবাস, একবার ব'সো।

লহনা। তুমি যথার্থ ই পাষাণে গঠিত, ভাল, কি ব'ল্‌বে বল।

নারা। লহনা, স্থির হও, শোন, আমি তোমার শত্রু, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হয়। আমি রাণাপ্রতাপের অসি স্পর্শ করে শপথ ক'রেছি, আমি গুরুবৈরী মানসিংহকে সম্মুখযুদ্ধে স্বহস্তে নিধন ক'র্‌ব, এই আশায় তোমার পিতার দাসত্ব স্বীকার ক'রেছি, সেই আশায় এই কারাগারে, সেই আশায় আমি ছদ্মবেশী অনুচর নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করি, সহস্র কামান-গর্জ্জনের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত,—যদি আশা সফল হয়, জান্‌লেম জীবন সার্থক ; যতদিন সে আশা পূর্ণ না হয়, যমুনা কি ছার—গুরুদেবের ন্যায় গৌরবও প্রার্থী নয়। লহনা, তোমার প্রেম অতি অসৎপাত্রে অর্পিত।

লহনা। তোমার পিতা কে ?

নারা। ভুবন-বিখ্যাত ঝাল্লার অধিকারী।

লহনা। আপনি আমায় মাপ করুন, এখন জান্‌লেম যে আপনি যমুনারও নন ; কেন না, যদি আপনি প্রেমিক হ'তেন—প্রেমিকের চিত্ত বুঝ্‌তে পাত্তেন, কিন্তু দাসী বা শত্রুকন্যা—অধিনীকে যে নামে সম্বোধন করুন, তার সহিত কারাগার পরিত্যাগ ক'র্‌তেও কি হানি বিবেচনা করেন ?

নারা। আমার কারা মোচনে তোমার এত যত্ন কেন ?

লহনা। সত্য, সকল যন্ত্রণা নিবারণ ক'র্‌বার উপায় তো আমার হাতে আছে। নারায়ণ ! তোমায় ভালবেসে কি আমি আত্মঘাতী হব ? আমার প্রেমের কি এই পরিণাম ?

নারা। লহনা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এ অবস্থায় আছি, তুমি কিরূপে জান্‌লে ; আর তুমিই বা হেথায় কিরূপে এলে ?

লহনা। প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই, নারায়ণ, তা তুমি জাননা ?

নারা। লহনা, যদি আমায় ভালবাস, কথার উত্তর দাও, আমি স্বয়ং জানিনা—কিরূপে এ কারাগারে এলেম, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জান্‌লে ? আকবরসাহ তোমায় কখনও বলেন নি।

লহনা। আকবরই আমাকে ব'লেছেন।

নারা। কৌতুহল বৃদ্ধি হ'লো কেন ?

লহনা। আমি এত দিন মনের আগুন মনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি ভৃত্য, তোমায় কিরূপে বিবাহ ক'র্‌ব, বিবাহে পিতা সম্মত হবেন কিনা, তোমার অবস্থা ভাল নয়, এই নিমিত্ত প্রাণ ভস্ম হ'য়েছে, তথাপি আগুন প্রকাশ করিনি। আজ তার সকলি বিপরীত,—আমি স্বাধীন, আকবরসাহ আমার ইচ্ছাধীন, তুমি রাজার তুল্য ব্যক্তি, তবে কেন বৃথা ক্লেশ করি, তুমি তো আমার সকল কথাই শুন্‌তে, আজ শুনচো না কেন ?

নারা। লহনা, সে প্রাণ আর নাই। অথবা কেনই বা তোমার কথা শুন্‌তেম—তাও ব'লতে পারিনি ; লহনা, স্বয়ং প্রতারিত হ'য়েও আমায় যদি ভালবাস্‌তে—তাহ'লে, যে দিন সেলিমের ঘরে যাও, বন থেকে তোমার জন্য যত্ন ক'রে ফুলটি তুলে এনেছিলেন, সে ফুল তুমি আত্ম ক'রে ব'লতে না, যে 'তুই চাকর, আমার হাতে ফুল দিস্‌' !

লহনা। না জেনে অপরাধ ক'রেছি, মার্জ্জনা কর।

নারা। তখনি মার্জ্জনা ক'রেছি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাসনা তাও জেনেছি। লহনা, তোমার মুখ চেয়েই আমি গুরুবৈরী নিধন করি নাই, প্রতিফল—সঙ্গে তরবারি

থাকতে, রাজপুতকে একজন রমণী কারা-মুক্ত ক'রতে এল ? তুমি বৃথা ক্লেশ পাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাবনা।

লহনা। না গেলে কি হবে, তা জান ?

নারা। বিশেষ ক্ষতি কি হবে, জানি নি।

লহনা। কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হবে ; জান— আকবরসাহ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আকবরসাহ হন, বা সেলিম হন, বা অপর কোন মহৎ-ব্যক্তি হন, আমি জান্‌তে ইচ্ছুক নই।

লহনা। কি বল্লি ? নিজ কর্ম্মোচিত ফল পা !

[প্রস্থান।

নারা। মনুষ্যের জীবন-আশা কি এত প্রবল—বা আমারই হীন প্রাণ যে, লহনা আমায় ভয় প্রদর্শন ক'রে গেল, যমুনা, গুরুদেবের মৃত্যুকালে তোমায় কাঁদ্‌তে দেখেছি ; আমার এ কারাগারেও সাধ হয় যে, যখন শুন্‌বে আমি নিরুদ্দেশ, সেই বারি এক বিন্দু দিও—আমার তাপিত প্রেতাত্মা শীতল হবে !

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

(নেপথ্যে যমুনা)—এ যে বড় অন্ধকার।

(বালক-বেশে যমুনা ও বেতালের প্রবেশ)

যমুনা। প্রহরীরা কোথা ?

বেতাল। এরা সব ঘুমিয়ে, (দেওয়ালে চাবী দেখাইয়া) আমি চল্লেম, এই চাবী নাও, এই চাবীতে খুলে যাবে। আর যদি পথ না চিন্‌তে পার, ঐ ঘরের ছাদে হাত বুলিয়ে দেখো—পেরেক আছে, সেই পেরেকটা টেনো—খস ক'রে খুলে যাবে। এখানে এমন খারাপ দেখ্‌ছো, তার পরে উপরে উঠেই দেখ্‌তে পাবে—কেমন বাড়ী, তার পর বাগান দিয়ে রাস্তায় প'ড়বে, আমি চ'ল্লুম ; আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

[প্রস্থান।

যমুনা। মোহন, চল, যদি পালাবার উপায় থাকে তো এই।

নারা। যমুনা ! তুমি হেথা ! তুমিও কি বন্দী, না এও আকবরের ছল ?

যমুনা। আমায় অবিশ্বাস ক'রোনা, অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে, রাজপুতনা হ'তে দিল্লী এলেম ; শুন্‌লেম যে, তুমি কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চো, মানসিংহের সহিত যুদ্ধ চাও ; কোথায় আছ, কিছুই স্থির ক'ত্তে পাল্লেম না, পাগলের সঙ্গে দেখা হ'লো, সেই আমায় এ স্থানে নিয়ে এল।

(নেপথ্যে ১ম প্রহরী)—তুই বেটাও যেমন—পাগ্‌লা বেটা আবার লোহার গরাদ ভাঙ্গ্‌বে ? ঘুমুচ্ছিলুম—

(নেপথ্যে ২য় প্রহরী)—একবার দেখে এসে ঘুমনো যাবে এখন।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। ওরে, চাবী কোথা গেল ?

২য় প্রহরী। ওরে, দোর খোলা !

১ম প্রহরী। ওরে, দু'বেটা যে !

(নারায়ণসিংহ অসি লইয়া একজনকে আঘাত ও অপর প্রহরীর চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান ; অপর আর সকল প্রহরী জাগ্রত হইল)

যমুনা। হা পরমেশ্বর ! এতেও কি বিমুখ হ'লে !

(অপর দিক দিয়া বেতাল মুখ বাড়াইয়া)

বেতাল। আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !! ওরে, তোরা আস্‌বি, আয়।

যমুনা। লহরিমোহন, শীঘ্র এস, স্বয়ং পরমেশ্বর দোর খুলে দিয়েছেন।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। ওরে, কোথা গেল, ফুস মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি ?

২য় প্রহরী। শালা ঘুমুবে না ! ওরে—জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে।

৩য় প্রহরী। ওরে, এখানে গোল ক'রে কি হবে। নায়েবের কাছে চল, এ বেটাকেও নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষান্তরে যাইবার পথ

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। যদিও মন মুগ্ধ ক'ত্তে না পেরে থাকি, অন্ততঃ মন নরম হ'য়েছে—তার সন্দেহ নাই। যদি চেঁচায়—ও কে ও? হাওয়া—আমি ধ'র্‌বো, স্ত্রীলোক অসম্মত হবে—এও কি হয়?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

এ আবার কোথা, কোথা রাস্তা ঘাটে চেঁচাচ্চে। একি—পায়ের শব্দ কোথা হয়? না আর একটু সরাপ খাই। বাদসা আর টের পাবে কি ক'রে? উদিক্‌কার দোরটা দিয়েছি—হাঁ দিয়েছি বইকি।

[প্রস্থান।

(বেতাল, নারায়ণসিংহ ও যমুনার প্রবেশ)

বেতাল। ওরে, এই দিক্ দিয়ে দরজা—ঐ যা, যখন লোহার দরজা বন্ধ হ'য়েছে, তখন তো খুলবেনা; এই দিক্ দিয়ে চল, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

যমুনা। তুমি চেঁচাও কেন?

বেতাল। চেঁচাব না, তবে চুপ ক'রে চল, আমি মনে মনে—'আনন্দ রহো' বলি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(লহনা নিদ্রিতা, সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। এমন গোলাপের ঘ্রাণ—আমি নেবো না তো নেবে কে? নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কুচ-যুগ আমায় আহ্বান ক'র্‌চে। একি! অকস্মাৎ ঝড় উঠ্‌লো না কি? আল্লা! আল্লা! একি বজ্রাঘাত, আমি কি বালক! কোথায় বজ্রাঘাত—আর কোথায় আমি, এ মধু-পান ক'রবো না? আর একটু সরাপ খাই।

লহনা। ওকে পোড়াও, যমুনার সাম্‌নে পোড়াও।

সেলিম। ও কে কথা কয়? আমি বালক আর কি; আর কি প্রহরী কেউ জাগ্রত আছে?—সকলেই মদ খেয়ে অচেতন, টাকায় কিনা হয়।

লহনা। আগুনে পোড়েনা,—এখনও যমুনার হাত ধ'রে হাসি!

সেলিম। আজ বুঝি মদে নেসা হ'য়েছে। আলোটা নড়্‌চে, কে যেন বারণ ক'র্‌চে, আমারই তো—একবার ভাল ক'রে দেখি, বুকের কাপড়গুলো কেটে দিই। (কাপড় কাটিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে যমুনা)—এই পথে আলো—এই পথে আলো!

(নেপথ্যে বেতাল)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। নারায়ণ, কেটোনা, আমি তোমায় পোড়াতে বলিনি!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। বাবা গো!

সেলিম। চুপ, চুপ, আমি সেলিম।

(যমুনা, বেতাল ও নারায়ণসিংহের প্রবেশ)

নারা। উত্তম—আকবরের পুত্র!

(অসি নিষ্কাসিত করিয়া উভয়ের যুদ্ধ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

যমুনা। (বেতালের প্রতি) আপনি দেবতা কি মনুষ্য জানিনা, এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।

(নেপথ্যে—"কোন্ দিকে, কোন্ দিকে"?—কোলাহল)

নারা। এইবার শমন দর্শন কর।

(নারায়ণের অস্ত্রাঘাত)

সেলিম। তোমরা দেখ, বাতুলকে ধর, বুঝি মৃত্যু উপস্থিত।

(সেলিমের পতন)

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। একি!

নারা। (সেলিমের অসি লইয়া মানসিংহের প্রতি) এই অস্ত্র লও, যুদ্ধ কর, নচেৎ পশুবৎ প্রাণত্যাগ কর।

(যমুনা ও বেতালের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হওন)

বেতাল। আনন্দ রহো!

নারা। আপনি কে?

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

যমুনা। যুদ্ধ ক'র্‌বার আগে দেখুন, যুবরাজ সেলিম কেন হেতায়?

মান। নারায়ণসিংহ, এ ঘটনা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমিই কি যমুনা? তুমি জান যদি বল। নারায়ণসিংহ, ক্ষণেক বিলম্ব কর—যদি যুদ্ধ-সাধ থাকে, পরে মিটাব। আগে বল, যুবরাজ সেলিম এখানে কেন?

নারা। বোধ হয়, তোমার কুলটা কন্যার উপপতি—যুদ্ধ কর।

সেলিম। না না, আমি ধর্ম্মনাশ ক'র্‌তে আসিনি, আর মাথায় বজ্রাঘাত ক'রোনা।

যমুনা। শুনুন।

মান। রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে, আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি।

নারা। মানসিংহ, এতদিনে চৈতন্য হ'লো, আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।

মান। এই আমার বীর-গর্ব্ব, এই আমার বুদ্ধি-কৌশল, ভাল, উত্তম,—আপনার কন্যার উপপতি সংঘটন ক'ল্লেম,—রাজপুতানা! আর কি আমি রাজপুত নামের যোগ্য হব? ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আরাবল্লি কুসুমময়-কুঞ্জ-ভূষিত হবে, আমারে নামে বাড়বানল প্রজ্জলিত হবে, হল্‌দিঘাটে প্রতি পরমাণু, রাণার ভুবনাদর্শ পরাজয় গান ক'র্‌বে, আমার জয়গান প্রতি বায়ু অজাত শিশুর হৃদয়ে আমার নামে ঘৃণার উদ্রেক ক'র্‌বে। মা জন্মভূমি! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে কি? আজ মুসলমানের দাসত্ব হ'তে আমি মুক্ত। হায়! হিন্দু হ'য়ে যবনের দাসত্ব ক'ল্লেম—নারায়ণ, তুমি হেথায় কিরূপে?

লহনা। কেও পিতা, আমায় ধরুন, আমি কিছুই জানিনি, আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলুম যে, কে যেন আমায় কাট্‌তে এল, তার পর দেখি—এই সব।

মান। লহনা, এস্থান হ'তে যাও।

যমুনা। তুমি একলা যেতে পার্‌বেনা, আমায় ধ'রে চল, (মানসিংহের প্রতি) ইনি পালাচ্চেন, ইনি পাগল নন—বন্দী, আপনি দেখ্‌বেন।

[লহনা ও যমুনার প্রস্থান।

মান। নারায়ণ, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমারই আশ্রিত।

[নারায়ণসিংহ ও মানসিংহের প্রস্থান।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, ওঠ্‌ নারে, এখনও উঠ্‌লিনি,—সব চ'লে গেল!

সেলিম। দোহাই, আল্লা! আল্লা!

[প্রস্থান।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মানসিংহ ও নারায়ণসিংহ।

মান। তবে তোমায় এইরূপেই বন্দী ক'রেছিল। সভায় তারপরদিন ব'ল্লে যে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ চাও; আমি অসম্মত হ'লেম, বোধ হয় সেই নিমিত্তই তোমায় কারাগারে রেখেছিল, কি জানি, যদি তুমি কথা প্রকাশ ক'রে দাও। তোমারই কথা সত্য, লহনাকে আকবর পাঠিয়েছিল সন্দেহ নাই, বোধ হয় তুমি ভুল্‌ছো, লহনা বাদসাহ না ব'লে—ব'লে থাক্‌বে, সেলিম আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। আমার বিশেষ স্মরণ নাই, সেলিমই ব'লে থাক্‌বে। আপনি সেলিমের সঙ্গে লহনার বিবাহ দিন, যবনী হোক—তবু দ্বিচারিণী হবে না।

মান। তাতে আর এক ফল, লহনা সেলিমের বেগম হ'লে, বাদ্‌সার অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

নারা। মহাশয়! ক্ষমা ক'রবেন। যদি রাজপুতনায় আত্ম-বিচ্ছেদ না হ'তো, দিল্লী হ'তে যবন দূরীকৃত ক'র্‌বার নিমিত্ত সেলিমকে কন্যা দিতে হ'তোনা। গুরুদেব ভারত-বর্ষের এই দুরবস্থা দূর ক'র্‌বার জন্য, আজীবন জটাভার বহন ক'রেছেন, বীরদেহে সহস্র অস্ত্রলেখা ধারণ ক'রে-ছিলেন; গিরিশিরে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, গহন বনে

বন্যের ন্যায় ভ্রমণ ক'রেছেন, অরি-শোণিতে রাজপুতনার প্রতি মৃত্তিকাখণ্ড কর্দ্দমিত ক'রেছেন।

মান। লহরিমোহন, অধিক তিরস্কার বাহুল্য, আবার কবে দেখা হবে? প্রায় রজনী প্রভাত হয়।

নারা। কল্য কালী-মন্দিরে দেখা হবে তো কথা হ'লো।

মান। কালী-মন্দিরেই, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

নারা। মহাশয়! উতলা হবেন না, সকল কথা স্মরণ রাখ্‌বেন, আকবরের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আকবরের চর এখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

[নারায়ণসিংহের প্রস্থান।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, সে কোথা গেল রে?

মান। তুমি হেথা কেন?

বেতাল। বারণ করে দিয়েছে, তোকে বলি আর কি! বলনা, কোথা গেল?

মান। কে?

বেতাল। সেই দুটো ছোঁড়া। সে বড় মজা, বড় ছোঁড়া অন্ধকার ঘরে ছিল—জানিস্ তো, আর ছোট ছোঁড়া পথে ব'সে কাঁদচে, আর কি ব'ল্‌ছে। আমি বলি 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' ও বলে আমার আনন্দ কোথা, শুন্‌লেম, বড় ছোঁড়ার জন্য কাঁদচে; অন্ধকার ঘরের ভিতর আছে জানে না। পাহারাওয়ালারা ঘুময়—স্বচ্ছন্দে গেলেই হয়, দেখা ক'রে আসে; তাকে খুঁজি কেন—তা জানিস্? এই সকাল হ'য়েছে, তার কাছে যেতে হবে, কোথায় কি দেখেছি—ব'লতে হবে।

মান। কাকে ব'লবে?

বেতাল। আরে, তুই ন্যাকা আর কি! সেই যে, যা'র ঠেঙে গাঁজা খাবার পয়সা চেয়েছিলাম, তুই দিলি; সে যেন পাগ্‌লা, তার ঠেঙে পয়সা চাইলুম—একটা কি বার ক'রে দিলে; আবার একটা আঙুলে কি দিয়েছে ত্যাখ্।

মান। তোমায় আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনা, এ আংটী কোথায় পেলে?

বেতাল। জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিনি; আমি বলি "তোর কি, সে পাগল ছাগল মানুষ, কেউ চিনুগ্ বা না চিনুগ্"।

মান। তবে আমায় ব'ল্লে কেন?

বেতাল। তোর সঙ্গে খুব ভাব আছে, তাই ব'ল্লুম, আমি সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াই, তোদের এইখানে আস্‌তে আমায় আরো বলে। হ্যাঁরে, সে ছোঁড়া কোথায় গেল?

মান। কোন্ ছোঁড়া?

বেতাল। তুইও পাগল, দূর্—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

মান। এও আকবরের চর।

[প্রস্থান।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। সত্যি, সে ছোঁড়া কোথায় গেল? দূর হোক্, আজ গল্প ক'র্‌তে যাবো আর ব'লে আস্‌বো, আর রোজ রোজ গল্প ক'র্‌তে পার্‌বোনা; আমার ঘুম পাচ্চে, এখন সকাল হয়নি, কোথায় শোব? ঐ দিকে যাবো? হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল,—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ।

আক। আমি তো পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ছি, যাতে আপনার মত, তাতে আমার অমত কি?

মান। তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলেম।

[প্রস্থান।

আক। সর্প যে মন্ত্রে মুগ্ধ থাকে—তাই ভাল, কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হ'চ্চে না।

(লহনার প্রবেশ)

আক। লহনা, ব'সো, তুমি যে সেলিমের প্রেমে বদ্ধ, তা আমি জান্‌তেম না, আমি মনে ক'ত্তেম, নারায়ণসিংহ

তোমার প্রিয়, সেই নিমিত্ত তারে কারাগারে আবদ্ধ ক'রেছিলেম, তার পর তার উদ্ধারের উপায় তোমার হাতেই দিই।

লহনা। যে রাত্রে বন্দী করেন, সেই রাত্রে তো আমায় সকল কথাই ব'লেছেন।

আক। আজ হ'তে তুমি আমার পুত্র-বধূ হ'লে, এইখানে ব'সো, সেলিম আস্‌ছে; আমি সভায় যাই।

[প্রস্থান।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওরে, শোন্ শোন্, এ ছোট ছোঁড়াটা ছোঁড়া কি ছুঁড়ী তা জানিনি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

[প্রস্থান।

লহনা। ওমা, যেখানে যাই, সেইখানেই কি এই মিন্‌সে?

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। লহনা, আমার অপরাধ নাই, তোমার রূপেরই অপরাধ। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিওনা, তোমায় ভালবেসে, আমার প্রাণ না যায়। তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, পিতা আমার প্রাণদণ্ড ক'র্‌বেন।

লহনা। সেলিম! তোমার জন্য যে আমার অন্তরের অন্তর পুড়্‌চে, তাকি তুমি জান না?

সেলিম। প্রিয়ে, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী। (স্বগত) স্ত্রীলোক ভোলাবার কৌশল বিধাতা আমায়ই দিয়েছিলেন, তা না হ'লে অপক্ষপাতী বাদসার নিকট দণ্ড পেতে হ'তো।

লহনা। নাথ, কি ভাব্‌চো?

সেলিম। লহনা, তুমি কি আমায় ভালবাস? আহা, এ হুরি-নিন্দিত নারী-রত্নটী কি আমার? লহনা, বল, যতবার জিজ্ঞাসা করি, বল—তুমি আমার।

লহনা। নাথ, আমি তোমার।

সেলিম। লহনা, আবার বল।

লহনা। আমি তোমার।

সেলিম। তবে এখন বিদায় হই, বাদসাহর নিকট সভায় যেতে হবে। (স্বগত) সকালটা কিছু আমোদ হ'লো না।

[সেলিমের প্রস্থান।

লহনা। আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি ক'রে ক'রে এনে ঠিক্‌টি করি—আর কোথায় যায়। কলিকালে কি দেবতা আছে? কালীর পায়ে জবা দাও—মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; মাগো! কি বিভীষিকা মূর্ত্তি! পূজা ক'ত্তে ভয় করে। কোথায় বেগম হব মনে কচ্ছিলেম, নারায়ণকে মন্ত্রী ক'ত্তেম, সেলিম এসে এক কাল ক'ল্লে। বুড়ো বাদসাহকে ওঠ-বোস করাতেম, আচ্ছা—আজ যদি বাদসা মরে, কাল তো সেলিম বাদসা হবে, দাঁড়াও—এ কথা এখানে ভাব্‌বো না; নিরিবিলি ঘরে দোর দিয়ে ভাব্‌তে হবে, বাদসার খাবার তদারক ক'র্‌তে হবে,—নারায়ণকে নেবোই নেবো। এত ক'রে না পাই, ইঁদারার ভিতর পুরে, মুখ গেড়ে দেব।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

এ বেটাকে তো আগে শূলে দেব, যমুনা বলে, তোমার ভা দেখে বাঁচিনে, আঃ নেকি লো!—নারায়ণকে আর এক রকম ক'রে জব্দ ক'র্‌বো, যমুনা তো আমাদের বাড়ীতে; বাদসার সঙ্গে যে কাজ ক'র্‌তে হবে—একবার ঘরে পরক করা ভাল (দর্পণে মুখ দেখিয়া) শুদ্ধ মুখখানিতে কি হ'তো, বুদ্ধি না থাকলে—

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

মিন্সে মরে না, এখন যাই।

[প্রস্থান।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওমা, কেউ নেই যে গো, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী হইতে বাগানে যাইবার পথ

আকবর ও বেতাল।

আক। আচ্ছা আনন্দ রহো, এই ঝোঁপে তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার কতক্ষণ?

বেতাল। কেনরে লুকুবো?

আক। তুই লুকুবিনি? আমি লুকুই।

বেতাল। এই দেখ—আমিও লুকুই, আমি এইখানটায় শুয়ে একটু ঘুমুই।

আক। আচ্ছা, তুই এই আংটী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি, আবার পেলি কোথায়?

বেতাল। তুই ফেলে রেখে গেলি, আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

আক। আচ্ছা, তুই শো!

[বেতালের প্রস্থান।

(স্বগত) একক সকল সংবাদ রাখা নিতান্ত সহজ নয়, আমার কি বুদ্ধির ব্যতিক্রম হ'চ্চে? তিনবার মানসিংহকে বধ ক'র্‌বার উপায় ক'ল্লেম,'আনন্দ রহোই' তা নিবারণ ক'ল্লে। কি জানি, ওর 'আনন্দরহোর' কি গুণ, আমায় আসন হ'তে উঠিয়ে সে আসনে পা রাখ্‌লে, নারায়ণসিংহকে কারা-মুক্ত ক'ল্লে,—কোথায় মানসিংহের অনিষ্টের নিমিত্ত ওকে নিযুক্ত ক'ল্লেম, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ঘ'ট্‌লো; আমার সন্দেহ হ'চ্চে—কোন যাদু-কর; নচেৎ অস্ত্রধারীর অস্ত্র প'ড়ে যায়, যেখানে খুন, বলাৎকার, সেইখানেই উপস্থিত। এ কোন রাজপুতের চর, সন্দেহ নাই। যিনি হোন্‌,—আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

অতি সতর্ক হ'য়ে পাহারায় নিযুক্ত থাক, যে আসুক বা যে যাক্, তার প্রাণ বিনাশ কর। যদি কেউ লুক্কাইতভাবে এ ঝোপে ঝাপে অবস্থান করে, তাকেও বিনাশ কর; স্ত্রীলোককে কিছু ব'লোনা।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

(লহনার প্রবেশ)

লহনা, এতদিন তোমায় চিনেও চিনিনি, আমি মূঢ়, তোমার সেলিমের সহিত বিবাহ হবে মাত্র, কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি মরকত-কুঞ্জে থাক্‌বো, কিন্তু হায়! তোমার পিতা জীবিত থাক্‌তে তো নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো না; দেখ, যদি আজ কোন কৌশলে তাঁকে এই দিকে নিয়ে আস্‌তে পার।

লহনা। কি ব'লবো?

আক। তুমি কৌশলময়ী প্রতিমা, তোমায় আমি কি শিখাব, আমি স্বয়ং কৌশল ক'রে, তিনবার বিফল হ'য়েছি।

লহনা। এবার সফল হবে—তার নিশ্চয় কি?

আক। এবার তুমি আমার সহায়, আর কারে ভয় করি!

লহনা। তিনবার বিফল হ'লে কেন?

আক। আমার দুর্বুদ্ধি, 'আনন্দ রহো' তোমার পিতার চর—তা বুঝ্‌তে পারিনি।

লহনা। মিন্‌সেকে মেরে ফেলনা, আমার বড় ভয় করে।

আক। অবশ্যই চর—ভয় করেই বটে, আমি স্বয়ং অস্ত্র ধ'রে মানসিংহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, 'আনন্দ রহো' সাম্‌নে এলো, অস্ত্র প'ড়ে গেল, পাচকের হাত থেকে বিষপাত্র প'ড়ে গেল, মহম্মদের অব্যর্থ সন্ধান বিফল হ'লো, কিন্তু আজ নিস্তার নাই।

(দুইজন সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ)

কি প্রহরি! কাকেও পেলে?

১ম সৈন্য। জাঁহাপনা! জনপ্রাণীও নাই।

আক। অবশ্য আছে, তোমরা আমার চ'ক্ষে দেখ্‌বে এস, অকর্ম্মণ্য!

[আকবরের সহিত সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লহনা। (স্বগত) বুড়ো বানর! তুমি মনে ক'রেছ—আমি তোমায় ভালবাসি,—ভালবাসা আগুনে ঢেলে দিই না! আজ আমাদের দু'জনের কৌশলে মানসিংহ, তারপর আমার কৌশলে তুমি, তারপর সেলিম। নারয়ণ! নারায়ণ আমার না হয়,—গুলের আগুনে ছেঁকা দে মার্‌বো, যেমন জ্ব'লছি,—তার শোধ তুল্‌বো। বাবাকে ভুলিয়ে এ পথ দিয়ে আনতে পার্‌বো না?

[প্রস্থান।

(সৈনিকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে, বাদসা খেপেছে নাকি? এদিকে বাদসার মহল, এ দিকে মানসিংহের মহল, মাঝে বাগান, এ পথে দুশ্‌মন কোত্থেকে আস্‌বে?

২য় সৈন্য। আর যা বলিস ভাই, কোমরটা লাথিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ম সৈন্য। আর আমার চড়টা বুঝি যেমন তেমন!

২য় সৈন্য। আরে নে চড় রাখ, আবার যদি এসে দেখে—দু'জনে কথা ক'চ্চি তো খুন ক'র্‌বে, তুই ও পাশে টওলা, আমি এ পাশে টওলাই। আরে কোন শালারে, শালার জন্যে লাথি খাই!—

(গাছে তলোয়ারের এক কোপ)

১ম সৈন্য। ওরে, আমারও দাঁত গিয়েছে—আমিও ঘোরাই, আমিও ঘোরাই।

(তলোয়ার ঘোরান;—এমন সময়ে নেপথ্যে পদ-শব্দ)

২য় সৈন্য। ওরে চুপ, কার পা'র আওয়াজ পাচ্চি।

১ম সৈন্য। আরে দুঃশালা! নারে, পা'র আওয়াজই বটে।

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। বাদসা এত প্রসন্ন, কালই বে দেবেন—যবনের সঙ্গে তো কুটুম্বিতা ক'রেছি।

১ম সৈন্য। চুপ্।

২য় সৈন্য। হুঁসিয়ার।

মান। বাদসার অপরাধ কি, তবে কেন রাজপুত-বিগ্রহে যোগ দিই?

(লহনার প্রবেশ)

লহনা। (স্বগত) কে কাট্‌বে দেখি, আমারও তো দরকার আছে।

(দুইজন সৈনিকের মানসিংহকে আক্রমণ, ও বৃক্ষডাল হইতে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' শব্দ,—সৈনিক-দিগের হস্ত হইতে অসি পতন, ও লহনার মূর্চ্ছা)

মান। একি!

সৈন্যদ্বয়। রাজা মান—

মান। তোমরা হেথায় কেন?

১ম সৈন্য। বাদসা আমাদের এখানে রেখে গেছেন।

মান। তোমাদের শ্রেণীর সংখ্যা দেখে বোধ হ'চ্চে, তোমরা আমার অধীনস্থ, আমার সঙ্গে এস।

২য় সৈন্য। বাদসা আমাদের রেখে গেছেন।

মান। যদি মৃত্যু কামনা না কর, আমার সঙ্গে এস।

বেতাল। (বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া) ওরে, একে সঙ্গে করে নিলি নি? এ যে প'ড়ে গেছে।

মান। একি! লহনা! বিষপাত্র পূর্ণ হ'য়েছে; আমি যেমন কুলাঙ্গার, আমার কন্যা—আমার উপযুক্ত। 'আনন্দ রহো'! তুমি যেই হও, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা ক'রেছি, আজ তুমি আমার জীবনদাতা।

বেতাল। ওরে, এর মুখে জল না দিলে কথা কইবে না, আমি একে পুকুর-ধারে নিয়ে যাই, শুধু 'আনন্দ রহো' ব'ল্লে হবেনা;—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[লহনাকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জলটুঙি

আকবর ও মন্ত্রী।

আক। মানসিংহ আজও অন্ধকারে, নতুবা এ পত্র নারায়ণসিংহকে লিখতেন না। মানসিংহ আপনাকে অতি উচ্চ ব্যক্তি বিবেচনা করেন, কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি আকবর—তাকে রজ্জু ধারণ ক'রে নাচায়। মানসিংহ, তোমার ন্যায় শতশত্রু-দমনে আমি সক্ষম। বল,—সিংহ বলবান—কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ, সাগর বলবান কিন্তু ক্রীতদাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে, তুমিও বলবান কিন্তু আকবরের বুদ্ধিবলে ক্রীতদাস; কি স্পর্দ্ধা! পত্রে লিখেছেন—এই আক্রমণের উত্তম সময়। মানসিংহ! সময় জ্ঞান তোমার নাই, আকবর সদা সচেতন, সময়-সুযোগ তার দাস। ধন্য সাহস! আমার মতের বিরুদ্ধে স্বসরু রাজা, নির্ব্বোধ! তোমার লাভ—আকবর-স্থাপিত সিংহাসনে মুশলমান রাজা, হিন্দু রাজা নয়, কিন্তু তথাপি স্বসরু রাজা নয়। মন্ত্রী সম্ভব, হিন্দুর বশীভূত

হ'তে পারে। মন্ত্রি! যে শৃঙ্খলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত বন্ধন ক'রেছি, এ ভারত-সিংহাসনে যতদিন আমার মতাবলম্বী রাজা ব'সবে, তাদের হিন্দু হ'তে কোন আশঙ্কা নাই। তারা বিবেচনা করে যে, তারা শাস্ত্রবিদ্, কিন্তু তারা জানেনা—বশীভূত বলে বা ছলে—একই কথা। আঃ ধিক! এই আমার চৈতন্য, রাজনৈতিক উপদেশে সময় অতিবাহিত ক'চ্ছি। (কাগজ পাঠ)

মন্ত্রী। (স্বগত) একার বুদ্ধির সর্ব্বদা চেতন অবস্থা থাকে না, আকবর! এ উপদেশ তোমার আবশ্যক। খসরু রাজা হোক বা না হোক, বিষ প্রদানে মানসিংহের প্রাণ বধ হবে না।

আক। মন্ত্রি, নারায়ণসিংহ কোন্ কারাগারে?

মন্ত্রী। ছয় সংখ্যার কারাগারে।

আক। এইবার কোন্ 'আনন্দ রহো' তোমায় কারামুক্ত করে দেখ্‌বো। কিন্তু সে ছোক্‌রাকে কিছুতে অনুসন্ধানে ঠাওর পেলাম না; হকিম বিশ্বাসী, তুমি জান?

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? ঐ হকিম আসছে।

আক। তবে তুমি এখন যাও।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

যাক্, রাজপুতনার ভয় এক রকম গেল,—দুই তিনটে-যুদ্ধ মাত্র, সেলিমই করুগ, বা আমি করি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। কি ভ্রম! এখানে শুনলুম যে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! ব'লছে; এতদিনে সে রব ফুরিয়েছে—গারদে কতদিন চলে।

(হকিমবেশী বেতালকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ)

আক। এত বিলম্ব হ'লো কেন?

প্রহরী। উনি গারদ তদারকে গিয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে সেইখানে ধ'রলেম।

বেতাল। (স্বগত) ওর সাক্ষাতে কোন কথা কব না, যদি 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে পড়ে, এও 'আনন্দ রহো' শুন্‌লে ভয় পায়।

[প্রস্থান।

আক। (মোড়ক লইয়া হকিমকে প্রদান) এই ঔষধ লহনার, লহনা পাগল হওয়া আবশ্যক—বুঝলে, মানসিংহের পাচকের হাতে এই ঔষধ—তার খাবার জন্য নয়—এই বিষে মানসিংহের প্রাণ সংহার।

বেতাল। ওরে, আর থাক্‌তে পরিনি, বাবারে, 'আনন্দ রহো' বলি।

আক। (মুখের দিকে চাহিয়া) আঁা, এ কাকে এনেছিস্?

বেতাল। আনন্দ রহো! (নৃত্য করিতে করিতে) আনন্দ রহো! এইবার 'আনন্দ রহো' স'য়ে যাবে।

আক। একি এ! ওরে, কে আছিস্ রে? ধর।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও অসি উন্মোচন)

একি! মানসিংহ!

(মূর্চ্ছা)

(প্রহরীদ্বয় বেতালকে মারিতে উদ্যত, বেতালের সরিয়া যাওন ও আপনাদের অস্ত্রে আপনারা পতন)

বেতাল। একি, সবাই ভয় পেলে, আমি কি করি বাপু, সবাই ভয় পাবে, কেবল সেই ছুঁড়ীটে ভয় পায় না, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ সে আমার চেয়ে 'আনন্দ রহো' বলে, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো!!! সে যার শুকনো ফুলটাকে বলে 'আনন্দ রহো'! হা হা 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! না, না, না, আমি যাই,—এরে বলে মূর্চ্ছা, সেই ছুঁড়ীটে মূর্চ্ছা গেছ্‌লো, আরে সেই যে—যেদিন লুকোতে ব'লেছিল, আমি যার সে পথ দে গেলে নাক-মুখ টিপে পেটের ভেতর ক'রে যাই। 'আনন্দ রহো' ব'লে চোক বুজে চলি,—কি করি, কি জানি বাপু—যদি চোক দিয়ে 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যায়! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। (মাথা তুলিয়া) দেও! দেও!

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

বেতাল। আচ্ছা, আমি করি কি? পাগলা বেটারা ভয় পায় ব'লে, আমি যার এই পোষাকটা প'রেছি। আমি যাই, সে আবার নাইতে গেছে—অরে, যাবোই এখন, না হয় খানিক ন্যাংটো থাক্‌বে—এখন না, এরা জাগ্‌লে ভয় পাবে,—'আনন্দ রহো' টিপে যাই।

[বেতালের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। ওরে, কোথা গেল? আঁা, কোথা গেল?

২য় প্রহরী। অ্যাঁ—পালালো?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। (উঠিয়া) নিশ্চয় যাদুকর! ও হেথায় এল কি করে?

১ম প্রহরী। জাঁহাপনা, হকিমকে আমি চিনতেম না, হকিমের ঘরেতে ও পেছন ফিরে ব'সে ছিল, আমরা আপনার শিক্ষা মত ব'ল্লেম 'আকন্দ ভয়', ও বল্লে 'আকন্দ ভয়', আমরা ইঙ্গিত ক'ল্লেম—ও সঙ্গে চ'লে এলো। জাঁহাপনা, এই ভ্রমে এ কার্য্য হ'য়েছে, নচেৎ এ নিভৃত স্থানে, অপরকে আনতে সাহসী হ'তেম না।

২য় প্রহরী। জাঁহাপনার যেরূপ অনুমতি হয়।—

আক। তাকে ধ'রলিনি কেন?

১ম প্রহরী। আমরা উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম।

আক। গুপ্ত-চর, যাদুকর নয়—কাকেও প্রত্যয় নাই, সকল বেটাই 'আনন্দ রহো'!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। চল, শীঘ্র তাকে ধরিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রুগ্ন-শয্যায় লহনা ও সেলিম।

লহনা। সেলিম, একটু বোস, তুমি যে ব'ল্তে—আমায় ভালবাস—ওকি! ওকি! ওকি! বাবা, কেটোনা, বাবা, কেটোনা; সেলিম, যেওনা; নারায়ণসিংহ— সেলিম ম'রে যাক্, সেলিম, উঠ না।

সেলিম। তোমার কাছে যে থাকা ভার, তোমার বছর বছর এই রোগ চাগাবে, আর আমায় শুধু ব'লবে 'বাবা কেটোনা, সেলিম বোস'।

লহনা। সেলিম, যেও না, আমার ভয় করে। (হস্ত ধারণ)

সেলিম। এই তো তোমার গায়ে জোর।

লহনা। সেলিম! তোমার কি একটু দয়া হয় না, একটু ভাল বাসনা?

সেলিম। আরো রোগ ক'রে মুখ তুব্ড়ে রাখ, খুব ভাল বাস্‌বো, আমি তোমায় বলি, জান্ ফুর্তিতে রাখ, তা নয় এক কথা ধ'রেছ, 'বাবা কেটোনা'।

লহনা। সেলিম! সেলিম! ঐ 'আনন্দ রহো'! ঐ 'আনন্দ রহো'!

সেলিম। বাঃ! 'আনন্দ রহো' আমার মহলায় এলো আর কি? বন্ধু, সে গারদে।

লহনা। (সেলিমের হস্ত জোর করিয়া ধরিয়া) সেলিম! সেলিম!

সেলিম। ওঃ, বিবি পঞ্জাদার!

লহনা। গা ডুলি মেরেছিল, ভাল হয়নি।

সেলিম। রোস বাবা, বাঁচলুম; এইবার সেতারের মতন গৎ চ'ল্‌বে।

[সেলিমের প্রস্থান।

লহনা। গা ডুলি মারা ভাল হয়নি, একলা বনের ভিতর প্রাণ খাঁ খাঁ ক'রেছিল, ওমা, আমি কাটতে চাইনি, আমি কাটতে চাইনি,—সেই বুড়ো বেটা ব'লেছিল, নিড়িং পিড়িং, খিড়িং বিড়িং, পুড়ুং পাড়াং, চুড়ুং চাড়াং; ওমা মন্ত্র ব'ল্‌ছি, ও মাগো! কি ভয়ঙ্কর গো! ওমা, সূর্য্যের মত দুটো চোক, ওগো, গেলুম গো।

(মানসিংহ, যমুনা, কাঞ্চন ও হকিমবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মান। (যমুনার প্রতি) মা, এখানে আসা হকিমের নিষেধ, তাই বারণ করি।

যমুনা। এমন নিষেধও শুনিনি।

লহনা। যমুনা! দিদি এস, ওরে নখে ছিঁড়ে ফেল, প্রাণ জ'লে গেল, না না, কেটো না কেটো না, বাবা!

যমুনা। লহনা দিদি! কে তোমায় কাট্‌বে বলতো? এই দেখ আমি এসেছি, কাঞ্চন এয়েছে।

কাঞ্চন। চা না লো! তোর বাপ এয়েছে, দেখ্‌না।

লহনা। ও বোন! উনিই আমায় কাটবেন—নিঃশেসে মরে যা, নিঃশেসে ম'রে যা।

কাঞ্চন। ম'রে যাই যাব,—তুই চোক্ খোল্ তো?

লহনা। কাঞ্চন দিদি! এস, বসো—মর।

যমুনা। মর মর কেন ক'চ্চো বল তো?

লহনা। যমুনা দিদি! তোমার চোক দুটো উপ্‌ড়ে নিই, ওমা—আঃ ও বাবা—আঃ!

মান। দেখ দেখি, সাধে নিষেধ করি? তোমরা চ'লে যাও। কান্নুন, তোমার সে শুক্‌নো কুঁড়িটী আন নি?

কান্নুন। সকলে ঠাট্টা করে ব'লে নিয়ে আসিনি।

যমুনা। আশ্চর্য্য! ঝ'ড়ে প'ড়ে গেল না গা, শুক্‌নো ফুল এতদিন থাকে, তা আমি জানি নি।

[কান্নুন ও যমুনার প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভাল, আপনার কন্যার চিকিৎসা করেন না কেন?

মান। সময়ে সময়ে ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় যে, সে চিকিৎসকেরও শোনা উচিৎ নয়;—তাতে আমাদের মন্ত্রণা সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।

লহনা। কেও বাবা! আমি জানতুম না কাটবে—আমায় ডেকে দিতে ব'লেছিল—আমি কি জানি, আমায় কেটোনা, কেটোনা, কেটোনা।

মন্ত্রী। বাদসা তো এই ঔষধ দিতে ব'লেছেন, অকারণ প্রাণবধ কি আবশ্যক?

মান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমায় দিন, এতে প্রাণনাশ হবে না, আকবরের বিষে একদিনে মৃত্যু হয় না, তিনি সতর্ক, লোকে পাছে বিষ-প্রয়োগ আশঙ্কা করে।

মন্ত্রী। দেখুন, আপনি পিতা, আপনার যেরূপ বিধি হয় ক'র্‌বেন। (ঔষধ প্রদান) কাল সরবতের সঙ্গে আপনাকেও বিষ প্রয়োগ হবে, এই সে বিষ, আমি পাচককে দিতে চ'ল্লেম। এখন বুঝুন—আমি খসরুর পক্ষ কি না।

মান। মশাইকে তো কখন অবিশ্বাস করিনি।

মন্ত্রী। ভাল, করুন বা না করুন, আমি চ'ল্লেম, দেখ্‌বেন, স্ত্রীহত্যাটা না হয়।

[প্রস্থান।

মান। এও আকবরের ছলনা হ'তে পারে, তা আমিও অসতর্ক নই; কিন্তু সতর্কতার চেয়ে অন্তরের আগুন আর নাই! এই যে সুন্দর পবন-হিল্লোল অন্যকে শীতল করে, কিন্তু আমার বোধ হয় যেন আমার বিরুদ্ধে কে পরামর্শ ক'চ্চে; কুঞ্জে কুঞ্জে যেন অস্ত্রধারী ঘাতক আমার প্রাণবিনাশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান; গৃহিণীর করে দুগ্ধ-পাত্র—বিষ-পাত্র অনুমান হয়। হোক,—সতর্কতার বলে, আমি জীবিত আছি; নচেৎ আকবরের কৌশলে, এতদিন জীবন যাত্রা উদ্‌যাপন ক'ত্তে হ'তো, কিন্তু সেদিন 'আনন্দ রহো' আমার প্রাণদাতা। (ঔষধ গুলিয়া) যন্ত্রণা বুদ্ধি ক'র্‌বে সন্দেহ নাই,—মা ঔষধ খাও।

লহনা। কেও, বাবা?

মান। কেন মা, অমন ক'চ্চো?

লহনা। আজ অনুগ্রহ ক'রে ব'লে যাবেন, একটু জল ঘরে রেখে যায়। ওরে দাঁড়া,—দাঁড়া, ভয় পাবো এখন, একটু জল চেয়ে রাখি।

মান। কেন, দুধ র'য়েছে, জল যে নিষেধ মা, এই ঔষধটা খাও।

লহনা। না বাবা, ও ঔষধ খাবনা, বাবা, তোমার হাতের ঔষধ বিষ। বাবা, বাবা, ঔষধ আর আমি খেতে পাচ্চিনি,—বাবা, দাঁড়িওনা, নখ দে আমি তোমার চোখ গেলে দেব, এখনও দাঁড়িয়ে?—এই দিলুম (উঠিতে উদ্যত) মাগো! (পতন)।

মান। উত্তম। [প্রস্থান।

(জল লইয়া কান্নুনের প্রবেশ)

কান্নুন। ওমা, অনাছিষ্টি কথা, রুগী জল খাবেনা তো কি হাওয়া খেয়ে বাঁচবে? দিদিও ধ'রেছে জল খেলে বাঁচ্‌বে না, রেখে দাও তোমার হকিমের কথা!

লহনা। মুখ ছিঁড়ে দি—মুখ ছিঁড়ে দি,—মুখ ছিঁড়ে দি।

কান্নুন। ও মাগো! দিদি, এই দোরগোড়ায় জল রইলো—খাস্‌। এ রুগীর কাছে দশজন থাক্‌তে হয়, তা না, একজন থাক্‌বার যো নেই, বলেন হকিমের হুকুম।

লহনা। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় হবেনা, এই এম্নি করে, এই এম্নি ক'রে দাঁড়িয়েছে।

(জিব মেলিয়ে দেখান)।

কান্নুন। ও মাগো, দিদি যেন কি করে!

[প্রস্থান।

লহনা। ও মাগো, আবার এসেছে! (পতন) জল—জল জল।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ভয় পায়—পাবে, ওর ঔষধ কাকে দেব, ওরে, এই ঔষধ তোকে দিয়েছে।—(ঔষধ প্রদান)

লহনা। জল! প্রাণ যায়।

বেতাল। (জল লইয়া) ওরে, খা খা।

লহনা। (জল খাইয়া) বাবা হ'লেও তোমার ঔষধ ভাল।

বেতাল। চুপি চুপি বলি, আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

লহনা। অ্যা—'আনন্দ রহো'!

বেতাল। আর ভয় পাস্‌নি, এই দেখ্, তোকে আমি জল দিচ্চি।

লহনা। আনন্দ রহো, আর তোমায় ভয় পাবো না।

বেতাল। তবে জোরে বলি—আনন্দ রহো!

লহনা। বল, আর আমি ভয় পাব না; যদি ভয় পাই—একটু জল দিও।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ভয় পাচ্চিস্?—জল খা।

লহনা। (জলপান করিয়া) এইবার গায়ে জোর হ'য়েছে। বাবা, তোমায় দেখ্‌বো। ফের বল—আনন্দ রহো, আর একটু জল দাও।

বেতাল। আচ্ছা ব'ল্‌ছি, তুই জল খা। (জল প্রদান)

লহনা। বাবা, তোমার মুখ ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) মাগো! (পতন শব্দ)

বেতাল। ঐ যা, তুই ভয় পেলি!—আমি পালাই, জল দিয়ে যাচ্চি পাসে; আবার আর একজনকে ঔষধ দিতে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপর কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ।

আক। এ চমৎকার সরবৎ—পান করুন। (খাইয়া) একি—বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!

মান। রাজা মান সতর্ক, সাবধানের বিনাশ নাই,—আকবরসা জাননা, তোমার বিষপাত্র—তোমারই মুখে।

আক। মানসিংহ, সে দর্প ক'রোনা, পাচক তোমার অর্থে ভোলে নাই, এ আল্লা আমার বাটিতে বিষ দিয়েছে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে নারে, আমি তোর ঔষধ ঢেলে রেখে গেছিলুম; সাদা গুঁড়ো যাকে দিতে দিয়েছিলি, তাকে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই এই বাটিতে ঢেলে রেখে গেলুম। তোর তো আর কাগজখানা দরকার নেই, আমি গাঁজাটা আস্‌টা মুড়ে রাখ্‌বো।

আক। ও হো! হো! হো! হো! মানসিংহ, স'রে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও—একটু জল দিক্; আমি সকলকে নিষেধ করেছি, ওঃ!—দিলে না—দিলে না—

মান। আমার কন্যার প্রতি ঔষধ প্রয়োগ ক'রে জল নিষেধ, আপনার প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা; এখানে তো অপর হকিম নেই।

আক। জল দিলে না, জল দিলে না, ওরে কে আছিস্ রে!

মান। নিকটে কারুর থাকবার তো জাঁহাপনার হুকুম নেই।

বেতাল। ওরে, আমি দিচ্চি। (জল লইয়া দিতে যাওয়া ও পড়িয়া গিয়া জল পতন, এবং মানসিংহ কর্তৃক পাত্র গ্রহণ)

মান। (বেতালকে ধরিয়া) না না, আনন্দ রহো, জল দিলে মরে যাবে।

আক। আনন্দ রহো, শুনো না, জল দাও।

বেতাল। ওরে, ছেড়ে দে।

আক। ছাড়িয়ে এস; তুমি আস্‌তে পাচ্চোনা? ওঃ, এ সব কে? দাও দাও—একটু জল দাও, দাও দাও, আঃ বাঁচিনি—হাসে! (ওয়াক) আবার সরবৎ দিলে, ওরে আবার সরবৎ দিলে, কাটা মাথা থেকে রক্ত প'ড়্‌ছে, ওরে, মুখে পড়, মুখে পড়, জলে গেল—আগুন—আগুন—আনন্দ রহো, এসো, তুমি কারাগার ভেঙ্গে আস্‌তে পার, গারদ থেকে আস্‌তে পার, আমার সিংহাসনে পা দিতে পার, আমার বিষ আমায় খাওয়াতে পার,—একটু জল দিতে পার না? আনন্দ রহো, তুমি কতগুলো হ'য়েছ, সকলকে কি মানসিংহ ধ'রে রেখেছে? ঐ যে, তোমার হাতে জল—দাও, দাও, দাও।

বেতাল। ওরে, 'আনন্দ রহো' বল, আমায় ছাড়্‌বে না, আমি গাঁজা খেয়ে তেষ্টা পেলে বলি, ওরে ছাড়্‌চেনা

ওরে ছাড়, ছাড়, মরে রে,—ছাড় বিনি? (জোর করিয়া ছাড়াইয়া লওন)।

আক। দাও, দাও, (জল লইয়া পতন ও জল ফেলিয়া দেওন)।

বেতাল। ওরে, তুইও ফেলে দিলি? (কাপড় ভিজাইয়া মুখে দেওন)

আক। কালো! কালো! কালো! কালো ঢেউ, কালো মেঘ, সমুদ্র—তুফান চালচে কালো, ফুটচে কালো, উঠ্‌ছে কালো, কালো! কালো! কালো! কালো—উথ্‌লে উঠ্‌ছে! আনন্দ রহো, তোমার 'আনন্দ রহো' বলো—শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি, ওঃ, বজ্রাঘাত হ'চ্ছে, ঐ কালোমেঘ থেকে বজ্রাঘাত, উঃ, কত বজ্রাঘাত! কালোতে কি নীল রঙের বিদ্যুৎ হয়? ও বাবা! কালো আগুন নাকের ভিতর সেঁদোলো, জ্বলে গেল—পুড়ে গেল।

বেতাল। এত কথা ব'ল্‌ছিস্‌—'আনন্দ রহো' বল।

আক। ওরে, পেটের ভেতর কালো ঢেউ উঠ্‌ছে।

মান। এখন কি কর্ত্তব্য, এই তো প্রায় শেষ, প্রচার করিগে যে, জাঁহাপনা অকস্মাৎ কিরূপ হ'য়েছেন। সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতাই মনুষ্যের জীবন,—এখন সতর্ক হই, কেউনা বলে—বাদসাকে আমি খুন ক'রেছি, সন্দেহ ক'র্‌বেই—দেখা যাক। সতর্কতা! সতর্কতা!

[প্রস্থান।

আক। ওই—পেটের ঢেউ বুকে এলো।

বেতাল। আমি একটু জল পাই তো দেখি, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

(দুইজন ভৃত্যসহ মানসিংহের প্রবেশ)

মান। যতদূর পাল্লেম ক'ল্লেম, জল টল মাথায় দে দেখ্‌লুম,—কিছুতেই চেতন হ'লো না; এই দেখ, জল প'ড়ে র'য়েচে।

১ম ভৃত্য। মহারাজ কি আর মিছে কথা ব'ল্‌ছেন!

২য় ভৃত্য। আর কাকে নিয়ে যাবো!

মান। না না, ধুক্‌ ধুক্‌ ক'চ্ছে, টেনে তোল, কণ্ঠা ন'ড়্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছোনা?

[আক্‌বরকে লইয়া দুইজন ভৃত্যের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—আহা, হাঁ ক'চ্চে, একটু জল দে রে।

মান। যদি একবার লোকের ধারণা হয় যে, আমি বিষ দিইনি,—আকবর, বড় চমৎকার উপায় শিখালে, যার প্রতি সন্দেহ—তার প্রতি বিষ প্রয়োগ। সতর্কতা, সতর্কতা! অর্থের অভাব নাই—খসরু দেবে; কিন্তু খসরু মুসলমান—উপকার মনে রাখ্‌বে কি? দেখা যাক—সতর্কতা!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাপী-তট

যমুনা।

(গীত)

রাগিণী খট্‌-ভৈরবী—তাল যৎ।

পাষাণী পাষাণের মেয়ে, বাদ সেধেছ আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে, মনের সাধ মা, রইল মনে॥
রাঙ্গা চরণ পুজে তারা, নয়ন তারা হ'লেম হারা,
দেখ্‌ মা তারা তাপহরা, বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে॥

(কাঞ্চনের প্রবেশ)

কাঞ্চন। দিদি, এই অন্ধকারে একা ব'সে গান ক'চ্ছো? উঃ, আকাশে একটীও তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই ক'ত্তে ক'ত্তে আকাশটা মেপে চ'লেছে, এস ভাই,—ঘরে এস।

যমুনা। দিদি, অন্ধকার যামিনী ভিন্ন আমার এ গান শোনাব কারে? চাঁদ শুন্‌লে মলিন হবে! ভাই, মেঘ আপনার প্রাণ ধুয়ে দেবে, আমি কি আপনার প্রাণ ধুয়ে কাঁদ্‌তে পারিনি? দিদি, আমি বড় অভাগিনী, তোমার মতন প্রফুল্ল কুসুম-কলিও আমার নিঃশ্বাসে মলিন হয়। দিদি, আমার মতন ভগ্নী কি আর কারুর আছে?

কাঞ্চন। দিদি, বিশ্বাস কর, মনস্কামনা ক'রে কালীর পায়ে জবা দিয়েছ, অবশ্য তোমার সঙ্গে নারায়ণের দেখা হবে। এই দেখ দেখি, আমি মেনেছিলুম, আমার এ কুঁড়িটী আজও র'য়েছে।

যমুনা। কাঞ্চন, আমি বালক সেজে পথে পথে কেঁদে

বেড়িয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় গান ক'রে বেড়িয়েছি, সূর্য্যের উত্তাপে কাতর হইনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়, নদীর জল অমৃত ব'লে পান ক'রেছি, তাতেই সবল হ'য়েছি, আবার লহরী-মোহনের অনুসন্ধান ক'রেছি ; মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস—মা কালী মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

কাঞ্চন। অবশ্যই ক'রবেন, আমার ফুলটী দেখে তোমার বিশ্বাস হয় না ?

যমুনা। না ভাই, যখন পেয়ে হারালেম, তখন আর বিশ্বাস হয় না।

কাঞ্চন। আচ্ছা ভাই, আমি কাল সকালে তোমার মতন বালক সেজে, পথে পথে ঘুরবো, দেখি পাই কি না।

যমুনা। কাঞ্চন, আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে—তাকে পাবো না, তুমি মিছে প্রবোধ দিওনা।

কাঞ্চন। আচ্ছা এসো, ওদিকে ফুল ফুটেছে দেখি গে।

যমুনা। না দিদি, তুমি দেখ গে।

কাঞ্চন। বুঝেছি, ব'সে কাঁদবে। আচ্ছা, আমি তোমার জন্য ফুল তুলে আন্‌ছি, তখন কিন্তু নিতে হবে।

[প্রস্থান।

যমুনা। তুমিই সুখী,—মা কালি ! এ জন্মে মনের সাধ মনেই রইলো। যদি জন্ম হয়-যেন যমুনাই হই, লহরী-মোহনকে নিয়ে খেলা করি, আর যদি সে সাধ পূর্ণ না হয়, যেন কাঞ্চন হই, একটী শুক্‌নো কলি নিয়ে চিরকাল বেড়াই।

(গীত)

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা, ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পূরে, ব'লেছে শিব জগদ্‌গুরু॥
তমোময়ী ঘোর ত্রিযামা, মা বলে গো কাঁদি শ্যামা,
হররমা দেখা দে মা, মা তো কঠিন নয় গো কারু॥

(অপর দিক দিয়া নারায়ণসিংহকে বহন করিয়া বেতালের প্রবেশ)

নারা। ভাই আনন্দ রহো ! তুমি কেন বৃথা যত্ন ক'চ্চো, আমি কি আর বাঁচ্‌বো ? আমি বিশ দিন অনাহারে কারাগারে বাস ক'চ্চি, যদি কোথাও জল পাও, আমার মুখে এক বিন্দু দাও। গুরুদেব, 'কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না', মৃত্যুকালে তোমার উপদেশ বুঝ্‌লেম,—যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার পদে ভক্তি অচলা থাকে।

বেতাল। এই সাম্‌নেই পুকুর।

[জল আনিতে গমন।

যমুনা। মা তারা ! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পা'র মতন খেলা ক'রে লুকুচ্চে, ত্রিযামা যেন রাক্ষসীরূপে নৃত্য ক'চ্চে, চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীরব, মধ্যে মধ্যে বজ্র-নিনাদ, যেন মহিষাসুরের যুদ্ধে রণরঙ্গিণী আপনি মেতেছেন।

(গীত)

রাগিণী মঙ্গল-বিভাষ—তাল একতালা।

প্রলয় দামিনী চরণে নলকে।
নখর নিকর ভাতে প্রভাকর, বরণ নিবিড় কাদম্বিনী,
রক্তচ্ছবি ফুটে পলকে পলকে॥
নরকর-নিকর কপাল মালা, তর তর ত্রিনয়ন উজল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর-নর-কম্পন, শব-শিব-পদতলে,
ভালে অনল জ্বলে ;
ত্রাহি ত্রিভুবন প্রলয় ঝলকে॥

নারা। এ কে গান করে ? ওর কাছে আমায় নিয়ে চল,—যমুনা !

যমুনা। মা ইচ্ছাময়ি ! দাসীর ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ ক'ল্লেন ! (নারায়ণের নিকট গমন)

নারা। যমুনা !

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওরে এই জল নে। (পাতায় করিয়া মুখে জল দেওন)

নারা। যমুনা, মুখের কাছে এসো, একবার ভাল ক'রে দেখি। (যমুনার তথাকরণ) অগ্নি থাক, বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যমুনা। মা, তোমার মনে এই ছিল মা ! এই দেখা হবে ? লহরীমোহন, কথা কও, এখন' আমার প্রাণ ভরেনি, আর একটী কথা কও।

নারা। রাঙ্গা—রাঙ্গা—সূর্য্য উঠ্‌ছে। দেখ যমুনা, নীল ঘোড়া।

বেতাল। স'রে যাই, এখনি 'আনন্দ রহো' ব'লে ফেল্‌বো।

যমুনা। একবার চেয়ে দেখ, মা ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছায় আমি লহরীমোহনকে আবার পেয়েছি। আমার গান শুন্‌তে তুমি বড় ভালবাস্‌তে, আমি গান গাইতে গাইতে তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

(গীত)

রাগিণী বাহার-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

নেচে নেচে চল মা শ্যামা, দু'জনে তোর সঙ্গে যাবো,
দেখ্‌বো রাঙ্গা চরণ দু'টী, বাজ্‌বে নূপুর শুনতে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাক্‌বো শ্যামা অভয়ারে,
ওমা ব'লে যাবো চলে, 'মা' ব'লে মা, প্রাণ জুড়াবো।

নারা। 'আনন্দ রহো'! 'আনন্দ রহো' বলো, আনন্দের সীমা নাই,—গুরুদেব ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; যাচ্চি—একটু কাহিল আছি,—গুরুদেব হাসছেন, ভাল কথা 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

বেতাল। এই যে, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(কাঙ্গনের প্রবেশ)

কাঙ্গন। দিদি, তুমি এইখানে ব'সে গান ক'চ্চো, আমি ছিষ্টি খুঁজ্‌চি! মট্‌কা-মেরে প'ড়ে থাক্‌লে হবে না, ফুল প'র্‌তে হবে; উঠ্‌লে না?—তবে নমো নমো ক'রে সর্ব্বশরীরে দিই—(ফুল ছড়াইয়া দেওন ও বিদ্যুৎ দীপ্তি) একি, লহরীমোহন!

নারা। হাঁ কাঙ্গন।

যমুনা। কাঙ্গন! বিদায়——

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

কাঙ্গন। একি, আনন্দ রহো?

বেতাল। দূর কর, আমার গাঁজার কল্‌কে ফেলে দিই, তুমি ওদিকে দেখ না।

কাঙ্গন। (অন্যমনে ফুল ফেলিয়া দিল)

বেতাল। তুমিও ফুল ফেলেছ, ওদিকে কি দেখ্‌ছো? দেখ্‌তে গেলে অনেক দেখ্‌তে হবে। বল, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!!

উভয়ে। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

যবনিকা

———

মলিনা-বিকাশ

(গীতিনাট্য)

[২৯শে ভাদ্র, ১২৯৭ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ			স্ত্রী		
বিকাশ	...	রাজকুমার।	মহেশ্বরী	...	তপস্বিনী।
বিলাস	...	ঐ সখা।	মলিনা	...	অপর রাজকুমারী।
			তরলা	...	ঐ প্রধানা সখী।

সংযোগস্থল—চন্দ্রশেখর পর্ব্বত। অন্যান্য সখিগণ।

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ মন্দির

মলিনা।

মলিনা। (গীত)

পূরবী—দাদ্‌রা।

পাখি তোর পেলে মধুর স্বর,
তোর মত কুঞ্জবনে গাই লো নিরন্তর।
ফুলের মাঝে সোহাগ করি,
ফুলের রেণু অঙ্গে পরি,
খেলি চকোরের সনে মেখে চাঁদের কর।

(বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ)

বিকাশ। আহা! সখা, দেখ দেখ, কবির ধ্যানাতীত সৌন্দর্য্যের সীমারূপিণী রমণী-মূর্ত্তি।

(গীত)

পূরবী—যৎ।

মরি কে রমণী বিপিনবাসিনী,
ভ্রমে একাকিনী বন-আমোদিনী;
মাধবী-মালায় বিকশিত কায়,
হেরিয়া লাজায় চায় কমলিনী।
সাজি হেম-হারে উষা মৃদু হাসে,
ফেরে ধীর বায় পরিমল-আশে;
সোহাগে উথলি, ফোটে ফুল-কলি,
মোহিত-হৃদয় গায় বিহঙ্গিনী।

বিলাস। দেখ রাজকুমার, তোমার এই রীতিটি ছাড়, পয়ার বাঁধ, গান গাও, ফুল সোঁকো, একলা আকাশ-পানে

চেয়ে থাক, আমি কিছু বারণ করি নে; ঘাটে মাঠে পথে যে মেয়েমানুষ দে'খে দাঁতকপাটী যাও—ঐ টুকু বাদ দাও। তোমার সব বেয়াড়া ঢঙ্—ভাটে সম্বন্ধ আনে, রাজার ছেলের বে হয়; তা নয়, ছদ্মবেশে বিদেশে এসে বাস; রাজকুমারী কি না হেটো মেয়ে, হাটে বাজারে ফেরে, তারে তুমি দেখ্‌বে—তবে তার সঙ্গে কথা কইবে। এই যে আমারও রাজমন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছে—আমি কি তাকে দেখ্‌তে চাই? হবে হোক্, দেখ্‌বো—পছন্দ না হয়, একটা ভাতরাঁধা গোছ আটপৌরে থাক্‌বে, আবার পোষাকি রকম কোথাও দেখা যাবে।

বিকাশ। ভাই, ও সুন্দরী কে, তুমি পরিচয় নিতে পার?

বিলাস। আবার বাড়াবাড়ি কেন? চল, কোন্ মন্দিরে তোমার রাজকুমারী শিবপূজা ক'র্‌তে আসে, দে'খে আসি গে চল।

বিকাশ। না ভাই, আর আমি রাজকুমারীকে দেখ্‌বো না।

বিলাস। তুমিও দেখ্‌বে না, সেও তোমাকে দেখা দেবার জন্যে অট্টালিকা ছেড়ে ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়াচ্ছে! ভাটের কথা তুমি যেমন বিশ্বাস কর! মহারাজ মদনসেনের কন্যা মাঠের মাঝখানে শিবপূজা ক'র্‌তে আস্‌বে, তোমার সঙ্গে কথা কইবে, তুমি প্রেম-আলাপ ক'রে তবে তারে বে ক'র্‌বে; তার তো আর বর জুট্‌বে না, তাই তোমার মত ছেমোচাপা আদাড়ে নাগর মাঠ্ থেকে নিয়ে যাবে।

বিকাশ। ভাই, শোন, আমি একটী মনের কথা বলি।

বিলাস। আরে, মনের কথা শুনে শুনে যে হাল্লাক হ'য়েছি।

বিকাশ। ভাই বিলাস, আমার প্রতি যদি তোমার বিরাগ জ'ন্মে থাকে, তা হ'লে আমার সঙ্গে কেন কষ্ট পাও? আমি উন্মাদ, আমি মনের বশে ফিরি; মন যা চায়, তাই করি, কোন রকমে নিবারণ ক'র্‌তে পারি নে।

বিলাস। বিকাশ, তুমি রাগ ক'র্‌লে? আমিও পাগল; আবোল তাবোল কত কি বলি, কিছু মনে ক'রো না; তোমার কষ্ট হয়, তাই বলি। আমার একটা মনের কথা শোনো, তুমি উন্মত্ত হ'য়ে বেড়াও, আমি তার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি প্রেমিক, কিন্তু তোমার প্রেমের আধার নাই,—তাই তুমি কবিতায় উন্মত্ত থাক। কবিতা ফকিরের—রাজকুমারের নয়। রাজ্যশাসন তোমার ভার; যার সংসারে কিছুই প্রিয়বস্তু নাই, সেই কল্পনায় ঘুরে বেড়ায়।

বিকাশ। তুমি সত্যই অনুভব ক'রেছ, সংসারে সত্যই আমার কিছুই প্রিয়বস্তু নাই। বিবাহ? কারে বিবাহ ক'র্‌বো, রাজকুমারের পত্নীর অভাব নাই। কিন্তু আমায়, আমার জন্যে ভালবাসে, যদি এমন নারী পাই, তারে বিবাহ ক'র্‌বো ভেবেছিলেম, কিন্তু সে সাধও আজ আমার ফুরিয়েছে। আমি চিরকাল সৌন্দর্য্যের উপাসনা করি, তাই ফুলের কাছে যাই—চাঁদের পানে চাই—নারীর স্বরে মুগ্ধ হই—কিন্তু আমার ধ্যানের প্রতিমূর্ত্তি কখন' দেখি নি; আজ সেই প্রতিমা দেখেছি।

বিলাস। না ভাই, পায়ে পায়ে হোঁচোট্ খেলে তোমায় কি ক'রে তুলি বল? রাজোদ্যানে গোলাপ ফুটে আছে, তা তুল্‌তে সাধ হ'লো না, কোথায় বন-মল্লিকা দে'খে ভুলে গেলে; তা যাও, দুটো কথা ক'য়ে এস।

বিকাশ। মরি মরি মরি কে তুমি সুন্দরি,
রূপের লহরী খেলিছে বনে,—
কোন্ অভাগার হৃদয়-আগার
ক'রেছ আঁধার কহ ললনে?

মলিনা। শিবের কিঙ্করী, সহ-সহচরী
পূজি স্মর-অরি বিপিনবাসী;
বসি কুঞ্জবনে, গাই পাখীসনে,
হেরি সযতনে ফুলের হাসি।

বিকাশ। কহ না কুমারি, বুঝিতে না পারি,
তুমি বনচারী কিসের তরে?
এ কি বিধাতার, না বুঝি আচার,
রতনের ভার রাখে সাগরে!
জনক জননী, নাহি সুবদনি,—
কহ বরাননি, কি তব নাম?

মলিনা। মলিনা দাসীর নাম শুন ধীর,
অদূরে কুটীর, তথায় ধাম।

তাপিনী যোগিনী, কুটীর-বাসিনী,
বন-বিহারিণী দুহিতা তাঁর ;
শঙ্কর আশ্রয়, শুন মহাশয়,
অন্য পরিচয় নাহিক আর।

(গীত)

বিকাশ।— ইমন-কল্যাণ—চৌতাল।

বৃথা আকিঞ্চন,—
ধ্যানে গড়া ছবি, নহে তো মানবী,
অকারণ কেন হবি জ্বালাতন।
দেবের ভূষণ, এ নারী-রতন,
ত্যজিয়া নন্দন, আলো করে বন ;
বৃথা অভিলাষ, বাড়িবে পিয়াস,
এ আশে—হতাশে হবি রে মগন।

মলিনা।—
কেবা তুমি মহাশয়, নাহি জানি পরিচয়,
উদয় হ'য়েছ আসি বনে ;
আসিয়া কুটীর-বাস, কর ধীর, শ্রমনাশ,
কিঙ্করীর মিনতি চরণে।
অতিথি হইলে তোষ, তুষ্ট হন আশুতোষ,
অতিথির সেবা মম ব্রত ;
আমি অতিথির দাসী, সদা সেবা-অভিলাষী,
যোগিনী—অতিথি-সেবা-রত।

বিকাশ।—
শুনিয়া মধুর ভাষ, পূর্ণ মম অভিলাষ,
পরিতোষ হ'য়েছি কুমারি,
কার্য্য আছে সবিশেষ, যেতে হবে দূরদেশ,
বিলম্ব করিতে নাহি পারি।

[বিকাশ ও বিলাসের প্রস্থান।

মলিনা। ইনি কি কোন যোগীপুরুষ!—দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান? যোগীর সাজ তো নয় ; কার্য্যে বিঘ্ন হবে, তাই বুঝি কৃপা ক'র্‌লেন না।

(তরলা ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কমলমালা সরসীর বুকে,
অলি চুমিছে সুখে,—
ডুব্‌লো নীরে কুমুদিনী সই, মলিন-মুখে।
দলে দলে খেলে সোণার কর,—
হেরে ধূসর শশধর,
আমোদিনী কমলিনী রঞ্জিত-অধর ;
উথ্‌লে ওঠে হৃদয়-মধু, লোটে মলয় কৌতুকে।

তরলা। মলিনা, তুই এখানে একলা কি ক'র্‌ছিস্, মন্দিরে যাবি নে?

মলিনা। দেখ্ ভাই, মন কি চায়, তা জানিস্? যেন সদাই ঘুরে বেড়ায় ; কেন ঘোরে, কিছু ব'ল্‌তে পারিস্?

মলিনা ও তরলা। (গীত)

খাম্বাজ—যৎ।

মনের কথা মন কি জানে সই,—
সুধাই তারে বারে বারে ব'ল্‌তে পারে কই?
কি ভাবে মগ্ন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে,
কে জানে কখন্ কাকে চায়,
কভু খেলে মলয়-বায় ;
কভু চাঁদের আলোয় ফুলমালা দোলায়,
আড়-নয়নে তারার পানে চায় ;
হয় ত মাতে ঝঞ্ঝাবাতে, মেঘের সনে ধায়,
বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে,—
মন নিয়ে সই, সারা হই।

সখিগণ। (গীত)

কাফি-সিন্ধু—খেমটা।

মন সদা চায় আপন বিলায়, মনের মতন মন যদি পায়,
বোঝে না কি তার ব্যথা, তাই তো ঘোরে যেথায় সেথায়।
ফুলের হাসি দেখ্‌তে পেয়ে, হাস্‌বে ব'লে যায় সে ধেয়ে,
ফুলের বুকে অলির খেলা দেখে লো চেয়ে,—
আপন হিয়ে শূন্য হেরে, মুদিত হ'য়ে ফিরে যায়।
মেঘে দামিনীর খেলা, হেরে তার বাড়ে জ্বালা,
আপন ভাবে হয় লো বিভোলা ;
বুঝ্‌তে নারে, চায় সে কারে,
বাজ্ বুকে তাই নিতে চায়।

তরলা। চল্ লো চল্, বাবার পূজার সময় হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।

(বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ)

বিলাস। বাবা, এ বনে বাঘ আছে কে জানে! আমারও হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে! ছুঁড়ী গাইতে গাইতে এল', মন ছিঁড়ে নিয়ে পালালো, আমি তো আর দেশে যাচ্ছিনে।

বিকাশ। ভাই, বোধ হয় এ কোন মায়াকানন, এখানে দেবীরা বসবাস করেন।

বিলাস। আরে দুত্তোর মায়াকানন, দেবীরা বাস করে! শুন্‌লে না, ব'ল্‌লে, শিবের পূজার সময় হ'য়েছে; ওরা নর্ত্তকী, কিন্তু ঠেকাঠেকি, তোমায় গাছতলায় ছুঁড়ী মজিয়েছে, আর আমায় ঐ আবাগী বাগিয়েছে।

(গীত)

পাহাড়ী-ভৈরবী—খেম্‌টা।

যদি ওই মনোমোহিনী পাই,—
আড়-নয়নে চাই, পাকা পান খাওয়াই,
সারাদিন ফিরি কাছে,
ফিঙ্গে যেমন কাকের পাছে,
আর কি করি, ব'ল্‌তে নারি,—
মিলিয়ে দাও তো ভাই!
আমি প্রেমের চোটে ডাক ছেড়ে খুব গাই।

বিকাশ। তোমার কেবলই পরিহাস।

বিলাস। সত্যি ব'ল্‌ছি, পরিহাস নয়, আমার প্রাণটা আঁচ-পাঁচ ক'র্‌ছে; আমি যদি রাজকুমার হ'তেম, ছুঁড়ীকে ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেম।

বিকাশ। কেন, তুমি ত খুব নারীর মন ভুলাতে পার?

বিলাস। আরে বোঝ না, ও ধড়ীবাজ, ওরা কি কথায় ভোলে? "উলি উলি নাচ্‌না উলি—নয়ন-বাণে ভাঙ্গে মাথার খুলি!" ওরা এই মন্দিরে আছে কেন, তা জান? রাজা-রাজ্‌ড়া পূজা দিতে আসবে, আর নয়না হেনে গাঁথ্‌বে। তুমি খালি পাপিয়ার বুলি শুন্‌লে বই তো নয়, দুনিয়ার তো কিছুই জান না!

বিকাশ। তুমি বর্ব্বর, তুমি রত্ন চেন না; অমন রূপ কি সামান্য নর্ত্তকীর হয়? ও স্বর্গীয় সরলতা—নর্ত্তকী কোথায় পাবে?

বিলাস। আচ্ছা চল, মন্দিরে চল, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দিচ্ছি। যদি তুমি দুটো একটা—হীরে মতি টতি ছাড়্‌তে পার তো, পালকে পাল ছুঁড়ী দেশে নিয়ে যেতে পারি।

বিকাশ। না, তুমি জান না, নিশ্চয়ই কোন উচ্চ-কুলোদ্ভবা বালিকারা এই মন্দিরে কুমারী-ব্রত অবলম্বনে বাস ক'র্‌ছে।

বিলাস। তোমার কোন্ কথাটা বিশ্বাস ক'র্‌বো বল? এই ব'ল্লে দেব-কন্যা, আবার ব'ল্‌ছো—উচ্চকুলোদ্ভবা কন্যা; আচ্ছা, তুমি শিবিরে চল, আমি সন্ধান নিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

মহেশ্বরী ও মলিনা।

মহে। মা মলিনা, একটি গল্প বলি, শোন। এক রাজার ছেলে হয় না, রাণী দেবাদেব চন্দ্রশেখরের কাছে সন্তানের প্রার্থনা করেন; বাবা সদয় হ'য়ে স্বপ্ন দেন যে, "তোর একটি কন্যা-সন্তান হবে, কিন্তু যত দিন না বিবাহ হয়, সে কুমারী আমার, আমি তারে লালন-পালন ক'র্‌বো, তোদের অধিকার থাক্‌বে না; যে দিন বিবাহ দেব, বর-ক'নে বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে যাবি।" শুভদিনে রাণীর মেয়ে হ'লো, রাণী চক্ষের জলে ভেসে, বাবার আদেশে—মন্দিরে এনে মেয়েটিকে দিয়ে গেল।

মলিনা। আহা! ভগবতী তারে কি লালন-পালন ক'র্‌লেন?

মহে। বাবা তার দাসীকে লালন-পালন ক'র্‌তে দিলেন।

মলিনা। তার পর তার বিবাহ হ'লো, রাজা রাণী বর-ক'নে নিয়ে গেল?

মহে। না, তার বিবাহ হয় নাই।

মলিনা। তবে সে কন্যা কোথা মা?

মহে। তুমি তারে জান, কিন্তু সে যে রাজকুমারী, তা তুমি জান না।

মলিনা। কই মা, আমি তো বাবার কুমারী কে,—তা জানি নে।

মহে। আচ্ছা মলিনা, তোরে যদি কেউ রাজকুমার বিবাহ করে?

মলিনা। না—মা।

মহে। না কি রে, রাজরাণী হবি, অট্টালিকায় থাক্‌বি!

মলিনা। না—মা, আমি বিবাহ ক'র্‌বো না। তুমি ব'লো না, আমার কান্না পায়।

মহে। তবে কি তুই আমার মত যোগিনী হ'য়ে চিরকাল ছাই মেখে থাক্‌বি?

মলিনা। হ্যাঁ—মা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পার্‌বো না।

মহে। তাই থাকিস্, আজ থেকে তবে আমার মতন অতিথ সেবা কর্।

মলিনা। আমি তো মা, অতিথ-সেবা ক'র্‌তে বড় ভালবাসি। আমার বাকল প'র্‌তে, ছাই মাথ্‌তে বড় সাধ, তুমি মানা কর, তাই বাকল পরি নি।

(তরলার প্রবেশ)

মহে। আচ্ছা, তুই আমার পূজার ফুল তুলে আন্ গে, তরলা আমার কাছে থাক্।

[মলিনার প্রস্থান।

মা তরলা, আমার তো মলিনার কাছে কোন কথা প্রকাশ ক'র্‌তে সাহস হ'লো না। ও আমায় মা ব'লে জানে, যদি শোনে, আমি মা নই, তা হ'লে অধীর হবে। শুন্‌লি তো চিরসন্ন্যাসিনী হ'য়ে থাক্‌তে চায়। এদিকে রাজকুমারেরও পণ, যে তারে রাজকুমার না জেনে ভালবাস্‌বে, তারে বিবাহ ক'র্‌বে। তুই বাছা, যদি কৌশল ক'রে এই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পারিস, আমি রাজা রাণীকে বরক'নে দিয়ে, মায়াজাল থেকে মুক্ত হই।

তরলা। ভগবতি, আর শুনেছেন, রাজকুমার চাকর সেজেছেন, আর একটা বিট্‌লে বামুন তাঁর সঙ্গে ছিল, তারে রাজকুমার সাজিয়েছেন।

মহে। তা যাই হোক, তুই দেখ্ মা, আমি স্মর-হরের কিঙ্করী, মদনের লীলা জানি নে; তুই যা জানিস্, কর্।

তরলা। মা, কিছু চিন্তা ক'রো না, হর যখন বর এনে দিয়েছেন, তখন তিনিই দু'হাত এক ক'রে দেবেন।

[মহেশ্বরীর প্রস্থান।

(বিলাসের প্রবেশ)

বিলাস। আঃ! আপোদ গেল; বুড়ী মাগী যেন আমার শনি! ওলো—ওলো, ও ছুঁড়ি, তুই তো নাচ্‌নাউলি?

তরলা। আ মর্ পোড়ারমুখো, কাকে কি ব'ল্‌ছিস?

বিলাস। আর কাকে কি ব'ল্‌ছিস্? এই ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌লি, আর নাচ্‌না-উলি নস্? আমার সঙ্গে আর অত কায়দা কেন,—আমি কে, তা জানিস্? আমি রাজকুমার, আমি যেখানে যাই, হীরে মতি ছড়িয়ে দিই; তুই যদি রাজী হ'স্ তো, দলকে দল উধাও ক'রে নিয়ে যাই। কেন বনে প'ড়ে আছিস্, ভাল ভাল বাগানে—অট্টালিকায় থাকিস্; এক একটা গোলাপের কেয়ারি দেখ্‌লে, দাঁতকপাটী যাস্।

তরলা। তুই হলিই বা রাজকুমার, আমি কে, তা জানিস্? আমি মহারাজ মদনসেনের কন্যা, মন্দিরে শিব-পূজা ক'র্‌তে আসি, তোর চেয়ে কত ভাল ভাল গণ্ডা গণ্ডা রাজকুমার আমার জন্যে আস্‌ছে।

বিলাস। না—না, মিছে কথা বলিস্ নে, মিছে কথা বলিস্ নে, আমি মহারাজ মদনসেনের কন্যার জন্যে এসেছি বটে, কিন্তু তোকে পেলে, আমি আর কারুকে চাই নে। এই আমার আঙটী দেখ্, আমার নাম খোদা দেখ্; আমি তোমার বর, আর আমার যে এক বন্ধু আছে, ওই মলিনা ছুঁড়ীকে তাকে দেব। এতে যা লাগে, এতে হীরে দিয়ে পথ বাঁধাতে হয়, তাও সই, আর মুক্তার ঝালর ক'র্‌তে ব'লিস্, তাও সই।

তরলা। আমি তোর মাথা মুড়োবো আর তোর বন্ধুকে দিয়ে ঘাস কাটাবো, এতে মাণিকের পাহাড় ক'র্‌তে হয়, তাও সই, আর পান্নার ঝর্ণা ক'র্‌তে হয়, তাও সই।

বিলাস। দেখ, হাসি ঠাট্টার কথা নয়, মাইরি তোমার জন্য আমি মরি, আর সে ছুঁড়ীটার জন্যে আমার বন্ধু মারা।

তরলা। তুমি আমার জন্যে মর?

বিলাস। সত্যি ব'ল্‌ছি, যে দিব্যি ক'র্‌তে বলিস্, তুই যেমন নাচ্‌না-উলি, আর আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তুই যদি কৃপা করিস্, তোকে বিবাহ ক'রে আমি ঘর করি।

তরলা। এ্যাঁ, তুমি ব্রাহ্মণ!—ছি! ছি! ছি! পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কইলেম। আমি ভেবেছিলেম, তুমি রাজকুমার, আমার বর, আমার ভালবাসা পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছ, হায়! হায়! আমি আশায় নৈরাশ হ'লেম!

বিলাস। তুমি কি সত্য রাজকুমারী?

তরলা। সত্য না তো কি মিছে, দেখ্‌ছো না, আমার রাজকুমারীর মতন চলন-বলন, রাজকুমারীর মতন সরল প্রাণ।

বিলাস। দেবি, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি না জেনে অপরাধ ক'রেছি, আমি মনের বেগে—মনের ভাব প্রকাশ ক'রেছি। আমি ভেবেছিলাম, আপনি নর্ত্তকী, কিন্তু আপনার মোহিনী-ছবি আমার প্রাণে অঙ্কিত র'য়েছে—আমার পাপ মন, আমার বন্ধুর রমণীর প্রতি আসক্ত হ'য়েছে, এ প্রাণ আমি বিসর্জ্জন দেব, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

(গমনোদ্যত)

তরলা। আরে ও ঠাকুর, শোন না?—আমিও যে তোমার রূপে মোহিত হ'য়েছি।

বিলাস। দেবি, অমন পাপ-কথা মুখে আন্‌বেন না! আমার একটী মিনতি শুনুন—রাজকুমার পরম প্রেমিক, অমন স্নেহময়হৃদয় বোধ করি, জগতে আর নাই। সংসারের কোন বার্ত্তাই জানেন না, সর্ব্বদাই কল্পনায় বিভোর হ'য়ে থাকেন। যদি যত্ন কর, অমন রত্ন আর পাবে না।

তরলা। ঠাকুর, তুমি তো বেশ—আমায় বেশ বোঝাচ্ছ, আমি অমন চেমোচাপা রাজকুমার নিয়ে কি ক'র্‌বো? দুটো কথা কইবে, দুটো আমোদ-আহ্লাদ ক'র্‌বে, আবার তার উপর শুনতে পাই, তোমার বন্ধু মলিনাকে দেখে মুগ্ধ!

বিলাস। দেবি, শত শত তারামালায় চন্দ্রকে বেড়ে থাকে, যদিও আমার বন্ধু তোমার সহচরীর প্রতি অনুরাগী, তাঁর প্রাণে অযত্ন নাই, তিনি অতি ক্ষুদ্র ফুল ছিঁড়তে পারেন না—তুমি নারীরত্ন, তোমায় কি তিনি অযত্ন ক'র্‌বেন?

তরলা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি আমার একটী উপকার কর, তোমার বন্ধুর মন কি ক'রে ভোলাতে হয়, তা তো আমি জানি না। তুমি আমার সঙ্গে থেকে আমার হ'য়ে দুটো কথা ক'য়ে আমাদের মিলন ক'রে দেবে।

বিলাস। দেবি, ওইটি মার্জ্জনা করুন, আমার পাপ-মন আপনার প্রতি নিতান্ত আসক্ত। আর আমি রাজকুমারকে মুখ দেখাব না। আমি কপটবন্ধু, জীবন-বিসর্জ্জনই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

তরলা। দেখ ঠাকুর, ম'র্‌তে হয়, এর পরে ম'রো; কিন্তু, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর মিলন ক'রে না দিয়ে তুমি যেতে পার্‌ছো না; যদি না সম্মত হও, আমিও প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বো। মাথা হেঁট ক'রে রইলে যে?

বিলাস। আমি আর আপনার মুখের পানে চাইবো না। আচ্ছা, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার মিলন অবধি আমি এখানে থাক্‌বো, কিন্তু আপনি স্বীকার পান, আমার এ পাপমতি যেন কখনও আমার বন্ধু না জান্‌তে পারেন। তার পর যদি আমার সংবাদ না পান, তা হ'লে রাজকুমারকে জানাবেন যে, পাগল বামুন তাঁকে বড় ভালবাসত।

তরলা। আচ্ছা, আমাদের মিলনের পর যেতে ইচ্ছা হয়, যেও, কিন্তু তোমার বন্ধুকে ব'লো না যে, আমি জানি, তিনি রাজকুমার।

বিলাস। বেশ, বেশ, আপনি ঠিক বুঝেছেন। আপনি যেন জানেন না, তিনি রাজকুমার, অথচ তাঁরে যত্ন ক'র্‌ছেন, তা হলেই তিনি মোহিত হবেন।

তরলা। তবে চল, তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

(গীত)

পিলু—পোস্তা।

কি জানি পারি কি হারি,
শিখি নি ছলা কলা, অবলা নারী।
ধ'রে যদি ধরা না দেয়,
না দিয়ে প্রাণ, প্রাণ কেড়ে নেয়,
কি জানি, কি হয় শেষে সাধের প্রেম-খেলায়,
মিনি সুতার মালা গাঁথা, কারিকুরি চাই ভারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সন্ন্যাসিনী-বেশে মলিনার প্রবেশ)

মলিনা। (গীত)

নট-মল্লার—যৎ।

ভালবাসি বিভূতি তোমায়,—
নাই তো ভূষণ তোমার মতন
তাইতে মাখি গায়।
তরু, তোরে ভালবাসি,
তাই তো লো, তোর তলায় আসি,
দেখ কেমন বাকল বসন, সেজেছে আমায়।
বিজনে ধুতুরা ফোটে, হেরে সাধ কত ওঠে,
কে জানে কি মনে তার, কার পানে সে চায়।

(সন্ন্যাসীবেশে বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। (গীত)

দেশ—একতালা।

কে তুমি রমণী সেজেছ যোগিনী,
তরুতলে কেন বসি একাকিনী ?
বিপিনবাসিনী কি রঙ্গে রঙ্গিণী !
কি বাসনা তব হৃদিমাঝে জাগে,
এসেছ গহনে, কার অনুরাগে,
সাধিয়াছ বাদ কাহারি সোহাগে,
শূন্যহৃদি কার, বল সোহাগিনি !
ধূসর নীরদ ঢাকা শশধর,
বিভূতি-ছাদিত হেম-কলেবর,
বাকলবসনা কেন গো ললনা,
শৈবাল-অঙ্গিনী কেন বিমলিনী !

মলিনা। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না ? সেই যে সকাল বেলা দেখা হ'য়েছিল, তুমি কাজ আছে ব'লে চ'লে গেলে। আহা, তুমি সন্ন্যাসী সেজেছ কেন ?

বিকাশ। তুমি সন্ন্যাসিনী সেজেছ কেন ?

মলিনা। আমি তো সাজি নাই, আমি সন্ন্যাসিনী। এত দিন ভগবতী মহেশ্বরী আমায় বিভূতি মাথ্‌তে বারণ ক'রতেন, তাই বিভূতি মাখি নি।

বিকাশ। তবে আজ বিভূতি মেখেছ কেন ?

মলিনা। আমার বর আস্‌বে, বে ক'রে নিয়ে যাবে, কিন্তু বিভূতি মাখ্‌লে আর বে ক'র্‌বে না, আমায় বন ছেড়ে যেতে হবে না।

বিকাশ। কেন, তুমি কি বে ক'র্‌বে না ?

মলিনা। না, বে ক'র্‌লে অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে ; বনে বনে বেড়াতে পাব না, পাখীর গান শুন্‌তে পাব না, ভগবতী মহেশ্বরীকে দেখ্‌তে পাব না।

বিকাশ। তুমি কি বন এত ভালবাস ?

মলিনা। আহা ! বন ভালবাস্‌ব না ? তুমি যদি কখন কুঞ্জবনে শিলাতলে চাঁদের আলোয় ব'স্‌তে, তা হ'লে তুমিও বন ভালবাস্‌তে। বন কেমন মনোহর, তোমায় কি ব'ল্‌বো। তুমি যোগী হ'লে কেন ? সকাল বেলা ত তোমার এ বেশ দেখি নি।

বিকাশ। আমি যোগী হ'লেম কেন ? আমিও বন ভালবাসি, কিন্তু এক রাজকন্যা আমায় বে ক'র্‌বে, অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে, আমি তাই যোগী হ'য়েছি।

মলিনা। তুমিও কি বনে থাক ?

বিকাশ। না, বনে থাকি ন', কিন্তু আজ থেকে বনে থাক্‌বো।

মলিনা। তুমি কি বনের শোভা দেখে মোহিত হ'য়েছ ?

বিকাশ। না, আমি তোমায় দে'খে মোহিত হ'য়েছি, যেথায় তুমি থাক্‌বে, সেইখানে থাক্‌বো।

মলিনা। তুমি আমায় দে'খে মোহিত হ'য়েছ ? তবে তুমি কখন' বনের শোভা দেখ নাই, পাখীর গান শোন নাই, তা হ'লে তুমি ও কথা ব'ল্‌তে না।

বিকাশ। আমি অনেক পাখীর গান শুনেছি, অনেক বনের শোভা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত মধুর স্বরও শুনিনি, তোমার মত সৌন্দর্য্যও দেখি নি।

মলিনা। তুমি কোন্ বনের শোভা দেখেছ, কোন্ বনে পাখীর গান শুনেছ, এ বনের ফুল দেখ্‌লে, এ বনের পাখীর গান শুন্‌লে, অমন কথা ব'ল্‌তে না ;—এ দেবদেব চন্দ্রশেখরের বন, এমন মনোহর বন আর কোথাও নাই, এমন ফুল কোথাও ফোটে না, এমন চাঁদ আর কোথাও উঠে না—হেথায় উষার উজ্জল বরণ, দিনকরের স্নিগ্ধ কিরণ, এমন ধীর সমীরণ অন্য কোথাও বয় না, এমন পাখীর গানে ভুবন মুগ্ধ হয় না !

বিকাশ। সুন্দরি, যে স্থানে তুমি থাক, সেই স্থানই সুন্দর।

মলিনা। তা তো নয়, এ মহেশ্বরীর বন ব'লে, তাই এত সুন্দর।

বিকাশ। তুমি জান না, তোমার কি আশ্চর্য্য মোহিনী, আমার হৃদয়ে একমাত্র তোমার ছবি বিরাজমান, আমি তোমার ধ্যানে যোগী হ'য়েছি।

মলিনা। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা, তুমি যে ব'ল্লে, অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে ব'লে যোগী হ'য়েছি ? ছি ! ছি ! ছি ! আমার জন্য যোগী হ'য়েছ কেন ?

বিকাশ। তোমার জন্য যোগী হ'য়েছি কেন ? তুমি

আমার ধ্যানের দেবী, তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তোমা ভিন্ন জগতে আর আমার কিছুই নাই।

মলিনা। ছি! ছি! ছি! আমি তো দেবী নই, যোগীর মানবীকে ধ্যান ক'র্‌তে নাই।

বিকাশ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, তুমি আমার নয়নের আলো, যেখানে তুমি, সেই স্থানই স্বর্গ।

মলিনা। তুমি আমায় ভালবাস?

বিকাশ। আমি কে? আমি তো আর আমার নই, আমি তোমার—আমার মন, প্রাণ, কায়, সকলি তোমার পায় অর্পণ ক'রেছি; তোমার প্রেমে—আমি এই যোগীর বেশ ধারণ ক'রেছি।

মলিনা। তবে তুমি এ বনে থেকো না; ভগবতী বলেন, যোগীর স্ত্রীলোককে ভালবাস্‌তে নাই, আর যোগিনীরও পুরুষমানুষকে ভালবাস্‌তে নাই; আমি চ'ল্লেম।

বিকাশ। তুমি যেও না, আমি থাকায় যদি তোমার বিঘ্ন হয়, আমিই যাচ্ছি।

মলিনা। তুমি রাগ ক'র না, আমি রাগ ক'রে যেতে চাই নি, আমি তোমায় ভাল কথা ব'লেছি, যদি আমায় ভালবেসে থাক—ভুলে যাও।

বিকাশ। ভুল্‌বো? কাকে ভুলতে বল? ভোলা আমার সাধ্য নয়—আমার অস্থিতে-অস্থিতে, গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে—তোমার মূর্ত্তি চিত্রিত।

(গীত)

বেহাগ—একতালা।

হৃদয়-মাঝারে প্রতিমা বিহরে,
পূজিব আদরে, দিবস-যামিনী;
অঙ্কিত পাষাণে, মুছিব কেমনে,
আঁকা প্রাণে প্রাণে, প্রাণ-প্রমোদিনী।
মোহিনী-প্রতিমা, বিহরে নয়নে,
নেহারি কুসুমে, ঊষার বরণে;
ভ্রমর-গুঞ্জনে, পিক-কুল তানে,
বিহরে ভুবনে ভুবনমোহিনী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

মলিনা।

(গীত)

কেদারা—আড়াঠেকা।

আজ কি পাখি, নাই তোমার সে স্বর,
তানে তোর মন ভোলে না, নাচে না অন্তর।
নাই কি শোভা কুঞ্জবনে,
আমোদ কি নাই তোমার মনে,
আজ কি পাখি, আছ বিমানে,—
বল পাখি, আজ কি কারো হেরেছ মলিন অধর?

(তরলার প্রবেশ)

তরলা। কি লো, কি ভাব্‌ছিস্?

মলিনা। দেখ তরলা, একটী সন্ন্যাসী ব'ল্লে, আমায় ভালবাসে—আমিও ভাব্‌ছি, আমিও কি তারে ভালবাসি? আমার তার কাছে যেতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে, তার কথা শুন্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে, আমি কত ক'রে মন বেঁধে রেখেছি।

তরলা। সে কি লো! তুই আবার কোন্ সন্ন্যাসীকে ভালবাস্‌লি?

মলিনা। ভালবাসি কি না—জানি নে, আমি তাই তোরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি। ভগবতীকে যেমন ভালবাসি, তেমন নয়, তা হ'লে আমি ভালবাসি কি না, বুঝ্‌তে পারতেম; সে সন্ন্যাসী ব'ল্লে, আমায় দেখে সন্ন্যাসী হ'য়েছে, আমি ভাব্‌ছি, সে বনে একলা কেমন ক'রে থাক্‌বে?

তরলা। কেন, আমরা কেমন ক'রে রয়েছি?

মলিনা। আমরা চিরকাল বনবাসী, বন আমাদের গৃহ; কিন্তু তাঁর বনের শোভা ভাল লাগে না, পাখীর গান ভাল লাগে না, সে কি ক'রে বনে থাক্‌বে ভাই? দেখ্‌ সখি, সকালে যখন আমি গাছতলায় ব'সেছিলেম, তখন

তাঁর আর এক বেশ দেখেছিলাম; কিন্তু এখন তাঁরে সন্ন্যাসী দেখে আমার চক্ষে জল এলো, তার কাছ থেকে যখন উঠে আস্‌তে চাইলেম—তাঁর মুখখানি মলিন হ'লো, চক্ষু দুটি ছল ছল ক'র্‌তে লাগ্‌ল, আমার সেই কথাই মনে প'ড়্‌ছে; তুমি যদি তাঁরে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তবে আমার মন স্থির হয়।

তরলা। তুই কেন গিয়ে বোঝা না?

মলিনা। না ভাই, সে আমার কথায় আরও ব্যাকুল হবে, আমি তাঁরে কোন কথা ব'লতে পার্‌ব না। আহা! যোগিনীর যোগীর কাছে থাক্‌তে যদি কোন দোষ না থাক্‌তো, তা হ'লে সখি, আমি তাঁর কাছে থাক্‌তেম; সে পাগল, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সে আমায় দেখ্‌লে ভাল থাকে।

তরলা। তুই আমাদের ছেড়ে, তার কাছে থাক্‌তে পার্‌তিস্?

মলিনা। কেন, তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেম।

তরলা। সে তোরেই চায়।

মলিনা। তা সত্যি—তবে ভাই কি ক'রতেম? দেখ ভাই, তোরা যা, আমি একটু ভাবি।

তরলা। দেখ মলিনা, যোগী-যোগিনীতে বে হয়, তুই তারে বে ক'র্‌বি?

মলিনা। ছি! ছি! ছি!

তরলা। কেন, তুই ভগবতী মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা ক'রিস্ দেখি?

মলিনা। না—না, ভগবতীকে এ কথা ব'লিস্‌নে।

তরলা। তবে চল্—সকলে যাই, তারে বোঝাই গে।

মলিনা। না সখি, সে আমার কথা বুঝবে না, আরও কাতর হবে; আমি তোরে ব'লেছি, সে পাগল; সে ফুলের চেয়ে আমায় সুন্দর দেখে, পাখীর স্বরের চেয়ে আমার স্বর মধুর বলে।

তরলা। চল, একবার বোঝাই গে,—তার পর না বোঝে, আমরা চ'লে আস্‌বো।

মলিনা। না সই, যদি না বোঝে, আমি চ'লে আস্‌তে পার্‌বো না।

(গীত)

হাম্বির—কাওয়ালী।

দেখলে তারে আপন-হারা হই,
গেলে পরে আর তো ফিরে
আস্‌বো না লো সই।
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে—
এসেছি কাঁদিয়ে কেঁদে,
ব'ল্‌লে কত মনের খেদে,—
কি ব'লে বল আসবো চ'লে,
জানে না সে আমা বই।

সখিগণ। (গীত)

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ওলো সই, তুই তো একা নয়,
প'ড়লে ফেরে আপনহারা অম্‌নি সবাই হয়।
ধরাধরি মনের ফাঁদে, ধরা দিলে কাঁদায় কাঁদে,
বাঁধা পড়ে বাঁধে এ বাঁধে;
ব্যথা দিয়ে, ব্যথার ব্যথিত হ'য়ে ব্যথা কত সয়।

মলিনা। সখি, তোরা কি ব'লছিস্? আমি কি ভালবাসি; যদি ভালবেসে থাকি, আমি তো মহা অপরাধী হ'লেম,—যোগিনীর ত পুরুষকে ভালবাসতে নাই। ভগবতীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? ছি! ছি! ছি! আমার একি হ'লো! ঐ ভগবতী আসছেন, আমি যাই ভাই, আমার মাথার দিব্য, ভগবতীকে কিছু বলিস্‌নে।

[মলিনার প্রস্থান।

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। মা তরলা, কি হ'লো?

তরলা। ভগবতি, দেবদেব আপনি সঙ্ঘটন ক'রেছেন, মলিনাও রাজকুমারের জন্য উন্মত্ত, রাজকুমারও মলিনার জন্য উন্মত্ত।

১মা সখী। তরলাও বিলাসের জন্য উন্মত্ত, বিলাসও তরলার জন্য উন্মত্ত।

মহে। দেবদেব প্রসন্ন হ'য়ে এত দিনে বুঝি আমার মায়া-রজ্জু ছেদন ক'র্‌লেন। আজ শুভদিনে তুই মলিনাকে নিয়ে রাজার প্রমোদ-উদ্যানে যা, আমি রাজকুমারকে নিয়ে যাচ্ছি। তোরা আমার সঙ্গে আয়, চ না, আমরা রাজকুমারকে নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ)

বিকাশ। ভাই বিলাস, আমি আর একবার সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে নির্জ্জন গহ্বরে গিয়ে বাস ক'র্‌বো; তুমি দেশে যাও, আমার মাকে সান্ত্বনা ক'রো।

বিলাস। কুমার, তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে, যে তোমায় তোমার জন্যে ভালবাস্‌বে, তারে তুমি পাণিগ্রহণ ক'র্‌বে; সে প্রতিজ্ঞা কেন তুমি ভঙ্গ ক'র্‌ছো? রাজকুমারী তোমার অনুরাগিণী, তারে কেন তুমি ত্যাগ কর? তুমি ত কঠিন নও, তবে কেন অবলা কুমারীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার কর?

বিকাশ। ভাই, রাজকুমার প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল,—রাজকুমার কঠিন নয়,—কিন্তু আমি তো আর রাজকুমার নই।

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। বাবা, তোমাদের আমি মলিন দেখ্‌ছি কেন? এ দেবদেব চন্দ্রশেখরের আনন্দ-উপবন, এখানে কেউ নিরানন্দ হয় না, সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ হয়—যদি কিছু কামনা থাকে, আমার সঙ্গে এস, অদূরে কাম্যবন আছে, সেথায় গেলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ঐ শুন, দেববালারা গান ক'র্‌ছেন।

বিকাশ। আহা! দূর-স্মৃতির মত ঐ সঙ্গীত ফুরাল।

মহে। বাবা, এস, আমি চন্দ্রশেখরের দাসী, আমার কথা উপেক্ষা ক'রো না, ঐ শুন, দূর-সঙ্গীত তোমায় আহ্বান ক'র্‌ছে।

[মহেশ্বরীর সহিত বিকাশের প্রস্থান।

বিলাস। আমি নিরানন্দই থাক্‌বো! আমার কামনা—পাপ-কামনা; এ কামনা পূর্ণ হ'লে আমি কপট-বন্ধু হব।

(তরলার প্রবেশ)

তরলা। ও ঠাকুর, ও ঠাকুর, একলা ব'সে ভাব্‌চ কি?

বিলাস। এ কি!—রাজকুমারি! দেখুন, আমার অপরাধ নাই, আমি যথাসাধ্য রাজকুমারকে বুঝিয়েছি, তিনি মলিনার জন্যই উন্মত্ত।

তরলা। তবে ঠাকুর, আমার উপায় কি হবে? আমায় রাজকুমারের কাছে নিয়ে চল, আমি একবার বুঝিয়ে দেখি।

বিলাস। দেখুন, আমি যাব না, আপনি যান; একজন যোগিনী ব'ল্লেন, এখানে কাম্যবন আছে, সেখানে গেলেই কামনা সিদ্ধ হয়; রাজকুমার সেথায় গিয়েছেন।

তরলা। তবে তুমি আমায় নিয়ে চল।

বিলাস। না—না, আমি যাব না।

তরলা। কেন ঠাকুর?

বিলাস। দেখুন, আমার মনেও কামনা আছে, যদি কাম্যবনে গেলে আমার সে কামনা সিদ্ধ হয়, তা হ'লে আমি মহাপাপে মগ্ন হব। আমি তো ব'লেছি; আমার পাপমন আপনার রূপরাশিতে মগ্ন হ'য়েছে।

তরলা। তার তো এক উপায় আছে, তুমি কেন কাম্যবনে গিয়ে প্রার্থনা কর না যে, রাজকুমারীর উপর তোমার কখনও না মন হয়, আর ঠিক রাজকুমারীর মতন একটা নাচ্‌না উলি তোমার জোটে!

বিলাস। না—না, তা হবে না, কাম্যবনে কামনা ক'রেও আপনার ছবি আমার মন থেকে যাবে না।

তরলা। আচ্ছা, তবে আর এক কামনা ক'র্‌লে হয়, আমি কামনা ক'র্‌বো যে, আমি রাজকুমারী না হ'য়ে—আমি নাচ্‌নাউলি হই, আর মলিনা যেন রাজকুমারী হয়।

বিলাস। দেবি, আমার সঙ্গে ছলনা ক'র্‌বেন না।

তরলা। হয় না? তুমি জান না; কাম্যবনে কামনা ক'র্‌লে, এমন কিছুই নেই যে—হয় না। চুপ ক'রে রইলে যে? আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, রাজকুমারী কে?—মলিনা, না আমি?

বিলাস। অ্যাঁ! আপনি রাজকুমারী ন'ন?

তরলা। আচ্ছা ঠাকুর, আমি যদি এখনি চ'ম্‌কে উঠে বলি,—আপনি রাজকুমার ন'ন?

বিলাস। কুমারি, কি ব'ল্‌ছেন?

তরলা। কুমার, কি ব'ল্‌ছেন?

বিলাস। আমি তো ব'লেছি, আমি কুমার নই।

তরলা। আমি তো ব'লেছি, আমি কুমারী নই।

বিলাস। দেখ, অমন ক'রে ধোঁকা দিলে ভাল হবে না কিন্তু।

তরলা। দেখ, অমন করে ধোঁকা খেলে ভাল হবে না কিন্তু।

বিলাস। এ তো ভারি উৎপাত!

তরলা। এ তো ভারি উৎপাত!

বিলাস। তুমি বুঝি সত্যি মনে ক'রেছ, আমি রাজকুমার?

তরলা। তুমি বুঝি সত্যি মনে ক'রেছ, আমি রাজকুমারী?

বিলাস। আঃ! আমি দিব্যি ক'রে ব'ল্‌ছি, আমি কুমারের সখা, মহারাজের সখার পুত্র।

তরলা। আঃ! আমিও দিব্যি ক'রে ব'ল্‌ছি—আমি কুমারীর সখী, মহারাণীর সখীর কুমারী।

বিলাস। প্রিয়ে, সত্যই এ আনন্দ-ভুবন!

তরলা। দেখ্—দেখ্, বিট্‌লে বামুনের রকম দেখ্! আমি চ'ল্লেম, রাজকুমারকে ব'লে দিই গে।

বিলাস। প্রাণেশ্বরি, আর তুমি আমাকে নাচাতে পার্‌বে না।

তরলা। ঐ দেখ গো, বামুন আমায় কি ক'ল্লে গো।

বিলাস। ঐ দেখ গো, বাম্‌নী আমার মন কেড়ে নে পালায় গো।

(গীত)

ঝিঁঝিঁট—খেম্‌টা।

বিলাস। মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়,
তরলা। একলা পেয়ে মজায় অবলায়;
বিলাস। তুমি কি না মজ্‌বার মত?
তরলা। দেখ ঠাট জানে কত!
উভয়ে। কলে বলে কথার ছলে দেখ গো ভোলায়,—
তরলা। দেখ গো জ্বালায়,—
বিলাস। ঐ দেখ প্রাণ নিয়ে পালায়।

[বিলাস ও তরলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ কুঞ্জ

মলিনা ও তরলা।

(মলিনার গীত)

বেহাগ্‌ড়া—কাওয়ালী।

কেমনে মন নিবারি,
যতনে যাতনা বাড়ে, তারে কি ভুলিতে পারি।
বাসনা বারি বিরাগে,
মলিন বদন মনে জাগে,
অনুরাগে গলি সোহাগে,—
ছিঁড়িতে নারিল ডুরি, কি করি মন যে তারি।

তরলা। কেন লো, ভুল্‌বি কেন লো?

মলিনা। যোগিনীর যে ভালবাস্‌তে নেই।

তরলা। তোরে এই ঠাটের কথা কে শেখালে?

মলিনা। ভগবতী বলেন, তুই কি শুনিস্ নি?

তরলা। আর এই যে ভগবতী বিল্বপত্রে লিখে দিয়েছেন যে, সে যোগীকে ভালবাস্‌তে আছে।

মলিনা। তবে কি সত্যই, যোগীকে ভালবাস্‌তে দোষ নেই?

তরলা। এই দেখ্‌না, ভগবতী বিল্বপত্রে লিখে দিয়েছেন।

মলিনা। তবে চল্ ভাই, আমি তাঁর কাছে যাই, আর দেরি ক'র্‌বো না, তাঁকে আমি ব'লেছিলেম যে, এ বনে থেকো না—যদি চ'লে যান?

তরলা। আগে দেখ্, তার কাছে থাক্‌তে পার্‌বি কি না দেখ্?

মলিনা। হ্যাঁ ভাই, আমি থাক্‌তে পার্‌বো,—তাঁরে ব'ল্‌বো, একখানি কুটীর বাঁধ', সেই কুটীরটীতে দু'জনে থাক্‌বো। দেখ্ ভাই, তোরে এত দিন বলি নি, পাখী দু'টীতে মুখ'মুখি ক'রে ব'সে থাকে, দে'খে আমারও সাধ হতো; এখন আমরাও দু'জনে মুখ'মুখি করে ব'সে থাক্‌বো। চল্ ভাই চল্, এখন আর দেরি করিস্ নে।

তরলা। আর সে যদি না তোর সঙ্গে মুখ'মুখি ক'রে ব'সে থাকে? ভগবতী ব'লেছেন, না পরখ ক'রে তোরে

তাঁর কাছে যেতে দেবেন না, ভগবতী তাঁকে নিয়ে আস্‌বেন।

মলিনা। না না, পরখ ক'রতে হবে না, সে আমার জন্যে যোগী হ'য়েছে।

তরলা। তাঁর কাছে আর তোর যেতে হবে না, ভগবতী তাঁরে নিয়ে আস্‌বেন। তুই এই বনের ভিতর ব'স্, এই মালাছড়াটি নে; তোরে যদি সত্যি সে ভালবাসে, তা হ'লে এই বন খুঁজে তোরে বা'র ক'র্‌তে পার্‌বে, তোর কাছে এলে পরিয়ে দিস্।

মলিনা। বেশ! বেশ! মালাছড়াটি দে তো,—অতি সুন্দর মালা! আমি মালা পরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, ফুল সুন্দর—কি আমি সুন্দর?

তরলা। আচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করিস্, তুই এখন লুকিয়ে ব'সে থাক্।

মলিনা। দেখ্ ভাই, আমার মনে আনন্দ হ'লে চ'খে জল আস্‌তো, যেন স্বপনের মত কি কথা মনে প'ড়্‌তো, তাই ভগবতী আমায় মলিনা ব'লে ডাকেন; কিন্তু ভাই, আজ আমার প্রাণ বিকসিত হ'চ্ছে, একটু ভয়ও হ'চ্ছে,—কে জানে ভাই, আমি কেমন হ'য়ে গেছি।

তরলা। থাক্, তুই লুকিয়ে থাক্; তুই লুকো—লুকো, ঐ দেখ্, সে যোগী আস্‌ছে, কিন্তু তার আর সে বেশ নেই।

মলিনা। দেখ্ ভাই, আমি এই বেশ দেখ্‌তেই ভালবাসি। তোরে তো ব'লেছি, যোগীর বেশ দে'খে আমার চোখে জল এসেছিল।

(সখিগণের প্রবেশ ও সকলের কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হওন)

(বিকাশের প্রবেশ)

(কুঞ্জের ভিতর হইতে সখিগণের গীত)

বেহাগ—খেম্‌টা।

প্রেমের এ প্রমোদ-বনে প্রেমিক কেমন যাবে জানা,
মনোহর প্রেমের বাসর মিছে প্রেমের ভাণ সাজে না।
প্রেমিকা অনুরাগে, একাকিনী কুঞ্জে জাগে,
সোহাগে সোহাগিনী, নাও হে হৃদে নাই তো মানা।
প্রেমিকা যার যেথানে, প্রাণে প্রাণে সে তো জানে,
প্রেমে যার প্রাণ টানে না, ছলনা তার প্রেম কামনা!

১ম কুঞ্জের সখী।—

ছি! ছি! সই, মলিন হ'য়ে যাবলো ঝ'রে,
অরসিক ছোঁয় যদি করে—
আস্‌বে অলি, প্রেমের কলি, ফুটেছি প্রমোদ ভরে;

সকলে।—

ভালবাসে খুঁজে আসে, ভাণ ক'রে তো আসে না।

২য় কুঞ্জের সখী।—

আমার আ'ছে বঁধু তাই তো মধু ধরে না বুকে,
আমার বঁধু বিনে কারু পানে কি চাই হাসি-মুখে,
যে প্রেম জানে না, কর্‌লো মানা আস্‌তে সুমুখে;

সকলে।—

তার প্রাণ ব'লে দেয় ফুটি, সেথায় ঠাটের ভালবাসে না।

৩য় কুঞ্জের সখী।—

আমি ছোট কলি, তা ব'লে কি প্রেম জানি নে সই,
বঁধুর আমি আমার বঁধু - আর তো কারুর নই,
অরসিকের লাগ্‌লে বাতাস অমনি সারা হই;

সকলে।—

বঁধু মনে বুঝে আসে খুঁজে, ফুট্‌লে প্রাণে বাসনা।

৪র্থ কুঞ্জের সখী।—

আমার নাগর বিনে কারুর পানে চাই নে স্বজনি,
থাকি সোহাগভরে, আদর করে সেই গুণমণি,
সয় কি পরশ অপ্রেমিকের, প্রেমিক রমণী;

সকলে।— আমার প্রাণ জানে সে প্রেমিক রতন—
ফুট্‌লে কোথাও থাকে না।

বিকাশ। একি কোন কুহক! বনদেবী কি আমায় গঞ্জনা দিচ্ছেন? এই কুঞ্জেই কি আমার প্রাণেশ্বরী?

সখিগণ।— (গীত)

ভৈরবী—যৎ।

নাহি সৌরভের গরব, নাই রঙ্গের বাহার,
নাই তো মধু ছড়াছড়ি ভ্রমরের বিহার।
আছে চেয়ে আশা-পথ, মলিন-কুঞ্জ অবনত,
ওই তো এল নাগর মনোমত;—
সোহাগিনী আমোদিনী হেরে বিকাশ মলিনা।

মলিনা। দেখ, কেমন সুন্দর মালা, এখন বল দেখি, ফুল সুন্দর—কি আমি সুন্দর?

বিকাশ। হৃদয়েশ্বরি, হৃদয়ে এস, কাম্যবনে আমার কামনা পূর্ণ হ'ল।

মলিনা ও বিকাশ।— (গীত)

ভৈরবী—যৎ।

সুধা ঢাল সুধাকর,—
আমোদে কুমুদী-সনে খেল নিরন্তর।
মধুর মলয়ে হেলি, ফুল-কলি কর কেলি,
প্রমোদে প্রমোদ-বনে গুঞ্জরে ভ্রমর।

(বিলাসের প্রবেশ)

বিলাস।— আমারও পূরেছে আশা,
বাঁয়ে আমার ভালবাসা,
যার যা মনে প্রমোদ-বনে ক'সে আমোদ কর।

সখিগণ।—

দেখ্ লো নয়নে নয়ন ভাসে আদরে,
দেখ্ লো সই, ঈষৎ হাসি মধুর অধরে।
আদরে করে করে, কমল যেন কমল ধরে,
দেখ্ লো আদরে হিয়ে কাঁপে থর থর।

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। মা মলিনা, মহেশ্বর পালিতা কুমারীকে কি এখন চিনেছ? তুমিই সেই রাজকুমারী। মহেশ্বর কৃপা ক'রে তোমার উপযুক্ত রাজকুমারকে এনে দিয়েছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা-মাতা বর-ক'নে বরণ ক'রে নিয়ে যেতে আস্ছেন। মা তরলা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে চিরসুখী হও; মলিনা যেমন তোমার সখী, রাজকুমার তেম্নি তোমার স্বামীর সখা। মা, যেমন শিবব্রত ক'রেছিলে, তেমনি মনোমত পতি নিয়ে সুখে ঘর কর। ঐ দেখ, রাজ-অমাত্য রাজার সঙ্গে, আর তোমার জননী রাণীর সঙ্গে তোমাদের নিয়ে যেতে আস্ছেন। রাজকুমার, এ শিবের কুমারী আজ তোমার নারী, যত্নে রাখ্লে আশুতোষ সন্তুষ্ট হবেন। কুমার-বান্ধব, যে বনলতা আজ তোমায় অবলম্বন ক'রেছে, দেখো, যেন অযত্নে মলিন না হয়।

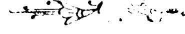
সখিগণ।— (গীত)

ভৈরবী—ভরতঙ্গা।

প্রাণে প্রাণে ফুলের ডোরে বাঁধলে ফুলশর,
সাধে সাধ উথ্‌লে ওঠে, বয়ে যায় লহর।
আমোদে তারা ফোটে,
ফুলের মধু মলয় লোটে,
যামিনী আমোদিনী প'রে চাঁদের কর;
জয় জয় জয় হর-দিগম্বর!

যবনিকা

মহাপূজা



(কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন (Congress) উপলক্ষে এই রূপকখানি রচিত হয়।)

(১০ই পৌষ, ১২৯৭ সাল, বড়দিনে, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পাত্র-পাত্রীগণ

বৃটানিকা,

লক্ষ্মী, সরস্বতী,

ভারতমাতা,

ভারত-সন্তানগণ।

সংযোগ-স্থল—ভারতবর্ষ।

প্রথম দৃশ্য

বৃটনেশ্বরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী

(লক্ষ্মী-সরস্বতীর গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—ত্রিতালী।

জিনিয়ে শারদ-শশী ঈষৎ হসিতাধরা,
নলিনী-নয়না বামা মানব-দুরিতহরা।
নতশির ধরাধর, সাগর যোগায় কর,
পূজে রাজ-রাজেশ্বর, চরণে লুণ্ঠিত ধরা।
জড়িত গৌরব হাসে, ন্যায় দয়া একাধারে,
দুর্জ্জন সভয়ে হেরে, কাতরে করুণাভরা।
যাহার আশ্রয় ধরি, ভারত ভ্রমণ করি,
দেবী রাজ-রাজেশ্বরী, বরদে অভয়করা।

বৃট। হৃদয়ে নৈরাশ ধরি, জন্মভূমি পরিহরি,
প্রবেশ করিলে দোঁহে বৃটন-আলয়ে;
মমাশ্বাসে পুনঃ আসি, হ'য়েছ ভারতবাসী,
বিহর ভারত-ভূমে বৃটন-আশ্রয়ে।
হায় প্রতিকূল ধাতা, অভাগা ভারতমাতা,
দুখিনী ভগিনী মারে পালিতে সন্তান;
আশ্রয়-বিহীনা সতী, শুন লক্ষ্মি সরস্বতি,
তাঁর পুত্র হেতু সদা কাঁদে মম প্রাণ।
মমোপরে নানা ভার, নানা রাজ্য অধিকার,
সূর্য্য অস্ত নাহি যায় মম অধিকারে;
নাহি মম অবসর, ব্যস্ত রহি নিরন্তর,
সসাগরা ধরার বাণিজ্য রাখিবারে।

তোমাদের হেথা রাখি, সদাই নিশ্চিন্ত থাকি,
বহুদিন হ'তে নাহি জানি বিবরণ ;
ভারত-সন্তানগণ, আছে সবে কে কেমন,
ব্যগ্র আমি তত্ত্ব ল'তে, তাই আগমন।
সুবদনি বাগ্‌বাণি, কহ সবিশেষ বাণী,
বিপুল এ রাজ্যে কর কি রূপে বিহার ;
ভারতে কি সমাদরে, পূজা হয় ঘরে ঘরে ?
নানা স্থানে হেরিলাম মন্দির তোমার।
লক্ষণ যদ্যপি হয়, স্বরূপের পরিচয়,
জ্ঞান হয়, এ ভারত তব অনুগত ;
দেখে শুনে বার বার, বাহ্যিক লক্ষণে আর,
কিন্তু হায় প্রত্যয় নাহিক মম তত।
সুবদনি সুধি তাই, সত্য তত্ত্ব জেনে যাই,
বিজ্ঞ কি গো এবে অজ্ঞ ভারতসন্তান ?
দূর কি হ'য়েছে ভ্রান্তি, বিহার করে কি শান্তি,
বিজ্ঞানের হেতু কিগো আদরে বিজ্ঞান ?

সর। শুন, সতি, তব ভাষে, আসি পুনঃ পুণ্যবাসে,
অভাগিনী-পুত্রগণে করিনু যতন ;
প্রলোভন দিয়ে কত, করিলাম অনুগত,
পরীক্ষা করিয়া লহ ভগ্নীর নন্দন।
নাম ধরি বাগ্‌বাণী, সংশোধন করি বাণী,
আনন্দে বিরাজি আমি প্রতি রসনায় ;
তব শ্বেতপুত্র সম, বাক্‌শক্তি নিরুপম,
তব পুত্র-অনুগামী সবে রচনায়।
কুটিল বিজ্ঞানচ্ছেদ, কবি-মর্ম্ম ক'রে ভেদ,
রাজনীতি-বিশারদ মম উপাসক ;
ব্যবহার-শাস্ত্রদক্ষ, রচে অট্টালিকা লক্ষ,
দেহতত্ত্ব-অবগত নিপুণ ভিষক্।
মসীজীবী সুশিক্ষিত, শিল্প জ্ঞানে কথঞ্চিৎ,
ব্যায়াম-বিজ্ঞানে ক্রমে করিছে আদর ;
মম পূজা-অধিকারী, শত শত কুলনারী,
প্রতি ঘরে আমার অর্চ্চনা নিরন্তর।
ফিরি প্রতি ঘরে ঘরে, মম উপদেশ-বরে,
স্নেহময়ি, সুশাসন বুঝেছে তোমার ;
নিত্য তব গুণ গায়, তব নাম প্রার্থনায়,
নির্ম্মল অটল ভক্তি হৃদয়ে সবার।
যেবা তব প্রয়োজন, করে তাহা প্রাণপণ,
রাজকার্য্যে যথাসাধ্য হ'য়েছে সহায় ;
তোমার কৃপার বলে, দেখ তব পদতলে,
একত্রে ভারতবাসী উচ্চ কার্য্য চায়।

বৃট। কমলবাসিনি, কহ, কি রূপে ভারতে রহ,
পূজা কি করিছে তব ভারতনিবাসী ?
কি ভাবে বিরাজ, সতি, দেখা ফিরে আসি ?
দুখিনী সন্তানগণে, অন্নকষ্টে অযতনে,
মলিন আবাস-হীন আছিল সকলে ;
অন্নপূর্ণ-গৃহ কি গো তব কৃপাবলে ?
মহাদ্বন্দ্বে পরস্পর, ভাঙ্গিল নগর ঘর,
নিত্য হ'ত লুণ্ঠন এ ভারত আলয় ;
সভীতা ভগিনী নিল আমার আশ্রয়।
দেখেছিনু সে সময়, মহামারী মহাভয়,
দুরন্ত দুর্ভিক্ষ ফিরে মেলিয়ে বদন ;
শুনিনু বিশাল ভূমে বিপুল রোদন।
যথা তব কৃপা হয়, সেই স্থান সুখালয়,
সুখের আবাস কি গো, এ ভারত-ভূমি ?
ভাগ্য কি প্রসন্ন ? ভাগ্যপ্রদায়িনী তুমি।

লক্ষ্মী। ব্যাপিয়া বিশাল রাজ্য, হের সতি, মম কার্য্য,
লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা নেহার সম্মুখে,
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র হেরে কৃষি হাসিমুখে।
জিনিয়ে মেঘের ধ্বনি, শুন—শুন সুবদনি,
গর্জ্জি' ধায় বাণিজ্যবাহক ধূমযান ;
বাণিজ্যের কলরব শুনহ প্রমাণ।
পূজা দিতে মম পায়, দেশ দেশান্তরে ধায়,
নিরুদ্যম গৃহপ্রিয় ভারতসন্তান,
মম কৃপাকণা-আশে, তুচ্ছ করে প্রাণ।
মম কৃপা পাবে ব'লে, সাগর লঙ্ঘিয়া চলে,
অর্থকরী নানা বিদ্যা করে উপার্জ্জন ;
অজর অমর জ্ঞান করিয়ে আপন।
দুর্গম অরণ্যে পশে, ব্যোমযান হ'তে খসে,
ভারতসন্তান সবে, সমরে সহায় ;
ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী দেখ, সৈন্য-কার্য্য চায়।
কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারতসন্তানগণে,
কোন মতে শিখিল না আপন নির্ভর ;

শিল্প-কার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে? তব শ্বেতপুত্র-দ্বারে,
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে,
শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে!
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন,
তব পুত্র হ'তে তাহা ক্রয় করি আনে;
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল সতী,
করিতেন যদি হায়, এই ভ্রান্তি দূর,
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন পুর?
সুজলা সুফলা বামা, ফল-ফুলে সাজে শ্যামা,
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল;
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল!
যদি হয় অনুমতি, আজ্ঞা দেহ ভাগ্যবতি,
সরস্বতী দি'ন রাজ্যে শিল্প-উপদেশ,
কি কার্য্য করিব পরে দেখিবে বিশেষ।
বৃট। বল সতি, কি কারণে, ভারত-সন্তানগণে,
এতদিন শিল্পবিদ্যা করনি প্রদান,
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান।
সর। অনুমতি মম প্রতি, কর নাই, ভাগ্যবতি,
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়;
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ;
ভারত-সন্তানে দেহ আশ্বাস-বচন।
কি বেদনা মনে মনে, ভারত-সন্তানগণে,
সমবেত তব পদে কহিতে কাহিনী;
বেদনা মোচন কর ভুবন-বন্দিনী।
বৃট। ভারত-সন্তান কিবা করে আবেদন,
চল যাই সে সকল করিব শ্রবণ। [প্রস্থান।

(লক্ষ্মী ও সরস্বতীর গীত)

লুম-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

আমোদে বহে মলয়-বায়,—
ঝ'রে কুসুমকলি পড় রাঙা পায়।
কেন গো বিষাদিনী, হের ভারত-জননী,
বরদা বরাননী সদয়া তোমায়।
রবেনা বেদনা, পুরাবে বাসনা,
করুণা-নয়না করুণা বিলায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভারত-সন্তানগণ।

(গীত)

পাহাড়ী পিলু—ঠুংরি।

আজি ভারত-কলঙ্ক-ভঞ্জন হে,—
দ্বেষাদ্বেষ ভুলি, সবে মিলি' মিলি' খেলি,
মুছিয়ে হৃদয়-অঞ্জন হে।
প্রেমসুধা পিয়ে, অনুরাগ জাগাইয়ে,
কর ভারত-হৃদি-রঞ্জন হে!
বাঁধা একতা পাশে, রহিব এক বাসে,
যেন পুনঃ নাহি সহি গঞ্জন হে!
জননী বিষাদিনী, হইবে আমোদিনী,
পুরাইব মাতৃ-আকিঞ্চন হে!

১ম ভা-স। ভারত-সন্তান, কর কোলাকুলি, দুখনিশা অবসান;
কি হেতু নীরব, এ মহা উৎসবে, প্রাণ খুলে কর গান।
একতা রতন, বহুদিন হ'তে, ভারতে ছিল না ভাই;
কর হে যতন, এ মহা রতনে, পেয়ে যেন না হারাই।
পাঞ্জাব প্রয়াগ, অযোধ্যা কনোজ, মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার;
মান্দ্রাজ বোম্বাই, আসাম নাগপুর, উৎকল বঙ্গ বিহার।
হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি মুসলমান, এক প্রাণ আজি সবে;
একতাবিহীন, ভারতসন্তান, কেহ আর নাহি কবে।
সদয় ইংলণ্ড, নাহি আর ভয়, পূরিবে মনেরি আশ;
হৃদয়ের সাধ, রেখনা গোপন প্রকাশিয়া কহ ভাষ।
জননী যেমতি, শিখায় নন্দনে, উঠিতে ফিরিতে সাথে;
করুণা-প্রতিমা, ব্রিটন তেমতি, শিখাইল ধরি' হাতে।
জাগাইয়া আশ, করিবে নিরাশ, কভু ত সম্ভব নহে;
পুত্রের কামনা, জননী সদনে, চিরদিন যেন রহে।
শ্বেতপুত্র তাঁর, আজি সম্মিলিত, দেখ আমাদের সনে;
দিতেছে উৎসাহ, নিরুৎসাহ বল, হ'ব তবে কি কারণে?
স্বার্থ পরিহরি, স্বদেশ-উন্নতি এস হে সাধন করি;
আনন্দ উদ্যম, কর হে প্রকাশ, ভ্রাতৃভাব হৃদে ধরি'।
ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যদিও আমরা, ভিন্ন ভিন্ন ধরি নাম;
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম, ভারতে সবার ধাম।

প্রজাধর্ম্মে মোরা, ভিন্ন কভু নহে, ইংলণ্ড-নগর-প্রভু ;
প্রজাধর্ম্মে মোরা ভ্রাতা পরস্পরে, এ কথা ভুল না কভু।
যতনে ইংলণ্ড শিখালে সবায়, এস করি আবেদন ;
পরীক্ষা প্রদান বাসনা সবার, এইমাত্র আকিঞ্চন।

২য়-ভা-স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বক্তা মশাই উত্তম ব'লেছেন ; আসুন আমরা ভারতে 'পার্লামেণ্ট' হ'বার প্রার্থনা করি ; আমাদের দেশ হ'তেই রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হউন ; আমরা কি না জানি ? আমরা ত সকল বিদ্যাই শিখেছি। কই পরীক্ষা হোক, যত ইচ্ছা কঠিন প্রশ্ন দি'ন ; দেখুন, সে পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না ? যদি রাজ-প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পরীক্ষা এ স্থানে হয়, আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, প্রতি প্রেসিডেন্সিতে অন্ততঃ পাঁচজন রাজ-প্রতিনিধি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, দশ জন সেকেণ্ড ডিভিসনে, ও পঁচিশ জন থার্ড ডিভিসনে, উত্তীর্ণ হ'তে পারি, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে অন্ততঃ প্রতি প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশে দুইজন করিয়া স্কলারসিপ্ পেতে পারি ; তবে কি নিমিত্ত ভারতে 'পার্লামেণ্ট' স্থাপিত হবে না ? আমরা বক্তৃতা-বিদ্যায় কাহারও দ্বিতীয় নই। তবে পরীক্ষায় পাশ হইয়া রাজপ্রতিনিধির পদে পারদর্শী কেন না হব ? তবে, আমরা দুর্ব্বল ; বলের কার্য্য ইংলণ্ড করুন—মিলিটেরি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হস্তে থাকুক ; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সিভিল বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হউক।

৩য়-ভা-স। মহাশয়, আপনার ভ্রান্তি হইয়াছে, আমাদের ওরূপ নহে।

২য়-ভা-স। তবে এ আড়ম্বরের প্রয়োজন ?

৩য়-ভা-স। এ উৎসবে নিতান্ত প্রয়োজন, ইহার প্রথম উদ্দেশ্য—ভারতের ভ্রাতৃ-ভাব ; এ বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমির নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন ; আমরা জাতিতে ভিন্ন,—পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন,—কর্ম্মে ভিন্ন,—ভাষায় ভিন্ন,—কিন্তু এক দেশবাসী, ও এক রাজ্যেশ্বরীর প্রজা। রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এক জাতি, ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত—ভারতের ধনাগমে—আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে—আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে—আমরা উন্নত ; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব। যেরূপ চিকিৎসা-বিদ্যা ইংলণ্ডের নিকট শিক্ষা করিয়া ভারতপ্রজাপালনে ইংলণ্ডকে আমরা সাহায্য করিতেছি, ব্যবহার-শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়া রাজাকে বিচার-কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি, ইংলণ্ডের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সাধারণতঃ যে যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজকার্য্যের উন্নতি সাধনে সহকারী হইতেছি,—রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া সেইরূপ ইংলণ্ডের উচ্চ-রাজকার্য্যের সহকারী হইব। আমাদের গৃহস্থধর্ম্ম ও সমাজের গঠন—এরূপ যে সকল অভাব, দুঃখ, বিদেশী বিশেষ চেষ্টা করিলেও সম্যক অবগত হইতে পারে না,—আমরা তাহাদের সাহায্য করিলে, সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

৪র্থ-ভা-স। ভাল, আপনারা এ কিসের গোলমাল ক'র্‌ছেন ? একতা ! একতা কিসের ?—এক না কতকগুলা বাগাড়ম্বর মাত্র, কই—এ কাজে কে যোগদান ক'রেছে ?

৩য়-ভা-স। মহাশয়, কিরূপ আজ্ঞা ক'র্‌ছেন ? দেখ্‌ছেন না, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত—সমস্ত ভারতবাসী একত্রিত। এরূপ সম্মিলন কি আর কখনও দেখেছেন ?

৪র্থ-ভা-স। হাঁ, হাঁ, এতে মানুষ কে আছে বল, একটা মানুষ কে আছে বল ? আমরা এতে যোগদান ক'র্‌তে চাইনে। আমাদের ও ভাল লাগেনা ; কিন্তু এক-চক্রী ব্যাপার ! গোড়ায় আমাদের ডাক্‌তেন, একটি ব্যবস্থা ক'রে সুনিয়মে সভাসংস্থাপন ক'রতেম ; এখন গোড়া কেটে আগায় জল, আমরা একাজে থাক্‌তে চাইনে ; ভারতের উন্নতি—ভারতের উন্নতি—কি উন্নতিই ক'রেছেন !

৩য়-ভা-স। মহাশয়, কাহাকেও ত নিষেধ নাই, যাতে ভারতের উন্নতি—তার সদ্যুক্তি করুন।

৪র্থ-ভা-স। নিষেধ নাই, নিষেধ নাই, নামের বেলা তোমরা, সদ্যুক্তির বেলা আমরা, যাও—তোমাদের দলে আমরা থাক্‌তে চাইনে। যে কাজে প্রথমে ডাক্‌লে না, যে কাজে নাম হবে না—এমন কি ভারতের উন্নতি—যে সে কাজে হাত দিতে হবে ? 'আপ্ত রেখে ধর্ম্ম' আমার এই স্পষ্ট কথা, এখন আপনারা নাম কিনে নিয়েছ, আমাদের ধামা ধ'র্‌তে ডাক্‌ছ।

৩য়-ভা-স। মহাশয়, এ কার কাজ—কে ডাকবে ?

আমরা তুচ্ছ নামের জন্য একত্রিত হয় নাই, যদি নাম হয়—সমস্ত ভারতবাসীর নাম।

৪র্থ-ভা-স। হাঁ, হাঁ, আমরা কি বুঝিনে, না আমরা দুই একটা অমন কাজ করিনে, নামের জন্য নয়ত ও কিসের হুড়োহুড়ী, ভারতের উন্নতি, —কি উন্নতি ক'রেছ শুনি?

৩য়-ভা-স। মহাশয়, উন্নতি একদিনে হয় না, উদ্যম করুন, আজ না হয় এক শ বৎসর পরে হবে, ক্রমে আমরা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পার্‌লেই ইংলণ্ড আমাদের প্রতি যথাযোগ্য রাজকার্য্যের ভার অর্পণ ক'র্‌বেন।

২য়-ভা-স। কি, একশ বছর পরে হবে, দশ পাঁচ-বছরের ভিতর 'পারলেমেণ্ট' হবে না? আমি 'পারলেমেণ্টে' ব'স্‌তে পাব না? তবে আজ থেকে আমার এস্তফা, চাঁদাও দেবনা, দলেও থাক্‌বনা।

৪র্থ-ভা-স। এই ত চাই—এই ত চাই! আপনি আমাদের দলে আসুন, দেখুন না, আমরা একটা নূতন কাণ্ড কাণ্ড ক'রে তুল্‌চি।

৫ম-ভা-স। মহাশয়, আপনাদের ন্যায় স্বার্থপর ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত এ মহতী সমাজের অনুমাত্র ক্ষতি হবে না, যাঁহারা আশু স্বার্থ-লাভের প্রত্যাশায়, এ সমাজের সাহায্য-দান ক'রেছেন, তাঁহারা যত শীঘ্র বহিষ্কৃত হন, ততই ভারতের মঙ্গল, এ সম্মিলনের উদ্দেশ্য—স্বার্থবিসর্জ্জন, ভাবী-ফলের নিমিত্ত এ মহা বৃক্ষ রোপণ, ভারতের উন্নতি কামনায় এ বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, এ উদ্যম ভুঃখিনী ভারত-মাতার নিমিত্ত, আমাদের নিমিত্ত নয়; ভবিষ্যতে সমস্ত ভারত-বাসী যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে এক জাতি হয়, ভ্রাতৃ-ভাবে কার্য্য করে, পরস্পর একতা-বন্ধনে-বদ্ধ ও পরস্পর বিশ্বাসে চালিত হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি পুনর্ব্বার বলি—এ সভার উদ্দেশ্য 'স্বার্থসাধন' নয়—'স্বার্থবিসর্জ্জন'। যে ভারতসন্তান এ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি আমাদের সহিত মিলিত হউন, যাহাদের 'স্বার্থসাধন' উদ্দেশ্য, তাহারা অপর চেষ্টায় বিব্রত রহুন,—এক্ষণে চলুন, আমরা সকলে ভারত-মাতার উপাসনার নিমিত্ত গমন করি।

৬ষ্ঠ-ভা-স। উপাসনা-মন্দির কি স্থির করা হ'য়েছে?

৫ম-ভা-স। মিত্রবর ঘোষজা বোধ হয়, তাহার অট্টালিকা প্রদানে অসম্মত হবেন না।

৭ম-ভা-স। মহোদয়গণ! যদি এ দীনের উদ্যান-ভবন আপনাদের পদার্পণের উপযুক্ত হয়, তথায় আসিয়া ভারত-মাতার অর্চ্চনা করুন, এ দীন আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিবে।

২য়-ভা-স। সে যে দেব-সম্পত্তি, আপনার অধিকার-কি? আমরা কিরূপে তথায় যাইতে পারি, অনধিকার প্রবেশ আইন সঙ্গত নয়।

৭ম-ভা-স। মহাশয়, সে চিন্তা দূর করুন, দেব-সম্পত্তি বটে, কিন্তু তাহার যাহা আয়,—যদি দীন, নিজ হইতে পূরণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ত আর আপত্তি নাই—কৃপা করিয়া আসুন। ভারতমাতার কার্য্যে কিঞ্চিৎ 'স্বার্থ-বিসর্জ্জন' করিতে শিক্ষা দি'ন; শুনিয়াছি—মাতৃ-ভূমির নিমিত্ত মহা-পুরুষেরা সলিলের ন্যায় শোণিত দান করিয়াছেন; জন্মভূমি কি আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিবেন না? যদি এ দীনের বাগিচায় স্থান সঙ্কীর্ণ হয়, আমার অন্যান্য বন্ধুগণ তাহাদের নিজ নিজ অট্টালিকা মহাকার্য্যে দিতে প্রস্তুত। আপনারা গ্রহণ করিলে তাঁহারাও কৃতার্থ হন।

৬ষ্ঠ ভা-স। হে স্বদেশবৎসল! হে স্বার্থশূন্য মহোদয়! অদ্য তোমার উপবনে ভারতমাতা সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন; আপনার স্বার্থত্যাগের পুরস্কার আপনার স্বার্থ-শূন্য হৃদয়,—আপনার হৃদয়েই ভারতমাতার প্রকৃত মন্দির। আসুন, আমরা মাতার উপাসনায় অগ্রসর হই। যাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গ প্রয়োজন নাই; জন্মভূমির উন্নতি-কামনাই আমাদের স্বার্থকামনা; যাঁহারা সোপান অবজ্ঞা করিয়া উন্নতির-সৌধ-শিখরে, লম্ফপ্রদানে আরোহন করিতে চান, তাঁহাদের বলি, ধৈর্য্যধারণ করুন। যিনি অধীর, তাঁহার সঙ্গও প্রয়োজন নাই,—মাতৃ-পূজার মূলমন্ত্র মাতৃ-ভক্তি; কেবল বিশুদ্ধ হৃদয়ই মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে—যাঁর মাতৃস্নেহ হৃদয়ে বলবান, যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ, ভারত-উন্নতি যাঁর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজ-ভক্তি যাঁর হৃদয়ে উপাস্য, রাজকার্য্যে যাঁর প্রাণপণ, শ্বেতাঙ্গ-জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইতে যাঁহার সাধ, যাঁহারা স্বার্থশূন্য শ্বেত-মহাপুরুষের উপদেশ গ্রহণেচ্ছুক, তাঁহাদের পূজা ভারতমাতা গ্রহণ করিবেন। অন্যের ভারত সন্তান নামে পরিচিত হওয়া—কেবল ভ্রাতৃহৃদয়ে বেদনা

দান। মাতৃ-উপাসক এস, এখন মাতৃ পূজার উদ্দেশে গমন করি।

৮ম ভা-স। যদি আপনাদের উদ্দেশ্য এইরূপ উচ্চ হয়, আমি আর আপনাদের বিরোধী নহি। আমিও একজন মাতৃউপাসক, আমায় ভ্রাতৃ-স্নেহ দান করুন।

(একজন ভারতসন্তানের প্রবেশ)

ভা-স। আমার প্রতি ভ্রাতাগণ নিতান্ত প্রতিকূল দেখিতে পাই। কি নিমিত্ত আমার ভবন গৃহীত হইতেছে না? আমি মাতৃ-কার্য্যে—ভ্রাতৃ-কার্য্যে—জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।

৯ম ভা-স। মহাশয়! ভারত-মাতার কার্য্যে যিনি যাহা প্রদান করিবেন, আদরে গৃহীত হইবে, আপনার পূজায় ভারত-মাতা পরিতৃপ্ত হইবেন। আসুন, আমরা নানা মন্দিরে ভারত-মাতার উপাসনা করি।

(সকলের গীত)

বারোঁয়া—ঢিমেতেতালা।

নয়নজলে গেঁথে মালা, পরাব দুখিনী মায়,
ভক্তি-কমল বলি দিব, মায়ের রাঙা পায়।
শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়।
যে নামে দুরিত হরে, রাখ সদা হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ন যায়।

তৃতীয় দৃশ্য

ভারত-সন্তানগণ।

(সকলের গীত)

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

জাগো শ্যামা, জন্মদে।
প্রসীদ প্রসন্নময়ি, বর দে মা, বরদে?
তনয়ে হৃদয়ে ধরি, উঠমা শোক পাশরি,
শুভ দে গো শুভঙ্করি, মাগি পদ-কোকনদে।
পোহাল যামিনী ঘোরা, উঠগো জননি ত্বরা,
হেরি মুখ দুখহরা, ভাসি আনন্দ-হ্রদে।

১ম-ভা-স। জাগ গো জননি, উঠ—কেন ম্রিয়মান?
জাগো মা, জন্মদে শ্যামা, ধরামাঝে নিরুপমা,
উঠ মা জননি, কর সন্তানে কল্যাণ।
সুজলা সুফলা তুমি, পুণ্য নিকেতন ভূমি,
কেন গো জননি, তোর মলিন বয়ান?
পূজে তোমা দেখো গো মা, তোমার সন্তান,
বরদে, কর গো নিজ পুত্রে বরদান।
ভাগ্যবতী ভগ্নী তব, কৃপার আধার,
দেখ তিনি কৃপা করি, তুলেছেন করে ধরি,
নিপতিত ভাগ্যহত সন্তানে তোমার।
চাহ মা পাশরি দুখ, চাহ সন্তানের মুখ,
বিদলিত বিতাড়িত নহে সুত আর!
তোমার সন্তানে নাহি ভিন্ন ভাব তাঁর,—
সমভাবে সুনিয়ম করেন প্রচার।
বল মা, ভগ্নীরে তব মনের বাসনা,—
ভুবন-বন্দিনী যিনি, ভগিনী তোমার তিনি,
কৃপায় তাঁহার হবে পূরণ কামনা।
সেবা যাঁর প্রয়োজন, পূর্ণ হয় আকিঞ্চন,
কল্পলতা-মাতা তাঁর নাহিক বঞ্চনা,
বিফল নহে গো কভু তাঁর উপাসনা,
আদরে গৃহীত হবে তোমার প্রার্থনা।
ভুবনবিখ্যাত ছিল তোমার নন্দন,—
এবে সে গৌরব গত, কালস্রোতে ভাগ্যহত,
বহিত অভাগাগণে মুমূর্ষু-জীবন।
পূর্ব্বনাম লুপ্ত প্রায়, সে গৌরব পুনঃ পায়,
পূর্ব্ব-বার্ত্তা ভগ্নীরে কর মা নিবেদন,
করুন করুণাকরে অমৃত-সিঞ্চন;
চমকি অপার দয়া হেরুক ভুবন।
ব'ল গো জননি, যদি না থাকে স্মরণ,
চিকন বসন তরে, রোম আসি তব ঘরে,
জানাইত জন্মদে, তোমায় প্রয়োজন।
যেই তাড়িতের বলে,
ভূমণ্ডলে বার্ত্তা চলে,
বলি' দেছে পুত্র তব, তাড়িত-লক্ষণ,
ভগ্ন অট্টালিকাশ্রেণী দিও নিদর্শন;
কহিও মা, 'কহিনুর' জন্ম-বিবরণ।

প্রকাশিল অঙ্ক-বিদ্যা তোমার নন্দনে,
আজি সেই বিদ্যা বলে,
ধরায় গণনা চলে,
অলক্ষিত গ্রহগণে আনে বিদ্যমানে ;
কোটী সূর্য্য আবিষ্কার,
নিত্য প্রভাবেতে যাঁর,
বিরাট-ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব ক্ষুদ্র নরে জানে,
করে স্থান পরিমাণ গণনা প্রমাণে ;
এবে সেই পুত্র তব, অন্ধ মা বিজ্ঞানে।
অদ্ভুত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশ ধরায়,
অদ্যাবধি বুধগণে, সযতনে ধ্যানে মনে,
যে তত্ত্ব মাহাত্ম্য মা গো, সম্যক্ না পায় ;
রোগ-তত্ত্ব নিরূপণ, আজও ঋণী জগজ্জন,
জুড়ায় শ্রবণ যার কোমল-ভাষায় ;
ভগ্নীর সদনে বল' সাধি মা তোমায়,—
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপ, যেন দীপ্তি পায়।
হবেনা অপাত্রে দান বল গো জননি,
পুত্র তব রাজ ভক্ত, সদা রাজ-কৃপাসক্ত,
চিরব্যক্ত কথা মাতা, জানেগো ধরণী ;
সে ভক্তি মা বদ্ধমূল, কোথাও কি আছে তুল,
পূজিত ঈশ্বর জ্ঞানে দিল্লী-নৃপমণি ;
হৃদাগারে পূজি তব ভগ্নি বরাননি,
কর তাঁর জয় গান দিবস রজনী।

ভারত-মাতা (গীত)

কুকুভ—যৎ।

শ্রীহীনা মলিনা আমি চির-বিষাদিনী,—
অভাগিনী যাদুমণি নহিরে বরদায়িনী।
বিদলিত তনু ক্ষীণা, পয়োধর পয়োহীনা,
নন্দনে আশ্রয় বিনা, পালিতে নারি দুখিনী।
দেবী রাজ-রাজেশ্বরী, উদয় করুণা করি,
আনন্দে মুরতি ধরি, হের ধরা আমোদিনী।

দুঃখিনীর পুত্র প্রতি সদয় হৃদয়,
হের মম বরাননি ভগ্নীর উদয় ;
কর তাঁরে নমস্কার, দুঃখ নাহি রবে আর,
নেহার প্রসন্নময়ি দিতেছে অভয় ;
শান্তির আগার যাঁর প্রসন্ন আশ্রয়।

ভা-স। নমস্তে বরদে বরবন্দিনি জননি,
বিমলা কমলা, শুভঙ্করি, সিতাননি !

ভা-মা। ভ্রাতৃ-স্নেহে কোলাকুলি হের পরস্পর,
হের বিকশিত বরবন্দিনী অধর।
উদ্যম সহায় করি, রাজ-ভক্তি হৃদে ধরি,
একতা-বন্ধনে সবে হও একান্তর,
ধীর ভাবে কর পুত্র, ধৈর্য্যের আদর।

ভা-স। নমস্তে প্রসন্নময়ি, প্রসন্নলোচনা,
স্মরণে ত্বরিত হরে পূরিত কামনা।

ভা-মা। শ্বেতাঙ্গিনী পুত্রগণে ধৈর্য্যের আধার,
সুদৃঢ় একতা যাঁর ধরায় প্রচার ;
যে ভাবে যেথায় যায়, তথায় আদর পায়,
দিন দিন মুখোজ্জল করিছে মাতার,
ধরায় বিখ্যাত হের, প্রভাব সবার।

ভা-স। নম নম একতা-উদ্যম-প্রসবিনি
নম শৌর্য্য ধৈর্য্যগতি সৌভাগ্য-নন্দিনি ॥

ভা-মা। জেনো বৎস, তোমা সবে করুণা অপার,
অভাগিনী জানি মোরে ল'য়েছেন ভার।
দীন হীন জন-গতি, ন্যায় দয়া মূর্ত্তিমতী,
যাঁর ডরে দাসত্ব-শৃঙ্খল নাহি আর,
সাগর শাসন মানে, নাম শুনে যাঁর।

ভা-স। নম শান্তিরূপা মাতা করুণা আধার,
দাসত্ব-শৃঙ্খল খসে স্মরণে যাঁহার।

ভা-মা। মম উপদেশ বৎস, করহ গ্রহণ,
যোগ্য ফল নিশ্চয় পাইবে যোগ্যজন।
যোগ্যতার সমাদর, ভগিনীর নিরন্তর,
যোগ্যতার সমান বিহনে আকিঞ্চন
যোগ্যতা লভিয়া হও প্রসাদভাজন।

ভা-স। নমস্তে সুফল-দাতৃ মাতা কল্প-লতা,
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী যথায় যোগ্যতা।

ভা-মা। অধীর হও না বৎস, শুন বাক্য-সার,
করহ প্রত্যয়পূর্ণ হৃদয়-আগার ;
কালে বৃক্ষ ফলবতী, ধীরে হয় মহোন্নতি,
ইতিহাস-প্রভাবে খুলিয়ে কাল-দ্বার,
"পার্লেমেণ্ট" প্রতিষ্ঠায় হের রক্ত-ধার।

ভা-স। নমস্তে ভুবন-পূজ্য হসিত অধর,

পূরে বাঞ্ছা যার প্রতি করিলে নির্ভর।
নমস্তে বরদে বরবন্দিনি জননি,
বিমলা, কমলা, শুভঙ্করি, সিতাননি!

(বৃটানিকার প্রবেশ)

ভা-মা। (বৃটানিকার প্রতি)
হের, মম দীন পুত্রগণ,
জ্ঞান ভগ্নি আদরিণী, আমি চির অভাগিনী,
হরি দিন করিয়া রোদন,—
বড় আশে তব অঙ্কে অর্পেছি নন্দন।
শান্ত ধীর আমার তনয়,
দেখ' যেন কেহ হায়, ঘৃণায় না ঠেলে পায়,
ক'র সবে আশ্বাসে অভয়;
তব শ্বেত-সুতসনে গাবে তব জয়।
সুধময় তব অধিকার,—
কুৎসিত কাফিরগণে, দেবি দয়া-বিতরণে,
মহা ভয়ে ক'রেছ নিস্তার;
হরিয়াছ দুখ-হরা, দাসত্বের ভার।
যেই দেশ স্পর্শ পদ্ম-করে—
তুমি দেবি অন্নপূর্ণা, ধনধানে পরিপূর্ণা,
শোভা পায় সুন্দর নগরে—
উন্নতি-সোপান হেরে অসভ্য বর্ব্বরে।
যথা দেবি তোমার উদয়,
তথা লক্ষ্মী সরস্বতী, নহে আর ঈর্ষ্যাবতী,
দ্বন্দ্বশূন্য তোমার আশ্রয়;
শতধারে বাণিজ্যের স্রোত তথা বয়।
দেবি, তব অমোঘ প্রতাপ,
অচল নোয়ায় শির, অশান্ত সাগর স্থির,
দুর্গম-কান্তার মানে দাপ,
কৃপা করি হর দেবি, ভগিনী-সন্তাপ।

বৃট। (ভারতমাতার প্রতি)
চিন্তা দূর কর, ধর বচন আমার,
কি হেতু মিনতি বার বার?
মমাদরে আদরিণী, কেন ধনি, বিষাদিনী?
পুত্র ভাবি তনয়ে তোমার,—
প্রতিজ্ঞা-বচন মম ভুবনে প্রচার।
প্রিয়তমে, তুমি মম ভুবন-মোহিনী,
নয়ন-আনন্দ প্রদায়িনী;
ভুবনের লালসার, রতন-ভাণ্ডার যার,
তুমি মম মুকুটশোভিনী,
তুমি আমি এক প্রাণ জেনো শ্যামাঙ্গিনি!
তোমার কল্যাণ হেতু লক্ষ্মী-সরস্বতী,
নিয়োজিত হের ভাগ্যবতী;
পুত্র হবে ধনবান, বিদ্যাবলে পাবে মান,
রাখে যদি মম কার্য্যে মতি,—
লক্ষ্মীসনে একগৃহে বসিবে ভারতী।
জেনো বামা নিরুপমা দুঃখ-অবশেষ,—
পুত্রে যেই দেছ উপদেশ;
আমাতে প্রত্যয় করি, রহে যদি ধৈর্য্য ধরি,
রহিবেনা আর দুঃখ লেশ;
তোমার তনয়ে মম স্নেহ সবিশেষ।
যা কহিলে বাক্য তব সত্য গুণবতি,
কালে তরু হয় ফলবতী,
যোগ্যতা লভিলে সবে, বঞ্চিত কভু না হবে,
প্রদানিব অচিরে উন্নতি;
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে মম পুত্রে রাখুক ভকতি।
আয়াস বিহনে কেহ লভে যদি ধন,
কভু তারে না করে যতন;
লভে যদি ধৈর্য্য-গুণ, শ্রমে হয় সুনিপুণ,
প্রদানিব বাঞ্ছিত রতন,—
শ্বেত-পুত্র সম হবে বিজয়ী ভুবন।

(ভারত-সন্তানগণের প্রতি)

অটল আমার বাক্য ভারত-সন্তান,
স্বার্থ পরিহরি সাধ, মাতার কল্যাণ।
সমচক্ষে হেরি সিতাসিত পুত্রগণে,
না কর সংশয় বৎস, আমার বচনে।
দিবানিশি ভাবি আমি ভারত-গৌরব,
মমাশ্রয়ে কর সবে আনন্দ-উৎসব।

১ম ভা-স। শুন, শ্বেতাঙ্গিনী-মাতা দিতেছে অভয়,
জয় জয় ভারতের জয় জয় জয়!
ভক্তি-ভাবে কর সবে মাতারে বন্দন,
জয় ভারতের জয়, ভেদুক গগন!

যার জয়ে এ ভারতে আজ জয়ধ্বনি,
জয় জয় রবে পূজ বরদা জননী।
জয় বর-বন্দিনি মা ভারত-আশ্রয়,
জয় জয় ভারত-ঈশ্বরি জয় জয়!

ভারত সন্তানগণের গীত।

পরজ—যৎ।

দেখো রেখো মা মনে,—
জননী সদয়া শুনি দীন হীন অভাজনে।
পরিত্রাণ পরায়ণী, ভুবনে তুমি জননি,
রাখ রাখ বরাননি, অধম নন্দনে।
ভাসে সদা আঁখি জলে,
কুৎসিতে মা নে গো কোলে,
চাহ মা তনয় ব'লে, করুণা নয়নে!
জয় রাজ-রাজেশ্বরী জয় জয় জয়,
ভারতে আনন্দধ্বনি যাঁহার আশ্রয়!

যবনিকা

বেল্লিক-বাজার



(বড়দিনের পঞ্চরং)

[১০ই পৌষ, ১২৯৩ সাল (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃঃ) ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ।

ললিত	...	মহাজন দয়ালদাস নন্দীর পুত্র।
পুঁটিরাম	...	ডাক্তার।
খুদীরাম	...	উকীল।
দোকড়ি সেন	...	হ্যাণ্ডনোটের দালাল।
কান্তিরাম শুঁই	...	মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার।
নসীরাম	...	পুঁটিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র।
মুক্তারাম	...	খুদিরামের সার্ভিং ক্লার্ক।
শিবু চৌধুরী	...	ললিতের শ্বশুর।

পুরোহিত, খান্‌সামা, মুদ্দফরাস, ম্যাথর, মুটে, খেম্‌টাওয়ালা, চীনাম্যান, মগ, সংস্কারকগণ, গোরারদল, রঙ্গদার ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ললিতের মা।

ললিতের পিসী।

খেম্‌টাওয়ালিদ্বয়, মুদ্দফরাসনিগণ, ম্যাথরানিগণ, রঙ্গিনী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

—:০:—

নিমতলার ঘাট

রেজিষ্ট্রারেব ঘরের সম্মুখ

মুদ্দফরাস ও মুদ্দফরাসনিগণ।

(গীত)

যেৎনা মুদ্দার সেঁইয়া জ্বালা দিয়া,—
আবি বেহুঁস হয়া, সেঁইয়া সরাপ পিয়া।
রাতি ভর মজেমে রোস্‌নী জ্বলে,
ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচ্‌না পায়ের টলে,
আগ ছুট্‌তা, শির কাট্‌তা ফট্ ফট্ ফট্,—
মাতুরা গিরেহ লট্ লট্ লট্,
মে পিলেতি শট্ :
সব কৈমে সেঁইয়া কো পেয়ার কিয়া,
মুজকর সেঁইয়া নে ছাতিমে লাগায় লিয়া।

(পুঁটিরাম ডাক্তারের প্রবেশ)

পুঁটি। মুদ্দফরাস বেটারা তো বেশ আমোদ ক'র্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, অবশ্যই মড়া টড়া আস্‌চে, কিন্তু আমি তো ছ'মাসের ভিতর একটী রুগীর মুখ দেখ্‌লেম না।

মুদ্দ। সেলাম বাবু, পছান্তে পার? আমি সে বুড়া আছে—সে রাম আছে—সে রামা আছে।

পুঁটি। কি রে, কেমন চ'ল্‌ছে?

মুদ্দ। আপনাকো মেহেরবাণীসে গুজরাণ হ'তো, আর তো বাবু উবু মরে না, যত শালা উড়িয়া লোক ম'র্‌ছে।

পুঁটি। তাই তো, বল্ দেখি কি হ'লো, ব্যাম-স্যামো তো কিছুই নাই।

মুদ্দ। ব্যেমো আছে, তা শালারা ম'র্‌বে কোথা; আপনা লোককে তো ডাক্‌বে না, পয়সা জমাচ্ছে,

কবিরাজের বড়ী খাচ্ছে; দো একঠো বাবু কস্‌বী ঘরসে সরাপ পিকে দাঙ্গা ক'র্‌ছে আর ম'র্‌ছে।

পুঁটি। তাই তো রামা, কি হবে বল্ দেখি?

মুদ্দ। এক শল্লা হ্যায় বাবু, আপলোককা ফিস্ (fees) কবিরাজ লোক্‌সে কম্‌তি কিজিয়ে।

পুঁটি। আরে দূর ব্যাটা, চার গণ্ডা পয়সা পেলে নিই, তাতেও রোগী জোটে কই!

মুদ্দ। তব্ বাবু, হামলোককা গোরীবকা পর মেহের-বাণী ক'রো, মুফৎ দেখা সুরু করো, ফিস্ ছোড় দেও; দাওয়াখানাকা কমিশানসে আপলোককা গুজার হোগা, আউর, মুদ্দর চালানসে হামলোককাবি পেট চ'লেগা।

পুঁটি। কে আবার এক বেটা এদিকে আস্‌ছে? কথাটায় বাধা দিলে, একটু গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াই। (অন্তরালে অবস্থান)

(দোকড়ি দালালের প্রবেশ)

দোকড়ি। (রেজিষ্ট্রারের প্রতি) হুজুর, ব'ল্‌তি পারেন, ডুয়ালদাস নন্দী মশয়রে যে গঙ্গাযাত্রা করছিল, শুনছিলাম, তা কৈ? তাদের লোকজনকে তো দেখ্‌লাম না, দাহ কৈর্যা কি চইল্যা গেছে?

রেজি। কি ব'ল্লে, ম'রেছে? কি ব্যামো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পেচ্ছাবের পীরে ছিল।

রেজি। কত বয়েস?

দোকড়ি। আজ্ঞে এই যাইটের মদ্দে।

রেজি। ঠিক ক'রে বল?

দোকড়ি। তবে পঁয়ষট্টিই ধরেন।

রেজি। নাম?

দোকড়ি। আজ্ঞে, ডুয়ালদাস নন্দী।

রেজি। (খাতায় লিখিয়া লইয়া) লাস দেখাওগে।

দোকড়ি। আজ্ঞে, লাসের কথাই তো তাল্লাস করুচি?

রেজি। কি, লাস পাওয়া যাচ্ছে না? পাহারাওয়ালা! তুমি দাঁড়াও ওখানে,—এই, পাহারাওয়ালা বোলাও!

দোকড়ি। আজ্ঞে, পাহারওলা ডাহেন যে?

রেজি। তুমি রিপোর্ট লেখাতে এসেছ, অথচ লাস পাওয়া যাচ্ছে না।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাস্ করতি আইচি, ডুয়ালদাস নন্দী ম'র্‌ছে কি না? লাস,—লাসের কি কারবার কর্‌চি?—একি ইল্‌সা মাছ, যে লবণ মাইখে পদ্মাপার হইতে রপ্তানী দিমু, লাস কনে পাব?

রেজি। অ্যাঁ, তুমি আমার বই খারাপ ক'র্‌লে, এখন কি হয় বল দেখি? তুমি লাস যেথায় পাও বা'র কর—লাস চুরি!

দোকড়ি। অয়!—লাস আমি গাইঠে বাইন্দা রাখ্‌ছি।

(খুদিরাম উকীলের প্রবেশ)

খুদি। কি হে দোকড়ি, কি গোলমাল হ'চ্ছে?

দোকড়ি। মশাই, দ্যাহেন দেহি কি হুজুতে, তাল্লাস নিতে এলাম—ডুয়ালদাস নন্দী মরুছে কি না। মহাজনের হাতে টাহা প্রস্তুত, তার ছেলের কাচা গলায় দেহিলেই দেয়; কইচ, লাস চুরি করুছে, পদ্মা ডিঙ্গুইলাম, লাস চুরি করুতে?

রেজি। খপর নিতে এখানে এসেছিলে কেন? তার বাড়ী যেতে পারনি? আমার বইখানাই নষ্ট ক'রে দিলে।

দোকড়ি। হঃ, বাড়ী যাতি পারনি? কাণমলা তুমি আমার হইয়া খাবা? আরে মশয়, বুরো না মইলে কি আমার সেই রাস্তায় চলবার যো আছে? আমায় দ্যাখ্‌লে বুরো, শয্য থেহে উঠে তারা দেবে।

খুদি। কি হে, রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো আছে না গেছে?

রেজি। এই তো ঘাটে এসে যে ছিল, সে আজ তিন দিন ম'রেছে। বাঙ্গালের কথায় অন্যমনস্কে লিখে ফেল্লেম, এখন কি করি বলুন দেখি?

খুদি। ও চলে যাবে এখন, ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলি ক'র্‌ছে, ও নামটা আর লিখ না, তোমার টোটাল (total) দেখাবে বৈত নয়—অমন তো কর।

রেজি। আজ্ঞে সে ঘুমিয়ে টুমিয়ে প'ড়্‌লে, মুদ্দফরাসকে জিজ্ঞেস ক'রে বানিয়ে বসিয়ে দি।

খুদি। সেই রকমই ক'রো। (দোকড়ির প্রতি) বলি হাঁ হে, পার্টিসন সুট টুট আছে, ক'ছেলে?

রেজি। আজ্ঞে আপনি উকীল, তা আমার ভায়ের হাতের লেখাটী বেশ, ফিপ্‌থি ক্লাশ অবধি প'ড়েছিল; যদি আপনার আপিসে ঢুকিয়ে নেন।

খুদি। আচ্ছা, আমার আফিসে পাঠিয়ে দিও, দেখ্‌বো।

রেজি। আজ্ঞে, ম'শায়ের আপিসটা কোথায় ?

দোকড়ি। জান না উকীলপারা—'খুদিরাম উকীল' ছাইনবোর্ট খোদা আছে ; দেহন দেহি, লাস-চুরির দাবি দিয়ে পাহারালা ডাকছিলেন, একটা আপনার কাম হইয়া গেল ; বন্দরে বন্দরে আলাপ অইলেই লাব—

রেজি। তা বটেই তো, আপনি আস্‌বেন, মরা খবর যত চান, আমি ঠিক ক'রে গুছিয়ে রাখ্‌বো।

দোকড়ি। দেহেন, টাকা কড়ি থাহে, নাবালক ছেইলে, এমনি সব লাসের খবর গুছায়ে রাখ্‌বেন ; কাজ অইলে, মশয়রে কিছু পান খাতি দিয়ে যাব।

রেজি। ওরে রামা, আমি জল খেয়ে আসি, লাস এলে আমায় খবর দিস্।

মুদ্দ। আরে বাবু, ঘুম ক'র যাকে, লাস কাঁহা ?

[রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান।

খুদি। কি হে, পার্টিসন্ স্যুট্‌ ট্যুট্‌ হবে ? দেখছ তো চলে বলে না, কিছু জুটিয়ে পুটিয়ে দাও। ছ'টি মাস—কেন—বছরই ধরনা, এর মধ্যে একটী ইন্সলভেণ্ট কেস্ (insolvent case) পেয়েছিলাম। তুমি কাজ আন, আমি ভাল কমিসন দেব।

পুঁটি। (স্বগত) আমি আর গা-ঢাকা থাকি কেন—এদেরও দেখ্‌ছি রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে মেলা কথা। (প্রকাশ্যে) গুড্‌-ডে খুদিরাম বাবু।

খুদি। গুড্‌-ডে, হ্যালো পুঁটিরাম, এখানে যে ?

পুঁটি। এই ইভনিং ওয়াকে এসেছিলাম।

দোকড়ি। বাবু তো হুজুরের দোস্ত, বাবুর কোন্ আদালতে বেরুনো হয় ?

খুদি। না, উনি ডাক্তার। স্কুলেতে এক সঙ্গে পড়া ছিল। উনি মেডিকেল কলেজে ঢুক্‌লেন, আমি আর্টিকেল ক্লার্ক হ'লেম।

দোকড়ি। বাবুর ডাক্তরখানা আছে কি ? ওষুধ পত্তর দরকার হয় তো সুবিধা ক'রে দিতে পারি, আমার নাম দোকড়ি সেন, বাসা টালায়—আমি দালালী করে খাহি।

পুঁটি। ওষুধ তো পরে, আপাতত রোগীর দালালী ক'র্‌তে পার ?

খুদি। কি হে কাজ কর্ম্ম ডাল্ (dull) নাকি ?

পুঁটি। ভেরি (very), তোমার কেমন ?

খুদি। কিছুই তো ক'রে উঠ্‌তে পারিনি ভাই, টাইম্ বড় খারাপ প'ড়েছে ! সেন্স অব্ রাইট লোকের নাই ; আগে শুনেছি, একটা গাছের ডাল নিয়ে ক্রোর টাকার প্রপার্টি পার্টিসন হ'য়ে গেল—ফ্যাক্ট (fact) ! তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি ক'র্‌ছে।

পুঁটি। শুধু ব্যাড টাইম ! এ কান্‌ট্রীই ব্যাড্। আমার একটী ফ্রেণ্ড্ বিলেত থেকে এসেছে, তার মুখে শুন্‌লেম, সেখানে রোগ ক্রিয়েট করে, সে ছ'মাস ছিল, তার ভিতর দেখে এসেছে, সত্তরটা নূতন রোগ ত'য়ের হ'লো ; আরও ডাক্তারদের কত দিকে কত লাভ,—ডিস্পেনসরীর কমিশন, মদের দোকানের কমিশন, বুচারের দোকানের কমিশন, ডাক্তারের রেকমেণ্ডেসেন ছাড়া কি মিট, (meat), কি ড্রিঙ্ক, লোকে কিছুই ইউজ করে না।

খুদি। আগে ক্লায়েণ্ট, উকীলের সঙ্গে কি দেখা ক'র্‌তে পেতো ? ক্লার্করা কোঠা-বালাখানা ক'রে গেছে ; আর লোক ছিল এণ্টারপ্রাইজিং—কেমন, জালই ক'র্‌লে, খুনই ক'র্‌লে, কিছু না হয়, এক ক্রিমিন্যাল কেসেই চ'লে যেতো।

দোকড়ি। আজ্ঞে জাল খুন তো হতিছে, তবে ঘর ঘর উকীল হইয়া কিছু প্যাঁচ পর্‌ছে—ঘর ঘর ডাক্তর, ঘর ঘর উকীল।

পুঁটি। আরে তাতে কি এসে যায়? তেমন ভাল নার-ভাস্ পেশেণ্ট হ'লে ছ'মাস কেন এটেণ্ড (attend) কর না।

খুদি। একটু ভাল স্যুট হ'লে খালি পোষ্টপন্ নেও না, অপোজিট্ পার্টিকে হায়রাণ কর না, যত হ'য়েছে কাওয়ার্ড, তেমন জিদি লোক হ'লে একটা স্যুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।

দোকড়ি। মশাইরা যদি কাঙ্গালের কথা শোনেন, তা এক সুন্দী বুরার ছেলেতেই আপনাদের দুইজনেরই চল্‌তি পারে, আর এ গোলামেরও এটোটা-কাটাটা খেয়ে প্যাট্‌টা ভরে।

উভয়ে। কি কেস, কি কেস ?

খুদি। কি—পার্টিসন্ ?

দোকড়ি। ক্যাশ খুব জবর, পার্টিসন্ কেন, একজিবিসন্ হতি পারে। মদ খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গা অন্তত মাসে দুইটা পাইবেন। মারামারির মকদ্দমা পুলিশে অন্তত হপ্তায় একটা ধরেন। বাবু মোটা কর্‌বার জন্য টোনিকটা

রোজ চল্‌বি, রায়ের বাড়ী-থরিদের লেখাপড়াও হবে। ইয়ার বক্সিসের লিভার আস্‌টাও আছে, মা'র আর পরিবারের খোরাকীর নালিশটা একেবারে পাকা কইরা রাখেন। আর কত বল্‌বো, আপনারা ইংরেজী পর্‌ছেন, আরও কত কি করি নিতি পার্‌বেন, করি নিতি পার্‌বেন।

উভয়ে। বটে—বটে—

খুদি। আমাদের ইণ্ট্রোডিউস্ ক'রে দিতে পার?

দোকড়ি। আপনাগোর মত লোক পালি তো সে বাচি যায়, যত জুটছে আটকুটে বরাখুরে। বুরা মরুছে, আমিতো একেবারেই চল্‌ছি সেহানে, আসেন,—এহনি পরিচয় করাইয়া দেব, কিন্তু আখেরে গোলামেরে, পায়ে ঠেল্‌বেন না!

পুঁটি। আমি পেসেণ্টকে হাতে রেখে চিকিৎসা করা ছাড়্‌বো, তবু তোমায় ছাড়্‌বো না।

খুদি। আমি আদালতে হলপ ছাড়্‌বো, ক্লাইয়েণ্টের কষ্ট (cost) বাড়ানো ছাড়্‌বো, তবু তোমায় ছাড়্‌বো না।

পুঁটি। দেখ খুদিরাম, কোথা থেকে নিমতলার ঘাটে এসে, এর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে একটা কাজ হ'য়ে গেল।

দোকড়ি। মশাইরা হিন্দুয়ানী কি মিথ্যা, শাস্তরে কইচে, "শ্মশানে য তিষ্ঠতি স বান্ধব।"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দয়ালদাস নন্দীর বাটীর কক্ষ

ভট্টাচার্য্য, ললিতের পিসী ও ললিতের মা।

ভট্টা। বড়্ বড়্ বড়াং—বড়্ বড়্ বড়াং,—বড়্ বড়্ বড়াং—

পিসী। দেখুন ভট্‌চাজ্জি মশাই, আপনার ও বচন টচন রাখুন, পচা আমার হবিষ্যি ক'র্‌তে পার্‌বে না; দুধের ছেলে, ওর আবার ওষুধ, ওর আবার হবিষ্যি, মাচ-ভাত খেয়ে বালির পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে, দাদা যখন ওর কোলে গেছে, তখন স্বর্গে গেছে।

মা। ঠাকুরঝি, দশটা দিন হবিষ্যি করুক্, দশ পিণ্ডিটা দিক্।

পিসী। না, বাপ্‌রে!—মাছের ঝোল না খেলে ওর পেটের অসুক করে। একটা মাস কেটে গেলে বাঁচি,—নিরিমিষ খেতে দিচ্ছি, এই ঢের।

(ললিতের প্রবেশ)

ললিত (পচা)। না পিসো! আমি হবিষ্যি ক'র্‌বো; কেন—এখন শীতকাল,—ফুলকপি, শালগাম, হ'ল—একদিন বা হাঁসের ডিম ভাতে দিলুম।

পিসী। দূর বোকা ছেলে, হাঁসের ডিম কি খেতে আছে?

ললিত। কেন দোষ কি? তাতে তো আর আঁ'স নেই, কেমন ভট্‌চাজ্জি মশাই?

ভট্টা। না, কপি খান তায় দোষ নাই, গোল-আলুও চলেছে, হাঁ—হাঁ—হাঁসের ডিমটা চ'ল্‌বে না।

ললিত। আর আমি আপনি রাঁধ্‌বো?

ভট্টা। না, মায়ে রেঁধে দিলে দোষ নাই।

ললিত। কেন, নতুন কেরোসিনের উহুন কিনে এনেছি।

পিসী। নারে বাপু, চুপ কর,—ভট্‌চাজ্জি মশাই, আপনি অনুমতি দিন, আমি নিরিমিষ্যি খাওয়াব।

ললিত। পিসো, তুই শুধু পায়ের কথাটা জিজ্ঞাসা কর্, এই শীতকালে মোজা না পায়ে দিলে, আমার পা ফেটে যাবে।

পিসী। ভট্‌চাজ্জি মশাই, পশমের জুতো চ'ল্‌তে পারে?

মা। ঠাকুরঝি, ছেলেটাকে তো মুখ্যু ক'র্‌লে, এখন মিন্‌সের কাজটাও কর্‌তে দেবেনা?

পিসী। আরে থাম্ না লো, আমার চেয়ে যেন ওঁর দরদ্,—আমি কি ব্যবস্থা না নিয়েই কিছু ক'র্‌ছি।

ভট্টা। তা মোজা চল্‌তে পারে, মোজা চল্‌তে পারে, ছেলেমানুষ।

ললিত। আর জুতো? তা নইলে আমার সিল্‌কের মোজা খারাপ হ'য়ে যাবে।

পিসী। ন্যাকড়ার জুতো পায়ে দিতে পার্‌বি; কি বলেন ভট্‌চাজ্জি মশাই?

ভট্টা। বড়লোকে এমন দেয়; বলি শ্রাদ্ধ কিরূপ হবে? দানসাগর শ্রাদ্ধে সকল দোষই খণ্ডে যায়।

মা। বলি ভট্‌চাজ্জি মশাই, ও আপনার কেমন কথা? গরীবের ছেলে—ছেলে, আর বড় লোকের ছেলে—ছেলে নয়?

পিসী। হ্যাঁ দেখ্ বৌ, তুই আমার ওপর কথা ক'স্‌নে ব'ল্‌ছি, যা ব'ল্‌ছি, চুপ ক'রে শুনে যা,—কাল্‌কের ছুঁড়ী এল ফর্‌ফরাতে! ইনি না ব্যবস্থা দেন, আমি নবদ্বীপ থেকে ব্যবস্থা আনাবো। শ্রাদ্ধ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথার চুল পাক্‌লো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনি! আমার ভাসুর-পো চাপকান প'রে আফিসে গেছে, শুধু চামড়ার জুতোই পায়ে দেয়নি।

ললিত। পিসো, সেই বেন্দাবনী জুতোগুলো?—সে বিশ্রী দেখায়, আমি পায়ে দেব না।

ভট্টা। তা সাহেব-বাড়ী থেকে মৃগচর্ম্মের জুতা ক'রে নাও না, হরিণের চামে দোষ নাই। নবদ্বীপের ভট্টাচায্যি ব্যবস্থা দিতে পারে, আমি আর পারিনি? ব্যবস্থার মত পয়সা দেয় কে? পিত্যেসের মধ্যে একটী মধুপর্কের বাটী। দানসাগর শ্রাদ্ধ হ'লো—রাজসিক শ্রাদ্ধ, তা যদি করেন তো সকল বিধিই আছে। মনু ব'লেছেন,—

"কলৌ তামসিক শ্রাদ্ধ, রাজসিক ধনেশ্বরে।
ত্রেতায়াং সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ, সংগ্রাম নরবানরে।
দ্বিজ পুরোহিতো তুষ্টা, সর্ব্বদোষ হরে হর।
কলৌ ধন্য ধনাঢ্যেন, যং কৃত্বা দানসাগর॥"

কি না, কলির হ'লো গে—তামসিক শ্রাদ্ধ; আর যারা বড় লোক—তারা রাজসিক ক'র্‌বে; ত্রেতায় ছিল গে সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ,—বড় কঠিন, বিভীষণ ক'রেছিল—সইলো না, নর-বানরের যুদ্ধ হ'লো। বামুন-পুরুতকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লে স্বয়ং মহাদেব নিজে সব দোষ অপহরণ করেন। কলিতে দানসাগর ক'র্‌লে ধন্য ধন্য হয়; দানসাগর শ্রাদ্ধ কর,—ললিত বাবু সব ক'র্‌তে পারেন।

পিসী। বৌ শুন্‌লি, 'অতুরের নেম নাস্তি।'

মা। বলি ভট্‌চাজ্জি মশাই, তোমার কেমন কথা গো, বেটার কি কাজ নাই?

ভট্টা। মা, আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি ব্যবস্থা দিলেম, দেখি কোন্ ভট্টাচায্যি খণ্ডন করে।

মা। এখন দানসাগর আমার কে করে? মেয়ের পুরী, একটা কি অভিভাবক আছে?

পিসী। ওমা, দানসাগর ক'র্‌তে হবে বইকি, আমার ভাসুর-পোদের ডেকে পাঠাই, তারা সব ক'রে দেবে।

মা। এখন বেয়াইকে এক্‌জিকুটার ক'রে গেছেন,—তাঁর মত না হ'লে তো আর হবে না।

পিসী। ওমা, দানসাগর না ক'রলে হয়! এতটা টাকা রেখে গেল, আমার ভায়ের কাজটা হবে না? একটা ঢি-ঢি প'ড়্‌বে না? তোমার কেবল টাকায় গাঁট দেওয়া, আর দুধের ছেলেকে হবিষ্যি করিয়ে সারা!

মা। ঠাকুরঝি, তোমার কথা আর আমার ভাল লাগে না ভাই।

পিসী। তা তোমার এ শোকের সময়, এ সব কথায় থেকে কাজ কি,—এখন কি তোমার মাথার ঠিক আছে? আমরা গিন্নি-বান্নি আছি,—সব ক'রচি; তুই বাপু চাইলে, টাকাটা বার ক'রে দিস্,—না পারিস্ চাবিটা আমায় দিস্; আমরা শোকের সময় শোক করি, কাজের সময় বুকে পাথর বাঁধি।

মা। পাষাণ বেঁধেছ, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি, আমি চ'ল্লুম।

[ললিতের মার প্রস্থান।

(নেপথ্যে দোকড়ি)। ললিত বাবু! ললিত বাবু! ওপরে আছেন না কি?

ললিত। কেও—দোকড়ি?—আছি—দাঁড়াও!

(নেপথ্যে দরোয়ান)। আরে হিঁই বৈঠো, হুকুম হোয়, ছোড় দেবে।

পিসী। কে আবার ম'র্‌তে এলো? ভট্‌চাজ্জি মশাই, একবার আমার সঙ্গে আসুন,—মাগীর এখন মাথার ঠিক নাই—দিন তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল; আর দেখুন, আপনি যে ব্যবস্থা দেবেন, আমি তাই ক'র্‌বো। পচা কখনো 'না' জানে না, 'বাপ' জানে না,—আমাকেই জানে, আমার কথা ঠেল্‌বে না; কিন্তু আমার শ্বশুর-বাড়ীর গুরু-পুরুত—এদের ভাল ক'রে বিদেয় ক'ত্তে হবে। এদিকে আসুন, আরও অনেক কথা আছে।

[ললিতের পিসীর প্রস্থান।

(পুরোহিতের গমনোদ্যোগ ও ললিত কর্ত্তৃক পুরোহিতের টিকি আকর্ষণ)

ললিত। ঠাকুর, দাঁড়াও,—আমি দানসাগর ক'র্‌বো, হাঁসের ডিম খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

ভট্টা। তা আপনার যা ইচ্ছা ক'র্‌বেন, কিন্তু হ—হ—বিষ্যি ভোজন গোপনে ক'র্‌তে হয়,—গোপনে ক'র্‌তে হয়।

ললিত। কেন, আমি টেবিলে ব'সে খাব,—যদি পাঁচজন বন্ধুই এলো।

ভট্টা। কি জানেন ললিত বাবু, গরীব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন,—আমি আপনার হ'য়ে সব নিয়ম পালন ক'রে দেব, আমায় মূল্য ধ'রে দেবেন; পুরোহিতের উপর সকল ভার চলে, সকল ভার চলে।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে দোকড়ি) ললিত বাবু! ললিত বাবু! দরয়ান ছারে না।

ললিত। এস, এস, দরোয়ান ছোড় দেও।

[ললিতের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ললিতের বৈঠকখানা।

(ললিতের প্রবেশ)

ললিত। উঃ! ভুলে গেলুম; খৃষ্টমাসের (Christmas) ব্যবস্থাটা ক'রে নিলে হ'তো; তা ওতো বলেই গেল, ওকে মূল্য ধ'রে দিলেই সব হ'বে।

(দোকড়ির প্রবেশ)

কি হে দোকড়ি যে?

দোকড়ি। বাবুর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তি দুইজন জাণ্ট্‌-মেন আইচে, একজন ডাক্তর, একজন কোর্টের উকীল।

ললিত। কৈ ডাকো না?

দোকড়ি। আপনি সেকেন্ করে লন, জাণ্ট্‌মেন্ লোক—বাবুর আলাপের যোগ্য, তাই আন্‌লাম, বর বর সাব—বর বর মেম ওদের হাতে।

ললিত। ম'শায় আসুন।

(খুদিরাম ও পুঁটিরামের প্রবেশ)

আমার বড় সৌভাগ্য, ব'স্‌তে আজ্ঞা হয়।

খুদি। শুন্‌লেম, আপনি একজন এডুকেটেড্ ইয়ঙ্গ-ম্যান্, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলুম।

পুঁটি। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় প্লিজড্ হলুম। আমরা মেডিকেল ম্যান্, ভিজিট ভিন্ন কোথাও যাই না,—আপনার চরিত্রের কথা শুনে দেখা ক'র্‌তে এলুম।

দোকড়ি। আপনারা বইসে আলাপ কর্‌বেন, আমি বিষয়-কর্ম্মের কথাটা সেরে যাই। বাবু, আজ লন, কাল লন, টাকা প্রস্তুত, আমরা কাঁচা কথা কই না,—ব'লে গেছলাম কাছা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেণ্ট কর্‌বো; এই উকীল বাবু আছেন, লেখাপরা সব দেহায়ে দেবেন, ডাক্তর বাবু আপনার তরফে ইসাদি হবেন।

ললিত। তা কাল সকালেই তবে পেমেণ্ট হোক, কত দিচ্ছ?

দোকড়ি। যা লন; কাল সকালে—দশ হাজার মজুত আছে।

ললিত। আরও বিশ হাজার চাই।

দোকড়ি। গোলাম আছে, আপনার ভাবনা কি?

ললিত। তা খুচরো নোট ক'রে রাখ্‌তে ব'লো, ভারি নোট ভাঙ্গাতে হাঙ্গাম।

দোকড়ি। খুচরা নোটও থাক্‌বে, শাল, দোশালা, আংটী,—আর বরদিন আস্‌ছে, আপনাকে সওগাৎ দিতে হবে তো,—তা ষাইট্ কলসী খাজুর গুর আছে, কোমলাও আছে পাচশত।

ললিত। না, আমার নগদ টাকা চাই,—সাহেবের পোষাক পরি, শাল টাল নিয়ে কি ক'র্‌বো? আর কতক-গুলো ঝোলা তুমি হাবাড় খেও, গুড় তোমার বাঙ্গালের খোরাক।

দোকড়ি। তা না রাখেন, আমি বেচে দেব,—গোলাম আছে ভাবনা কি? আপনি একটা সই করে দেবেন মাত্র; ও মহাজনের একটা পদ্ধতি আছে, ওরা বোঝে না।

ললিত। তা যা হয় ক'রো, আমার টাকার দরকার।

দোকড়ি। তা যাই, আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না, সব ঠিক করে রাখি গিয়া। কাল সকালে দশটার সময় তো ঘুমে থেহে উঠ্‌বেন?

ললিত। তা উঠ্‌বো বৈ কি।

দোকড়ি। তবে আসি, বসেন ডাক্তর বাবু, আলাপ করেন, আগায়ে বসেন। [দোকড়ির প্রস্থান।

খুদি। আপনি কি কিছু লোন্ ক'চ্ছেন ?

ললিত। হাঁ, এদ্দিন বাবা যকের ধন আগ্‌লে গেলেন; যখন ম'লেন, তখনও বজ্জাতি ছাড়্‌লেন না, শ্বশুরশালা হ'য়েছেন একজিকিউটার, তার হাত তোলায় থাক্‌তে হবে।

খুদি। হ্যাঁ, এ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি অ্যাপ্রুভ্ করি।

পুঁটি। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মত কি আর আছে, আপনার টাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া ?

খুদি। তা এ তো ভাল উপায় ক'চ্ছেন না, ও মহাজনদের কাছে ধার ক'রে, দশ হাজার লিখে দিয়ে, জোর পাঁচ হাজার পান তো ঢের।

ললিত। তা কি ক'র্‌বো, একজিকিউটার তো এক পয়সা দেবে না, শ্বশুর বেটা তো এমন শালা নয়,—সে আবার বাবার বাবা।

খুদি। এ আপনার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি ?

ললিত। তা নয় তো কি, বাবাকে আর এক পয়সা রোজগার ক'র্‌তে হয়নি,—খালি সুদ খেয়েছেন, আর রায়েত নাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।

খুদি। আপনি উইল সেট্ অ্যাসাইডের নালিশ করুন, তা হ'লেই একজিকিউটার থাকবে না। আপনার নিজের সম্পত্তি, আপনি নিজে দেখে শুনে ম্যানেজ ক'র্‌বেন। আর আমার এই ফ্রেণ্ড ডাক্তার আছেন, এ হ'তে আপনার বিশেষ উপকার হবে, ইনি সাক্ষী দেবেন যে, যখন উইল ক'রেছিলেন, তখন আপনার পিতার মস্তিষ্কের দোষ ছিল, হি ওয়াজ্ নট্ ইন্ এ ফিট্ ষ্টেট্ টু নো হোয়াট্ হি ওয়াজ ডুইং। (He was not in a fit state to know what he was doing.) ফ্রেণ্ডের জন্য সকলি ক'র্‌তে হয়।

ললিত। উনি তো বাবার চিকিৎসা করেন নি।

পুঁটি। কোন্ ডাক্তার দেখেছিলো ? আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে,—আমি হয় তো ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বো।

ললিত। ডাক্তারি ওষুধ খাবে ? কবিরাজ দেখিয়েছিল, ভিরকুটী কত!

খুদি। থ্যাঙ্ক গড্, হ্যাপি কন্‌সিডেন্স (Coincidence); আপনার ফাদারের ডেথ হ'য়েছে কবে ?

ললিত। পরশু।

খুদি। ঘাটে রেজেষ্টরী করা হ'য়েছিল ?

ললিত। তা হ'য়েছিল বৈকি, আমার শ্বশুর রিপোর্ট লেখায়।

খুদি। আই কন্‌গ্রাচুলেট ইউ, আপনার ফাদারের মৃত্যু জাল, উইল জাল, আপনার শ্বশুর ট্যান্সপোর্ট হবে।

ললিত। সে কি রকম ?

খুদি। দোকড়ি দালাল আজ বৈকালে ঘাটে আপনার ফাদারের মৃত্যু হ'য়েছে কি না, এন্‌কয়ারী ক'র্‌তে গিয়েছিল। রেজিষ্ট্রার ব্যাটা—কি নাম, কি ব্যামো, কোথায় বাড়ী জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে, ভুলে—ফের আজ রেজেষ্ট্রী ক'রে ফেলেছে; আপনার শ্বশুরকে আর দোকড়ি দালালকে কন্সপিরেসি ক'রে ফোরজারী চার্জ্জে ফেল্‌ছি। এক দফা ক্রিমিন্যাল, আর এক দফা সিভিল, ফোরজড্ উইল ক্যান্‌সেলের জন্য অ্যাপ্লিকেসন।

পুঁটি। বেশ হ'য়েছে, দোকড়ি দালালকে আপনার এনিমি ক্রুভ্ ক'র্‌তে হবে, ওকে আর বাড়ী ঢুক্‌তে দেবেন না।

ললিত। টাকা - কাল সকালে টাকা—

খুদি। টাকা আমি দেব, আপনি হ্যাণ্ডনোটে ধার ক'রবেন না, আমি কম সুদে মর্টগেজ করিয়ে দেব।

ললিত। কিন্তু লোকটা বড় সারভিসেবল ছিল, আমার অনেক প্রাইভেট কাজ ক'র্‌তো। আপনারা আমার ফ্রেণ্ড, বলি এমন কি লুকিয়ে বৈঠকখানায় আনতো; বাবা একদিন টের পেয়ে কাণ ম'লে তাড়িয়ে দেন।

পুঁটি। আপনি এই বাজারে নারকেল তেল মাখা পাব্‌লিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে মিক্‌স্ করেন ? আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেব, আপনি যাকে ইচ্ছা —বাগানে নে যাবেন।

ললিত। ইংলিস্ লেডি ?

পুঁটি। ইংলিস, আরমেনিয়ান, জার্ম্যান।

ললিত। সত্যি, মাইরি! গিভ্ হাণ্ড্ গিভ্ হাণ্ড্।

পুঁটি। আপনাকে বড় বড় পার্টিতে নিয়ে যাব, বলেতে (Ball) লেডীদের সঙ্গে ডান্স্ ক'র্‌বেন। আপনি ইংরেজী পোষাক পরেন ব'ল্লেন না ?

ললিত। পেন্ট্‌লেন কোট সব ঠিক ক'রে রেখেছি, কেবল হ্যাট্‌টা বাবার ভয়ে পরিনি, তা যা আছে, প্রায়ই হ্যাটের মতন, খালি চারিদিকের কার্‌ণিসটা নেই।

পুঁটি। না, হ্যাট প'রতে হবে।

ললিত। বলে (Ball) আমি বিবির সঙ্গে নাচ্‌তে পারবো কেমন ক'রে? আপনার সঙ্গে খুব আলাপ?

পুঁটি। আলাপ আছে—আর উপায়ও আছে; আপনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে পার্টি দিন,—বড় বড় সাহেব, বড় বড় লেডী সব আসবে,—আসল গোরা। আর জানেন, এ সব ছোট কাজে দুর্ণাম হয়, আপনার এমন পজিসন্ ক'রে দেব যে, লেভিতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে; আর এন্‌জয়মেণ্টও ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।

ললিত। কি করে?

খুদি। আপনি স্যুট্ ফাইল করুন, বড় বড় ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হবে, তাদের থ্রু (through) তে।

পুঁটি। স্যুট তো ফাইল ক'রবেনই, সেতো আমি সাক্ষী দেব; একটা পলিটীক্যাল পার্টি ক'রবো আমরা—বুঝেছ খুদিরাম, যাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা হয়, বিধবা বিবাহ হয়, খাওয়া-দাওয়া রেষ্ট্রিক্‌সন উঠে যায়, ন্যাশান্যাল এনার্‌জি বাড়ে,—এমন সব কাজ ক'রতে হবে।

ললিত। স্ত্রী স্বাধীনতা কি?

পুঁটি। এই আপনার স্ত্রী আমাদের সাম্‌নে আস্‌বে, আমাদের স্ত্রী আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

ললিত। বেশ, বেশ, এ যদি হয়, তা আমার মেম চাই না,—আমি ইংরিজী জানিনি, মেমেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পার্‌বো না।

পুঁটি। হবে না কেন,—চেষ্টা, উদ্যম, এজিটেসন আর তার সঙ্গে পয়সা খরচ ক'রলেই হবে। আপনি উদ্‌যোগ করুন, এই খৃষ্টমাসের দিনেই ফার্ষ্ট মিটিং করা যাবে; আমোদ, কাজ—দুই এক সঙ্গে হবে,—কোন দেশে কেউ কখন এমন করেনি।—কেমন হে খুদিরাম ভায়া, এর মধ্যে টাকাটার যোগাড় ক'রতে পার্‌বে তো?

খুদি। এই ডিড্‌টা তৈয়ার ক'রতে যা দেরি, তা হ'য়ে যাবে।

ললিত। খৃষ্টমাস কবে?

পুঁটি। ফিরে হপ্তায়।

ললিত। তা আমার যে মেডিসিন্ হ'য়েছে, বাবার একটা শ্রাদ্ধের হাঙ্গাম আছে আবার,—সাহেবদের সঙ্গে খানা কেমন ক'রে খাব?

খুদি। শ্রাদ্ধ-ফ্রাদ্ধ আবার কি, ওসব মানেন নাকি?

পুঁটি। তা শ্রাদ্ধ ক'রতে হয়—ক'রে ফেলুন; বাপ-মাকে জল পিণ্ডি দেবে তা আবার একমাস বসিয়ে রাখা কেন? যত শীঘ্র দেওয়া যায়—তত ভাল ছেলের কাজ হয়।

ললিত। তার এক রকম যোগাড়ও হ'য়েছে, দানসাগর কর্‌বো, পুরুত ব'লেছে, তার মূল্য ধ'রে দিলেই আমার ছুটী, সে সব ক'র্‌বে।

পুঁটি। তবে আর কি, মূল্য ধ'রে দেবেন।

খুদি। তা আপাতত কত টাকার ঠিক ক'র্‌বো?

ললিত। আমার এখন দশ হাজার চাই; আর বড় দিনের কি লাগ্‌বে, মকদ্দমার খরচ, সে আপনারা জানেন।

পুঁটি। হাজার ত্রিশ ঠিক কর, রোজ রোজ ঘেণ্ডা ভাল নয়।

ললিত। বেশ কথা।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু, বাড়ীর ভেতর ডাক্‌ছেন, জলখাবার যায়গা হ'য়েছে।

খুদি। তা যান, আপনি জল টল খান গে, রাত তো হ'য়েছে। আমরা সকালেই আস্‌ছি, মোদ্দাৎ দোকড়ি না বাড়ী ঢোকে।

ললিত। তবে আমি বাড়ীর ভেতর যাই—ওরে বাবুদের একটু দে—প্রথম দিনটা; তবে আসি।

খুদি। না না, আজ থাক, আর একদিন হবে।

ললিত। তবে পান এনে দে, আর তামাক এনে দে, আমি চ'ল্লুম।

[ললিতের প্রস্থান।

চাকর। আপনারা বসুন, আমি তামাক আন্‌ছি।

[চাকরের প্রস্থান।

খুদি। তুমি আবার কি ধুয়ো তুল্লে হে, পলিটিক্যাল এসোসিয়েসন, লেডি, লিভি;—আমি প্রফেসনালি ডিল করাই ভাল বুঝি, রেগুলার কনভেয়্যান্স হ'য়ে মর্টগেজ হোক,

সিভিল, ক্রিমিন্যাল দু'রকম স্যুটই ফাইল করা যাক্, তোমারও মেডিক্যাল জুরিস্প্রুডেন্স পড়ার পরিশ্রমটা পুষিয়ে আসুক, আর আমারও প্রফেসন্যাল পসারটা জাঁকুক্। লেট আস্ অ্যাক্ট ইন্ কন্সার্ট। (**Let us act in concert.**)

পুঁটি। তোমার এক গাদা ল বই, আমার একখানি জুরিস্প্রুডেন্স ; তোমার ফৌজদারী, চিকেনারী কত র'য়েছে, আমার একেত একটা প্র্যেক্‌টিস্ ক'র্‌বার সাবজেক্টও নাই। আর ওকেও তো একটা আমোদ-টামোদ দিয়ে রাখা চাই,—খালি আদালতে ঘুরোলেই কি ওর প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্‌বে ? তা একটু রিফরমড ইয়ারকি না ঢোকালে যে আমাদের সোসিয়েল্ পজিসন্ যাবে। সর্ব্বদা ওকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে। এ সহরে তো শুধু তুমি আর আমি ছিপ্ নিয়ে ফির্‌চি নি, অত বড় কাতলা গা-ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথ্‌বার চেষ্টায় ঘুর্‌বে। মদ-মেয়েমানুষের চার—বড় জবর চার !

খুদি। তা কি ক'র্‌বে ?

পুঁটি। আমার একটা ন'সে ব'লে ভাইপো আছে,তাকে ওর সঙ্গে জুটিয়ে দিচ্ছি,—সেই সব কীর্ত্তি ক'রে বেড়াবে।

খুদি। দোকড়ে বেটাকে তাড়ান গেল,—আবার ভিড় বাড়াতে চাচ্ছ কেন ?

পুঁটি। আরে সে একটা পাগলা,—তাকে নিয়ে ভয় নাই, একটা হুজুগ ক'রে চোগা-চাপকান্ প'রে তার স্পিচ্ ক'রে বেড়াতে পার্‌লেই হ'লো।

খুদি। ভাল কথা মনে প'ড়্‌লো,—আমার একজন সারভিং ক্লার্ক আগে গোরার দালাল ছিল ; তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া যাক ; কলিঙ্গের বিবি আর জাহাজী গোরা এনে এনে ওর সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়াবে ; মিছিমিছি কাকেও ব'ল্‌বে ম্যাজিষ্ট্রেট, কাকেও ব'ল্‌বে ব্যারিষ্টারের মেম,—কি বল ?

পুঁটি। এইবার তুমি আমার মতলব কতক বুঝেছ ; টাকাতো প্রোফেসন্যাল উপায়ে মারা যাবেই, একটা আপনাদের নাম কেনা যাক্ না, পজিসনটা বাড়িয়ে নেওয়া যাক্। ওকে লালবাজারের কাফিখানায় পাঠিয়ে বোঝান যাবে যে, ইভনিং পার্টি যথার্থ ইভনিং পার্টি, লিভিতে আপনাদের ইন্‌ট্রডিউস করার চেষ্টা করা যাক না, তোমার আমার বাইরের ছটা ফিরিয়ে ফেল্‌তে হবে।

খুদি। বেশ বেশ, তাই ভাল, একটা চাই কি অনারেবেল টনারেবেল হ'তে পারা যাবে।

পুঁটি। দেখ্‌লে বাবা, এনার্জির গুণ ! আমরা যেন জুলিয়াস্ সিজার্ হ'য়েছি,—এলুম আর লঙ্কাকাণ্ড ক'রে চ'ল্লুম।

খুদি। রসো বাবা, ভাত তো মাখ্‌লে, এখন মুখে তোল।

পুঁটি। ওর ডৌলটা ঠিক্ ডায়োগনিসিস্ (diagnosis) ক'রে নেওয়া গেছে, গোলা তো খা ডালা।

খুদি। চল, আর তামাকের জন্য দাঁড়ায় না, বড়মান্‌ষের বানেয়াৎ চাকর, এখন টিকে ধরাচ্ছে, কাল সকালে এসে খাওয়া যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রঙ্গ-পট

(মেথর ও মেথ্‌রাণীর প্রবেশ)

(গীত)

মর উম্‌দা উম্‌দা চিজ সওগাৎ লিয়া,
যিঁস তিসিকো মর দেগা নেহি ;
ঘরকো দুমাকো মর লে যাগা ওভি সহি।
মায় বাপ জিসিকো রোয়ে,
জরু ছোড়্‌কে কস্‌বি ঘরমে শোয়ে,
হাম ওস্‌কো দেওয়ে ;
গঙ্গা কিরা মর সাচি কহি।
যো না মানে দেওতা ভি না মানে পীর,
বে-পয়জারসে যিসিকো না নোয়ে শির,
সরাপ মে রহে যো মস্তাগীর,—
যো ছোড়া হায় জাত,
ড্যাম্ ড্যাম্ ব'লে হে ছোড়েহে লাথ,
উসিকো দেনে মর খাড়া রহি।

(উভয়ের প্রস্থান।

[রঙ্গদার ও রঙ্গিণীর নৃত্য করিতে করিতে
প্রবেশ ও প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

(ললিত, নসীরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ)

নসী। না, বল এণ্ড সাপার (Ball and supper) বেশী রাত্রে; সন্ধ্যার সময় যা অ্যারেঞ্জমেন্ট্ আছে, ইণ্টার-ন্যাসান্যাল পলিটিকোসোসিয়েল প্রসেসন্ ক'রে বাগানে প্রবেশ; তারপর পিক্‌নিক্, তাতে বড় বড় ব্যারিষ্টার, ক্যাপটেন, লেপ্টেনেণ্ট সব জয়েন্ ক'র্‌বে, শেষে মেমেরা এসে পৌঁছিলে গ্র্যাণ্ড বল এণ্ড সাপার হ'য়ে এণ্টারটেনমেণ্ট ক্লোজ করা যাবে।

ললিত। তাতে কি হবে?

নসী। এ ক'র্‌লেই নাম বেজে যাবে, বল (Ball) এ আমোদের চূড়ান্ত, আর প্রসেসনে নাম।

মুক্তা। আর পিক্‌নিকে আহারের ঘটা।

ললিত। নাম বেরুলে তো বড় বড় মেম, বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে খানা-টানা খাওয়া যাবে?

মুক্তা। হুঁ।

নসী। আর আমাদের ইণ্টারন্যাসান্যালের মতলবটা কি জান? যেমন উইলসনের হ'লো, হল্ অব্ অল্‌নেসনস, তেমনি খৃষ্টমাস হবে পরব অব্ অল্ নেসনস্—অর্থাৎ ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মান্দ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান-বাজনা আহারাদি ক'রবে।

ললিত। না না, চীনেম্যানটা কাজ নাই, ওরা আর্‌সুলো খায়।

মুক্তা। না না, চীনেম্যান থাক্,—এক একটা চীনে-মেম বড় জবর আছে; দেড় ছটাক ওজনে, যেন ছবিখানি!

ললিত। তব্ বহুৎ আচ্ছা, জয় জগন্নাথ, সব জাত একত্র!

মুক্তা। ঢের ঢের শালা বাবুয়ানা ক'রে গেছে, এমনটা কেউ করেনি।

ললিত। খুদিরাম বাবু, পুঁটিরাম বাবু যাবেন তো?

মুক্তা। যাবেন বৈকি, তাঁদের ওয়াইফ নিয়ে পিক্‌নিকে যাবেন।

ললিত। আর ব্যারিষ্টারেরা?

নসী। সাহেবেরা কি মেম ছাড়া কোথাও যায়?

ললিত। তবেত ইস্তক কাবার!

মুক্তা। শুধু ইস্তক—ইস্তক বিন্তি কাবার। সাহেব, বিবি, আর গোলাম এই মজুত আছি।

ললিত। আমাকেও কি পরিবার নিয়ে যেতে হবে?

নসী। গেলে দেখায় ভাল, ইংরেজের মজ্‌লিস্।

ললিত। চার দিন কেটে গিয়েই তো মুস্কিল হ'য়েছে, নইলে দিদির চতুর্থীর নাম ক'রে আনাতুম, আর সঙ্গে ক'রে বাগানে নিয়ে যেতুম।

নসী। আপনার তো ভগ্নী নাই?

ললিত। ব'লতুম পিসো চতুর্থী ক'র্‌বে।

মুক্তা। তাকি হয়?

ললিত। কেন, আমার বোন পারে, আর বাবার বোন পারে না?

নসী। মাই ডিয়ার, আজ না দশ দিন?

ললিত। হ্যাঁ।

নসী। দশপিণ্ডির নাম ক'রে আনাও।

ললিত। সেই বেশ, আমি ব'লবো—দশপিণ্ডিতে বের্‌যো উচ্ছুগ্‌গু ক'র্‌বো। খৃষ্টমাস প্রেজেণ্ট পাঠাব, আর সেই সঙ্গে আন্‌তে পাঠাব। ভাই নসি, সাহেবদের কথার জবাব দেব কি ক'রে?

মুক্তা। ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল, আর হিন্দিতে ব'লবে।

ললিত। আমি তো বুঝ্‌তে পারবো না; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবো—'কি ব'লছে', উল্টা করে, 'ইক লবছে'?

নসী। কেন, আমীর-ওমরা, রাজা-রাজ্‌ড়া—তারা সব আপনার ভাষায় কথা কয়; তুমি বাঙ্গ্‌লায় ব'লবে, আমি ইণ্টারপ্রেট ক'রে দেব।

ললিত। এই মদ খেয়ে ধরা প'ড়্‌লে, পুলিসে যেমন করে?

নসী। হ্যাঁ, তুমি বাঙ্গ্‌লায় ব'লে যেও।

ললিত। না ভাই, বাঙ্গ্‌লা কথা কইলে মুখ্যু ঠাওরাবে। আমি ঐ উল্‌টো কথা কব, তুমি ব'লো, মান্দ্রাজী বুলি ব'ল্‌ছে।

নসী। সে মন্দ নয়, একটা বিজাতীয় ভাষায় কথা কওয়া চাই,—তাতে রেস্‌পেক্‌টেবিলিটী বাড়ে।

ললিত। সাহেবেরা খেপে ঘুসি-টুসি মার্‌বে না তো?

নসী। না।

মুক্তা। আর তুই একটা আমোদ ক'রে মারে, স'য়ে যাবে; এই আমরা যে কত গোরার ঘুসি খেয়েছি।

নসী। হ্যাঁ, তাতে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট (Boxing noble art)

ললিত। আর এক মুস্কিলে প'ড়েছি,—এই এক মাসের ভেতর বাগানে গেলে, মা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে ব'লেছে।

নসী। তা অমন যাবে,—আমি যখন রিফরমড্‌ হই, আমার মা গলায় দড়ী দেয়।

ললিত। আর পিসীও একটু বেজার—বেজার; দশপিণ্ডি আপনি দিলুম না,—পুরুতকে মূল্য ধ'রে দিলুম।

নসী। সে বেশ ক'রেছ।

মুক্তা। এই যে লোক প্রাচিত্তিরের সময় গরুর মূল্য ধ'রে দেয়,—দেব্য মূল্যনাং শোধ্যাতে।

নসী। বেজার হয় হবে,—ও মাগীগুলো তফাৎ হয়, সে ভাল',—রিফরমেসনের পথে বিষম কণ্টক। আমি এখন চ'ল্লুম,—হাতে ঢের কাজ র'য়েছে,—প্রসেসনের উদ্‌যোগ ক'র্‌তে হবে।

ললিত। তা মুক্তারাম, তুমি যাও। বাগানটা যাতে—ডাক্তার বাবু যেমন যেমন ব'লেছেন,—তেম্‌নি তেম্‌নি সাজান হয়, তার তদারক করগে; আর দেখ ভাই মুক্তারাম,—উকীলবাবু, ডাক্তারবাবু যেন ওয়াইফ্‌ আনেনই।

মুক্তা। আন্‌বেন বৈকি।

ললিত। আমিও ওয়াইফ্‌কে আন্‌তে পাঠাই, আর খৃষ্টমাস প্রেজেন্টগুলো পাঠাইগে। হ্যাঁ মুক্তারাম, মকদ্দমার কি হ'লো?

মুক্তা। এই বড়দিনের বন্ধ খুল্লেই একেবারে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যাবে, এস নসীবাবু।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবুচৌধুরীর বাড়ীর উঠান

শিবুচৌধুরী ও দোকড়ি।

শিবু। আর তুমি তো ছেলেটাকে মজালে।

দোকড়ি। আজ্ঞে হুজুর, আমি মাগীবাড়ী আস্‌টা নিয়া যেতেম বটে, কিন্তু এই মকদ্দমা-মাম্‌লার শলা কি মারপিজের মদ্দি ছিলাম না।

শিবু। বুঝেছি, তোমার বকরায় কম প'ড়েছে,—আমি সব বেটাকে থামে বেঁধে চাব্‌কাবো।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমায় চাব্‌কান, গোলাম হাজির আছে, এই খুদে পুটে বেটারে বেইজ্জত করেন।

শিবু। তোম্‌রা সব সমান।

দোকড়ি। আজ্ঞে, তারা আমার উপর দশকাটী বাবা, যদি অভয় ছান তো বলি।

শিবু। কি, মকদ্দমা ক'রবে তো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পেত্যয় করেন আর না করেন, ঐ খুদিরামের সারবিং ক্লাক, আর পুটীরামের ভাইপো, দুই বেটাতে শলা দিয়া আজ বিবির নাচ করবে,—আর আপনার কন্যাকে সেই মজ্‌লিসে নিয়া যাবে।

শিবু। চোপ্‌, বেকুব!

দোকড়ি। আজ্ঞে, দোহাই হুজুর, মিথ্যা কইছি না; সেখানে গোরার নাচ্‌ হবে, খানা খাওয়া হবে, দশা তো হোলোই না, শ্রাদ্ধও যে হয়, এমনটা বুঝি না। আজ সব ভেপু বাজায়ে গরের মাঠ দিইয়া হল্লা কইরা যাবে।

শিবু। বটে, বটে, রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখেছিলুম বটে, সে কি ওরা?

দোকড়ি। আজ্ঞে হয়, ঐ আবাগীর পুৎ নইসা।

শিবু। হুঁ, আমি ডেপুটী কমিসনারকে চিঠি লিখ্‌ছি।

(ললিতের পিসীর প্রবেশ)

পিসী। এই যে বেয়াই, আর ভাই আমি লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছি,—গঙ্গা নেয়ে যাব, অম্‌নি এদিকে এসেছি। বাড়ীতে তো সর্ব্বনাশ, তুমি কদিন হেথা ছিলে না, খপর দিতে পারি নি।

শিবু। কি কি! আপনি এসেছেন,—ব্যাপারটা কি ?

পিসী। বৌ তো কিছু বুঝ্‌বে না,—ছেলে কেমন ক'রে কথার বাধ্য ক'র্‌তে হয়, তাতো জানে না,—খালি রাগ্‌তেই জানে। আমি ব'ল্লুম, অত পেড়াপিড়ি করিস্‌নি, বেশী কোটকিনা টেঁক্‌বে না; কালের ছেলে, এখন বেঁকে ব'সেছে, শ্রাদ্ধ ক'র্‌তে চায় না, পুরুতের হাতে টাকা ধ'রে দিয়ে ব'ল্লে—মূল্য ধ'রে দিলুম। দানসাগর শ্রাদ্ধ হবে, তোমরা পাঁচজনে আমোদ ক'রবে, এই সব ভাব্‌নায় ডাক ছেড়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌তে পাই নি। সাধ ক'রেছিলাম, মেয়ে-সগ্যির দিন খানিক কাঁদবো, পোড়া কপালে হ'লো না।

শিবু। আবার যে শুন্‌ছি, আমার নামে নালিস ক'রবে।

পিসী। তা, ও সব পারে। আমাকেই যে ব'লছে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। তা যাই, আমি না হয় বিন্দাবন-ফিন্দাবন চ'লে যাই।

শিবু। বেন ঠাক্‌রুন কি বলেন ?

পিসী। তবে আর ব'লতে এলেম কি ছাই ? বেটার ওপর রাগ ক'রে মাগী আজ ভোরে পাল্কী ডাকিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেল।

দোকড়ি। ছ্যাহেন, এইটে ক্যাবল খুদিরামের শলায়।

পিসী। হাঁরে, তোরা তো ওর সঙ্গে বেড়াস, একটু সুপরামর্শ দিতে পারিসনি ?

দোকড়ি। পিসো, এহন কি আর দোকরির কথা চলে,—এহন যা করে সেই খুদে আর পুটে। তোমায় বারী থেহে বার ক'রছে, পিসো আমিই কোন্ সুখে আছি,—আমার ছাই দেখ্‌লে চাবুক নিয়ে তারা করে, কুত্তা লেলাইয়া দেয়।

(খ্রীষ্টমাস-সওগাৎ লইয়া মুটিয়াগণের প্রবেশ)

শিবু। এ সব কি ? এ বাড়ী না—এ বাড়ী না, বড়দিনের সওগাৎ হিন্দুর বাড়ী কেন ?

পিসী। হ্যাঁ, এইখানকারই বটে, ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী; কাল থেকে গুছোন ছিল।

শিবু। এ কি হবিষ্যি ? এ যে শোর গরু।

পিসী। ও তোমার কোন্ সাহেবের বাড়ী থেকে আসছে; এই যে আমাদের ওরা পেছিয়ে প'ড়েছে, আলো-চাল মালসা টালসা নিয়ে আস্‌ছে।

শিবু। হ্যাঁরে, ও কি সব, ঠিকানা ভুল হয়নি তো ?

মুটে। এজ্ঞে এহানেই বটে।

শিবু। কে পাঠিয়েছে ?

মুটে। নন্দী সাহেব ব'ল্লেন, বিবি সাহেবের কিস্‌মিসের ভ্যাট; ও খানসামা, পিছায়ে পর্‌লা ক্যান, চিঠি দেহাও না।

(খান্‌সামার প্রবেশ)

খান্। এই চিঠি নিন।

শিবু। এ সব কি হে নফর ?

খান্। আজ্ঞে বাবুর হুকুম, কথা ক'য়ে কে চাবুক খাবে ?

শিবু। (পত্র পাঠ করিয়া) অ্যাঁ, একেবারে গেছে !

পিসী। কি, কি, লিখ্‌ছে কি ?

শিবু। লিখেছে আমার মাথা আর মুণ্ড ! এই ভেড়া শোর, গোরুগুলো পাঠিয়েছে, আর মোহিনীকে আজই সেখানে পাঠাতে ব'লেছে, বলে—দশ-পিণ্ডিতে বৃষ-উৎসর্গ ক'র্‌বো।

দোকড়ি। এই ছ্যাহেন হুজুর, গোলাম সত্যি কি মিথ্যা বল্‌ছিল। ছ্যাহেন হুজুর, ঐ খুদে পুটের নামে জাতমারার দাবী দিইয়া, এক নম্বর ফোজদারী করেন।

পিসী। অ্যাঁ, আবাগীর বেটা একেবারে ব'য়ে গেল ! নফ্‌রা, সে আলোচাল ঘি-টি কি ক'র্‌লি ?

খান্। আজ্ঞে, সে ডুরিয়াকে দেছেন, কুকুরের পোলাও রাঁধ্‌তে।

পিসী। (কান্নার সুরে) ওগো দাদাগো, তুমি একবার নিমতলার ঘাট থেকে এসে দেখগো,—তোমার সোণার পচা বৌমাগীর দোষে পাদ্‌রী হ'য়েছে গো,—তোমার বোনের একটা কিনে ক'রে যাও গো—

শিবু। উঠুন উঠুন, আপনি এখানে প'ড়ে কাঁদ্‌বেন না,—বাড়ীর ভিতর যান্,—ঠাণ্ডা টাণ্ডা হোন্।

পিসী। আর আমি ঠাণ্ডা হ'য়েছি গো—

[পিসীর প্রস্থান।

শিবু। এ সব আবি উঠাও; নফর, নে যা, আজ থেকে সে আর জামাই নয়,—আমার মেয়ে বিধবা হ'য়েছে।

দোকড়ি। আজ্ঞা, হুজুর! ওদের দুইটারে ফৌজদারীতে ফাসাইতে পার্‌লেই ললিত বাবু দোরস্ত হবেন।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, যা যা—হারামজাদা, ট্যাক্ ট্যাক্ ক'রছে।

দোকড়ি। হুজুর, খপর দিলাম, আর হলেম আমি হারামজাদা! বরাং, বরাং, কলিতে ধম্ম নাই!

শিবু। যা, নিয়ে যা সব; ওরে আমার গাড়ী তৈয়ার ক'র্‌তে বল্।

[শিবু চৌধুরীর প্রস্থান।

দোকড়ি। হালারা আমারেই তারে, আচ্ছা দেহি,—আমি কেমন বাঙ্গাল দেখ্‌মু। হালারে আমি দিলাম জুটায়ে পুটায়ে, আর আমারেই দেহাও কলা! দেশ হইলে হালাদের বাপ পিটা করতাম। বগবান্ দেবেনই সুবিধা ক'রে, যেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে, তেমনি সাইবরা মদ খাইয়ে বন্দা দেয় তো আমি দের পয়সা গঙ্গা পূজা দিই।

[দোকড়ির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ।

(চীনেম্যানের প্রবেশ)

(গীত)

এঁন্‌চু কেঁচু কুঁচু নাচু নাঁচু—
কেঁচুমু আঁকুচু চাং ফুচু।
সুবৈচু দোঁ পুঁপী বাঁবু,
তেঁলা মেলা খাঁও কেঁচু খঁচু।

(মগের প্রবেশ)

(গীত)

চিং চিং চিং নাঠিং খিম—
ফঙ্গি লপ্পি চা চাকুম চাকুম চিং।
ডিগোলা ডিগোলা ডিগ্ ডিগ্ কায়া,
ডিগোলা ডিগোলা লাদিম্ পিয়া,
নাঁঠাও নাঁঠাও কো বারমিজ্ সিং, ঠিং ঠিং ঠিং।

(সংস্কারকগণের প্রবেশ)

(ব্যঙ্গ-গীত)

জয় জয় পলিটিকো ড্রেস,—
এত দিনে হ'য়েছে বাঙ্গালীর রেস।
খেল্‌ছে ক্রিকেট, খেল্‌ছে বিলিয়ার্ড
ঘিয়ের বদলে গেলে হগস্ লার্ড;
কি ভয় কি ভয় ধ'রে রাখ্‌বে সব দেশ,
দেখ্‌ছ না মিলেছে হররঙ্গা ফেস্,—
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সব নাই সেমের লেস্।

[সকলের প্রস্থান।

[রঙ্গদার ও রঙ্গিনীর নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ, পরে প্রস্থান।

(দোকড়ির প্রবেশ)

দোকড়ি। হালারা নাস্তিক,—বরদিনের দিন গঙ্গার বন্দনা গান করুছে! বগবান্ মিথ্যা, এই সব হালা মদ খেয়ে ডুগী বাজায়ে বাগানে চল্‌ছে, আর দোকরি সেন উমি লোকের মত দারায়ে তামাসা দেখ্‌ছে। হালার পুতিরা বিলাতি খোল মাখায়ে কৌলবাজা খাবে, আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইমু। এ মাগুর-বাই দু'হালারে জুটাইলাম ক্যান, টাহা প্রস্তুত, প্যামেণ্ট করি, আর সব ফাস্—বগবান্!

(গোরাত্রয়ের প্রবেশ)

গোরাত্রয়। We shan't go home till morning. Dunde didle didle dom.

দোকড়ি। ও বাপ্! এ যে লাল কুত্তী!

[পলায়নোদ্যত)

১ম গো। Not so fast my bonny lad.

(দোকড়িকে ধৃত করণ)

দোকড়ি। দোহাই সাহেবের! পুওর মেন্!

১ম গো। What a knocker face, Ha! Ha! Ha! (হাস্য)

দোকড়ি। পুওর মেন। লাইমিনি হাভ, থিপ্ (thief নট্।

১ম গো। Hold the ankle Dick, Darkee wants a swing.

গোরাদ্বয়। (দোকড়িকে শূন্যে তুলিয়া) Polly polly dear polly gone to Cashmere, Lulla Lulla Lullaby, Lulla Lulla Lullaby.

দোকড়ি। সার, ছেরে গিভ্ সার, ভুঁই দাও—গিভ্ গ্রাউণ্ড।

গোরাদ্বয়। Polly was a welshman
polly was a thief.
Polly came to my house,
stole like a beef.

দোকড়ি। Aad no sir and no বেগুন পটল। Sir, give ground. And no and no নচেৎ I go যম্-home at once. ও কদম, তোর সাধের বুরা মইলো রে, সাধের বুরা মইলো!

গোরাদ্বয়। Now don't howl.

দোকড়ি। My হার গোর all another place, নারী ভুঁরি up down, head making thus thus (ঘুরিতে ঘুরিতে পতন)

২য় গোরা। Ha! Ha! Ha! (করতালি দিয়া) Encore encore three cheers for Father X'mas, what a pantomime, Old Erin couldn't give us, better fun.

দোকড়ি। I fall go, you হাত তালি give and laugh, very good, God have, God have, virtue see.

২য় গো। Grog-shop?

দোকড়ি। দাও বাবা ইংরাজী গালিগালা, আমি বুঝিনা যে আমার গায়ে লাগ্‌বে।

২য় গোরা। Look sharp, a good ale-house.

দোকড়ি। আমিও বাঙ্গালায় দিচ্ছি, তোমার বুনির সাতে আমার পুতির বিয়া হইছে, আমি তোমার বগ্নীপোত, কেমন গব্বস্রাব, বেরের বেরে, রেজলা!

৩য় গোরা। Wine shop—সরাব ঘর দেখ্‌লাও।

দোকড়ি। (স্বগত) ও হালা, সোরাপের দোহান্ দেহায়ে দিতে বল্‌চ, সবুর করোতো; বগবান্! তুমিই সত্য, এইবার বাগানে মদমারা বার করৃছি; এই হালার দমদমার খেপা গোরার দল ঠেহায়ে দিচ্ছি, দনঞ্জয় দিবে আর সব কারি খাবে।

২য় গোরা। চল্—বারো।

দোকড়ি। Yes Sir, your servant Sir, wine-shop here not, Master eat wine, come garden very near; this মোর return. Brandy, Whisky, Champagne, all, all; Fowl কাটলিস, মদন ছাপান—every every, free free, come garden, come my back, Back me, not beat, back থেকে come.

৩য় গোরা।—Come come my boys away, Let us hasten to the play,

দোকড়ি। গান বাজনা after after, come come. No rupee give, no rupee give, beat and eat, beat and eat.

৩য় গোরা। (স্বরে)
When dined all kind
Of fruit upon the table wash,
With red wine and white wine,
Spirits and punch;
The boys eat the fruits
As long as each one able was
Their chops and apples went,
Crunch, crunch, crunch.

দোকড়ি। গান keep, come, নইলে সব eatয়ে ফেল্‌বে, not got something, come, come.!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ।

(খুদিরাম, পুঁটিরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ)

খুদি। কিরে মুক্তারাম, সাহেব বিবির কি ক'র্‌লি?

মুক্তা। আজ্ঞে, আজ বড় দিনের দিন কি সাহেব পাওয়া যায় বাবু?

খুদি। তাইতো, তাইতো, গোটাকতক সেলার (sailer) ফেলার পেলিনি?

মুক্তা। সেলার কি পেতুম না, আপনার যে নসীরাম র'য়েছেন, ওঁর আবার দশ পনেরটা লাটসাহেব নইলে

চ'ল্‌বে না, ওঁরে কেন এনেছেন ? ও একাজ জানে না, ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেক্‌চার হাঁক্‌বে।

পুঁটি। তবেই তো, কি হবে ?

মুক্তা। মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে ফেলে রাখ্‌বেন এখন।

খুদি। আর আমাদের দু'জনের পরিবারের কি ক'র্‌লি ?

মুক্তা। এই দুলে শ্যাম আর মাতাল গোলাপীকে নিয়ে খেম্‌টাওয়ালা আস্‌ছে, আমি সব শিখিয়ে দিয়ে এসেছি, কেউ ধ'র্‌তে পার্‌বে না।

পুঁটি। তাদের বিবিয়ানা পোষাক ?

মুক্তা। আমাদের পাড়ায় সখের যাত্রা আছে কি না, তাই থেকে দুটো ফেয়ারি পোষাক দিয়ে এসেছি।

পুঁটি। ন'সেটা আছে যে ?

খুদি। তুমি এমন বেয়াড়া লোক জোটাও কেন ?

পুঁটি। তা এখন সব দিকে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কোথা পাই ? বখ্‌রা নেবে না, চালাক্‌ চট্‌পটে হবে, আবার ছোঁড়াকে বশে রাখ্‌বে।

খুদি। যাহোক্‌, এখন আর উপায় নাই। যখন commit ক'রে ফেলেছে, তোমায় maintain কর্‌'তেই হবে। যদি ন'সে বলে, আমার কাকী নয়, তুমি নসের নামে malice impute করো ; তুমি যখন oath নিয়ে ব'ল্‌বে, তোমার ওয়াইফ্‌—তখন তোমার affidavitই গ্রাহ্য হবে।

পুঁটি। কি ও ক্ষেপামো ক'র্‌ছো ? একি আদালত, যে হলপ শুন্‌বে ? এক ফিকির আছে ; ন'সেটা রিফর্‌ম, রিফর্‌ম ক'রে মাথা-পাগলা হ'য়েছে, আমার পরিবারকে ও দু'মাস দেখেনি, বাপের বাড়ী গেছে, তাতে আজ যাকে দেখ্‌বে, তার পোষাকও রকমসই, আমি বুঝিয়ে দেব এখন যে, মেণ্টাল্‌ রিফরমেসন যদি খুব উঁচু হয়, তা'হলে Physical metamorphosis হ'য়ে চেহারা বদ্‌লে যায়, ফিজিওলজিতে এমন আছে।

খুদি। মোদ্দাৎ কার কোন্‌টা ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে, আবার মিনিটে মিনিটে না ফিজিক্যাল মেটামর-ফসিসের প্লি (plea) নিতে হয়।

পুঁটি। হাঁ, সে ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে বৈকি, বড়টা তোমার, ছোটটা আমার ; দুটো কিছু আর এক বয়সী নয়, তা হ'লেই ন্যাচারেল (natural) হবে।

(খেম্‌টাওয়ালা ও খেম্‌টাওয়ালীদের প্রবেশ)

মুক্তা। এই যে সব এসেছে।

খেম্‌টাওয়ালা। মুক্তারাম বাবু, কার বউ কে হবে ঠিক ক'রে নিন্‌, কিন্তু নাচ-টাচ হওয়া চাই, নইলে ষোল টাকা ক'রে নেব।

খুদি। এ নেহাৎ কেডাভারাস্‌ (Cadaverous) গোছ !

খেম্‌টাওয়ালা। আজকের মতন ঐ এক রকম গুছিয়ে নিন, আজ বড়দিনের বাজারটা কেমন ?

খুদি। মুক্ত, এঁকে ব'লে দাও, উনি আমার ওয়াইফ, ওঁর নাম 'প্রসন্ন', মনে ক'রে রাখ্‌তে বল, আমি 'মাই ডিয়ার' ব'লে ডাক্‌বো ; আর উনি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, ওঁর নাম— নামটা কি, বলে দাও, সত্যি ওয়াইফএর নাম ব'লে দাও।

পুঁটি। 'কামিনী', মনে রেখ, আমি 'ডারলিং' ব'লে ডাক্‌বো।

খুদি। আপনার wifeএর নামটা important হ'লো, নসীরাম নাম জানে।

পুঁটি। ভুল্লে ক্ষতি নাই, Reformationএ নামও বদলায় ; দেখ্‌তে পাওনা, বিলেত থেকে ফিরে এসে, রায় Roy হন্‌, দত্ত হন Detta।

খুদি। এ বেশ তুমি নজীর বা'র ক'রেছ, এতে হাইকোর্টের রুল আছে।

(ললিত, নসীরাম ও সংস্কারকগণের প্রবেশ)

ললিত। নসীরাম, খবরের কাগজে লিখ্‌বে ?

নসী। লিখ্‌বে না ? আমি রিপোর্টারদের টাকা দিয়ে এসেছি।

ললিত। আমি 'রায় বাহাদুর' হব ?

নসী। নিশ্চয় ; এইরকম দু'টো Christmas ক'র্‌লেই।

পুঁটি। ললিত বাবু, আমরা প্রোসেসনে জয়েন্‌ ক'র্‌তে পাল্লেম না, ওয়াইফ সঙ্গে ছিল, লেডি হাঁটিয়ে আনা।

ললিত। ওয়াইফ এনেছেন, Go to hell ! আসুন, শ্বশুর শালা আমার মাগ পাঠালে না, আমি তার নামে ট্রেস্‌পাসের চার্জ্জ আন্‌বো ;—হবে না ক্ষুদিরাম বাবু ?

খুদি। না, ট্রেস্‌পাস্ হবে না, হেভিয়াস্ করপাস্ ক'র্‌তে হবে।

ললিত। কেন, মদ খেয়ে আমি একবার একজনের বাড়ী ঢুকেছিলুম, আমায় ট্রেস্‌পাস্ ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ক'রেছিল। কই—ডাক্তার বাবুর ওয়াইফ কই?

পুঁটি। এই যে, ডারলিং, এদিকে এস না।

নসী। কাকা, এ ভারতে তুমিই ধন্য! কবে তোমার ভাইপো-বৌয়ের বিদ্যার জোর হবে, ফ্রেণ্ডদের হাত ধ'রে বেরিয়ে আস্‌বে?

পুঁটি। ডার্‌লিং, আমার ফ্রেণ্ড ডাক্‌ছেন, এস।

১ম খে। ও শাগী, যা না।

২য় খে। আমি কেন, ও যে তোকে ডাক্‌ছে 'ডালী'।

মুক্তা। যে হয় একজন এস না।

২য় খে। 'ডালী' যে ওকে ব'ল্‌বে, আমি যে 'মাই ডিয়ার'।

নসী। কাকা, আজও লজ্জা-ভাঙ্গা হয়নি? কাকি, কাকি!—

১ম খে। আবার কাকী কে লো, এতো মড়ারা কারুকে শিখিয়ে দেয় নি।

মুক্তা। ওগো তুমি গো তুমি, এস।

নসী। কাকি, কাকি! আমি তোমায় কন্‌গ্রাচুলেট (congratulate) করি—এ কেরে! কাকা, কাকা, এতো বাড়ীর কাকী নয়, সে বসন্তের দাগ গেল কোথায়?

ললিত। না, আবার বসন্তের দাগ কেন, ঐ বেশ!

পুঁটি। নসি, তুমি রিফর্‌মেসনের পাইওনিয়র হ'য়ে বুঝ্‌তে পারছ না যে, ডাক্তার জেনারের মতে মনের বদলতা হ'লে চেহারারও বদল হয়, আর সুপারষ্টিসন গেলেই, স্মল পক্সের দাগ মিলিয়ে যায়?

নসী। বটে, ঠিক জান?

পুঁটি। এবারকার 'Lancet'এ বেরিয়েছে, সাহেবরা এ মত খুব মানছে।

নসী। সাহেবরা ব'লেছে, তবে কাকী না হ'য়ে আর যায় না। "আজ কি সুখের দিন, বাঙ্গালীর মিটিংএ "Ladies and gentlemen" বলে Speech দিতে পারবো। I will introduce you to ললিতবাবু, this is Mr. Nandy, this my dear aunty.

ললিত। বা! বা! বা! ব্যস্ বিবি সাহেব! এ বেড়ে মজা, আমি রোজ রোজ কিস্‌মাস্ ক'রবো, খুদিরাম বাবু, তোমার ওয়াইফকে ডাক।

খুদি। এই যে, মুক্তারাম, ওঁকে এদিকে আস্‌তে বলতো।

মুক্তা। বৌ-ঠাক্‌রুণ, বাবু ডাক্‌ছেন, যাও।

২য় খে। ভাল ঢংএর বাগান যা হোক!

ললিত। তোমার নাম কি ভাই?

২য় খে। মাই ডিয়ার।

ললিত। মাই ডিয়ার!—বা! বা! বা! কেয়া বিলাতি নাম! দেখ দেখি কি মজা, আর শ্বশুরশালা আমার মাগটিকে আটকে রেখে আমায় নাকাল ক'রলে, তাকেও এমনি পোযাক পরাতুম।

নসী। নাও বস, এখন স্পীচ (Speech) আরম্ভ হোক।

১ম সংস্কারক। না, আগে মঙ্গল-সঙ্গীত।

২য় সংস্কারক। না না পলিটিক্যাল প্রেয়ার। (Political prayer.)

ললিত। না, আগে সার্কাস; ঠিক পোষাক প'রে এসেছে, আমার গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে এস।

১ম খে। হ্যাঁরে ও ওস্তাদজী মুখপোড়া, গেলি কোথা? বাগানে এসেছি কি প্রাণ দিতে?—ঘোড়ায় চ'ড়তে হবে?

নসী। কাকি, ঘোড়ায় চ'ড়বেই তো, বীরাঙ্গনার কাজই এই; আমি আর কারুর কথা শুন্‌বো না; আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি স্পীচ আরম্ভ করি,—Ladies and gentlemen, না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত কভু জাগে না, জাগে না।—

১ম সংস্কারক। প্রেমের কোহেল হে দয়াময়, ডাহ হৃদয়-বসন্তে!—

২য় সংস্কা। Oh! Poor India, where art thou, come to your own country!—

(সোকড়ির প্রবেশ)

সোকড়ি। Come in sir, come in, free pass come in. Beat, she beat, eat very much drink দেবার, not give চাইলে।

(গোরাদের প্রবেশ)

[মত্ত গোরাগণকে দেখিয়া সভয়ে সকলের বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন]

পটপরিবর্ত্তন—পরীস্থান

X'MAS SONG.

Woman and wine our hearts do bind,
Kiss my lads, the misses are kind.
Why mirth we mar,
drink the nectar ;
'Tis not in the moon,
Y'ill find very soon ;
Each slender waist let us wind,
'Tis not for jolly nectar oh ! lads dear,
We wish good cheer ;
To all - to all
A merry Christmas—
Happy New year.

যবনিকা

মোহিনী প্রতিমা

(গীতিনাট্য)

[২৮শে চৈত্র, ১২৮৭ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]



"পাঠক ধীমান্,

পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষাণে (ও) গলে প্রাণ,

পাষাণে প্রেমের খেলা, কোথা তার সীমা ?

প্রতিদিন আশা যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়,

পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী প্রতিমা

১২৮৭,
১৯শে চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী।"



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ—হেমন্ত, জম্বুভয়, মহীন্দ্র, হীরালাল, যুবকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী—সাহানা, কুসুম, নীহার, মহিলাগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

—:o:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিত্রশালা

হেমন্ত ও সাহানা।

(গীত)

পাহাড়ী-পিলু—খেমটা।

সাহানা।—ছি ছি ছি, ভালবেসে আপন বশে কে র'য়েছে,
সাধে বাদ আপ্‌নি সেধে,
কেঁদে কেঁদে দিন ব'য়েছে।
চেয়ে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে,
দিন গিয়েছে প্রাণ র'য়েছে,
সাধের খেলা কাল হ'য়েছে।

হেমন্ত। ধারে প্রাণ বেচ নাকি?

সাহানা। তুমি কি একজন খদ্দের?

হেমন্ত। আমায় কি তুমি ধারে বেচ্‌বে?

সাহানা। সুদ সুদ্ধ দাও যদি।

হেমন্ত। না ভাই, তোমার সঙ্গে কারবার পোষাল না; প্রাণই আছে, আবার সুদ পাব কোথা? তোমার মত সুদখোরের কাছে আমি ধার লই না।

সাহানা। তোমার মত জোচ্চোরকেও আমি ধার দিই না। দু'টো মিষ্টি কথার দালালিতে ভুলে আমি প্রাণ বেচে পথে পথে বেড়াই আর কি?

হেমন্ত। এত ভয়, তুমি মহাজন নয়; তা হ'লে এত ভয় থাক্‌ত না।

সাহানা। আর তুমি ভারি মহাজন, সম্বল এক শুক্‌নো প্রাণ।

হেমন্ত। তাই কোন্ রাখ্‌তে পেরেছি, হাতে হাতে সঁপে দিয়েছি।

সাহানা। কাকে?

হেমন্ত। এই না আমায় জোচ্চোর ব'ল্‌ছিলে?

সাহানা। আবার যে এখনি ব'ল্‌ব।

হেমন্ত। কেন?

সাহানা। এই দালালিতে।

হেমন্ত। বুঝেছি, কোন কথাই শুন্‌বে না, আমার যা সম্বল ছিল, তা তো পেয়েছ, আর কথায় কাজ কি।

সাহানা। আহা! ভুলিয়ে প্রাণ কেড়ে নিইচি না? ঢের ঢের ন্যাকা দেখেছি।

হেমন্ত। কিন্তু এমন আর দেখ নি।

সাহানা। এক রকম মন্দ বল নি, দু'দিন ধ'রে ন্যাকাম ফুরোল না।

হেমন্ত। যত তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তত বাড়বে।

সাহানা। ভালও ত লাগে।

হেমন্ত। খুব।

সাহানা। এবারে কি উত্তর দিই বল দিকি?

হেমন্ত। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তবে ত উত্তর দেবে। প্রাণ না পেলে বুঝি প্রাণ দাও না?

সাহানা। পাবার পিত্তেস থাক্‌লে দিই।

হেমন্ত। তবে আর মহাজনী ক'রো না, যদি ক'ত্তে চাও, পিত্তেস ক'রো না।

সাহানা। নিপিত্তেস হ'য়ে প্রাণ হাত-ছাড়া ক'ত্তে বল না কি?

হেমন্ত। বলি নি; সে সক থাকে তো কর।

সাহানা। অমন সকে কাজ নাই।

হেমন্ত। কাজ কি কারো থাকে? কাজ আপনা হ'তেই হয়।

(গীত)

সাহানা—আড়খেমটা।

প্রাণের মত পেলে পরে,
প্রাণ কি কার' মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবে না,
ভালবাসা সে জানে না।
চাই নে তোর ভালবাসা,
দেখ্‌ব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা?

সাহানা। বেশ বেশ রসিকরাজ, শিখ্‌লে কোথা?

হেমন্ত। তুমি তো অনেককে শিখিয়েছ, বল দেখি, এ কি শেখা কথা?

সাহানা। যা হ'ক, শুনে খুসী হ'লেম।

হেমন্ত। যদি খুসী ক'রে থাকি তো বকসিস দাও।

সাহানা। কি বক্‌সিস্‌?

হেমন্ত। তেমনি করে একবার ব'সো, আমি তোমার চেহারা তুলি।

সাহানা। আচ্ছা, বস্‌ছি (উপবেশন)

হেমন্ত। (চেহারা তুলিতে তুলিতে) উঠ না, উঠ না।

সাহানা। তুমি গোঁ হ'য়ে থাক্‌লে আমি ব'স্‌ব না, কথা কও তো বসি।

হেমন্ত। আচ্ছা, আমি কথা ক'চ্চি, তুমি কথা ক'য়ো না, তুমি অম্‌নি থেকো।

সাহানা। দেখ, তোমার এ ফেনস্থা দেখে এক দণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। আমি কি মানুষ নই?

হেমন্ত। কেন, কি ফেনস্থা ক'ল্লেম?

সাহানা। কথায় কাজ নাই, আমি ব'সব না।

হেমন্ত। আচ্ছা, এস, দু'জনে কথা কই।

সাহানা। কথাও কইব না।

হেমন্ত। কেন?

সাহানা। তুমি কি সত্য কথা কইবে?

হেমন্ত। মিথ্যা তো শিখি নি, মিথ্যা শিখ্‌লে মনকে একটা মিছে ভোলাতে পাত্তেম।

সাহানা। আচ্ছা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি সত্য বল, তা হ'লে আমি রোজ আস্‌ব, আর যতক্ষণ তুমি ছবি তুলবে, ততক্ষণ আমি ব'সে থাকব।

হেমন্ত। তুমি যেটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তার যদি একটী মিথ্যা বলি, আর কখন' আমার মুখ দেখো না।

সাহানা। কেন, তোমার মুখ কি এত সুন্দর যে, আমি দেখ্‌তে পাব না, ভয় দেখাচ্চ!

হেমন্ত। ভাল, তোমারি মুখ্‌ দেখব না।

সাহানা। দিব্বি দেখেই বুঝতে পেরেছি, প্রাণ ভরে মিথ্যা কথা কইবে, আচ্ছা কও।

হেমন্ত। না, কিন্তু মিছে ব'ল্লেই হবে না, মিছে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।

সাহানা। আচ্ছা, তুমি কি আমায় ভালবাস?

হেমন্ত। বাসি।

সাহানা। এই নাও, একটা মিছে কথা একশটার ধাক্কা।

হেমন্ত। প্রমাণ ক'ত্তে হবে?

সাহানা। তুমি পাকা চোর। যা হোক্‌ তোমার বিদ্যা কিছু আদায় ক'ল্লেম।

হেমন্ত। বাট্‌পাড়ি ক'রে।

সাহানা। না; তোমার কাছে আমি থাক্‌ব না, চ'ল্লেম।

হেমন্ত। ঘড়ি ঘড়ি কথা ওল্‌টাচ্চে,—এটাও যে ওল্‌টালে বাঁচি।

সাহানা। কি কথা ওলটাচ্চে বল তো?

হেমন্ত। তুমি যেতে চাচ্ছিলে।

সাহানা। তুমি যে মিছে ব'ল্লে।

হেমন্ত। আমি যদি মিছে না ব'লে থাকি?

সাহানা। দেখো, আচ্ছা ও কথা যাক্‌; তোমার বে হ'য়েছে?

হেমন্ত। না।

সাহানা। বে ক'র্‌বে না?

হেমন্ত। হাঁ।

সাহানা। বের কিছু স্থির হ'য়েছে?

হেমন্ত। হ'য়েছে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

সাহানা। কি কথা?

হেমন্ত। আমি যাকে বে ক'র্‌বো, তাকে ভালবাসি কি না?

সাহানা। আচ্ছা নাই বা ব'ল্লে।

হেমন্ত। আমি ব'লব না ব'লে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে বারণ করি নি; আমি ভালবাসি কি না, জানি না।

সাহানা। আচ্ছা, যার সঙ্গে বে হবে, তুমি তাকে দেখেছ?

হেমন্ত। তার ছবি আমার কাছে আছে, দেখ্‌তে চাও তো দেখাতে পারি।

সাহানা। যদি দয়া ক'রে দেখান।

হেমন্ত। এই সে ছবি দেখুন।

সাহানা। তবে তুমি ভালবাস?

হেমন্ত। জানি না।

সাহানা। নামটি কি ?

হেমন্ত। নীহার।

সাহানা। আচ্ছা দেখ, তোমার মিছে কথা ধ'রে দিচ্ছি, ফের বল দিকি, আমায় ভালবাস কি না ?

হেমন্ত। বাসি, মিথ্যা সত্য বিচার ক'রে বল।

সাহানা। তোমার কথা আমি একটাও বুঝ্‌তে পারি না।

হেমন্ত। সে তো আমার শুক্‌নো প্রাণের দোষ নয়, সে তোমার তাজা প্রাণের দোষ।

সাহানা। আমার সব দোষ, আমি টাকা নিয়ে এসেছি কি না ?

হেমন্ত। সুন্দরি, নির্দ্দয় হও,—মর্ম্মে ব্যথা দাও কেন ? আমি কি তোমায় টাকার দরে কিন্‌তে চাই ? তুমিই একটা কথা তুলেছিলে মাত্র।

সাহানা। তোম্‌রা আমাদের কেনা-বেচার মধ্যে মনে কর,—না ?

হেমন্ত। তোমরা কেনা-বেচার মধ্যে কি না, তা তোমরা জান, আমি কেমন ক'রে জান্‌ব ; আমি তো বেচা-কেনা জানি না।

সাহানা। আচ্ছা, তোমার স্ত্রীর আর কোন রকমের ছবি এঁকেছ ?

হেমন্ত। না।

সাহানা। কেন ?

হেমন্ত। এখন' তো বিবাহ হয় নি।

সাহানা। বে নাই হ'লো, আমার সঙ্গে তোমার তো কোন সুবাদ নেই।

হেমন্ত। বেশী কিছু না, তুমি প্রথম ব'লেছিলে—আস্‌বে না, তারপর এসেছ ; সুবাদের তো বেশী বাকী নাই।

সাহানা। বুঝেছি, পাঁচ শো টাকা দিয়ে এনেছ ব'লে তাই খোঁটা দিচ্চ।

হেমন্ত। পাঁচ শো টাকা,—এক টাকারও কথা হ'চ্চে না।

সাহানা। দেখ, এই আমার আংটীর দাম হাজার টাকা ; তোমার পাঁচ শো টাকার বদলে এই আংটী দিলেম।

হেমন্ত। রাগ ক'ল্লে ?

সাহানা। না।

হেমন্ত। হ্যাঁ, রাগ ক'রেছ, তা আমার অপরাধ নাই, সত্য বলবার তো আমার কথা।

সাহানা। আমি সত্যই ব'লছি, রাগ করিনি। আমরা বেশ্যা, আমরা যার কাছে যখন থাকি, তার মতন হ'য়ে থাকি, তোমার যখন টাকায় তাচ্ছিল্য, তখন তোমার কাছে থাক্‌লে টাকায় তাচ্ছিল্য দেখানই উচিত।

হেমন্ত। আচ্ছা, তোমার আংটী আমি নিচ্ছি, কিন্তু তুমি এই মালা ছড়াটা নাও, মাথায় প'র্‌বে।

সাহানা। নিলুম, কিন্তু তোমার কাছে রইল ; যখন তুমি ছবি তুল্‌বে, তখন মাথায় দিয়ে ব'সব।

হেমন্ত। আচ্ছা, মাথায় দিয়ে ব'সো।

সাহানা। আগে আমার দর জান্‌তেম না, তাই পাঁচ শো টাকা চেয়েছিলেম। আর কার' কথা ব'ল্‌তে পারি নি, কিন্তু তুমি টাকা দিয়ে কাজ পাবে না, এ নিশ্চয়।

হেমন্ত। আর কি দিয়ে পাব ?

সাহানা। আর কিছু থাকে তো দাও।

হেমন্ত। তুমি যা চাও, তাই দেব।

সাহানা। আমি যা চাই, তা তোমার নাই, অন্য কি দিতে পার্‌বে তা বল ?

হেমন্ত। তুমি যা চাবে।

সাহানা। আমার একটী কথা রাখ্‌বে ?

হেমন্ত। তোমায় যবে ডাক্‌ব, তবে আস্‌বে ?

সাহানা। আস্‌ব।

হেমন্ত। সত্য ?

সাহানা। দাম শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, সত্য কি মিথ্যা।

হেমন্ত। কি দাম বল ? কিন্তু একটী ছাড়া। তুমি যদি আমায় বিবাহ ক'ত্তে বারণ কর, তোমার সে কথা থাক্‌বে না ; তার কারণ আছে, আমার যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরম বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা একত্রে বাণিজ্য দ্বারা অনেক ধন-সঞ্চয় ক'রেছিলেন। উভয়ের মত, সম্পত্তি বিভাগ না হয়। তাঁর এক কন্যা,

আর আমার পিতার আমি এক পুত্র। তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির ক'রেছিলেন। আমরা উভয়েই আপন আপন পিতার নিকট সত্যে আবদ্ধ, আর তাঁরা উভয়েই স্বর্গে।

সাহানা। সত্যে বদ্ধ, তাই বিবাহ ক'র্‌বে? ভাল, বিবাহ ক'র্‌তে বারণ কচ্চি না, অন্য যা ব'লব, শুন্‌বে? কিন্তু দেখো—

হেমন্ত। আমি স্বীকৃত।

সাহানা। বিবাহ ক'র্‌বে, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

হেমন্ত। স্বীকার; এই মালা মাথায় দিয়ে ব'সো।

সাহানা। আজ ক্ষমা কর।

হেমন্ত। কেন?

সাহানা। আজ আমার এক ভাব্‌না হ'য়েছে।

হেমন্ত। কি ভাব্‌না?

সাহানা। দেখ, পাঁচ রকম দেখ্‌ব ব'লে এ পথে দাঁড়িয়েছি; কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে পাব না, এই বড় দুঃখ।

হেমন্ত। কেন, আমি তো তোমার সাম্‌নে; দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাও।

সাহানা। না, সে চক্ষু খোলে নি। আজ চ'ল্লুম,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চাও? তোমার কি সত্য সত্য প্রাণ নাই?

হেমন্ত। প্রাণ নাই! প্রাণ জানাব কারে?

(গীত)

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মাতুয়ারা হ'য়ে প্রাণ কে ফিরাতে পারে।
বিশাল সাগরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ'পরে,
গহনে গহ্বরে, নির্ম্মল নির্ঝরে,
নিরমল প্রাণে খুঁজেছি তোমারে।
বুকে বজ্র পাতি ধ'রেছি দামিনী,
কাঁদিয়াছি যত, কেঁদেছে যামিনী,
হাসি উষা সনে ফুল্ল ফুলবনে,
ভ্রমিয়াছি ফুল-হারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কুসুমের প্রবেশ)

(গীত)

সাহানা—খেম্‌টা।

যতনে কিন্‌ব যতন, মনের আগুন কিন্‌ব কেন?
এ কি হয়, এত কি সয়, ফুলের মতন প্রাণটি যেন!
ফুটেছে সকাল বেলা, রাঙ্গা আভা ক'চ্চে খেলা,
শুকাবে সাধের নীহার,
না জানি কার সোহাগ হেন।

ওই যা, বাবাজী চ'লে গেছে! এক এক দিন হাত-তালির ধুম দেখে কে! আজ বুঝি গান ভাল লাগে নি? কে জানে—কখন কোন্ মেজাজে থাকেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:•০•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন-কুঞ্জ

সাহানা ও জম্বুভয়।

সাহানা। তুমি এই চিঠির জবাব নিয়ে এস, তুমি যা ব'লবে, তা শুনব।

জম্বু। জবাব তো এখনি নিয়ে আস্‌ছি, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে তো?

সাহানা। শুধু জবাব আন্‌লে হবে না, কোন রকমে আমার সঙ্গে দেখা করাতে হবে।

জম্বু। হ্যাঁ, এ ত বড্‌ডই কথা। আমার মামাত ভগ্নী, আমি আর দেখা করাতে পার্‌ব না?

সাহানা। আচ্ছা, তবে যাও।

জম্বু। দেখো, চরণে ঠেল্‌বে না তো?

সাহানা। রাধাকৃষ্ণ!

[জম্বুর প্রস্থান।

(মহীন্দ্রের প্রবেশ)

মহীন্দ্র। তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ ক'র্‌বে, তা জানি না।

সাহানা। কেন, আমার কথা শোন; তোমার মকদ্দমার কি হ'লো?

মহীন্দ্র। সে কথা আর কেন ভাই, এখন তোমার কাছে এসেছি, দু'দণ্ড জুড়াই।

সাহানা। তোমার ভ্রম, আমি দিবানিশি জ্ব'ল্‌ছি, আমার কাছে তুমি জুড়াবে কেমন ক'রে?

মহীন্দ্র। বুঝেছি হে, তাই তোমার আর কাকেও ভাল লাগে না। সে তো খুব জয়েক্‌, তার ছবি তোলার খুব গুণ আছে দেখ্‌ছি।

সাহানা। তোমায় যা ব'ল্‌বার জন্য ডেকেছি, তা শোন। আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, দেনা কেন হবে? আমার গহনার জন্য তোমার পোদ্দারের দেনা, বাড়ীর জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা, নন্দন-কাননের মত বাগানখানি আমাকে দিয়েছিলে, ইহার দামে তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়। কিন্তু আমি তোমার কি ক'রেছি, কখন মুখে ব'লেছি, ভালবাসি। আমার মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত নয়। তুমি অতি সরল, তবুও আমায় চাও; আমি আমার নই, তোমার হব কি?

মহীন্দ্র। তুমি কি উপদেশ দেবার জন্য আমাকে ডেকেছিলে? অনেক উপদেশ পেয়েছিলেম, তবুও সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। তুমি উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি জান না, আমি এই দণ্ডে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যদি মৃত্যুকালে জান্‌তে পারি, তুমি একদিন আমাকে ভালবেসেছ।

সাহানা। আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ, আর কেন, আমায় ভোল। না ভুল্লেও আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

মহীন্দ্র। তুমি কি এই বজ্রাঘাত ক'র্‌বার জন্য আমাকে ডেকেছিলে?

সাহানা। আমি যদি ভালবাস্‌তে পাত্তেম, তুমি যথার্থই ভালবাসার পাত্র। আমি অভাগিনী, আমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে কি না, জানি না, কি ক'চ্চি, তা জানি না; কিন্তু স্থির জেন, যে পথে এতদিন চ'লে এসেছি, সে পথে আর চ'ল্‌ব না। তোমার দেনার জন্য আর লুকিয়ে থাক্‌বার আবশ্যক নাই; তুমি কারও কাছে ঋণী নও; আমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ ক'রেছি, এই তোমার পাওনাদারদের রসিদ নাও।

মহীন্দ্র। তুমি কি পাগল, না আমায় নিয়ে আর কি খেলা খেল্‌ছ?

সাহানা। আমি পাগল কি না, জানিনা, খেল্‌ছি কি না জানি না, কেবল এই জানি যে, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

মহীন্দ্র। ভাল, তোমার এ প্রবৃত্তি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি ব'ল্‌তে পার?

সাহানা। আমি আপনার রূপের গৌরবে মনে ক'রেছিলেম, এই পথেই স্বর্গ,—আমি জান্‌তেম না, যাহারা রূপের পূজা করে, তাদের চক্ষে আমি ঘৃণ্য।

মহীন্দ্র। আমার চক্ষে?

সাহানা। শুন, তুমি আর ও সব কথা আমাকে ব'লো না, আর আমায় অপরাধী ক'রো না; কিন্তু তোমায় এইমাত্র ব'ল্‌ছি যে, যার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হবো, তাকেও আমি চাইনা।

মহীন্দ্র। তবে কি চাও?

সাহানা। তোমায় ত ব'ল্লেম, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি—কি চাই, জানি না।

মহীন্দ্র। তুমি কি পটোর প্রেমে এত প'ড়্‌লে?

সাহানা। মন হাত-ধরা নয়, তা ত তুমি জান, তুমি সদাশয়, তুমি যদি বেশ্যাকে ভালবাস, আমি দেবতাকে ভালবাস্‌ব না কেন?

মহীন্দ্র। সে দেবতা—না! তার দৌরাত্ম্যে রাত্রে বাজারে বেশ্যা থাক্‌বার যো নাই।

সাহানা। সে বেশ্যা নিয়ে যায় সত্য, কিন্তু নিয়ে কি করে, তা জান?

মহীন্দ্র। আমি তো আর প্রদীপ জেলে দাঁড়াই না, দুধ কিন্‌তে কেউ শুঁড়িকে ডাকে?

সাহানা। ডাকে, তুমিই জান না।

মহীন্দ্র। বটে, এত?

সাহানা। তোমায় যা ব'ল্‌বার ব'লেছি।

(কয়েকজন যুবকের প্রবেশ)

১ম যুবা। বিবি সাহেব, কেমন নজর এনেছি—দেখ দেখি?

মহীন্দ্র। দেখি দেখি, এ চমৎকার ছবি! (সাহানার প্রতি) দেখ, কেমন ছবি!

সাহানা। এ ছবি যখন তয়ের হয়, তখন আমি জানি।

মহীন্দ্র। এ ছবি এঁকেছে কে?

সাহানা। তুমি কি মনে কর, দেবতা ভিন্ন এ ছবি কেউ তুল্‌তে পারে?

মহীন্দ্র। তবে কি তোমারই প'টোর এই কাজ?

সাহানা। ছবিখানা ভাল ক'রে দেখ, দেবতার কাজ কিনা বোঝ।

২য় যুবা। না বাবা, এতে ধূপ-ধুনোর গন্ধ পেলেম না, মাপ কর। এতে এক ব্যাটা পাহাড়ের উপর গে আকাশ-পানে চেয়ে ব'সে আছে।

৩য় যুবা। দেখি, যথার্থই এ দেব-চিত্রিত!

২য় যুবা। ইস্, তোমারও যে ভাব লাগ্‌ল হে!

৩য় যুবা। তুমি অন্ধ, কি বুঝ্‌বে? এ একজন কবি,—আপনার হৃদয়-প্রতিমার অনুসন্ধান ক'চ্চে।

২য় যুবা। বা! তোমার তো বিদ্যা ভারি হে! হৃদয়-প্রতিমা হৃদয়ে থাক্‌তে বনে গিয়ে অনুসন্ধান ক'চ্চে! ও কে এক ব্যাটা শীকারী, বনে বাঘ মার্‌তে গিয়েছে।

সাহানা। হৃদয়ের প্রতিমা হৃদয়ে থাকে বটে, কিন্তু যোগী সেই প্রতিমা যুগে যুগে ধ্যান করে।

২য় যুবা। বাবা, বুড়' বয়সে পীরিতে প'ড়্‌লে?

সাহানা। সেটা দোষ না গুণ?

২য় যুবা। সাবাস ছেলে বটে!

৩য় যুবা। কে হে?

১ম যুবা। ওঁর পীরিতের প'টো।

৩য় যুবা। কে সে?

২য় যুবা। কে বাবা তার ঠিকুজি কুষ্ঠী জানে! বছর দুই হ'লো, বেটা এসে মস্ত একখানা বাড়ী নিলে; লোকজন, গাড়ীঘোড়া, ধুমধাম; কারু সঙ্গে আলাপ করা নেই, পেঁচা ধাতের লোক বাবা—দিনের বেলা বেরোন না।

৩য় যুবা। দিনে কি করে?

২য় যুবা। যম জানে বাবা! তবু বেতর লোক আনাগোনা ক'চ্চে; কেউ বেশ্যার দালাল, কেউ একটা ভাল ফুল এনেছেন, কেউ একখানা হাড় এনেছেন। শুন্‌তে পাই, বেটা মুটো মুটো টাকা ছড়াচ্ছে। বিবিসাহেব পিরীত-ফিরীত রাখে না; কিছু আদায় ক'ল্লে? বেটার অঢেল টাকা, বাবা! মজায় আছে। কথা ক'চ্ছ না যে, কিছু আদায় ক'ল্লে?

সাহানা। অমূল্য রত্ন।

২য় যুবা। কি রত্নটা শুনি?

সাহানা। কি রত্ন, তা বুঝ্‌তে পা'র্‌বে না, কিন্তু সে রত্ন কাছে থাক্‌লে, অন্য কোন রত্নের আবশ্যক হয় না।

২য় যুবা। বেটার জিত আছে, বাবা!

সাহানা। দেখ, তোমাদের আমি ও জন্য ডাকি নি, আমি আজ তোমাদের নিকট বিদায় নিতে ডেকেছি।

২য় যুবা। যোগিনী হবে, প্রেমে নাকি?

সাহানা। হ'তেও পারি, ব'ল্‌তে পারি না।

১ম যুবা। বা! বা! ঢের রকম ফেরালে, বাবা!

সাহানা। তোমায় ডেকেছি কেন, জান?

২য় যুবা। কেমন ক'রে জান্‌ব? গুণ্‌তে পারি নি তো।

সাহানা। আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে।

২য় যুবা। কি কথা?

সাহানা। এই হীরাখানি তুমি নাও। তুমি তোমার স্ত্রীর গহনা বেচে আমার সহিত আলাপ ক'রেছিলে, এই হীরাখানি বেচে তোমার স্ত্রীকে সেই সকল গহনা কিনে দিও।

(জম্বুভয়ের প্রবেশ)

জম্বু। বাবা, আমি কি কম ছেলে? এই তোমার পত্রের জবাব নাও; এখন দয়া ক'র্‌বে তো? তোমার কাজ তো ক'রে দিলেম, এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার উপায়?

সাহানা। নাই বা বাঁচ্‌লে।

জম্বু। বটে, বটে, আজ এই কথা! মনে করে দেখ, আমা হ'তে কাকে না পেয়েছ?

সাহানা। তোমাকে যদি ভালবাসি, তুমি কি ভাল-বাস্‌বে?

জম্বু। বাবা, আজ না বাস, কাল বাস্‌বে। মেয়েমানুষ ভোলাতে জানে কে?

সাহানা। তুমি তবে ভালবাস্‌বে না? আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না। এই আমি মান ক'রে ব'স্‌লেম।

জম্বু। না বাবা, মান ক'রো না, তা হ'লে প্রাণে বাঁচ্‌ব না।

৩য় যুবা। সে কি হে, তুমি এমন রসিক, মান ভাঙ্‌তে পার না?

জম্বু। কি করে ভাঙ্‌ব বল দেখি?

৩য় যুবা। মান ভাঙা আর কি! রসিকতা ক'রে একটা হাসিয়ে দাও না।

জম্বু। সুন্দরি! একবার ফিরে চাও, দেখ—চেহারা মন্দ নয়, এখন শেতলার অনুগ্রহতে যা বল।

৩য় যুবা। ও হে, তুমি একটা গান গাও, তা হ'লে মান ভাঙ্‌বে।

(গীত)

পিলু—খেম্‌টা।

জম্বু। প্রাণ তোমারে মানা করি অন্তর্টিপ্‌নি ঝেড় না,
হৃদ্‌-মাচাতে দোলে কদু, মই বেয়ে গে পেড় না।
আড় নয়নে জুলুম ভারি, হেন না প্রাণে কাটারি,
বিষম তোমার ছাঁদন দড়ি, একশবারি নেড়ো না।

কই ভাই, কথা তো কইলে না?

৩য় যুবা। তুমি ভাই ঠাট্টা মনে ক'র্‌বে, তা না হ'লে একটা উপায় ব'লে দিতেম, কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।

জম্বু। না, ঠাট্টা মনে ক'র্‌বো না, ব'লে দাও।

৩য় যুবা। তুমি খানিক কালি মুখে মাখ, আর এই নলটায় তোমার লেজ ক'রে দিই।

জম্বু। হাঁ, ঠাট্টা ক'চ্চ!—

৩য় যুবা। তোমায় তো আগেই ব'লেছি, তুমি ঠাট্টা মনে ক'র্‌বে; তোমার যা খুসি কর, আমরা চ'ল্লেম।

জম্বু। না ভাই, রাগ ক'র্‌ব কেন, যা ক'র্‌তে হবে বল।

৩য় যুবা। (জম্বুর মুখে সিন্দুর ও কালি এবং নলে লেজ করিয়া দিয়া) আর তোমার 'মাচুর মাথায়' গীতটী গাও।

সিন্ধু—আড়া-খেম্‌টা।

জম্বু। মাচুর মাথায় মন কেড়ে নেয়
দোল দিয়ে সই আমড়া-ডালে;
নেশার ঝোঁকে এঁকে বেঁকে
ফির্‌ত বঁধু চালে চালে।
কাঁধে কদু লুটত মধু,
হানা দিত সাঁজ সকালে;
আড় নয়নে হাড় ভেঙ্গে দে,
যাড় গুঁজে গে উল্টো খালে।

কই ভাই, কথা তো কইলে না?

মহীন্দ্র। তবে একটা তুক ব'লে দিই শোন।

জম্বু। কি বল দেখি?

মহীন্দ্র। আমি একটা মন্ত্র জানি; একটা কেলে হাঁড়ি পড়ে দিচ্চি, আমি তোমার চোক বেঁধে দিই; যদি তিন

বারের ভিতর হাঁড়িটা ভাঙ্গতে পার, হাঁড়িও ভাঙ্গা, মানও ভাঙ্গা।

জম্বু। এ যে ফ্যাচাং ভারি হে।

২য় যুবা। ফ্যাচাং আর কি, ফট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আর কি!

(সকলে জম্বুর চক্ষু বন্ধন করণ ও জম্বুর হাঁড়ি ভাঙ্গিতে যাওয়া এবং সকলে মস্তকে থাবড়া মারণ)

জম্বু। ও বাবা রে, শালারা খুনে, আমাকে খুন ক'ল্লে!

[প্রস্থান।

সাহানা। ওকে তাড়ালে, ওর সঙ্গে আমার দরকার ছিল যে?

২য় যুবা। বলিহারি যাই! আজ কাল রকম রকম জিনিষে তোমার দরকার; ও ডায়মনকাটা জিনিষে কি দরকার, চাঁদ?

সাহানা। তোমরা একটু ব'সো। (মহীন্দ্রের প্রতি) এ দিকে এস, একটা কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় যুবা। এইবার বেটী নাকাল হবে।

৩য় যুবা। তুমি হীরেখানা ফেলে রাখ্‌লে যে?

২য় যুবা। তুমিও যেমন, ওর ভুজকুনিতে ভোল, বেটী একখানা মুড়ী দিয়ে কি দাঁও ক'চ্চে।

৩য় যুবা। না, তুমি বুঝ্‌তে পার নি, ওর যথার্থই মনের ভাব ব'দ্‌লেছে। তুমি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে থাম্‌লে—লোকটা কি তর বল দেখি?

২য় যুবা। কি তর ভাই জানি না; একদিন দেখে-ছিলাম, বেশ সুশ্রী বটে, আর যে কত টাকা—তাও ব'ল্‌তে পারি না। সে দিন একটা শুট্‌কো গোলাপ-ফুল একশ টাকা দিয়ে কিন্‌লে; আর যে যা চায়, তারে তাই দেয়। তুমি এক কড়া কড়ি নিয়ে যাও, তোমায় দশটা টাকা দিয়ে দেবে। শুনেছি, এ বেটীর কথায় মাগের মুখ দেখে না; কিন্তু ইনি আবার বলেন, 'আমার সঙ্গে কোন সুবাদ নাই।' আমাদের ন্যাকা পেয়েছেন কি না, দিন-রাত্রি একত্র থাকেন, আর সুবাদ নাই।

৩য় যুবা। আমি এ কথা বিশ্বাস করি।

২য় যুবা। কিসে?

৩য় যুবা। তোমার কথার দ্বারা বোধ হ'চ্চে, সে ব্যক্তির কিছুরই দরকার নেই।

২য় যুবা। দরকার নেই তো ওর কথায় মাগের মুখ দেখে না কেন?

৩য় যুবা। সে ব্যক্তি মহাত্মা, তার সন্দেহ নাই; "তা কেন"—আমরা বুঝ্‌তে পার্‌বো না।

১ম যুবা। ভাল, সে কি করে?

২য় যুবা। ছবি আঁকে; আজকাল বাজারে তারই ছবি চ'ল্‌চে।

১ম যুবা। বটে! কতকগুলো ছবির কাগজে তো সুখ্যাতি দেখ্‌তে পাই, সে কি তার আঁকা না কি?

২য় যুবা। তা হবে, সকলেই তো সুখ্যাতি করে।

(মহীন্দ্র ও সাহানার প্রবেশ)

মহীন্দ্র। তুমি যদি এ কথা প্রমাণ ক'ত্তে পার, তা হ'লে তুমি যা ব'ল্‌বে, তা শুনব।

সাহানা। তুমি আমার সঙ্গে যেও, তুমি আপনি দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, সে মস্ত লোক।

মহীন্দ্র। তুমি আপনি কি তার বাড়ীতে যাতায়াত কর, না তোমায় নিতে আসে?

সাহানা। আমার যখন ইচ্ছা তখন যাই, তিনি বাড়ীতে না থাক্‌লেও যাই।

মহীন্দ্র। দেখ, তোমার কথা এখনও অবিশ্বাস হ'চ্চে, মনুষ্যের এত ধৈর্য্য, তা আমি জানি না।

সাহানা। আমি তো মনুষ্য বলি নি, তিনি দেবতা।

মহীন্দ্র। যদি সত্য হয়, দেবতাই বটে। আমি সর্ব্ব-স্বান্ত হ'য়েছি, কিন্তু আজ তোমার নিকট যে উপদেশ পেলেম, তা কখন ভুল্‌ব না; আজ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমরা পশু, আমরা মনুষ্য নই।

সাহানা। এই তোমার বাগান তোমারই রইল, আর দিন দুই চারি আমি অধিকার ক'র্‌বো। তার ভাড়া, এই চক্ষের জল। সতীশ বাবুকে ব'লো যে, তাঁর বাগান-খানিও আমি আর দুই চারি দিন অধিকার ক'র্‌বো। এই দু'খানি বাগানের ভিতর কোন্‌খানি দরকার হবে তা জানি নি; চারি দিন বাদে তোমাদের জিনিষ তোমা-দেরই দেব। সতীশ-বাবুকেও এই চ'খের জলের কথা

ব'লো। ব'লো—সাহা আজ কেঁদেছে। এ কান্না কাঁদ্‌তে হবে, হাসিমুখে আসি দে'খে বুঝি নি। হায়! এ কান্না কি আর কেউ কেঁদেছে? (সকলের প্রতি) তোমাদের কাছে আজ বিদায় হ'লেম, আমার অন্য কাজ আছে, আমি চ'ল্লেম। (স্বগত) আহা! 'শুকাবে সাধের নীহার!'

২য় যুবা। বুঝেছি, পিরীতের তুফান উঠেছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

নীহার ও সাহানা।

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নীহার।— জানি নে কেন যে ভালবাসি;
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী।
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা-সাগরে ভাসি।

আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চেয়েছিলেন কেন?

সাহানা। আপনার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী, আমায় ক্ষমা করুন।

নীহার। জগদীশ্বর ক্ষমা করুন।

সাহানা। আপনি ক্ষমা ক'র্‌বেন না?

নীহার। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, তোমার অপরাধ কি?

সাহানা। আপনার স্বামীর অপরাধ নাই, আমিই অপরাধী।

নীহার। আমার স্বামীর অপরাধ নাই, আমি জানি; তিনি ত আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমাকে ব'লেছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন না।

সাহানা। তার কারণ আমি; আমি আপনার স্বামীকে কৌশলে সত্যে বদ্ধ করি।

নীহার। কথা শুনতে সাধ হয় বটে; তোমার রূপ ভিন্ন কি অপর কৌশল ছিল? তাঁরে আমি যেরূপ জানি, তাঁর নিকটে কি কৌশল চলে?

সাহানা। কৌশল চলে না সত্য, কিন্তু তিনি রূপেরও বশীভূত নন।

নীহার। তবে তোমার বশীভূত হ'লেন কেমন ক'রে?

সাহানা। কেন বদ্ধ হ'লেন, তা আমি জানি না। তিনি আমায় ছবি তুল্‌তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ছবি দেখ্‌লেম, মনে বিষ হ'লো, আপনার সঙ্গে বিবাহও হবে শুন্‌লেম—

নীহার। চুপ ক'ল্লে কেন?

সাহানা। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে, তাই ব'ল্‌তে পাচ্ছি না।

নীহার। তুমি কাঁদ্‌চ কেন?

সাহানা। আমার কান্নাই দেখুন; হৃদয় দেখাতে পার্‌ব না। আমি পিপাসী, আপনিও পিপাসী,—সে সুধা কার প্রাণে না চায়?—কিন্তু আক্ষেপ, আপনিও পেলেম না, তোমায়ও বঞ্চিত ক'ল্লেম।

নীহার। আমার জন্য আক্ষেপ কেন?

সাহানা। আমার পিপাসা এ জীবনে মিট্‌বে না; কিন্তু অন্যকে দেখে যে সুখী হব, সে পথও রোধ ক'রেছি।

নীহার। আমার নিকট এসেছ কেন?

সাহানা। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, যদি তোমার হারা-নিধি তোমাকে দিতে পারি।

নীহার। আমায় ক্ষমা কর, তুমি আপনিই আপনার পরিচয় দিলে—তোমার কথা প্রতারণা নয়, আমার ধারণা হবে—কেমন ক'রে জান্‌লে?

সাহানা। আপনি আপনার স্বামীকে চেনেন; অবশ্যই জানেন, তিনি দেবতুল্য। নিত্য তাঁর দর্শনে মনের মালিন্য দূর হবে, এ কথা অনায়াসে অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বেন। এই নিমিত্ত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে সাহস ক'ল্লেম।

নীহার। তুমিও যদি আমার স্বামীকে চেন, তা হ'লে অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য লঙ্ঘন ক'র্‌বেন না; তবে তোমার এ আকিঞ্চন কেন?

সাহানা। তিনি সত্য লঙ্ঘন ক'র্‌বেন না জানি, কিন্তু আমি যদি তাঁকে সে সত্য হ'তে মুক্ত করি?

নীহার। তিনি তাতেও সম্মত হ'বেন না, তা কি তুমি জান না?

সাহানা। অপর উপায় আছে।

নীহার। কি?

সাহানা। আপনার স্বামীর জীবনে কি উদ্দেশ্য জানেন?

নীহার। না।

সাহানা। আমি এতদিন জান্‌তেম না, সম্প্রতি জেনেছি; তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নীহার। আবার বলি, ক্ষমা কর; তাঁর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তোমার লভ্য হ'লো।

সাহানা। আপনি প্রত্যয় করুন—দিন দিন তাঁর উপদেশে তার উপযুক্ত হব, এই আশায় আমি যা ছিলাম—যা ব'লে পরিচয় দিলাম, এখন তা নাই। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি পিপাসী, পিপাসায় জলদের নিকট পর্য্যন্ত উঠ্‌ব মনে ক'রেছিলেম; কিছু উঠেই দেখ্‌তে পেলেম, এ জীবনে তাঁর নিকটে যেতে পারবো না।

নীহার। ভাল, তাঁর উদ্দেশ্য কি বল?

সাহানা। তিনি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুন্দরের পিপাসা তাঁর মেটে নাই। তাঁর অসীম কল্পনা-প্রসূত ছবিগুলি জগৎকে সৌন্দর্য্য-রসে আন্দোলিত ক'রেছে বটে, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে নাই; তিনি দিবা-রাত্র একটী উলঙ্গ নর-নারীর মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে চিন্তা করেন; কিন্তু তাদের মুখমাধুরী কিরূপ চিত্রিত ক'র্‌বেন, স্থির ক'র্‌তে পারেন না। নানা রূপ চিত্রিত ক'রেছেন—জগৎ মোহিত—কিন্তু তিনি তৃপ্ত হন নি; সে আদর্শ যদি কেহ দেয়, তিনি তারে সকলই দিতে প্রস্তুত।

নীহার। এ কথার অর্থ কি?

সাহানা। আমি সেই আদর্শ দেব; তার পর তাঁর পদে যাচ্ঞা ক'র্‌বো, এ জীবনে আর দ্বিতীয় যাচ্ঞা ক'র্‌বো না,—অভাগিনীর নিকট তিনি দান নেন।

নীহার। ভাল, কি দান দেবে?

সাহানা। তোমাকে দিব।

নীহার। আমি কি তোমার?

সাহানা। ভগিনি, আমার হও, আমিও নারী; আমি অনেক যন্ত্রণায় এ কথা ব'লেছি।

নীহার। ভাল, আমি তোমারই হ'লেম; আর একটী কথা, সে আদর্শ তুমি কোথায় পাবে?

সাহানা। আমি অনেক কেঁদে পেয়েছি।

নীহার। আমি তো কাঁদি, পাই নি।

সাহানা। তোমার প্রাণ পোড়ে নি, আশা ভস্ম হয় নি; তোমার কান্নায় আমার কান্নায় প্রভেদ আছে। সহজ প্রভেদ বোঝ, তুমি অভিমান করে আছ, আর আমি উপযাচিকা।

নীহার। কেঁদে পেয়েছ?

সাহানা। পেয়েছি; আমি তাঁরে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভালবাসতেন, তা হ'লে তাঁর হাত ধ'রে, আমার ব'লে প্রথম যে দিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের মুখের ভাব দে'খে, তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হ'ত।

নীহার। সে আশা তোমার যদি বিফল হয়, তা হ'লে সে আদর্শ পাবে কোথা?

সাহানা। সেই অর্দ্ধেক আদর্শ কিন্‌তে আমি এখানে এসেছি। যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে বারি দান করার মাহাত্ম্য থাকে, সেই মাহাত্ম্য দিয়ে তোমায় কিন্‌তে চাচ্চি, তুমি আমার হও।

নীহার। ভগ্নি, আমি তোমার; কিন্তু পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর,—তুমিও নারী, অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পারবে না।

সাহানা। তুমি পতিব্রতা,—এক অভিমান-ত্যাগে যদি শত অভিমানের মান থাকে, ভগ্নি, নারী হ'য়ে কি পায়ে ঠেলা উচিত? অত স্পর্দ্ধা নারীর সাজে না।

নীহার। তুমি আমার যথার্থই ভগিনী। দেখ্‌লেম, সত্যই সাজে না।

সাহানা। সাজ্‌বে না, আমি প্রথম গান শুনেই বুঝতে পেরেছি। যখন ভগ্নী ব'ল্লে, আবার একবার সে গানটি গাও, গানটি যেন চ'ক্ষের জলে মালা গাঁথা।

নীহার। চ'ক্ষের জলেই তো গেঁথেছি।

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি নে কেন যে ভালবাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী।
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা-সাগরে ভাসি।

সাহানা। বাসনা-সাগরই বটে। হায়! আমি কুল পাব

না? এখন চ'ল্লেম, কাল আবার এমনি সময় আসব, কথা আছে।

[সাহানার প্রস্থান।

(কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। ভাই, আমার স্বামী সব জেনেছেন।

নীহার। আমিও সব জান্‌তে পেরেছি।

১মা স্ত্রী। তোমায় কে ব'ল্লে?

নীহার। তোমার স্বামীকে যে ব'লেছে।

১মা স্ত্রী। তুমি সেই খান্‌কীর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলে না কি?

নীহার। ভাই, তুমি খান্‌কী বল' না—এখন সে পবিত্রা।

১মা স্ত্রী। তুমি কখন' এ কথা বিশ্বাস কর—কয়লা কখন হীরে হয়?

নীহার। ভাই, মন কয়লা নয়, হীরে; তবে কখন' কখন' ময়লা লেগে থাকে।

২য়া স্ত্রী। কিন্তু ভাই, তোমার মন পাষাণ।

১মা স্ত্রী। কেন? তোমার স্বামী কি সত্য চিঠি লিখেছেন—"তোমায় বিয়ে ক'রব, কিন্তু মুখ দেখ্‌বো না,"—কি ব'লে লিখলে?

নীহার। আমার প্রতি কথা স্মরণ আছে—

"তোমায় আমি ভালবাসি কি না, জানি না। তোমায় বিবাহ ক'র্‌তে পিতৃ-ঋণে বাধ্য, বিবাহ ক'র্‌বো, কিন্তু বিবাহের পর সাক্ষাৎ হবে না। সম্মত কি অসম্মত, পত্রের উত্তর লিখো।"

১মা স্ত্রী। তুমি তার কি উত্তর দিলে?

নীহার। আমি উত্তর দিলেম, 'আমিও পিতৃ ঋণে বাধ্য।'

১মা স্ত্রী। তার পর?

নীহার। তার পর আর কি, বে হ'লো।

২য়া স্ত্রী। ফুরিয়ে গেল!

নীহার। ফুরিয়ে গেল বৈ কি।

১মা স্ত্রী। ধন্যি ভাই, তোমাদের দু'জনের প্রাণ!

৩য়া স্ত্রী। তুমি কি ভাব্‌ছ?

নীহার। ভাবছি ঢের, এখন কি ক'র্‌তে হবে?

২য়া স্ত্রী। যা ইচ্ছে তাই।

১মা স্ত্রী। তবে জলে ডুবে মর।

নীহার। দেখ্‌ ভাই, যেন জলের ঢেউয়ে প্রাণ ঢেউয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

১মা স্ত্রী। দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌!—

২য়া স্ত্রী। মরি মরি মরি!

নীহার।— (গীত)

যোগিয়া—খেম্‌টা।

জলে হিল্লোলে প্রাণ ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত চলে!
শুন সই, গুন্‌গুননি,—
কাণ পেতে শোন কে কি বলে।
দেখ না হাস্‌ছে কমল, আপনি বিহ্বল,
সোহাগে সই আপনি টলে!—
না জানি কার পানে চায়,
ভাসায়ে কায় বিমল-জলে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্রশালা

সাহানা ও হেমন্ত।

সাহানা। আমার আর সাজ্‌বার সাধ নাই।

হেমন্ত। এই সাজে আঁকি দেখ, দেখেই বুঝ্‌তে পারবে, আরও সাজা বাকী আছে কি না।

সাহানা। সাজা বাকী আছে—তা জানি, কিন্তু সে সাজা আর আমার দেখ্‌বার সাধ নাই। তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক জিনিষ দেখ্‌লেম। আমার দেখ্‌বার আর কিছু বাকী নাই। কিন্তু যে দিন তোমায় সুখী দেখ্‌বো, সেই দিন আমার জীবন সফল জ্ঞান ক'র্‌বো।

হেমন্ত। আমায় কিসে অসুখী দেখ্‌লে?

সাহানা। তুমি আর আমার কাছে আত্ম-গোপন ক'র্‌তে পার না। বিধাতা নারীকে পরাধীনা করেছেন, কিন্তু কার অধীন জান্‌বারও ক্ষমতা দিয়েছেন।

হেমন্ত। তুমি কি আমার অধীন?

সাহানা। অধীন যদি না হ'তেম, তোমার মনের কথা টের পেতেম না।

হেমন্ত। আমি জান্‌তেম, আমিই বড় পাগল, তা নয়; তুমি আমার চেয়ে পাগল।

সাহানা। যথার্থ ব'লেছ, তোমার পাগ্‌লামীর সঙ্গে অনুতাপ নাই, আমার পাগ্‌লামীতে অনুতাপ আছে।

হেমন্ত। অনুতাপ ক'রো না, তা হ'লে পাগল হ'তে পারবে না।

সাহানা। তুমি বারণ ক'চ্ছ, অনুতাপ ক'রবো না; কিন্তু তুমি যে স্ত্রীর মুখ দেখ না, তোমার অনুতাপ হয় না?

হেমন্ত। না।

সাহানা। তুমি বড় কঠিন।

হেমন্ত। এ গাল তো দু' বছর দিচ্ছ, কিছু নূতন গাল দাও।

সাহানা। তোমার পূজাও নাই, গাল'ও নাই; অন্ততঃ আমি তো খুঁজে পাই না।

হেমন্ত। খুঁজে পাও না, কি? গাল খোঁজ, না পূজা খোঁজ?

সাহানা। দেখ, তোমার কাছে আস্‌তে ভালবাসি, কিন্তু এসে জ্ব'লে মরি।

হেমন্ত। তুমি বার বার এই কথা বল; কেন, আমি কি তোমায় অযত্ন করি?

সাহানা। তুমি কিছুই অযত্ন কর না; কিন্তু তুমি আমায় মনুষ্যের মধ্যেই মনে কর না!

হেমন্ত। তোমায় বেশ মেয়েমানুষ মনে করি। মনে ক'রে দেখ দেখি, তোমার জন্য কি না ক'রেছি?

সাহানা। দর্প রাখ, আমি সামান্য মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু তুমি যা চাও, আমি তা দিতে পারি।

হেমন্ত। তবে ত ভাল!

সাহানা। এখনও তাচ্ছিল্য?

হেমন্ত। তাচ্ছিল্য করি না, কিন্তু যদি করি—তা হ'লে কি?

সাহানা। তোমার জীবনের চির-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

হেমন্ত। পাগলের উদ্দেশ্য আছে, তুমি জান?

সাহানা। তুমি আমায় হীন বিবেচনা ক'রে ঘৃণা কর।

হেমন্ত। আমি তোমায় কখন' হীন বিবেচনা করি নাই, আমার সমতুল্যই জানি। তবে তুমি আপনাকে চেন না, আমি আপনাকে চিনি; এখন যদি চিনে থাক তো ব'লতে পারি না। ভাল, বল দেখি, আমি কি চাই? তুমি আমায় কি দিতে পার?

সাহানা। তুমি ছ'বি লিখে সকলের প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু আপনার প্রশংসা পাও নাই। তুমি এম্‌নি একটী আদর্শ চাও, যাতে আত্ম-প্রশংসা পাও।

হেমন্ত। তুমি না ব'ল্লে, আমি যা চাই, তা আমায় দিতে পার?

সাহানা। পারি। আমি তোমায় সে আদর্শ দেব, কিন্তু দাম নেব।

হেমন্ত। দাম কি চাও? যদি একবার সে আদর্শ দেখ্‌তে পাই, আর তখনি যদি আমার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

সাহানা। আমার দাম এই, আমি যা তোমাকে দেব, তুমি আদর করে নেবে। চুপ ক'রে রইলে যে?

হেমন্ত। তুমি কি দেবে, তাই ভাব্‌ছি।

সাহানা। ভাব্‌ছ কি? আমি হাতে ক'রে মন্দ জিনিষ দেব না।

হেমন্ত। নেব স্বীকার পেলেম; কিন্তু দাম দেব, এই প্রথম তোমার কাছে স্বীকার ক'ল্লেম। আমি আদর্শ কত দিনে পাব?

(গীত)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখা দিয়ে দেখা দাও না,—
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না!
বিভোরে আঁখি ভ'রে, দেখি রে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে—নাও না!

সাহানা। আজ আমি পরম সন্তুষ্ট হ'লেম।

হেমন্ত। কিসে?

সাহানা। তোমায় ব্যাকুল দেখ্‌লেম।

হেমন্ত। আর কি কখন' ব্যাকুল হই নাই? তোমার পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছি!

সাহানা। তোমার পায়ে ধরাও যা, গলায় ধরাও তা, তাতে তোমার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না।

হেমন্ত। তবে তুমি আশা দিয়ে আমাকে নৈরাশ ক'র্‌বে না কি ?

সাহানা। যদি শোধ দিতে হয়, উচিত বটে ; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, তোমার মতন কঠিন প্রাণ নয়। তুমি কখন' পাথর খুঁদে পুতুল তৈয়ারি ক'র্ত্তে ?

হেমন্ত। না, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কেন ?

সাহানা। বছর পাঁচ ছয় হ'লো, আমায় একবার নিয়ে গিয়েছিল। তুমি চিত্রকর, সে খুঁদে পুতুল তৈয়ারি করে। তারও তোমার মত সকল, কিন্তু তোমার মত অত ধন নাই।

হেমন্ত। সে কোথা থাকে ?

সাহানা। আমি একদিন গিয়েছিলেম, অত মনে নাই।

হেমন্ত। তুমি অনেক দিনের পর একটী মিথ্যা কথা কইলে।

সাহানা। যখন আমি বেশ্যা, তখন ত মিথ্যাকথা কইবই।

হেমন্ত। আজ আমায় ভাবালে।

সাহানা। শুনে সুখী হ'লেম বটে। তুমি যে ছবিখানি নির্জ্জনে ব'সে আঁক, সে ছবিখানি আমায় দেখাও।

হেমন্ত। কি ছবি ?

সাহানা। আর আমায় ভোলাচ্ছ কেন ? আচ্ছা, না দেখাও আমি ব'ল্‌চি। একটী পুরুষ মানুষ আর একটী স্ত্রীলোক ; দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই ছবি নিয়ে নির্জ্জনে কি ভাব, তাও জানি। তাদের মুখের ভাব তুমি আঁক্‌তে পাচ্চ না। তা পার্‌বে কেমন ক'রে ? আমি আদর্শ না দিলে তুমি আঁক্‌তে পার্‌বে না।

হেমন্ত। দিতে পার যদি, দাও না ?

সাহানা। আমি দিতে পারি, কিন্তু তুমি নিতে পার্‌বে কি না, তা আগে পরখ্ ক'রে দেখি।

হেমন্ত। আচ্ছা, কি পরখ ক'র্‌বে কর।

সাহানা। শুন বলি,—একটী স্ত্রীলোক একজনের জন্য ভেবে ভেবে পাষাণ হ'য়েছিল, সে সত্য কালের কথা। পাষাণ-মূর্ত্তি হ'য়ে কত দিন থাকে ; দৈবে একদিন যা'র জন্য পাষাণ হ'য়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। পাষাণ-প্রতিমা মনে মনে ভাব্‌লে যে,—"হে পরমেশ্বর ! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানুষ হই, তা হ'লে আমি উহার সঙ্গে কথা কই !"—ব'ল্‌তেই মানুষ হ'লো। গল্পের এইটুকু জানি। তুমি এই গল্পটুকু শেষ ক'রে দাও।

হেমন্ত। আমি তো আর তোমার মত নটী নই যে, নাটক লিখ্‌ব। এই গল্প আমি কেমন ক'রে শেষ ক'র্‌বো ?

সাহানা। আমি বেশ্যা হ'য়ে পাষাণে প্রাণ দিলেম, তুমি একটা মানুষে প্রাণ দিতে পাল্লে না ?

হেমন্ত। তিরস্কারটি উপযুক্ত হ'য়েছে।

সাহানা। তোমায় দুই বৎসরের কথা মনে ক'রে দিচ্চি ; আজ বল দেখি, তোমার শুক্‌নো প্রাণ বই আর কি সম্বল ? এই শুক্‌নো প্রাণ নাড়া চাড়া ক'রে পৃথিবী সরা জ্ঞান কর ?

হেমন্ত। কোথা চল্লে ?

সাহানা। তোমার সেই ছবি দেখ্‌তে।

হেমন্ত। না, না, ছবি দেখ্‌তে হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। (গীত)

মাঝ— কাওয়ালী।

হেরিব পাষাণে হাসি,—
সে হাসি কত ভালবাসি !
সরল প্রাণে দাগা দিয়ে, র'য়েছি ছায়া নিয়ে,
উদাসী ছায়ার হাসি, দিবানিশি মন পিয়াসী।

(হেমন্ত ও সাহানার প্রবেশ)

সাহানা। এ গান আমি শুনেছি, যে শিল্পীর কথা ব'ল্‌ছিলাম, সেই এ গীত গাচ্চে। আমার বোধ হ'চ্চে—এই সে শিল্পী।

হেমন্ত। আজ তুমি নূতন রকম কুহক দেখাচ্চ।

হীরা। মহাশয়, আমায় বালক বিবেচনা ক'চ্চেন করুন ; আমার যা কর্ত্তব্য—বলি। আমার জ্ঞানোদয় অবধি পাথরে মূর্ত্তি করি। অনেক রকম ক'রেছি, কিন্তু আমার মনের মতন একটীও হয় নাই। যখন মনের মতন ক'র্‌তে পাল্লেম না, তখন সে কাজ ত্যাগ করাই

উচিত। আমি এ স্থানে আর থাক্‌ব না। আমার বহু যত্নের গঠন কাকে দিয়ে যাব ? শুন্‌লেম, আপনিও একজন মাধুরী-উপাসক, যদি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ ক'রেন, আমি আপনাকেই সেইগুলি দিই।

হেমন্ত। তাতে আপনার লাভ ?

হীরা। ক্ষতি লাভ কখন' গণনা করি না; সুতরাং ব'ল্‌তে পারি না।

হেমন্ত। আমায় দিয়ে যদি সুখী হন, আমি নেব। (জনান্তিকে) আজকে দানের পালা !

হীরা। আগে আপনি দেখুন, আপনার উপযুক্ত কি না ?

হেমন্ত। কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাই ?

হীরা। (কাগজ লেখা ঠিকানা দিয়া) আজ সন্ধ্যার সময় এই ঠিকানায় গেলেই আপনি দেখ্‌তে পাবেন। আহা! এ স্ত্রীলোকটি কে ? আমি আপনাকে কখন' দেখেছি ?

সাহানা। আমি সামান্য বনিতা। আমায় দেখে থাক্‌বেন, তা'র বিচিত্র কি !

হীরা। সন্ধ্যার সময় যাবেন কি ?

হেমন্ত। যাব।

হীরা। যে আজ্ঞে, তবে চ'ল্লেম।

[হীরালালের প্রস্থান।

হেমন্ত। রঙ্গিণি, এ কি রঙ্গ ?

সাহানা। আমি কেমন ক'রে জান্‌ব ?

হেমন্ত। অবশ্যই জান; আমার প্রয়োজন আছে, চ'ল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

(হেমন্তের প্রবেশ)

হেমন্ত। আহা! যতদূর নয়ন যায়, ততদূর কেবল সুন্দর মূর্ত্তি। একটু বিশ্রাম করি, আবার তোমাদের প্রাণভ'রে দেখ্‌ব ! (উপবেশন)

(গীত)

বেহাগ—একতালা।

জাগ' কুসুম জা'গ কি আশে,—
নীলিমায় কেন তারকা ভাসে,
কেন নিশাকর ঢালিছে কিরণ,
তরু-লতা কেন নাচ রে !
বিজনে মাধুরী বিলাইছ কারে,
নীরবে কি র'বে, ভাষ বারে বারে,
কার সোহাগে, কি অনুরাগে,
বনমাঝে সাজিয়াছ রে !

(প্রস্তরমূর্ত্তিরূপে নীহার প্রভৃতির গীত)

লুপ-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ফুল তুলি আয় লো স্বজনি, সাজ্‌ব মনের সাধে;
দেখ্‌ব কেমন প্রেমিক অলি কাঁদে কি না কাঁদে।
কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন প'র্‌বে লতা,—
তুল্‌ব রতন, কুসুম-ভূষণ, ধর্‌ব' রসিকচাঁদে।
ধ'র্‌ব মোহিনী ছবি, সাজ্‌বো আজ বনদেবী,
রাখ্‌ব খোপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে।

হেমন্ত। (চমকিত হইয়া) এ কি, এ স্থানে জনপ্রাণী ত নাই, এ সঙ্গীত কোথা থেকে হ'চ্চে ! পাষাণ-পুত্তলীরা গান ক'চ্চে না কি ? নীরব হ'লো।

(গীত)

পরজ—খেং।

নীহার।—
পাষাণ প্রাণে পাষাণ বল,
করি না করি না মানা ;—
পাষাণ নয়, এ প্রাণে মাখা,
কে পাষাণ, তা গেছে জানা।
জেনে শুনে পাষাণ প্রাণে,
প্রাণ স'পেছি পাষাণে,
যে জানে সে জানে,
কেন পাষাণ করি উপাসনা।

হেমন্ত। (একটী পুত্তলিকার নিকট গমন করিয়া) না, এই স্থানে গান হ'চ্চে। এ কি প্রস্তর-প্রতিমা, না কুহক মাত্র। মরি—মরি, কি মোহিনী প্রতিমা !

সাহানা। (নীহারের হস্ত ধারণ করিয়া) এই আমার দান,—গ্রহণ করুন।

নীহার। নাথ, আমি এত দিন পাষাণ হ'য়েছিলাম, তোমার দর্শনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লো।

হেমন্ত। প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর।

নীহার। যদি সহস্র বৎসর পাষাণ হ'য়ে থাকৃতেম, এই কথাতেই তার শোধ হ'তো।

হেমন্ত। (সাহানার প্রতি) তোমার দান আমি আদর ক'রে নিলাম, কিন্তু তুমি আমায় আদর্শ দিলে না।

সাহানা। আমি তোমার মত মিথ্যাবাদী নই ; তুমি যেমন মিছে ক'রে বল, আমায় ভালবাস ! (সম্মুখে আর্সি ধরিয়া) তোমাদের দু'জনের মুখের ভাব তোমার ছবিতে তুলো।

হেমন্ত। না, না, কেবল আমাদের মুখের ভাব তুলিতে তুল্লে হবে না, এ মুখখানিও চাই। আমার হৃদয়ের যোগি-নীও সেই পুরুষ-প্রকৃতির আরাধনা ক'র্‌বে। তোমায় ভালবাসি ব'লেছি ; আবার বল দেখি, আমি মিথ্যাবাদী !

(গীত)

লুম—খেম্‌টা।

যামিনী মাতোয়ারা, মাতোয়ারা প্রাণ রে ;
মাতোয়ারা চলে, সুধা কাণে কান রে।
কুসুম মাতোয়ারা, মাতোয়ারা তারা,
মাতোয়ারা শশী, মাতোয়ারা তান রে।

যবনিকা

ভোট-মঙ্গল

বা

সজীব পুতুলো নাচ।



(সাময়িক ব্যঙ্গ-নাট্য)

[২২শে আশ্বিন, ১২৮৯ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

"বড়লাট লর্ড রিপনের শাসন-সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রথম স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা (Local Self Government) প্রচলিত হয়। এই সময়ে কমিশনার নির্ব্বাচনে, ভোট লইয়া সহরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়; সেই সময়ে এই ব্যঙ্গ-নাট্যখানি রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'নাচওয়ালার' ভূমিকা অভিনয় করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ঢংয়ে প্রহসনখানি আদ্যোপান্ত পরিচালিত করিতেন।" গিরিশচন্দ্র (২৫১ পৃষ্ঠা)

দৃশ্য—

পুত্‌লোনাচের ঘর

(নাচওয়ালাগণ উপস্থিত, কালুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়ু লাগাতা হাম যাঁহা যাতা,
নাম মেরা কালুয়া,—
হাম অনারারি, নেহি ভাতা পাতা,
খাতা হাম হালুয়া।
যাঁহা তলাও রহেতা, হুঁয়া জরিমানা,
বাগিচা রাখনে মানা,—
ছোটী ছোটী সব নর্দ্দামা থা,
সরাপপিকে গিরনে মুস্কিল হোতা,
শোনেকো জ্যাগা কুচ থোড়ি মিল্‌তা,
ছোটী নর্দ্দামা হাম বুজায় দিয়া,
হোড় চল্‌তা, পায়ের চল্‌তা,
মজেমে গিরতা দল্ দল্‌য়া।

নাচ-ও। তুমি কে গো?

কালুয়া। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার ঝাঁটা হাতে, ঝাঁট দে বেড়াও পথে পথে?

কালুয়া। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মেতর, তোমার ভারি জোর, তুমি চ'লে গেলে পাশ দেয় সকলে—পইস্ পইস্ পইস্?

(ভুলুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

নেহি করেগা মেতরকা কাম লেগা কমিসানি,—
বোলা হাম্‌কো মেরা রূপী জানী।
ভোট আলবৎ লেগা, যো নেহি দেগা,
মেরা গোস্‌সা হোগা;
হাম্ পচাশ রূপেয়া দেতা খাজানা,
সরাপ পিকে কেৎনা জরিমানা;
বহুৎ রোজসে করতা হ্যায়, হাম কাপ্তানী।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

ভুলুয়া। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার নাম ভুলুয়া, তোমার ভাই কালুয়া, তোমার জানী রূপী,—সরকার থেকে পেয়েছ লাল টুপী ? এবার কমিসানি নেবে, না ভোট পেলে ঘরে ময়লা দেবে ?

ভুলুয়া। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার গোস্সা বড়, তোমায় দেখে সবাই জড়সড় ?

ভুলুয়া। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার জানীর সঙ্গে বড় দস্তি, নতের জন্য করে কুস্তি, তার বড় মুস্তি ?

ভুলুয়া। পি—পি—পি।

(মেত্‌রাণীর প্রবেশ)

(গীত)

হামকো নত দেনে হোগা,
নেই্‌ তো ঝুম্‌কা,—
নেই্‌ তো ছোড়ি চলা যাগা ভুম্‌কা।
মালুম হুয়া তেরা বেইমানী,
তোম্‌সে নাহি পিগে হাম্‌ সরাপ-পানি,
মেত্‌রাণী না'ও যাকে ডুব্‌কা॥

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

মেত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার নাম রূপী, তোমার খসম পেয়েছে রাঙা টুপী ? তুমি নথ্‌ না পেলে যাবে চ'লে ? নিদেন ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি, দেবে পাড়ি,—চ'ল্‌বে না আর ময়লার গাড়ী ?

(জল-গাড়ীওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

ছিটাতা মিঠা পানি, মিলা গাড়ী-ঘোড়া,
মুঝ্‌ পর হুকুম হ্যায় বহুত কড়া।
সব পানি লেগা,
যেস্‌কা সাদা ধুতি, ওস্‌কো ছিটায় দেগা,
রেণ্ডী দেখ্‌নেসে পিছে ভাগা ;
হুকুম হ্যায় রোখ্‌নে জুড়ি,
হাম্‌কো তোম্‌ জাস্তা খোড়ি ;
পানি ছিটানে বহুত হ্যায় পিনে থোড়া।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি সরকারী লোক, লোকের কাপড় ভিজাতে ভারি ঝোঁক, রাস্তায় হোক বা না হোক ?

জল-গা। পি-পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার রোকা ঘোড়া—দেখ্‌লে বুড়ো মড়া—তার পড়ে ঘাড়ে, দাঁড়াও না কখন পথ ছেড়ে ?

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে।

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, কাম সারা হ'লো, সব চ'ল্লে ?

[নাচওয়ালা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

(পুরোহিত, কোচম্যান, খানসামা, দাওয়ান, উমেদার, মোসাহেব, কর্জ্জকারক ও গুরুর প্রবেশ)

(গীত)

পুরোহিত।— বাঁচি যদি ক'র্‌বো পুরুতগিরি,
পায় গিয়েছে চড়.--
কোচম্যান।— ছোড়েগা কোঁচমানী, ভোট জুলুম কি কড়।
খানসামা।— তামাক সেজে আর রাত জেগে,
ঝকমারি চাকরী পড়ি ভেগে,
দাওয়ান।— থাক্‌ দাওয়ানী পারি নি আনাগোনা,
ভোট ভোট ভোট খালি টানা ;
উমেদার।— বাবা উমেদারী কামে গড়।
মোসাহেব।— মোসাহেবী চলে না আর, হলো হাড্‌ডি সার,
কর্জ্জকারক।— বাবা কুক্ষণে নিয়েছি ধার ;
শালা ভোটের তরে, দিলে গালে চড়।
গুরু।— বেল্লিক কথা, ভোট পাব কোথা,
রোদে চ'লে ধল্লো মাথা ;
বিদায় নিতে গেছি দায় পড়ে,
গুরুগিরি এবার দেব ছেড়ে,
করে রাস্তা হড়্‌ হড়,
নিকে গাড়ীতে হাড়ীতে পড় তোরা পড়।

নাচ-ও। (পুরোহিতের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

পুরো। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, ছাড়্‌বে পুরুতগিরি, তোমার উপর জুলুম ভারি, পূজো হোক্‌ বা না হোক্‌, গিন্নীর ধ'রেছে

রোগ, বলে ভোট ভোট ভোট, নইলে এই পূজোয় দেখাবে এক চোট, বল দেখি বাপু, কোথায় ক'র্‌বে জোটা-জোট ?

পুরো। পি—পি—পি।

নাচ ও। বইঠ্‌—বইঠ্‌—বইঠ্‌। (কোচম্যানের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি ছেড়ে দেগা কৌচমানী, সময় পাও না খেতে পানি ? জানা তোমার অম্বল রেঁধে কাঁদে, এই ভোটের জ্বালায় প'ড়েছ বড় ফাঁদে ?

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ ও। বাবা যে টানা-পড়েন, ঘোড়া নাদে, সইস তল্পী বাঁধে !

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ ও। বইঠ্‌—বইঠ্‌—বইঠ্‌। (খানসামার প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

খান। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি খানসামা, এনাম পেয়েছ ছেঁড়া জামা, আর পার না, ভোর রাতেই আনাগোনা, তাদের তো আর তামাক সাজ্‌তে হয় না, তোমাদের ছোট খোকা নেছে ভোটের বায়না ?

খান। পি—পি—পি।

নাচ ও। কর্ত্তা গিন্নীর চড়া হুকুম, রেতে কারো নাইকো ঘুম, বৈঠকখানায় রাত দিন লোকের ধুম ?

খান। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বইঠ্‌—বইঠ্‌—বইঠ্‌। (দাওয়ানজীর প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি দাওয়ানজী, ক'চ্ছো ভাগ্‌চি ভাগ্‌চি ; কর্ত্তা ভারী রাগী, নিশ্বেস ফেল্‌তে দেয় না ; একে ঘুচে গেছে পাওনা, রেওৎরা হ'য়েছে স্যায়ানা, তার উপর এই পড়েন আর টানা ?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কাজ নাই তোমার আর, বয়েস তো হ'য়েছে, হও দক্ষিণমুখো রওনা, না একটু ব'স্‌বে ?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। মোটা পেট, কোমরের কসি একটু ক'স্‌বে ? বইঠ্‌—বইঠ্‌—বইঠ্‌। (উমেদারের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি উমেদার, মনে মনে ভাবছো হবে পগার পার ? তোমার উপরেই জবরদস্তি,—সার হ'য়েছে চামড়া অস্থি, আর গস্তে যেতে পার না, কিন্তু না গেলেই না ?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ক'র্‌চো উমেদারী, যদি পাও চাকরী ? এখন বাজার গরম ভারি, যে দিন আন্‌লে ভোট তো ভাল, নইলে জুতোর চোটে প্রাণ গেল ?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আবার বড়-বৌ নেছে বায়না ?—তবে তো না ক'ল্লেই না ! বইঠ্‌ যাও—বইঠ যাও—বইঠ্‌ যাও। (কর্জ্জকারকের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি কর্জ্জ ক'রে প'ড়েছ ভারি ঘোরে, চাই দশটা ভোট, ঘুরে ঘুরে হ'য়েছ দড়া ; বড় কর্ত্তা ব'লেছে, নইলে সুদ ছাড়বে না এক কড়া ?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার লাঞ্ছনা ঘরে পরে, চড় খেয়েছ ভোটের তরে, আহা ! এমন জায়গায়ও ধার নেয়, ঘাম ছুটেছে গায়। বইঠ্‌—বইঠ্‌—বইঠ্‌। (মোসাহেবের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো ?

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মোসাহেব, এবার পাচ্ছো বেগ ; আর চলে না, সব কাপড়ই ময়লা হ'লো ? কোথা চড়তে জুড়ী, না হেঁটে প্রাণ গেল—এমন বদ্‌হইয়ার ভোটও এল !

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বাবুর কাপড় প'র্‌তে পাও না, খানার নাই ঠিকানা, তুমি ভোট কুড়ুচ্চো এ দিকে, ও দিকে ব্রাণ্ডির বোতল উঠ্‌লো ?

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আ গেল, চাকরগুলো একটু লুকিয়ে রাখে না গা। বইঠ্ যা, বইঠ্ যা, বইঠ্ যা। (গুরুর প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি গুরু। তোমার বুদ্ধি ভারি সরু; কিন্তু এবার প'ড়েছ ফেরে, কত ঢেউই তুলছে বাবা! ভোট নিয়ে এলো কে রে? উঠ্‌লো খৃষ্টানী ধাঁজ, সে ছিল ভাল। ব্রহ্ম-ঢেউ চ'লে গেল,—উঠ্‌লো আবার ভোট, এ আবার কি নতুন ধর্ম্ম উঠলো গা?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বিদেয় এক চেটে আটক, ভাব্‌ছ দেশে সর্‌বে একচোট, না হয় যাও দক্ষিণমুখে, উত্তরে ভারি শুকো; তোমার নস্যির ডিপে, খাও না হুঁকো?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ ও। বইঠ্ বইঠ্ বইঠ্।

(বাইজীর প্রবেশ)

(গীত)

রুমি ঝুমি পায়েলা বোলে,—
পিয়ালা পিয়া পিয়া, গোলাবী আঁখি ঢুলে।
জেরাসে মজা চলা, ইসারা হেলা দোলা,
গোলোলা মালা দেগা পিয়া গলে।

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে গো?

বাইজী। পি—পি—পি।

১ম নাচ। কি ব'ল্লে, তোমরা বিল্লিওয়ালী ছাই?

২য় নাচ। দুর পোড়ারমুখো—দিল্লীওয়ালী বাই। এবার প্রাইস্ বড় হাই—শীগ্‌গির কেউ পাবে না ঘাই।

বাইজী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, বাগানে নাচ হবে, লোক দেখ্‌তে যাবে; অমনি ভোট লিখে নেবে, তোমরা রওনা হ'য়েছ তাই?

বাইজী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। যে ব'ল্‌বে ভোট দেব না, তার গালে দেবে ঠোনা, যাচ্ছো তাড়াতাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী?

(খেলোয়াড়দ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

দোনো ভাই দোস্তিমে হোগা লড়াই,—
উন্‌হে জুলুমদার, হাম বোলে সাফাই।
নেই সম্‌জে হায় বেকুব খাড়া,
মেরা যেত্তে গা ভোট সব দিহি কাটাই।

নাচ-ও। তোমরা কে গো?

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা দু'ভাই, আপোসে ক'র্‌বে লড়াই, চেগে উঠেছে ভোটের বাই, তুমি ব'ল্‌চ গৌর, ও ব'ল্‌চে নিতাই? তা মিটিয়ে ফেল না ছাই।

খে দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কভি নেই—লাগাবে গরম চাটি, একাস্তই লাগ্‌বে, রগ্ ভাগবে?

খে দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তেরা নাক না তোড়ে, মেরা টিকি না ওড়ে, তেরা কাণ না কাটে, মেরা গোপ না ছাটে!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

(কতিপয় পুত্তলিকার প্রবেশ)

(গীত)

দেখ্‌ছি এবার প্রাণ বাঁচা ভার,
ছার ভোটের তরে।
ঐ জুটে পুটে আস্‌ছে ছুটে,
লুকুই গিয়ে অন্দরে।
খিল্ দে এঁটে দিস্ নে রে সাড়া,
না হয় বলিস্ ম'রেছে মড়া,
যুচ্‌বে বালাই বলিস সাফাই,
জেলে নে গেছে ধ'রে।
তবু যদি বাড়াবাড়ি পেড়াপীড়ি হয়,
কালী কলম বের করে তুই দেখাবি রে ভয়,
দিবি তাড়া, ব'ল্‌বি দাঁড়া,
ভোট লেখাব জোর করে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ ও। ভোট লেখাব, পালা পালা পালা! দল বেঁধে সব আস্‌বে মেলা, পালা পালা পালা!

(গীত)

না হ'লে নয় কমিসনার দেখ্‌ছি যে বাজার,—
হবে সহর মাটী, বন্‌চি খাঁটি,
টেক্‌স বাড়া হবে ভার!
রেতে দিনে চ'ল্‌বে জলের কল,
আলো হবে গলি, কোথা হোঁচট খাবে বল?
চ'লবে না ঢল রাস্তা জুড়ে,
থাক্‌বে না আর এ বাহার।
নূতন বাড়ী হবে না আর মাঠ,
থাকবে না জ্বর ওলাউঠো উঠ্‌বে বার্ণিংঘাট,
সুদ পাবে না সহর জুড়ে,
ঘুচবে মিউনিসিপাল ধার!
শুধু শুধু কোমর কি আঁটি,
হাত তুল্‌বে ভোট দেবে গে আট্‌কাবে ঘাঁটি:
কে করে আস্থা, চালায় রাস্তা,
বস্তি করে ছারখার।
শিখেছে বিলাতী কারসাজি,
দেখে নেব আবার ভোটবাজি,
বুদ্ধি মস্ত, ক'রছি কস্ত,
দোস্তর মুখে দিব থার।

নাচ-ও ও গো, তুমি কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি গয়লা-পাড়ার গোপাল, চাল্‌বে এক চাল; কমিসানি নেবেই নেবে, বে-আইনি ক'ল্লে ঘানি দেবে; তোমার সঙ্গে কে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। 'সবে ধন,' উনি ১ নম্বর সুর্‌কি কুট্‌তে বিলক্ষণ; ঘুমুচ্ছিলেন স'র্‌ষের তেল দিয়ে, তাই প'ড়েছেন পেছিয়ে; আর কে চ'লেছে মাদা মাদা?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ১১ নম্বরে ভুটে গাধা, প'ড়েছে পাছে; দুটো খায়, একটা নাচে।

[পুত্তলিকাগণের প্রস্থান।

(অপর একদল পুত্তলিকার প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, বেঁধেছ ভোটের মোট, লাগিয়েছ এক চোট; কমিশনার হবে, কি ব'ল্‌বে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হাত তুল্‌বে কার দিকে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। দেখ্‌বে, যে দিকে কানাই বলাই, বেশ ঠাউরেছ ভাই, তোমার মতনই কমিসনার চাই।

(উক্ত দলের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে বল গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমাদের আইন প'ড়ে মুখ ভারি সাফাই; হ্যাঁ, হ্যাঁ, নইলে কি কমিসনিতে লাফাই; তোমরা কোন্ দিকে ভাই?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কারো দিকেই নাই, দুটো পয়সায় একটা টাইটেল চাই?

(উহাদের প্রস্থান ও অন্যদলের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা বড়লোক, ধ'রেছ ঝোঁক? ঠোক তাল ঠোক; সেই তো উকীলপাড়ায় যাও, ঘরের খাও; কি ক'র্‌বে ছাই, মিটিংয়ে গে তুল্‌বে হাই।

[প্রস্থান।

(অপরের প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তুমি কে গো, ভোট বড় পাও নি বটে, তবু রাখ্‌চো পেণ্টলেন এঁটে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আঁচ্চো যাবে কোটে, কমিসনার তো না হ'লেই নয়, সহরটা ম'জে যায়।

(প্রস্থান ও অপরদলের প্রবেশ)

নাচ-ও। তোমরাও সব হাত তোল্‌বার দল, টাকা আছে, ক'রেছ আচ্ছা কল।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হাজার হোক্, পড়া-শুনা তো ক'রেছ, বাবুর ক্লাসের পরিচয়টা দেবে, ক' ঢোক খাবে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তিন ঢোক্, তবে তাল ঠোক।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা ডাক্তার, ফেলে ক্যাপ দেবে সামলার বাহার,—তোমরা কার ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাই তো যার, কথায় কাজ নেই আর।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি কানাই, তোমার বড় ঘাই, প্রজার মুখে দিয়ে ছাই, টাইটেল নির্ঘাত চাই ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। শিখেচ ফুস্-মন্তর, দত্ত বড়লোক সব তোমার যন্তর ; তুমি ধন্যি ছেলে! কোথায় দড়ি পেলে ? দেন্ত বাঁধ্‌তে কান্থর ঘোড়া নাই।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ভোট তোমার একচেটে ; ভাব্‌ছ কিন্তু তোমার বলাই গেছে গোঠে, পাছে মারা যায় মাঠে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বটে, বটে, বটে।

(উহাদের প্রস্থান ও নাপ্তিনীর প্রবেশ)

(নাপ্তিনীর গীত)

আমি কুণিকাটা রসের নাপ্তিনী,—
ছোঁড়াকে ব'লবো এবার করে যেন কমিসানি।
ন-পাড়ার গিন্নী মাগী,
গাল দিয়েছে গতরখাগী,
নাইকো কড়ি কিন্‌তে দড়ি,
কিসের তরি জানি নি।
ছোঁড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হ'চ্ছে কত,
ব'লেছে ভুতী মিতিনী।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

নাপ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি নাপ্তিনী, তোমায় দেখ্‌লেই বলে, কেটে দে নখ কুণি, তুমি ক'চ্চো ফর্ ফর, রেগে চ'লেছ ঘর ?

নাপ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। মিন্‌সে যদি হয় কমিশনার, বড় বাড়ী রাখ্‌বে না আর, বাড়ীর উপর চালাবে রাস্তা, আছে ব্যবস্থা, ব'লেছে বুদ্ধির ধুচ্‌নি, তোমার ভুতী মিতিনী।

(নাপ্তিনীর প্রস্থান ও অপর পুত্তলিকার প্রবেশ)

নাচ-ও। গড ড্যাম রেণ্ডি, কোন হ্যায়, কুচ্ পরওয়া নেই—ড্যাম ফুলি ড্যাম, তোমরা কে গা ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমাদের আছে লক্ষণ, আগে ব'ল্‌তে মোচার ঘণ্ট, এখন বল গুণ্টন ; আগে ব'ল্‌তে কলা, এখন বল কেলা, বুঝেছি, আর ব'ল্‌তে হবে না মেলা—ড্যাম ফুলি ড্যাম, গেলে কত হ্যাম, তবু হ'লো না ম্যাম !

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। সদাই আঁটা পেণ্টুলন, কাজ-কর্ম্ম নাই তেমন, আবল তাবল ব'কতে পাও না, যাও না মিটিংয়ে যাও না,—কিছু না হোক নামটা হবে, কাঁহাতক্ আর একলা ব'সে খাবি খাবে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। গট হ'য়ে আছ ব'সে, তোমার ভোট দিক্ এসে, তোমাদের ইংরাজী খব সড়-গড়, এই ভোট প'ড়্‌ল তড়তড় ; ড্যাম ফুলি ড্যাম !

(পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

পাদ্রী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি ভুসুণ্ডি, এখন ধ'রেছ ঠুণ্ডি ; মিটিং ক'র্‌বে ঘ্যান ঘ্যান, শত্রু মিত্র দেবে পিট্‌টান ? ভাষায় বিদ্যা বড্ড দর, কোন্ কথায় কি গোড়া, তা ক'রেছ সড়গড় ; দেখ্‌ছ ঠিক ফাদার থেকে বাবা, মাদার থেকে মা ; ভোটের কি রুচি গা।

পাদ্রী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ফোর্ট থেকে ভোট; ফোর্ট মানে কেল্লা, ফোর্ট মানে চাঁপা-কলা; বোঝ না কেন, কেউ পেয়েছে বার শো, আর যে বড় ডাক্তার সাহেব—পেয়েছে পাঁচটা পোড়া খ'য়ের মো।

(একজনের প্রবেশ)

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

এক-জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে তুমি গো বেচারা, তোমার বাড়ীর চারিদিকে নারকেল-চারা? তোমার কি, তুমি বুদ্ধির ঢেঁকি, কারুকে কি অন্যায় ক'রতে দাও! আইন জান, জারি ক'রে দেখ—যদি ভোট পাও।

এক-জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গে যেতে, আটকে গিয়েছ অর্দ্ধেক পথে? তুমি কলির হরিশ্চন্দর, তোমার লেকচার বড় সুন্দর, পেয়েছ ঠিক অন্দর—ড্রেণ ক'রেছ ভেয়াস কি বাল্মীকি, ম্যাকেভিলি বা কণিকী; তোমার ধান ভান্‌তে শিবের গীত, বাহাবা তোমারই জিত!

(সমবেত গীত)

শুন্‌লে পরে সখের ভোট-মঙ্গল,—
বৌ-বেটা সব ঠাণ্ডা থাকে
ঘুমিয়ে বাঁচে ছেলের দল।
দলাদলি চলাচলি উঠে গিয়েছে,
ভোট নামে কোট গায়ে দিয়ে,
সেই এল কেঁচে;
এবার ইংরাজী ধাঁজ কড়া মেজাজ,
সহর জুড়ে বাজলো ঢোল।
রোকের চোটে আপন পর নাই ভেদ,
হ'ল যজ্ঞ বঙ্কমেধ,
বড় ধুম জ্বল্লো আগুন, ঘুচ্‌লো মনের খেদ;
দিগ্বিজয়ী যজ্ঞ বটে বুঝ্‌বে এবার ফলাফল।

যবনিকা

গল্প ও নক্সা

হাবা

['নলিনী' মাসিক পত্রিকায় (৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭সাল) এই গল্পটী প্রথম প্রকাশিত হয়]

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—"না ভিজ্‌লে নয়?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"স্ত্রীলোকটি মারা যায়।"

গৃহিণী। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্য্যোগেও বাহির হইয়াছ!

বিশ্ব। কি জান,—পরোপকার পরমধর্ম্ম। শিশু সন্তানটি জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, তুমি যে বাহিরে গেলে, আমার পূজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমায় দাও?" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল, "আমি অভাগা, পরোপকারক! আমার উপকার কই?"

বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে গা?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"হরমণির চরমকাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"যাও, যাচ্চি।" কিন্তু গেলেন না। পূজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটীকে জুতা দিতে পারেন নাই,—এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই ক্ষোভ হইল! তেমন বয়স নয় যে, পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে, সংসার নির্ব্বাহ হয়, মোটা ভাত, মোটা কাপড়; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ডাক হইল,—"বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ?" আগন্তুকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,—"মহাশয়ের কৃপায় যে চাকরীটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায় বাহাদুর আমায় চোর ঠাওরাইয়াছেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমি কি করিব?"

কেনা। দুই এক কথা আমার হ'য়ে বলিয়া দিবেন।

বিশ্ব। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। 'লাভ' এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই। সুতরাং উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে?" বিশ্বনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,—"তাই ত, তাই ত!" কেনারামের কার্য্যসিদ্ধি হইল না।

বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন,—"পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই? কেহ লাটসাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্যদশা কে দেখে?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না।

বলিয়াছি, বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পরপীড়ন করিব?—ক্ষতি কি?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। সাব্যস্ত হইল, পরপীড়ন করিব।

বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না। দোর খুলিয়া দেখিলেন, ঘনঘটাবৃত রজনী—টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল,

কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন, কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র-বাবুর চরমকাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেন্দ্র-বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্রবাবুর রুগ্নশয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্রবাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটী রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সৌদামিনীকে পূর্ণযৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্প বয়সে দু'টি সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে, একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে—"জল চাই, বা বাতাস চাই"—কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই। এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন, সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা আহার হইয়াছে?" এ কথায় সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না; বিশ্বনাথ কাহার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে, সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ,—এইরূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন। কার্য্য সমান হইল, কিন্তু সে ভাব নাই। সৌদামিনীকে বলিলেন—"আমি শিয়রে বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর।" ক্ষুধার অনুরোধে যত হ'ক বা না হ'ক, বিশ্বনাথের কথার অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন; সকলকে বলিলেন,—"ডাক্তারবাবু আমায় বলিয়াছেন, এত লোকসমাগম ভাল নয়।" সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্রবাবু, দু'টি ছোট ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন—"বিশ্বনাথ বাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে, আমি বাঁচিব?" বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন,—"আমি তা বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "বুঝিলাম, কিন্তু সৌদামিনী যেন এ কথা না শুনে।"

বিশ্বনাথ বলিলেন,—"শুনা আবশ্যক। কারণ, তিনি ব্যতীত আর অছি হইবার জন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কেন মহাশয়, আপনি হউন না?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু ভয় পাই, পাঁচজনে কি ব'ল্‌বে।"

দে। পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সৌদামিনী ছেলেমানুষ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না।"

বি। ভাল, ঝঞ্জাট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটি একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি, কেন ভরসা করিল,—সৌদামিনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"আমার নীরদ কোথা?" নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস-দাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"মা গো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম, তুমি তিন দিন আহার কর নাই। শোক কর, শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু এক একবার ছেলেগুলিকে না দেখিলে ত নয়? মা, চিনির পানা আনিয়াছি, একটু মুখে দাও।"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,—"উঠ,

স্নান কর। রাধামণি দুটি প্রসাদ আনিয়াছে—তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে।”

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, ‘কাঁদিব’—ভাবিল, ‘কিন্তু মরিব না।’ উঠিল—রাধামণির প্রসাদও স্পর্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,—“মা, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটা গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী নহি, এ বিষয়-কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব—এই ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখিব শুনিব, সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুইবার আসিতে হইল। কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে, আমি তাই ভাবিতেছি।”

সৌদামিনী উত্তর করিলেন,—‘বাবা, তুমি না আসিলে কে ছেলে দু’টিকে দেখ্‌বে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে!”

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সৌদামিনীর মুখে সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয়, কিন্তু ঘনমালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি সহজ জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ বাড়ী, কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বনাথ বলেন—‘আবশ্যক,’ সুতরাং স্বাক্ষর দেন; কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন।

বিশ্বনাথের আর দৈন্যদশা নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রাসে গ্রাসে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখ ছিল, তাহা আর বিশ্বনাথের নাই। ‘পরোপকার পরম ধর্ম্ম’ এই কথাই প্রচার, তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপস্বত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটিকে মনে করুন, যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা,—সে নোট কাটে, সৌরভকে রাখিয়াছে, পূজাতে সৌরভের মাকে বারাণসীর সাটী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয়; ইহাতে যদি সুখ থাকে—থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সৌদামিনী কাঁদে না, বলে—“মা গো, হাবাকে আমি মানুষ ক’রে তুল্‌বো, আর আমি কি মোট বহিতেও পারিব না?” সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সমবয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ, বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম-রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল—এখন তাহার আবশ্যক নাই। মলিনচীর, রুক্ষকেশ, চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ কেন ধরে না? এ কি রূপ? এ কি সন্ন্যাসিনী? না, তা ত নয়। নীরদ ও হাবা দু’টি ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ মলিনা স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি, পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদামিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সে রূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশু সন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদামিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে; কি জানি, যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? “নীরদ, নীরদের ন্যায় গম্ভীর; সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক দিন সৌদামিনী ‘কি বলি বলি’ করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।”

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী ‘বলি বলি’ করিয়াছে যে, ‘তুমি দুরাত্মা’, কিন্তু বলে নাই। বদ্ধশ্বাস বশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ, তাহা প্রেমে নয়, যে লজ্জা দেখিতেছ, তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধিমতী, সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে,

বলে—"কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর।" কিন্তু অবলা ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে; এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত। বিশেষ কার্য্য, দাসী সৌদামিনীর শয়ন-গৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সৌদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—"আমায় দয়া কর!" সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না। নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক বিপরীত হইল। এ সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন, আমরা নীরদের কাছে যাই।

পর-চর্চ্চা-প্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন? ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এত রাত্রে বিশ্বনাথবাবু কেন আসিয়াছিলেন?"

সৌদা। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, এ কি মা?

সৌদা। এ কি? আর বলিব না। নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন। হাবা নিদ্রিত। সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল,—"মা, তুমি ত আমায় একলা শোয়াও; আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।" সৌদামিনী বলিলেন,—"হাবা, ওঠ্, আমার বিপদ্, স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব?"

হাবা বোকা ছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশু সন্তানের চাহনিতে বহুদিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

"মা, তুমি দাদাকে বল না, দাদার গায়ে বেশী জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই। চল মা, আমরা পালাই।" সৌদামিনীর মনের দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু সন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়। কিন্তু ছেলেটি বলিল, 'পালাই'। 'কেন পলাইব?' হাবা বলিয়াছে, পালাই, পলাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আবার বলিল,—"মা, চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখার দরকার নাই। আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক একবার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় ম'রতে বলে।"

হাবা—হাবা নয়, হাবা যেন উন্মাদ।

সৌদা। হাবা, ঘুমো।

হা। না মা, চল, আমরা দু'জনে পালাই। দাদা যায় যাবে, নয় চল, আমরা দু'জনে পালাই।

পূর্ব্বদিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল 'মা' বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—"মা, কই চল।"

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল, আমরা জানি না; কিন্তু কখন' কখন' সেই জ্ঞান মনুষ্যহৃদয়ে উদয় হয়,—কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটি সত্য।

সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাত্রেই জানেন যে, তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। "কি, এত স্পর্দ্ধা, আমাকে বিমুখ করে?" তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনী সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—"এখন মা চল।"

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারি ছেলে, কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল, "মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পারবি? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাইব।"

সৌদা। কোথায় যাবি হাবা?

হাবা। কুটীরে।

সৌদামিনী অশ্রু-সংবরণের চেষ্টা করিতে ছিলেন, হাবা বলিল,—"কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল—যাই।"

সেই দিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সৌদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—"দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না।" সাতদিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ-প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ-সম্ভাবনা বলিয়াছে।

সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল কহিল,—"তুই কে রে - কে রে?" হাবা বলিল, "আমি দেবেন্দ্রবাবুর ছেলে।"

মাতাল। তোর সঙ্গের মাগীটা কে রে?

হাবা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদপ্রান্তে ঢিপ্ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ত্রুটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল,—"আয়, এ দিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই চল।" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল,—"মা চল, এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন। মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ত্রুটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইব, তার স্থির নাই; ইহাতে মাতাল কি পুরাতন গল্পের 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন।

বহির্ব্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল,—সৌদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল। মাতাল কহিল, "এই নাও।"

গৃহিণী "কি লব?" না বুঝিয়া দুইজনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়া গেল, সেই দিন গৃহিণীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিত-চক্ষু মাতাল সৌদামিনীকে বলিল,—"মা, এ ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুরে তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিয়ে এসেছিল। বাড়ীর লোকের, বালাই বিদায় হ'ল জ্ঞান। মা-বাপ ছিল না, এক কাকা বাবু। তিনি ছেলেটাকে—'পাওয়া যায় না ব'লে' পার পেলেন। দেবেন্দ্র-বাবু স্কুলে দিয়া আমায় উকীল করেছেন। বেশ দু'টাকা পাই। মা, আমার মনে হ'চ্চে, তুমিও ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্চ। এখন ধ'রে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা—সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল, সেই স্থানেই রহিলেন।

একদিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে। সৌদামিনী জানেন না, সৌদামিনী 'আত্মি' করিয়া বলিতে গেলেন,—"বাবা, তুমি আমার ছেলে।" মাতাল উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" সৌদামিনী ভাবিলেন, "এ কি উত্তর!" কিন্তু ভয় হইল না। মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে, নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে,—তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে। মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সেই নীরদ ইহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন করে তাহাকে বাঁচাইবে; তাই উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?"

যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব; কিন্তু কি জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল,—খুন করিবার জন্য নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকীল, যে কথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী যাইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকীল ভাবিতেছিল,—"দূর হ'ক, বালাইয়ে কাজ নাই, কাল আপীল করিব।"

দীপে দীপনির্ব্বাণের ন্যায়, হৃদিবেদনায় হৃদিবেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী রমণীর নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করে। সেই দিন ফাঁসীর দিন। প্রমদা (মাতালের স্ত্রী) বলিল,—"মা গো, আজ তোমার নীরদের ফাঁসী। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।"

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন, রহিলেন না।—হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্‌নির্ণয় নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে, সেই দিকে চলিতেছেন। কোমলপদ বিচ্ছিন্ন

হইতে লাগিল। রুক্ষকেশ আকাশে ছুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল,—তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসীদর্শনেচ্ছু নির্দ্দয়-হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল! —সকলে স্থান দিতে লাগিল।

ঠিক ফাঁসীর সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত—কহিলেন,—"নীরদ, আমি অসতী নহি।"

নীরদ ফাঁসীতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর কথা কাণে গেল কি না জানি না। উন্মাদিনী সেই খানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়ীতে লইয়া আসিল।

যথানিয়মে সৌদামিনীর সংকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকীলের কৌশলে পিতৃ-অর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত,—"মা আমায় এইরূপ চুম্বন করিতেন।"

বাচের বাজী

(ইংরাজীর অনুকরণ)

["জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকায় (১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

মোহিনী একটী কন্যা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত। মোহিনীর বড়ই কষ্ট। একখানি মাত্র ছোট বাড়ী আছে। নিজের একখানি ঘর রাখিয়া সমস্ত বাড়ীটী ভাড়া দিয়া তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কায়ক্লেশে গুজরান হইয়া থাকে। আজকালের রকমে কন্যার বিবাহ দিবার কোনও উপায় নাই। কি হবে? কন্যার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া তের হইল। জাত যায়, উপায় কি? যেন কিছু সুবিধা লাগিল।

বীরেশ্বর ঘোষের এক বৎসর হইল গৃহশূন্য হইয়াছে। মোহিনীর কন্যা সারদা,—তার ভারী পছন্দ। ঘটক আসিয়া বলিল, এমন কি, বরযাত্রীর ও কন্যাযাত্রীর খাই-খরচ দিয়া সে বিবাহ করিবে। মোহিনী আহ্লাদে গদগদ, শ্মশানেশ্বরের মাথায় তিন ঘটী জল ঢালিত, এখন নয় ঘটী ঢালে। বিবাহের দিন স্থির হইল। গাত্রহরিদ্রার সামগ্রী আসিল। বর দোজপক্ষের—চেহারা একটু খারাপ; তাতে কি এসে গেল, জাতরক্ষা ত হইল। বিশেষ বীরেশ্বরের যেরূপ ব্যবহার, কেবল এক জনের জাতরক্ষা করিবার জন্যই সে বিবাহ করিতেছে। এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিলে কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই। পাত্র সুপাত্র। মহাদেবকেও দোজপক্ষে কন্যাদান হইয়াছিল। ভূতীর মার দোজপক্ষের জামাই এনে সুখের সীমা নাই। সকলই বিধাতার ফের। গাত্রহরিদ্রার সামগ্রী আসিল, প্রতিবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না, মোহিনীর চক্ষে এক বিন্দু জল পড়িল। সন্ধ্যার পর খবর আসিল, বরের মনে একটু দুঃখ হইয়াছে, বিবাহ করিয়া তো কন্যা আনিবেন, কিন্তু শাশুড়ীর দশা কি হইবে। একে বিধবা স্ত্রীলোক— তেমন অধিক বয়স নয়, তিনি কন্যাকে ঘরে আনিলে—তার পর লোকে নিন্দা করিবে; অতএব যৌতুকস্বরূপ বাড়ীখানি দেওয়া হউক—তিনি শাশুড়ীকে বাড়ী আনিয়া মায়ের ন্যায় সেবা করিবেন।

সকলের মন সমান নয়,—বীরেশ্বর বাবুর যেমন সরল অন্তঃকরণের প্রস্তাব—মোহিনীর একজন দুঃখী মাস্‌তুতো ভাই—নামটী বড় ভাল নয়,—সেবারাম বা হোড়দোং বলিয়া লোকে ডাকে, কুকুটে লোক কি না—প্রস্তাবটী বড় ভাল বুঝিল না; বলে, "মোহিনী, তুমি সর্ব্বনাশ করতে বসেছ? তুমি নাকি বীরেশ্বরকে বাড়ী লিখে দিচ্চ?" মোহিনী বলিল, "না, জামাই একটা কথার কথা বলেছেন—ভালই বলেছেন। তুমি ভাই দোকান লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাই বলেন বাড়ী লিখিয়া দাও, আমি ভরণপোষণ করিব। আমি কি তোমার মত না নিয়ে কোন কাজ করি? তুমি বলেছ, বীরেশ্বর মন্দ পাত্র নয়, তাই বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছি।"

হোড়দোং বলিল, "আমি ভাল বুঝি নাই, বীরেশ্বরের মতলব ভাল না।" মোহিনী বলিল, "উপায়? গাত্রহরিদ্রা

হইয়াছে, বিবাহ না হইলে জাত যাবে।” এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বীরেশ্বর বাবুর নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল, যদি বাড়ী না লিখিয়া দেওয়া হয়, তিনি বিবাহ করিবেন না। তিনি ত আর একব’রে বর নয় যে, গাত্রহরিদ্রা হইয়াছে বলিয়া জাতি যা’বে। না হয় আর নাই বিবাহ ক’রবেন, তাই ব’লে কি যুবতী শাশুড়ী একা বাড়ীতে থাকিবে, তাঁহার কি নিন্দার ভয় নাই? ক্রমে স্থির হইল, বাড়ী না লিখিয়া দিলে বিবাহ হইবে না। কি হবে, জাতি যায়! জামাই বাড়ী লইয়া ফাঁকি দেয়, দিক্; মোহিনী না হয় রাঁধুনী-বৃত্তি করিয়া খাইবে। কিন্তু হোড়দোং জেদ করিল, কদাচ হইতে পারে না।

হোড়দোং স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিল, মোহিনী যুবতী নয়, কন্যার বিবাহান্তে বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া হোড়দোংএর পরিবারস্থ হইবে; মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, কোন নিন্দার কারণ নাই। মোহিনীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র; সাত আটটী সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়া এই কন্যাটী মাত্র বাঁচিয়া আছে; শোকসন্তাপিতা বয়স্থা বিধবার নিভৃতচিন্তার কোন কারণ নাই।

বর মহাশয় উচ্চচরিত্র,—কোন রকমেই এ সকল বুঝিলেন না। স্ত্রীলোক কোন কালেই বিশ্বাসের পাত্র নয়, তা সভ্য সমাজমাত্রেই স্থির করিয়াছেন; বয়স অধিক হইলে কি হয়? বেশী কথান্তরে কাজ নাই, বাড়ী লিখিয়া দেন, বীরেশ্বর বিবাহ করিবেন, নচেৎ নয়। মোহিনী প্রায় সম্মতা, হোড়দোং অকূল পাথারে ভাসিতেছে; এমন সময় হোড়দোংপুত্র আসিয়া বলিল,—“বাবা, বিবাহ না কি ভেঙ্গে যাচ্চে?” হোড়দোং বলিল,—“যায় ত কি হবে?” পুত্র উত্তর করিল,—“হেমচন্দ্র বসু নামে আমার একটী সুহৃৎ সম্প্রতি ষ্টুডেণ্টসিপ পাশ করিয়াছে, তার পিতা মাতা কেহই নাই; পৈতৃক একখানি বাড়ী;—সম্পত্তির মধ্যে বিদ্যা। সে পত্র করিতে আসিয়া সারদাকে দেখিয়াছে। এ বে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, হেমচন্দ্র সারদাকে বে করিতে প্রস্তুত।” হোড়দোং স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। হেমের সহিত সারদার বিবাহ হইল। বীরেশ্বরের রাগের সীমা রহিল না।

বীরেশ্বর লোকের কাছে বলেন,—ভাল হইয়াছে, হেম তার আত্মীয়, হেম সারদার যোগ্যপাত্র; তাঁর বিবাহ করিবার মত ছিল না, কেবল জাত যায়, এই নিমিত্ত সম্মত হইয়াছিলেন; হেমের সহিত যাতে বিবাহ হয়, এই তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা। বাড়ী লিখিয়া দিবার প্রস্তাব তাঁর ছল মাত্র, সম্বন্ধ না ভাঙ্গিলে হেমের সহিত বিবাহ হইবে না, এ সকল কথা হেমের সহিত বিবাহ হইবার পর শুনা যাইতে লাগিল। কিন্তু হেমের সহিত শুভ বিবাহ হইবার অগ্রে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি কনট্রাক্ট ভঙ্গের নালিস করিবেন। শুনা যায়, এই রকম নাকি সভ্য ইংরেজদিগের মধ্যে আছে।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হ’য়ে গেল। দৈবের ঘটনায় হেমের পৈতৃক বাটী বীরেশ্বরের বাটীতে সংলগ্ন। যে ঘরে হেম শয়ন করে, বীরেশ্বরের বাটী হইতে যদি কোন লোক সেই ঘরে যাইতে ইচ্ছা করে, সহজে পারে। ইট বেরুনো পূজোর দালান—সেই পাশে ঘর হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই জন্য ইট বেরুনো আছে। ইট ধরিয়া উঠিয়া যাইলে চিলের ঘরে পড়ে। তার পর সিঁড়িতে নামিলেই ডাইনে সারদার শোবার ঘর। সারদার শোবার ঘরে গিয়া বীরেশ্বরের কোন পোষাক রাখিয়া আসিতে পারিলে, এবং তাহা কোন প্রকারে প্রকাশ করিতে পারিলে, লোকের মনে একটা সন্দেহ জন্মাইতে পারে।

৯ই বৈশাখ হেমচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিবাসী স্ত্রীলোক-দিগের ভোজ, এ সংবাদ বীরেশ্বরবাবু তাঁহার মাসীর নিকট শুনিয়াছেন। সারদার এক দাসী ছিল। বীরেশ্বর তাহাকে টাকা কবলাইল, তাহাতে সে রাজী হয় নাই। দিন দুই তিন পরে একবারে পঞ্চাশ টাকা কবলাইল—ক্ষুদ্রমতি দাসী রাজী হইল। বীরেশ্বর মনে করিয়াছিল, সেই ঘরে পরিচ্ছদ ধরা পড়িলেই যথেষ্ট; কিন্তু তাহা অপেক্ষা যদি তিনি স্বয়ং সেই ঘরে ধরা পড়েন এবং তাঁহাকে মার না খাইতে হয়, তাহা হইলে হেমের আর অপমানের সীমা থাকে না।

সুযোগও উপস্থিত। বীরেশ্বর সংবাদ পাইয়াছেন, ৮ই তারিখে হেমের মনিবের বারাকপুরের বাগানে ইংরাজদের দল ও খাপার, তাহাকে সেইখানে থাকিতে হইবে। শুভ সংবাদ দাসী আনিয়া দিল। দাসী মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল, ‘মহাশয়, ভারি সুযোগ! বাবু তো বাড়ী থাকিবে না,—দুটো বিছানা—সকাল সকাল

খেয়ে বাবুর বিছানায় আপনি শুয়ে থাক্‌লেই—মা ঠাক্‌রুণ দোর দিয়া শোবার পর,—কিন্তু মহাশয়, যে কাজে আমি হাত দিচ্চি, ছ' ভরির অনন্ত আমার চাই!" কথা শুনিয়া বীরেশ্বর উন্মত্ত, দাসীকে অনন্ত, হার ইত্যাদি যা মুখে আসিল, তা দিতে স্বীকার করিল। কি চমৎকার সুযোগ! সারদা বড় হাতছাড়া হয়েছিল; এইবার—বুদ্ধি থাক্‌লে কি না হয়? যাক্‌, এদিকে তো সব ঠিক, সারদার যত দূর সর্ব্বনাশ কল্পনা করিয়াছিলাম, কাজে তাহা অপেক্ষা শতগুণ হইল। পরে তিনি আপনি ঢাক বাজাইয়া বেড়াইবেন। কিন্তু হেমের ঘোরতর লজ্জা ভিন্ন অন্য কোন সাজা হইল না। সে ষ্টুডেণ্টসিপ্‌ পাশ করিয়াছে, ১০,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছে, কোন মহাত্মা ঠাকুরবাড়ীতে চক্‌রী লাভ করিয়াছে। ঠাকুরের মেজাজ বড় উচ্চ, দশ বিশ হাজার গ্রাহ্য করেন না—হেমের বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—হেম এম-এ, পাশ, অন্ততঃ এ বিবাহে ৫০০০ টাকা পাইত। এক বাল্‌তির মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, নতুবা বাল্‌তির জাত যাইত, এই সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর তাহাকে তিনশত টাকা বেতনে প্রাইভেট সেক্রেটরী-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং দশ হাজার টাকা তার স্বার্থত্যাগের পুরস্কার দিতে সম্মত হইয়াছেন। বীরেশ্বর ভাবিল, এ টাকা কিরূপে হস্তগত হয়? হেম বড় কথার মানুষ, একটা বাজী রাখ্‌লে হয় না?

বীরেশ্বর বাবু বাচ খেলেন। বাচ উল্‌টো রথের দিন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ হরেন্দ্র মজুমদার জমিদারীতে যাইবেন, তন্নিমিত্ত ৯ই বৈশাখ দিন স্থির হইল। বাচে বাদী-প্রতিবাদীর বাজী হইয়া থাকে, অন্য অন্য বাবুরা—কে হারিবে, কে জিতিবে,—এই বাদানুবাদ করিয়া বাজী রাখেন।

বীরেশ্বর বাবু ভাবিলেন, যে দলে হেম বসেন, সেই দলে উপস্থিত হইব। হেমচন্দ্র একটু একরোকা, রাগাইয়া দিলে সব করে, যদি একটু রাগাইয়া বাজী রাখিতে পারি। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী হেমচন্দ্র বসিয়া আছেন, খাওয়া-দাওয়া হইবে; বীরেশ্বর গিয়া গালে হাত দিয়া বসিল; বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!" কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কি বৃত্তান্ত?" বীরেশ্বর বলিল, —"আমি তো বাচ খেলিব, হরেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বাচ-খেলা—বাজীও অল্প নয়, দশ হাজার টাকা; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই হারিব, যে মাঝিকে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাকে পাই নাই।" হেমচন্দ্র বীরেশ্বরের কথা একটীও প্রত্যয় করিতেন না। কি জানি, কি কুক্ষণে বলিল,—"মহাশয় যখন বলিতেছেন, হারিবেন, তখন নিশ্চয়ই জিতিবেন।" বীরেশ্বর বলিলেন, "কি, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বল!" হেমচন্দ্র বলিলেন, "আপনার এইরূপ স্বভাব।" কথায় কথায় উচ্চ কথা উঠিতে লাগিল। হেমচন্দ্র জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই জিতিবেন।" বিশ হাজার টাকা বাজী হইল। হোড়্‌দোং সেই দলে ছিল, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল, বাজী স্থির। বীরেশ্বর মজা পাইয়াছে, হেমচন্দ্র বাটী থাকিবে না, সারদার ঘর হইতে দৌড়িয়া বাহির হইবে। দৌড়িয়া বাহির হইলে সারদার কলঙ্কের একশেষ, তার উপর তিনি এরূপ মাঝি-মাল্লা ঠিক করিয়াছেন যে, বাচে নিশ্চয়ই জিত হইবে। হরেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কোন বাজী হয় নাই; কেবল যে হারিবে, সে গার্ডেন পার্টি দিবে। মাঝিকে বলিলেই হইবে যে, তোমরা হারিয়া যাও। তিনি হারিলে তো হেমচন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। সকল দিকেই বীরেশ্বরবাবুর সুবিধা; একটি গার্ডেন পার্টি হারিবে, সারদার কলঙ্ক—হেমচন্দ্র বিশ হাজার টাকা হারিল। হেমচন্দ্র ঠিক কথার মানুষ, কথার খেলাপ করিবে না। মোহিনী বাড়ী লইয়া থাকুক, ক্রমে বাড়ীও পাওয়া যাইবে। কলে-কৌশলে কি না হয়? আগে হেমচন্দ্র ও সারদার সর্ব্বনাশ হউক।

৮ই তারিখে হেমের ভগিনী ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করিল। তার আর অভিভাবক নাই, প্রাতঃকাল হইতে বীরেশ্বর বাবুর মাসী এবং তার দলের যে সকল স্ত্রীলোক, তাহারা যাইয়া উজ্জুক-সুজ্জুক করিবে।

বাচখেলাও ৯ই; বীরেশ্বরের কপালের উপর কপাল। বাচখেলা ত বৈকালে; মাঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহাকে হুকুম দিতে পারে নাই। মাঝি তারকেশ্বর গিয়াছে, ৯ই বেলা ৮টার সময় সে যেখানে থাকুক আসিবে; হুকুম দিবার সময় অনেক আছে; সকালে সার-দার ঘরে ধরা পড়িবে, তারপর মাঝিকে হারিতে বলিবে,

বাচে হারিলে বিশ হাজার টাকা! আর এদিকে সারদার কলঙ্ক, সারদার ঘরে ধরা পড়িলে মার থাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, সুবিধার উপর সুবিধা। দাসীর সাহায্যে বীরেশ্বর বাবু সারদার ঘরে প্রবেশ করিল। দাসী বলিয়া দিল,—'হেমচন্দ্র একটি ছোট বিছানায় থাকে, দু'জনে একত্র শোয় না। সেই বিছানায় মশারি ফে'লে তার ভিতর থাকিলে, কোন উৎপাত নাই। পরদিন প্রাতে যাহা হইবার হইবে।' বীরেশ্বরের মাসী ত তেমন নয়, গলাবাজীতে পাড়া ফাটাইয়া দিবে, বড় সুযোগ; হেমচন্দ্র ও সারদার সর্ব্বনাশ! মাঝিকে বলিলেই হইবে—তুমি হারিয়া যাও, তাহা হইলেই হেমচন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। কথার মানুষ হেমচন্দ্র। কিন্তু তখন বাজী ঠিক নাই। অদ্য ৮ই তারিখে হোড়দোং আসিয়া বাজী স্থির করিবে। হেমচন্দ্র যে বাজীতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, ৮ই তারিখে হেমচন্দ্রের সাক্ষরিত পত্র লইয়া হোড়দোং উপস্থিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই—"যদি বীরেশ্বর বাবু হারেন, তাহা হইলে হেমচন্দ্র বিশ হাজার টাকা দিবে।" হোড়দোং চলিয়া গেল।

কিছু পরে দাসী আসিল। বলিল,—"মহাশয়, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র আসুন। ছোট বিছানায় শুইয়া থাকুন, কিন্তু আমায় যে পঞ্চাশ টাকা দিবার কথা আছে, তা এখন দিন; তা না দিলে আমি একাজে হাত দিব না। কার্য্য সিদ্ধ হউক, যা বক্‌সিস্ দিবেন বলিয়াছেন, তা দিবেন।"

বীরেশ্বর দাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত দালানের ইট্ ধরিয়া উঠিতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হইল, কিন্তু তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তখন দাসী আসিয়া বলিল, "এখানে শয়ন করুন।" দাসী বলিল,—"ও মা! আজ ছোট বিছানা করে নাই, আমি এখনি করিয়া দিতেছি।" এমন সময় বলিয়া উঠিল,—"মহাশয়, এই আলমারীর পেছুনে লুকুন, কে আসিতেছে।" দাসীর কথা সত্য, হেমচন্দ্র ও হোড়দোং আসিয়া উপস্থিত; বীরেশ্বর বাবু বহু কষ্টে আলমারীর পেছুনে ঢুকিলেন। কেবলমাত্র আলমারীর পেছুনে দাঁড়াইবার স্থান আছে। আল্‌মারীর পেছুনে নাকে লাগিল, তিনি যে বহু কষ্টে আলমারির পেছুনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা হেমচন্দ্র ও হোড়দোং দেখিতে পাইলেন না, ইহাই তাঁহার সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট।

সর্ব্বনাশ! হেমচন্দ্র বলিল, "মামা, আমার পিস্তল আনিয়া রাখ, কয়েক দিন হইতে এই ঘরে চোরের আন্‌দানী হইতেছে, আর পাল্‌কী আন, সারদাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাও। আমি এই ঘরে শুইব।" বীরেশ্বরের হৃৎকম্প হইতে লাগিল! তিনি তাঁহার কামিজ চাদর আল্‌নায় রাখিয়াছেন, রাত্রে যদি ভুলক্রমে হেমচন্দ্র তাহা না লক্ষ্য করেন, সকালেই তাঁহার মাসী আসিয়া বাহির করিবে; তাহাতে সারদার কলঙ্ক হউক আর না হউক তাঁর প্রাণ যাইবে, তার আর সন্দেহ নাই। হোড়দোংএর সহিত হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র,—"মামা, মেয়ে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছি; কি জানি বাজীতে হার হয় কি জিত হয়, বাজীতে বীরেশ্বর বাবুর হার হ'লে ত আমার সর্ব্বনাশ!" বীরেশ্বর বাবুর মন আশ্বাসিত হইল। হেম খুব সকালে উঠে, উঠিয়া গেলে তিনি বাহির হইতে পারিবেন; তিনি বাহির হইয়া মাঝিকে হারিতে বলিবেন। সারদার কলঙ্ক হউক আর নাই হউক, হেমের ত সর্ব্বনাশ হইবে। হেম বলিতে লাগিল, "মামা, রিভল্‌বার রাখিয়া দাও, যদি ঘরের ভিতর কাহাকে দেখি, গুলী করিব।" বীরেশ্বরের হৃৎকম্প! মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল, "ভয়ে আপততঃ বড় কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু কাল তোমার সর্ব্বনাশ করিব। তুমি সত্যবাদী; বাজী হারিলে দিতে হইবে। ৬টার সময় উঠিয়া যাইব, আমি মাঝিকে যাইয়া বলিব, তোমরা হারিয়া যাইও।"

আল্‌মারীর পশ্চাতে বীরেশ্বরের নাক চাপিয়া যাইতেছে! পা নাড়িবার জায়গা নাই, তথাচ মনে মনে ফূর্ত্তি! আজ কষ্ট, সারদার কলঙ্ক হইল না? না হউক, কিন্তু হেমের সর্ব্বনাশেই সারদার সর্ব্বনাশ। হেম জেলে যাইবে, তবু মিথ্যা কথা কহিবে না, ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লইবে না। হেমকে জেলে পুরতে পার্‌লেও কি সারদা বশ হইবে না? যদি না হয়, তা হ'লে হাবাতেরা যা বলে, তা সত্য—ধর্ম্মের জয়! হোড়দোং চলিয়া গেল। হেম এই শোয়, রাত ১১টা বাজিয়াছে, আর কতক্ষণ দেরী করিয়া বসিবে। দুপুর ১, ২, ৩টা; বইপড়া আর হয় না। সাম্‌নে রিভল্‌বার, নড়িলেই প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। কি সর্ব্বনাশ! এদিকে পিট গেল, পা গেল, আর ত দাঁড়ান যায় না। তার উপর মশার যন্ত্রণায় অস্থির। তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছয়টা ঘড়িতে

বাজিতেছে; তবু আবাগে হেমচন্দ্র পড়া ছাড়ে না। বেলা ৮টার সময় হেমচন্দ্র বলিল,—"এইবার শুই।" বীরেশ্বর ভাবিতেছে—"প্রাণ ত যায়! কিন্তু ৮টার সময় শুইতেছে, এখনি নিদ্রা যাইবে, তাহা হইলে পলাইব। পালান নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণ যায়, সে বড় কথা নয়। কিন্তু মাঝিকে বলিয়া দিয়াছি, জিতিতেই হইবে; এত চিন্তার কারণ কি? এখনি নিদ্রা যাইবে।

পোড়া হেমের চক্ষে নিদ্রা নাই, একবার উঠে, একবার বসে, রিভল্‌বারের ঘোড়া তোলে, আর আস্তে আস্তে নামায়; এমন কি, ইন্দুর নড়িলে, আওয়াজ করিবে। সময় থাকে না; ক্রমে ৮টা, ৯টা, ১০টা, ১১টা, ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে বাজিতেছে। বরং গুলি খাইয়া মরা ভাল, হেম রিভল্‌বার হাতে বিছানায় বসিয়া আছে, কি হবে। বেলা ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচটা, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল—"বাচে, বীরেশ্বর বাবুর জিত হইয়াছে।" বীরেশ্বর বাবু ভাবিল,—মৃত্যু ভাল; বিশ হাজার টাকা লোকসান্‌। মধ্যস্থের কাছে বিশ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছে।

তার পর হেমচন্দ্র উঠিয়া গেল। বীরেশ্বর উঠিয়া বাহিরে আসিল, চলিবার শক্তি নাই! কোন প্রকারে চলিয়া আসিল, সুবিধা—বাটীতে কেহই নাই; একেবারে তিনি রেলওয়ে চুঁচুড়ার বাগান-বাটী যাইয়া উপস্থিত। সেখানে একখানি পত্র পরদিন ডাকযোগে আসিল। পত্রে হোড়দোংএর স্বাক্ষর। মর্ম্ম এই—"মহাশয়! আপনার বাচে জয় হওয়ায়, হেমচন্দ্র বিশ হাজার টাকা পাইয়াছে; কিন্তু আপনি যে ৫০৲ টাকা সারদার ঝিকে দিয়েছিলেন, তাহা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইব।"

বীরেশ্বর বাবু বুঝিল,—দাসী সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছে, মাঝির জিতিবার কথা ছিল, বাচে জিতিয়াছে; গার্ডেন পার্টি তাহাকে দিতে হইবে না। কিন্তু বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ইন্‌ডোর্স আছে, তাহা হেমচন্দ্র পাইবে, সারদার কলঙ্ক হইল না। মোহিনীর বাড়ী গেল না। হেমচন্দ্র বাজীর টাকা লউন বা না লউন, সকলই প্রকাশ হইয়াছে। অপমানের একশেষ। বীরেশ্বরের এই দশা! সকলেরই অধর্ম্মে এই দশা হয়। অধর্ম্মে কেহ কখন বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু হে পাঠক! যদি তাহার মনের অবস্থা দেখেন ত বিশেষ অর্থ প্রয়োজন হইলেও, আপনার ওরূপ অর্থ উপার্জ্জনের লালসা হইবে না।

নসীরাম

(নক্সা)

['কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায় (১২৯১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

চার পাঁচ বৎসর বিদেশে। পথে আসিতে বাটীর খবর কিছু পাই নাই;—নৌকা হইতে উঠিয়া দেখি, আমাদের নসীরাম ঘাটের ধারে বসিয়া আছে।—"নসীরাম!" নসীরাম এক দৌড়ে এসে আমার জামা ধ'রে কান্না,—"মামা গো! রাজনীতি!" রাজনীতি! আমার বিষম শঙ্কা হইল। নসীরামকে যত বুঝাই, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদে। হঠাৎ আমার গলা ছাড়িয়া দৌড়! আমি অবাক্, কি সর্ব্বনাশ! নসে কি খেপিল? নসে কি ছাড়িবার পাত্র, ভাবিবার সময় দেয়? দেখি, নসীরাম আবার দৌড়িয়া আসিতেছে; মস্ত একটা নিশান আর আগাগোড়া লাল ফিতা জড়ান! এবার বেশের সঙ্গে বুলিও পাল্টাইয়াছে, বলে,—"হুররে! হুররে!" আমি ফের জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নসীরাম! হ'য়েছে কি?" চারি পাঁচ ছোঁড়ায় আমায় তুলে একটা ছাগলের গাড়ীতে বসাইয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

"ওরে! করিস্ কি?" কে কার কথা শুনে! "মামা! প্রিয় মামা!" বলিয়া চতুর্দ্দিকে করতালি। গাড়ী হইতে নামিব, এমন উপায় নাই—লালফিতা দিয়া গাড়ীর সঙ্গে আমাকেও বাঁধিয়াছে। প্রাণ যায়! কি করি? "পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা! খুন ক'র্‌লে!" দুইটী ষণ্ডার টানের চোটে গাড়ীখানা উল্টাইয়া গেল, আমি প্রাণভয়ে একটা গ্যাসপোষ্ট জড়াইয়া ধরিলাম। আমার পূর্ব্বপুরুষের সুকৃতি, তারা একটু থামিল। কিন্তু সে কতক্ষণ? এবার আমার উপর নয়; এক লালপাগ্‌ড়ী পাহারাওয়ালা আসিয়াছিল; তাহার পা ধরিয়াই টান! নসীরাম তখন চীৎকার করিল,—"খবরদার! ছাড়িও না, তাহাহইলে স্বাধীন হইতে পারিবে না!" নসীরামদের অন্যমনস্ক দেখিয়া আমি পলাইব ভাবিতেছি, আর যাইব

কোথায়? মোটা চাদর গায়ে দিয়া আমার ভগিনী নসের মা আসিয়া বলিতে লাগিল,—"দাদা! প্রিয় দাদা!" আমি ভাবিলাম, আর কিছু নয়, আমি পাগল হইয়াছি। মাগী আবার হাত বাড়ায়! যা থাকে অদৃষ্টে - দৌড়! একজন দাঁড়ী আমার জিনিসপত্র মাথায় করিয়া আসিতেছিল, যখন দেখিল, আমি দৌড়িতেছি, সেও দৌড়! আমি বলি—"দাঁড়া! দাঁড়া! আমি নৌকায় যাইব।" একথা শোনায় মোট ফেলিয়া দৌড়! আমি যথার্থই ভাবিয়াছিলাম, নৌকা করিয়া চাকরীস্থানে যাই, কিন্তু আমি ঘাটে পৌঁছিবামাত্র মাঝি তাড়াতাড়ি নৌকা খুলিয়া ভাসিয়া পড়িল!

এবার নসীরামের হাতে পড়িলে আর বাঁচিব না, জোড়াসাঁকোয় বাবুদের বাসা আছে, সেইখানেই যাই, ভাবিলাম। পোয়াখানেক পথ গিয়াছি, রাস্তায় মহাগোল! রাস্তায় এমন গোল হয়, তাহাতে ভয়ের কারণ এত বেশী নাই; কিন্তু গোলের বোল শুনিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল— রাজনীতি! রাজনীতি! রাজনীতি! মা দুর্গা! কোথায় যাই? আবার সেই ফিতা। কিন্তু লাল নয়, কাল! ভাবিলাম, সরিয়া পড়ি। দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, চার পাঁচজন মুটিয়াকে ধরিয়াছে, আমায়ও একজন ধরিল! আমাদের সারবন্দী দাঁড় করাইল, আর একজন সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মুখের কাছে হাত মুখ নাড়িতে লাগিল। একটা মুটের নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, একজনের দাঁত পড়িয়া গেল; আমার রগে লাগাতে ঘুরিয়া পড়িলাম। পড়িলাম বা, তাহাদের কি, ঘোর করতালি দিতে আরম্ভ করিল। সকলেই সেই নসীরামের মতন, শুধু 'মামা' বলে না, বলে 'ভ্রাতঃ!' আর "রাজনীতি! রাজনীতি!" সে এক দুরন্ত আওয়াজ!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক কাল-ফিতার দল চলিয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে যাইতেছি; আমার মাথা, কোথায় যাইব? আবার দুই দিকে কাল-ফিতার দল! ভাবিলাম, কোথাও লুকাইয়া থাকি। বা! দিব্য বাগান! এই বাগানের ভিতর বসি। যার ভাল হয়, তার সব্ ভাল। মালীটী সভ্য, বলে—"মহাশয়, ওখানে কেন? আসুন, ঘরের ভিতর বসুন।" এতক্ষণে প্রাণ জুড়াইল, দিব্য চৌকি পাতা। ও বাবা! দেয়ালে লেখা কি? 'রাজনীতি!' আর কে বসে, আর কেই বা যায়? টক্ টক্ করিয়া জুতা পায়ে দিয়া উঠিতেছি। মা কালি! রক্ষা কর! 'মামা! মামা! প্রিয় মামা!' ঐ যে আমাদের নসীরাম! দুম্‌দাম সোডাওয়াটারের বোতল খোলে আর আমার মুখে ঢালে, কেউ রগে, কেউ কাণে, কেউ চোখে বরফ দেয়;—আমি মরণে কৃতসংকল্প হইয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। দরজা বন্ধ হইল। আমায় সমাদরের সহিত একখানি চৌকিতে বসাইয়া ও সকলেই এক এক চৌকিতে বসিল; যা হ'ক, পাখার বাতাস খাইয়া তবু প্রাণটা জুড়াইল। নসীরাম আবার বলিল, "আমার প্রিয় মামা!" আমি এদিক্ ওদিক্ ছাগলের গাড়ী আছে কি না দেখিতেছি, কিন্তু অশেষ রঙ্গ! এক একজন ওঠে, বলে, 'আপনি নসীরামের মামা?' বলি, আর নাই বলি, এক একবার হাত ধরিয়া নাড়ে! জানি পারিব না, সুতরাং পলাইবার চেষ্টা করিলাম না। এমন সময়ে বলিল, "মহাশয় বুঝেছেন? শিখেরা স্বাধীন হ'য়েছিল।" বাঁ পাঁজরারই বা খেদ থাকে কেন? একজন গুঁতা দিয়া বলিল, "ম'শায়! বুঝেছেন? নানাসাহেব অনেক ইংরাজ মারিয়াছিল।"

ভাবিলাম, একটা গুঁতা পিঠে, একটা গুঁতা বুকে, বাকি না, পাশের গুঁতাই চলিতে লাগিল, আবার— "ম'শায় বুঝেছেন, যুদ্ধ করিতে হইবে।"

অমনি বাঁ পাশে, বুঝেছেন, এখন নয়। এবারে বক্তা ছোঁড়া অগ্নি-মূর্ত্তি! গাঁগাঁ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। আর সকলে তড়্ তড়্ তালি পিটিতে লাগিল। কিন্তু আমার সাবকাশ নাই।

'ম'শাই বুঝেছেন, চাঁদা।' 'ম'শাই বুঝেছেন, পার্লামেণ্ট।' 'ম'শাই বুঝেছেন, দেশ গেল।' 'ম'শাই বুঝেছেন, সর্ব্বনাশ!'

এবার আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম,—"বাপু, 'সর্ব্বনাশ' তা কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই বুঝিয়াছি।" এই কথা বলিবামাত্র "হুররে, হুররে, নসীরামের মামা, হুররে, হুররে!" ফের বক্তৃতা সুরু ক'রে দেখি, আমি গুঁতার হাতে কিসে বাঁচি। ভাবিতেছি; সঙ্কটে না পড়িলে বুদ্ধি যোগায় না। ভাবিলাম, বুঝিবার মত মাথা চালি, তাহা হইলে গুঁতায় ত্রাণ পাই; ও মা! বার দুই

তিন মাথা নাড়িয়াছি, অমনি সকলে 'হায়! হায়!' করিতে লাগিল। আমি বলি, 'হায় হায়' করুক, আর গুঁতা মারে না। সত্যই গুঁতা মারিল না বটে, কিন্তু মস্ত একখানা পুঁথি আনিয়া আমার সাম্‌নে ধরিল। কলম হাতে দিয়া বলে,—"সই করুন।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সই কি?"

"নাম সই, বিলাতে লোক যাবে, তার খরচের টাকা চাঁদা করিয়া তুলিব।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন?"

"তবে আপনি কি বুঝিলেন?" দোহাই বাপু! আমার চৌদ্দপুরুষ বুঝে নাই, কেবল গুঁতার ভয়ে মাথা চালিয়াছি। তবে শুনুন্; ভাবিলাম, গেলাম! কিন্তু এবার দেহে আক্রমণ নয়, আক্রমণ মুখে মুখ। থুতুতে ভরিয়া গেল, আঁস্‌টে গন্ধে নাসিকা পূরিয়া গেল, এইটুকু বুঝিলাম যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা আবশ্যক, এক বৎসরে পঞ্চাশ টাকা উঠিয়াছে; তখন যে বাকী টাকা উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। "সন্দেহ নাই,—সন্দেহ নাই!" চারিদিকে ধ্বনি হইতে লাগিল, আমারও এড়ান নাই, স্থির করিয়া কলম ধরি, এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল; ইন্‌স্পেক্টর সঙ্গে পাহারাওয়ালা জমাদার সার্জ্জন দলে দলে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সাম্‌নে আমায় দেখিল, আমারেই ধরিল। নসীরাম আর কোথায় আছে?—"মামা, স্বাধীনতা! প্রাণ দিব, প্রাণ দিব।" নসীরামকে দেখিবামাত্র একজন মাথায় পটি বাঁধা পাহারাওয়ালা বলিল,—'ওই',—নসীরামকে ধরিল। নসীরাম তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ভ্রাতা-সকল! আমি জেলে যাইব, তোমরাও সকলে যাইবে সন্দেহ নাই।" তাহাদের মনে সন্দেহ হোক্ বা না হোক্, আমি ভাবিলাম, নিঃসন্দেহ যাইবে।

টানিয়া লইয়া চলিল। পথে আমার বাবুরা ফিটনে করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, আমার জামিন্ হইয়া খালাস করিলেন; নসীরামের জামিন লইল না। কোথায় যাইব? বাটী আসিলাম। এখানে এক ভৈরবী কীর্ত্তি! নসের মা ও আমার স্ত্রী বলে—

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে!"

আর বঁটি হাতে ধেই ধেই নাচে। কিন্তু এবারে আমার স্ত্রীরই নৃত্য বেশী, নসের মা খানিক নাচিয়াই বলিল,—"দাদা, আমার ছেলের কি হইবে?" আমায় উত্তর দিতে হইল না, ঠাকুরুণ উত্তর দিলেন, "ঠাকুর ঝি! ভাবিস্ কেন? ফাঁসী যাবে, আর কি?" ঠাকুরঝির মুখে কথা সরে না, আমার স্ত্রী অবাক্, এই যে অমন সান্ত্বনা বাক্যেও নসের মা স্থির হইল না, বরং কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন মকর্দ্দমা। মকর্দ্দমায় আমি খালাস পাইলাম, নসীরামের দুই শত টাকা জরিমানা হইল। নসীরামকে গাড়ী করিয়া লইয়া আসিতেছি, পথে বুঝাইতে লাগিলাম, "বাবা, অমন করে?" নসীরাম ভালমন্দ কিছুই উত্তর করিল না; ভাবিলাম, বুঝিয়াছে, "ছি! এখন শিষ্ট শান্ত হইবে।" এ কথাও বলা, আর নসীরামের গাড়ী হইতে লম্ফত্যাগ!

"নসীরাম! কোথায় যাস্?" আর কোথায় যাস্! দেখি, দশ পনের জন ষণ্ডাছোঁড়া এক এক চেলাকাঠ হাতে—বলে, "নসীরামের নিমিত্ত প্রাণ দিব, প্রাণ দিব!" পাছে আমায় ধরে, এই ভয়ে পলাইলাম। আমি বাটী না পৌঁছিতে পৌঁছিতে দেখি, একখান গাড়ীর ছাদে নসী-রামকে বসাইয়াছে, মাথায় টোপর দিয়াছে, গলায় ফুলের মালা, আর ছোঁড়ার দল চেলাকাঠ হাতে কেহ গাড়ীর ভিতর, কেহ পিছনে, কেহ সাম্‌নে হৈ হৈ শব্দ করিতেছে। নসীরাম গাড়ী হইতে নামিল; চেলাকাঠ হাতে বীর-পুরুষেরাও পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল, এই উঠানে বক্তৃতা, এইরূপে স্বাধীনতা-সমর অবসান হইল।

নব ধর্ম্ম

(নক্সা)

['কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায় (১২৯১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

চারি পাঁচ দিন কাছারী বন্ধ আছে, ভাবিলাম, আমার বাল্যবন্ধু স্বরূপচাঁদ বাঁড়ুজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে আসি। স্বরূপচাঁদের বাড়ী গিয়া দেখি, দরজা বন্ধ। একবার ভাবিলাম ফিরিয়া যাই, আবার মনে করিলাম, যখন আসিয়াছি, অন্ততঃ খবরটাও দিয়া যাই। ডাকাডাকি করিতে করিতে স্বরূপ আপনি আসিয়াই দরজা খুলিয়া দিল; "এস ভাই এস!" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসাইল; কিন্তু দেখিলাম, সে বড় বিষণ্ণ, স্বরূপচাঁদ বেশ সুখে আছে, আমি জানিতাম; বিষণ্ণ দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলাম। যে কথা উত্থাপন করি, দুই একটা উত্তর দিয়া নীরবে ভাবিতে থাকে। শেষ আমি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, তোমায় অসুখী দেখিতেছি কেন?" স্বরূপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার স্ত্রী নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমি আরও অবাক্ হইলাম। স্বরূপের পরিবার গত হইয়াছে জানিতাম, কিন্তু পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে জানা ছিল না; এখন শুনিলাম, একটী বড় দেখিয়া বিবাহ করিয়াছে, শাশুড়ী, শালা, শালাজদিগকে বাড়ীতে রাখিয়াছে, তাহারা সকলেই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকেও ছয়মাসের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; যদি না করে, তাহার স্ত্রী, শালী, শালাজ প্রভৃতি আর কেহ মুখদর্শন করিবে না, সকলেই খোরাকি লইয়া তাহার সহিত পৃথক হইবে।

এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার পুরাণ মালী চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "বাবু, বেদব্যাস আইছন্তি।" শুনিয়া স্বরূপচাঁদ আমায় বলিল, "ওই?" ওই কি? ভূত নাকি? আমার বন্ধু বলিল,—"ভূত নয়, বেদব্যাস।" ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, ইনি নব বেদব্যাস, ইহাঁর নব বদরিকাশ্রমে বাস, নব বেদ প্রকাশ ক'রে জীব তরাতে এসেছেন। আমি অবাক্! ভাবিলাম, আমার বন্ধুর কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। এমন সময় দেখি, আপাদমস্তক মোটা চাদর-আবৃত একটী তাকিয়া-অবতার যুবা আসিয়া প্রবেশ করিল। তাকিয়া-অবতার ছাড়া ছাড়া কথায় গদগদস্বরে বলিলেন, "বাঁ—ড়ু—জ্যে—ম—শা—গো! বে—দ—ব্যা—স।" বাঁড়ুজ্যে মশাই কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন,—তাকিয়া-অবতার বলিতে লাগিলেন,—"কাঁদুন, অনুতাপ করুন, বেদব্যাস বলেন,—অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত।" আমি বলিলাম, বাঁড়ুজ্যে মশাই, কাঁদিতেছ কেন?" বাঁড়ুজ্যে মশাই নীরবেই রোদন করিতে লাগিল। আমি ভরসা করিয়া মোটা চাদরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বেদব্যাস কে? বেদব্যাস কি সাবৃজন?" আমার বন্ধু বলিলেন, "সাবৃজনের বাবা!" এই কথা শুনিয়া তাকিয়া-অবতার দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল ও নেপথ্যে শব্দ হইতে লাগিল, "পাপ! পাপ!—সংসার ডুবিল।" তখন আমার বন্ধু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এখনি আমার স্ত্রী আসিবে।" আমি ভাবিলাম, পলায়ন করি, বন্ধু আমার কাপড় ধরিয়া বলিলেন,—'তুমি ব'স, নচেৎ আমার প্রাণ বাঁচিবে না।" এবার রঙ্গভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, একটী আধবয়সী, আর দুইটী যুবতী, সেই তাকিয়া-অবতার, আর একটী বঙ্কবেহারী,—হন্ হন্ শব্দে প্রবেশ করিল। কথা বড় বুঝা গেল না। কেবল 'পাষণ্ড' ধুয়াটি সমস্বরে হইতে লাগিল।

এমন সময়ে নেপথ্যে মহাষাঁড়-নাদে শব্দ হইল,—"পাষণ্ডকে আমরা তিরস্কার করিব না, কেবল বুঝাইব।" এই দৈববাণী হওয়ায়, সকলেই রোদন করিতে লাগিল, এবং সেই মোটা চাদরাবৃত স্থূলকলেবর দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। আমি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, —"কে আছিস্? জল আন!" তখন সকলেই আমায় তিরস্কার করিয়া বলিল,—"ভ্রান্ত! ভ্রান্ত! দশা লাগা জানে না।" আমি ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই মাঝে মাঝে ঐরূপ পড়িয়া থাকেন, এবং উঠিয়া এক এক বাটি চিনির পানা পান করেন।

ব্যাপারটা কি, জানিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিল। ভাবিলাম, বেদব্যাসকে দেখিতে হইবে। যেন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নেপথ্যে আবার শব্দ হইল, "পাপি! তাপি! সকলেই আইস, আমায় দর্শন কর।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই প্রস্থান করিলেন, এবং সেই আধাবয়সী স্ত্রীলোক আমার বন্ধুকে বলিল, "আইস যদি উদ্ধার হইতে চাও, আইস।" তখন আমার বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভাই, আজি বাটী গমন কর; যদি বাঁচি, সাক্ষাৎ হইবে।" আমি বলিলাম, "বন্ধু, কথাটা কি?" শুনিলাম, সেই বৃদ্ধা তাঁহার শাশুড়ী, আধা বয়সী তাঁহার স্ত্রী, যুবতী দুইটী তাহার শালাজ, স্থূলকলেবর এবং বঙ্কবেহারী তাঁহার শালাদ্বয়। যদি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন, তাঁহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। পুরাতন কৃষ্ণ-বিষ্ণু প্রভৃতি এখন আর তরাইতে পারে না। উনবিংশতি শতাব্দীর নূতন গোবর্দ্ধন-অবতার ব্যতীত আর উপায় নাই।

বেদব্যাস আসিয়া, তাঁহার শালাদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরিবারকে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপ, পৈতৃক দেব-দেবীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত সপরিবারে তাঁর প্রতি তাড়না। পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কোন দিন উপবাসী থাকিতে হয়, নিত্যই অর্থদণ্ড দিতে হয় ও বাক্যযন্ত্রণা অহর্নিশি সহিতে হয়। স্বরূপ আমার গলা ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই, উপায় কি করি?" আমি বলিলাম,—"বেদব্যাসকে দেখিতে পাওয়া সহজ, কিন্তু ছাড়ান বড় সঙ্কট।" আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেদব্যাসটা পদার্থ কি?" আমার বন্ধু বলিলেন, "দেখিবে আইস।"

গিয়া দেখি, বেদব্যাস একখানি কারপেটের আসনে বসিয়া আছেন, বাঁ পাশে একটী ছোট রকমের খোল, আর ডাইনে টবে করা একটী নারকুলে কুলের চারা, সাম্‌নে একটী কাঁচা গোল্লার নৈবেদ্য, এক থালা ছানা চিনি। বেদব্যাস দোহারা কাল রঙ্, দিব্য দাড়ি গোঁপ, একটু ভুঁড়ি আছে, গরদের কাপড় পরণে, গরদের দোব্‌চা গায়ে, চক্ষু বুজিয়া ছানা চিনি মাখিতেছেন। মোটা সম্বন্ধী বলিল, 'প্রণাম কর।' বঙ্কবেহারী আমায় প্রণাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উনি কি ব্রাহ্মণ?" বঙ্কবেহারী উত্তর করিলেন, "না উনি সদ্‌গোপ—বেদব্যাস।" আমায় প্রণাম করাইবার জন্য মহা জেদ, কিন্তু স্বয়ং বেদব্যাসই আমায় রক্ষা করিলেন, এক গ্রাস ছানা বদনে দিয়া খোলের বাঁয়ায় একটী ঘা দিলেন এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আমি বঙ্কবেহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ও কি! ছানা কি গলায় বাধিয়াছে?" বঙ্কবেহারী উত্তর করিলেন,—"না, উনি ছানা গালে করিয়া ভজনা করেন।" বেদব্যাস এবার চক্ষু মেলিলেন ও এক জোড়া মোণ্ডা আর এক ডেলা ছানা গালে দিয়া চক্ষু বুজিয়া মহা ঢুলিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি?" বঙ্কবেহারী বলিলেন,—"মোণ্ডায় ওঁর কিছু ভাবোদয় হয়।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বেদব্যাস কি কুলচারা খান?" বঙ্কবেহারী বলিলেন,—"কুল খান, কুলচারা খান না।" তবে টবে ও কুলচারাটী কেন?" "বদরিকাশ্রম নহিলে থাকিতে পারেন না।"

আমরা কথা কহিতেছি, বেদব্যাস নিরস্ত নাই, সন্দেশ ও ছানা আধাসারা করিয়া, খোলে মাথা দিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছেন ও আমার বন্ধুর স্থূল শ্যালকটি এক গ্লাস আরক তাহার মুখের কাছে ধরিয়াছে। বেদব্যাস পান করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের সকলের পাপ পান করিলাম।" আমি বঙ্কবেহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ওকি?" বঙ্কবেহারী বলিলেন—উনি উহা পান করিয়া সংসারকে আশীর্ব্বাদ করেন। আমরা এতক্ষণে নিষ্পাপ হইলাম।"

এমন সময় সেই পুরাতন উড়ে মালী আসিয়া বলিল, "সেণ্টপল আইছন্তি।" বেদব্যাসের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, থাবায় থাবায় ছানা সন্দেশ ওজোড় করিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" ইতিমধ্যে একটী হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, একজন চৌকি আনিল, একজন টিপায়া আনিল, একজন দুই তিন খানি তোয়ালে ঢাকা কাচের বাসন আনিল, টিপায়ের উপর রাখিল।

একজন লম্বা দাড়ী, ইজার চাপকান পরা, মাথায় কৃষ্টানী টুপী, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদব্যাস প্রণাম করিলেন, তিনি 'গুডমর্ণিং' করিলেন। তাহার পর আস্তে আস্তে গিয়া চৌকি খানিতে বসিলেন। বেদব্যাস বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তিনিও

বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্ !" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"ইনি কে ?" "শুনিয়াছেন ত সেন্টপল।" "উনি যে চৌকিতে বসিলেন ?" "বেদব্যাস আসনে বসেন, উ'নি চৌকিতে বসেন।" "ওঁর ছানা চিনি নাই ?" "না, উ'ন বিস্কুট আর কাট্‌লেট লইয়া ধ্যান করেন।" "ইনিও কি নূতন বেদ প্রচার করেন ?" "এঁর নূতন বেদ নয়, নূতন বাইবেল।" সেন্টপল বলিলেন,—"ভ্রাতঃ বেদব্যাস কতক্ষণ ?" বেদব্যাস বলিলেন "ভ্রাতঃ সেন্টপল! সবে পাপ পান করিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সেন্টপল রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! তোমারই সার্থক জীবন!"

সেন্টপল কাচের বাসন হইতে তোয়ালে তুলিয়া লইলেন ও একখানি বিস্কুট গালে দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তখন বেদব্যাস বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন,—"ভ্রাতঃ ও ভগিনিগণ! যখন সেন্টপল বসিয়া আছেন, তখন আমার কথা অবক্তব্য। আমি তোমাদিগকে বেদমতে শিক্ষা দিয়াছি, উনি আজ বাইবেলের মতে তোমাদিগকে বেদের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। বেদ ও বাইবেল এক কথা।"

সেন্টপল একখানি কাট্‌লেট খাইতে খাইতে বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি ধন্য! সত্য বলিয়াছ, বেদ ও বাইবেল এক কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ বাইবেল ?" বন্ধুর শ্যালক বলিলেন,—"নব বাইবেল।" আভাসে বুঝিতে পারিলাম, বঙ্কবেহারীর বুঝাইতে আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, তিনি কাট্‌লেটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেছেন। এমন সময়ে উড়ে মালী আবার আসিয়া বলিল,—"মাম্‌দো আইছন্তি।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভাইরে, সর্ব্বনাশ! আজ বিনা কারণে অন্ততঃ পঁচিশটে টাকা ব্যয় হইল!"

অমনি মহাধুম পড়িয়া গেল, আমার বন্ধুর উপর "পাষণ্ড! নরাধম!" প্রভৃতি নানা মিষ্টবাক্য-প্রয়োগ হইতে লাগিল। সেন্টপল ও বেদব্যাস কর্ণে আঙ্গুল দিয়া বলিতে লাগিল,—"কি দুর্দ্দিন! টাকা! এ কথা শুনিতে হইল।"

এই গোলযোগের ভিতর একবার ভাবিলাম, পলাই; আবার ভাবিলাম, মাম্‌দোকে না দেখিয়া ত যাইতেছি না। মাম্‌দো ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। দেখি, মাথায় একটী রিপুকর্ম্মের টুপী। ও হরি! মাম্‌দো আর কে ? মাম্‌দো আমাদের নসে। আমি বলিলাম, "নসে! এই যে বাড়ীতে ছিলি, মাম্‌দো হ'লি কবে ?" নসে বলিল, "মামা! মাম্‌দো নহি, মহম্মদ হইয়াছি। আমি পোলাও খাইতে খাইতে উপাসনা করিতে পারি, এজন্য আচার্য্য আমার নাম মহম্মদ দিয়াছেন। আমি নূতন কোরাণ প্রচার করি।" কথা শুনিয়া আমার রাগে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"ও আবাগের ব্যাটা! তুমি পোলাও খাইয়া নূতন কোরাণ পড়। যা বেরো, বাড়ী যা।"

নসীরাম সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "মামা, তোমায় আজ ভ্রাতা বলিব। ভ্রাতঃ, তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত।" আমি বলিলাম,—"নসে! তোর বড়ই স্পর্দ্ধা! যা মুখে আসে, তাই বলিস্!" এই কথা শুনিবামাত্র সেন্টপল উঠিয়া বলিলেন, "বোধ করি, মহাশয় বোধ করি ভাল কথা ব'লছেন না, বোধ করি, আমাদের মহম্মদ ভ্রাতাকে বোধ করি, কি মন্দ কথা বলিতেছেন।" আমি ক্রোধে বলিতে লাগিলাম, "মহাশয় অত বোধই করিতেছেন কেন, আমার ভাগ্‌নে শাসিত করিব না ?"

"আপনার—অধিকার নাই বোধ করি।" "কি! হিন্দুর ছেলে মাম্‌দো সাজ্‌বে—আমি শাসিত করিব না ?"

"আপনি বোধ করি, আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত দিলেন, বোধ করি, এতে বোধ করি, খুব রাগ্‌তে পারি বোধ করি।" "রাগেন, ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।"

"ভাত বোধ করি, খুব কম খাই; বোধ করি, বিস্কুট খেয়ে থাকি বোধ করি।" এইরূপ বচসা হইতেছে, এমন সময়ে দেখি যে, আর একদল বেদব্যাস, সেন্টপল, মাম্‌দো ও আরও কত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেদব্যাসে বেদব্যাসে, সেন্টপলে সেন্টপলে ও মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে লড়াই লাগিল। আগত বেদব্যাস বেদব্যাসকে বলিল, "মশাই বোধ করি, আপনার সমাজ থেকে বোধ করি, অব্যাস হইয়াছে, বোধ করি। আপনি আর বেদব্যাস

নেই বোধ করি।" ছানা-খাওয়া বেদব্যাস বলিল,—"আমায় জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারুর নাই বোধ করি!" সেণ্টপলে সেণ্টপলে ঐরূপ যুদ্ধ। নূতন সেণ্টপল বলিলেন,—'আপনার জবাব হইয়াছে, বোধ করি।" পুরাণ সেণ্টপল ব লেন,—"আমি স্বীকার করি না, বোধ করি।"

কিন্তু মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে বকাবকি না করিয়া হাতা-হাতি আরম্ভ করিল। ন'সে খুব ষণ্ডা মাম্‌দো, আগত মাম্‌দোর গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল। সেও মাম্‌দো,—ন'সের ঝুঁটি ধরিল। একটী যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। একশ্রেণীর বেদব্যাস বলিল,—"দেখিব, কিরূপে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিস্, দেখিব?" আর এক শ্রেণীর সেণ্টপল বলিল,—"তোমার সেণ্টপলগিরি কি ক'রে চলে দেখিয়া লইব।" মন্দিরে চাবি দিয়া ন'সে মাম্‌দোকে আবার শাসাইতে লাগিল—"টুপী খোল, নইলে, এক চড়েই তোরে মারিব।" তখন আমার বন্ধুর স্ত্রী ও শাশুড়ী দুই বেদব্যাসের মধ্যস্থানে দাঁড়াইল, রোগা-শালা ও তার স্ত্রী সেণ্টপলদ্বয়ের মাঝে এবং মোটা শালা সস্ত্রীক মাম্‌দোদ্বয়ের মাঝে বিরাজ করিতে লাগিল। করযোড় হইয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভুরা ক্ষমা করুন।"

উভয় পক্ষ হইতেই বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষমা করি, যদি মাপ চান ও স্বীকার করেন,—আমরা ব্যতীত বেদব্যাসত্ব, সেণ্টপলত্ব ও মহম্মদত্ব কেহ না লন।" মধ্যস্থেরা বলিতে লাগিলেন,—"ছানা, চিনি, বিস্কুট, কাট্‌লেট আর পোলাও-কোপ্তা আমরা উভয়কেই দিতে প্রস্তত।"

আমার বন্ধু হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভাই রে, পঁচিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা পড়িল।" এ প্রস্তাবে বিরোধী মহাশয়েরা স্থির হইলেন ও গান ধরিলেন,—

তুমি পরম কারুণিক, মহাদয়ালু!
তোমার কৃপায় খাই
শীতকালেতে শাক আলু।
তোমার কৃপার জোরে,
মোরগ ডাকে ভোরে কোঁকড় কোঁ ক'রে,
দুপুর বেলার রোদের জ্বালায়,
করি হে হালু চালু।

আমি আর বন্ধুর নিকট বিদায় নিবার অপেক্ষা করিলাম না; বেগে বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত।—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন—কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সংবাদপত্রের মন্তব্য ঃ—

১। "গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।" ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

২। "*** আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই জীবনীখানি লিখিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।" উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। (৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

৩। "*** গিরিশের কবি-জীবন ও কর্ম্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। তাই অবিনাশচন্দ্রের এই "গিরিশচন্দ্র" পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন করিয়া গিরিশ-আলোচনার সকল পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।" হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৪। "গিরিশবাবুর শেষ পনের বৎসরের ঘটনা অবিনাশবাবুর চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, আর তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশ বাবুর লিখিত গিরিশ বাবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। *** গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা দোষ তাহাও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। *** অবিনাশ বাবুর সরস ও সরল গুছান লেখার ফলে ইহা যেন আরও উপন্যাস হইয়াছে। * *" বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

৫। "** গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রখানি আলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থকারের বহুবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাঁহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ নাই। *** গ্রন্থকারের ভাষার সচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর সরসতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪।

৬। "*** কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই যে মানুষের পরিচয় দেওয়া যায় না, ইহা জীবনী রচয়িতারা ভুলিয়া যান। অবিনাশ বাবু যে তাহা ভুলিয়া যান নাই, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের কথা সত্যসত্যই অদ্ভুত, এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে নিহিত, লেখক ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে, গিরিশের পরিচয় তাঁহারা জানেন না, আমাদের অনুরোধ, অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁহারা অন্ততঃ ধার করিয়া লইয়া একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ গৃহে এই পুস্তক আদৃত হোক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।" আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

৭। "*** অবিনাশ বাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া কিন্তু যথার্থই তৃপ্তি পাইলাম। গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাশবাবুর তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া তাঁহার লিপিনৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন কথা পরম সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। ***" বাঙ্গালার কথা, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৮। "*** গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বসহচর। ** অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হননি, এই বিরাট গ্রন্থখানি সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরী আছে বটে—কোন পাথর উল্টাতেই তিনি বাকি রাখেন নি।" নাচঘর, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৯। "*** However, what it is, at present, in one word, Abinash Babu's "Girish-Chandra" is an encyclopaedia of informations about the Bengali Stages and its father. Every Bengalee should have a copy of this book in his private Library." The Amrita Bazar Patrika, 8th January, 1928.

১০। "*** The author was one of the close followers of the Great Master and has thus been able to write it with an almost Boswellian thoroughness and accuracy. ** It is a very great book and will more than repay perusal." Forward, 27th May, 1928.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,